১—১৮ ফর্ম্মা উইলকিন্স প্রেসে,
১৯—৩২ ,, ভারতমিহির ,,
৩৩—৩৯ ,, হেয়ার ,,
৪০ ,, চেরী ,,
৪১—৪৪ ,, এবং ভূমিকা, সূচী হেয়ার প্রেসে,
শব্দ তালিকা, পরিশিষ্ট, টাইটেল ও মলাট বিজয়া প্রেসে মুদ্রিত।

বিষয়ানুক্রমিক সূচী।

সূচী।

পদ-সংখ্যা	পদ	পৃষ্ঠা।

ফ

ভ

ম

ল

ব

স

—— •:(*):• ——

চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাশুলী দেবী।
(পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্ত্তি)

চণ্ডীদাসের ভিটা—হস্তীর পার্শ্বের স্তূপ—নান্নুর।
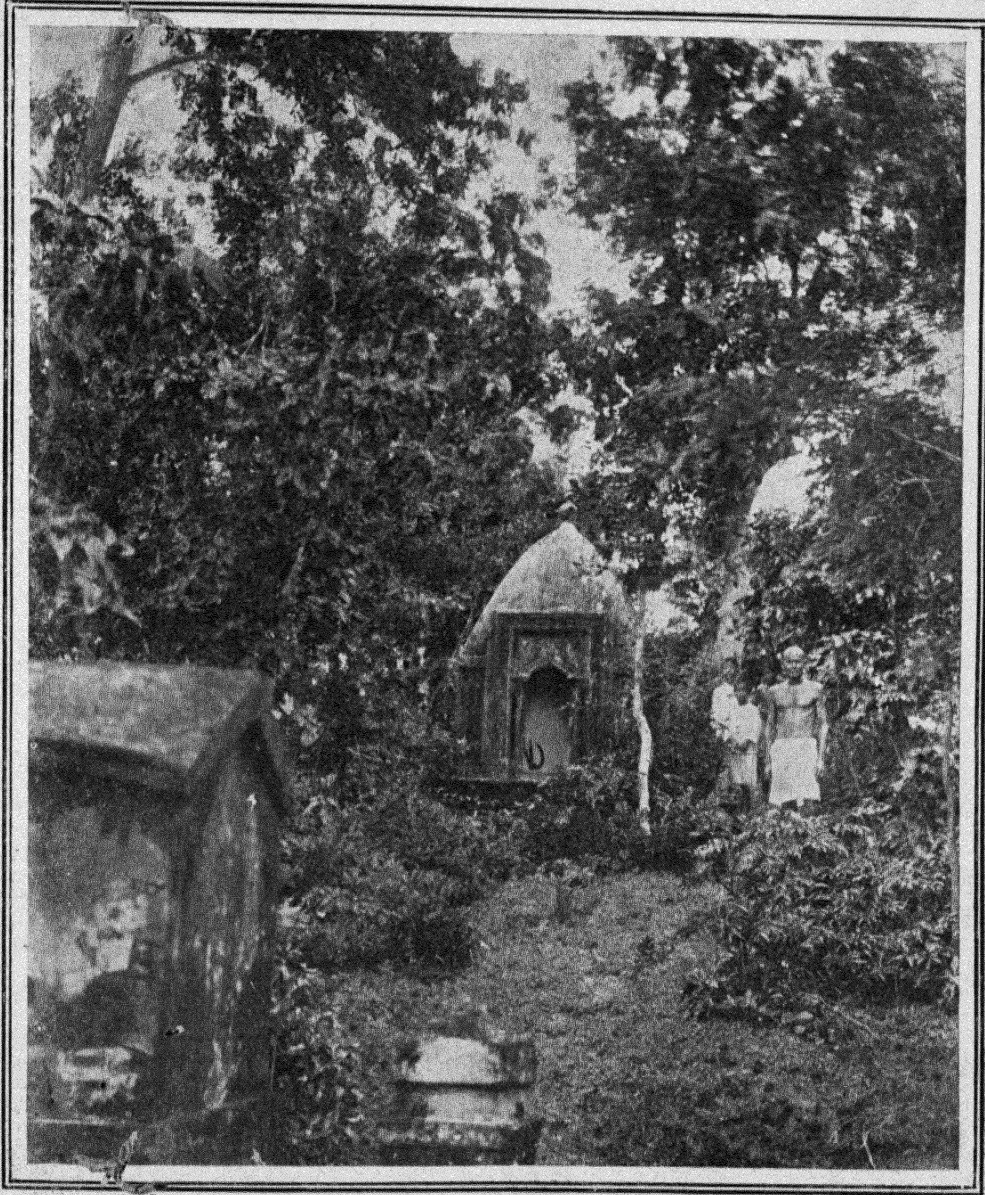
চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির—নান্নুর।

চণ্ডীদাসের পদাবলী।

ভূমিকা।

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইল। আমাদের বংশ চিরদিনই পরম বৈষ্ণব; তাহা ছাড়া আমাদের গ্রামের ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সকলেই বৈষ্ণব। সুতরাং বাল্যকাল হইতে আমি সুপ্রসিদ্ধ মনোহরসাহী কীর্ত্তন-গায়ক রসিক-দাস প্রভৃতির কীর্ত্তন বৎসরে অনেকবার শুনিবার সুযোগ পাইতাম। ব্রজভাষায় রচিত পদগুলি ভাল বুঝিতাম না; কিন্তু গায়কগণ যখন চণ্ডীদাসের পদ গাহিত, তখন আনন্দে মন বিভোর হইয়া যাইত। এইরূপ বাল্যকাল হইতেই চণ্ডীদাসের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মিয়া যায়, তাহার পর বিদ্যা-শিক্ষার জন্য আমাকে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতায় অনেক দিন অতিবাহিত করিতে হয়। কলেজ ত্যাগ করার পরও ছয় বৎসর মুরশিদাবাদ ও কলিকাতায় শিক্ষকতা করি। ১৮৯৬ সালে আমি আমার স্বগ্রামের সন্নিহিত কীর্ণাহার হাই স্কুলের হেডমাষ্টার হই। কীর্ণাহারে চণ্ডীদাসের সমাধিস্তূপ আছে; অদূরে নান্নুর চণ্ডীদাসের বাসস্থান। ইহাদের প্রভাব আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিল—আমি চণ্ডীদাসের পদাবলী-সংগ্রহের সংকল্প করিলাম। পদকল্পতরু, পদামৃত-সমুদ্র খুঁজিলাম; যাহা পাইলাম, তাহাতে তৃপ্তি হইল না। মুদ্রিত সংস্করণ কয়েকখানি কিনিলাম. পড়িলাম, কিন্তু মনে হইল, সংগ্রহ-কারগণ ঠিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; সবই যে অসংলগ্ন, ধারাবাহিকরূপে কৃষ্ণ-চরিত্র-বর্ণনা কৈ? আমি পদাবলী-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বিশালাক্ষীর পূজকের পুত্র, আমার ছাত্র শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে. তাহাদের গৃহে চণ্ডীদাসের পদের কোন পুথি আছে কি না? মৃত্যুঞ্জয় বাটী গিয়া অনুসন্ধান করিয়া আমাকে রাস-লীলার একখানি পুথি আনিয়া দিল। সেই পদগুলি সম্পূর্ণ নূতন; কখনও পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সেই পদগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। অনেকটা ভরসা হইল, প্রবল উৎসাহে আমার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। এমন সময়ে কীর্ণাহারের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেশ-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে "বীরভূমি"নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আমার উপরই সম্পাদন-ভার অর্পিত হইল। উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রথম সংখ্যা "বীরভূমি"তেই প্রচার করিলাম যে, চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদাবলী সংগ্রহ করিয়া "বীরভূমি"তে প্রকাশ করিব। কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমার ধারণা হইয়াছিল—বোধ হয়, "রাসলীলা" দেখিয়াই হইয়াছিল যে, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কীর্ণাহারে শুভাগমন করেন। তাঁহার সহিত চণ্ডীদাসের সমাধি দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় বলিলাম,—"আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।" ইন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"ও কথা আমি মানিব না, প্রাচীন পদকর্ত্তারা যখন ইচ্ছা, তখনই অসংলগ্নভাবে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কখনও কাব্য লিখিবার চেষ্টা করেন নাই।" পূজনীয় ব্যক্তির সহিত তর্ক সম্ভবে না, মনে করিয়া নিরস্ত হইলাম বটে, কিন্তু আমার পূর্ব্ব-ধারণা গেল না। আমি গৃহে গৃহে পদের

অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। বৈষ্ণবের আখরায় আখরায় বেড়াইতে লাগিলাম। প্রবীণ বৈষ্ণবগণের নিকট সন্ধান লইতে লাগিলাম ... ক্রোশ দূরে কীর্ত্তন হইলেও শুনিতে যাইতাম—ভরসা, যদি কীর্ত্তনগায়ক চণ্ডীদাসের কোন ... পদ গাহে। এরূপ চেষ্টায় যে আমি একেবারে বিফলমনোরথ হইয়াছি, তাহা নহে। অনেক সুন্দর সুন্দর পদ ... এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছি। তাহার পর আমার ছাত্র কীর্ণাহারনিবাসী শ্রীমান্ রামেন্দ্রকৃষ্ণ রায় আমাকে একখানি চণ্ডীদাসের পদাবলী পুথির সন্ধান দিল। পুথিখানি কীর্ণাহারের নিকটবর্ত্তী কোন ভদ্রলোকের গৃহে রক্ষিত ছিল। রামেন্দ্র আমাকে পুথিখানির দুই একটি পাতা আনিয়া দিল, কিন্তু সমগ্র পুথি কিছুতেই পাই না। শেষে শুনিলাম যে, যাহার পুথি, সে কীর্ণাহারের জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের জনৈক কর্ম্মচারী। তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি উক্ত কর্ম্মচারীকে পুথিখানি দিতে আদেশ করিলেন; পুথি হস্তগত হইল। পুথি দেখিয়া আমি বড়ই উৎফুল্ল হইলাম। পুথিখানিতে কেবল চণ্ডীদাসের পদ; পদসংখ্যা ৬০০ ছয় শতেরও অধিক। তাহার মধ্যে ৫০০ শত পদ নূতন। দেখিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, পূর্ব্বপ্রাপ্ত 'রাসলীলা"র পদগুলি ইহাতে সবই আছে; তাহা ছাড়া রাস-লীলার আরও অনেক পদ আছে। ধীরে ধীরে পূর্ব্বরাগের অনেকগুলি পদ "বীরভূমি"তে প্রকাশিত হইল। চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া দাসকল গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গৃহস্থিত পুথি হইতে অনেক নূতন পদ আমাকে "বীরভূমি"তে প্রকাশের জন্য দিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট হইতে রাসলীলার একখানি পুথিও পাওয়া গেল। এইরূপে আমি রাসলীলার তিনখানি পুথি পাইলাম। যাহা হউক, রামেন্দ্রকৃষ্ণ-প্রদত্ত পুথি আমার প্রধান অবলম্বন। এই পুথি আমি রামেন্দ্র বাবু, দীনেশ বাবু, ব্যোমকেশ বাবু ও সারদা বাবুকে দেখাইয়াছি। পুথিখানি অনেক দিন আমার কাছে ছিল, কিন্তু যাহার পুথি, সে এমন তাগাদা আরম্ভ করিল যে, শেষে ভদ্রতার সীমাও অতিক্রম করে দেখিয়া আমি পুথিখানি ফেরত দিলাম। রামেন্দ্র বাবু দেখিতে চাহিলে আর একবার চাহিয়াছিলাম; তখন সে আমাকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। তাহা হইলেও আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পুথির পরিচয়।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মূল পুথিখানিতে ৫০০ শত নূতন পদ আছে। এখন ঐ পদগুলি কি কি বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাহার পরিচয় দিব। গ্রন্থারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুবল সখার সহিত এক তরুছায়ায় উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিতে লাগিলেন যে, একদিন তাঁহার প্রিয় গাভী ধবলী সহসা কোথায় চলিয়া গেল। পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তিনি বৃষভানুপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নীল-নিচোল-পরিহিতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা এক রমণী তড়িতের ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া দিল। দর্শন অবধি তাঁহার মন সাতিশয় উন্মত্ত হইয়াছে। তাহার পুনর্দ্দর্শন ভিন্ন তাঁহার চিত্তস্থির হইবার উপায় নাই। সুবল ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শেষে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চিনিলেন এবং বলিলেন যে, যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই। শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়া ও যমুনাতীরবর্ত্তী চম্পক-বনে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সুবল পঞ্চ শিশু সহ বৃষভানুপুরে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, সুবল প্রভৃতি শিশুগণ মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-বংশ দেখাইয়া শেষে কিরীট-কুণ্ডল-পরিহিত, বনমালাশোভিত, পীতাম্বর, জলদ-নিন্দিত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দর্শক মাত্রে সকলেই মোহিত হইল। বাতায়ন-পার্শ্বে মাতা ও সখীগণের সহিত উপবেশন করিয়া শ্রীরাধিকা এতক্ষণ ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, অনুপম শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি-দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যার তাদৃশী দশা দর্শনে অতীব ব্যাকুল হইয়া অনেক চিকিৎসক আনাইলেন। কিন্তু কাহারও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। শেষে সুবল অন্তঃপুরচারিণী এক দাসীকে বলিলেন যে, তিনি রাজদুহিতার পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। রাজাদেশে সুবল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকার কর্ণে

কৃষ্ণনাম শুনাইয়া দিলেন। নাম "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" রাধিকা জাগ্রত হইলেন; সকল ব্যাধি দূরে গেল। সুবল তখন রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, রাধিকাকে যমুনায় স্নান করান হউক। সখীসহ রাধিকা স্নানে চলিলেন। যমুনাতীরবর্ত্তী চম্পক-কাননে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পূর্ব্বরাগ পদগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাহার পর শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য। ইহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর অভিসার, এই পদগুলি নূতন। তাহার পর কুঞ্জ-ভঙ্গ—কোন নূতন পদ নাই। ইহার পর গোষ্ঠলীলা সম্পূর্ণ নূতন। গোষ্ঠলীলায় এই কয়েকটি বিষয় আছে;—১। শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস। ২। দান। ৩। নৌকাখণ্ড। ৪। বন-ভোজন। ৫। যশোদার বাৎসল্য। তাহার পর রাই-রাখাল, সম্ভোগ-স্মৃতি, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যেও অনেক নূতন পদ আছে। তাহার পর রাস-লীলার ১৩৩টি পদ। পরে অক্রূরাগমন, যশোদা, গোপীগণ ও রাখালগণের খেদ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, রজকের বস্ত্রহরণ, কুব্জার সহিত মিলন, কংস-বধ, নন্দ-বিদায় প্রভৃতি বিষয় অতি মধুর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত পদ সম্পূর্ণ নূতন। তাহার পর মথুরায় দূতীর গমন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি। এগুলিতেও অনেক নূতন পদ আছে। শেষে রাগাত্মক পদ। ইহাতেও অনেক নূতন পদ আছে। ফল কথা, আমার সংগৃহীত পদসংখ্যা মোট ৮৩০। এতগুলি পদ পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বানান।

কেহ কেহ বলেন যে, পুঁথিতে যে বানান আছে, তাহাই বজায় রাখা উচিত। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, এইরূপ করিলে পূর্ব্বে কিরূপ বানান ছিল, তাহার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ সুর অনুসারে বানানের ভেদ করিতেন। অর্থাৎ যেখানে কোন অক্ষরে হ্রস্ব ইকার আছে, সেখানে একরূপ সুর হইবে, আর যেখানে দীর্ঘ ঈকার আছে, সেখানে অন্য সুর হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রাচীন অশুদ্ধ বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিলে অনেক পাপ হয়। আমি ইঁহাদের কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আমি বানানগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি। কাজেই আমাকে একটি কৈফিয়ৎ দিতে হয়, মনে করিয়াছি। ইঁহাদের প্রথম যুক্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাচীন কালে কিরূপ বানান ছিল, প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোন দুইখানি পুঁথির বানানের ঐক্য নাই। কেহ 'স্বামি' লিখিয়াছেন, কেহ বা 'স্বামী' লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা গ্রন্থ নকল করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছেন। এখনও আমরা পল্লীতে দেখিতে পাই, যাঁহারা প্রাচীন ধরণে শিক্ষিত, তাঁহারা বানানের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, লিখিবার সময় তাঁহারা যাহা সুবিধাজনক বিবেচনা করেন, সেইরূপ বানানই লিখিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাঁহারা পদাবলী নকল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও প্রাচীন ধরণে শিক্ষিত। তাঁহারা যে তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের নীতি অনুসারেই লিখিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। এরূপ স্থলে আমি কোন পুঁথির বানানই রাখিতে পারি নাই। কোন্ পুঁথির বানান রাখিব? সবই যে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকল পুঁথির বানানের অনেকটা সমতা দেখিতে পাইতাম, তবে না হয় বুঝিতাম, পূর্ব্বে ঐরূপ বানানই প্রচলিত ছিল। তাহা যখন দেখিলাম না, তখন কাহারও বানান গ্রহণ করা উচিত নহে। হাঁ, যদি চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত কোন পুঁথি পাইতাম, তবে সাদরে তাহারই বানান গ্রহণ করিতাম। তাহা যখন পাই নাই, তখন আমার গত্যন্তর কৈ? আর একটা কথা, আমি যদি পুঁথির বানান বজায় রাখিতাম, তাহা হইলে মুদ্রিত পুস্তক কি বিকট মূর্ত্তিই ধারণ করিত! বর্ত্তমান কালের পাঠক পুঁথি খুলিয়াই বিভীষিকা দেখিতেন ও আর্ত্তনাদ করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিতেন। আপনি যদি বহি খুলিয়াই দেখিতেন,—"যখী কেবা সুনাইলে স্যামনাম", তখন আমাকে

গালি দিতেন কি না? তবেই দেখুন, বানানগুলি বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া আমি খুব অপরাধ করি নাই। অন্য ছাড়ি দেখুন, সাহেবরা কি করিয়াছেন। তাঁহাদের মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থের যে সকল আধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কি উক্ত কবির আমলের বানান রক্ষিত হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই, সমস্ত শব্দের বানান বর্ত্তমান পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য আধুনিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি বিলাতী নজীর অনুসারে কাজ করিয়াছি।

আমার উপর আর একটা অনুযোগ এই যে, আমি স্থানে স্থানে কমা ও উদ্ধার-চিহ্ন (quotation mark) ব্যবহার করিয়াছি। আমার বক্তব্য এই যে, আজি কালিকার লোকে যে ঐ গুলা না থাকিলে ভাষা বুঝিতে পারে না। আমি যেখানে দেখিয়াছি যে, উদ্ধার-চিহ্ন ও কমা না দিলে অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে, সেইখানেই তাহা দিয়াছি। ইহাতে আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

শেষ কথা এই যে, পদকর্ত্তৃগণ সুর-ভেদে বানান-ভেদ করিতেন। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কে বলিল? কোথা হইতে এই অদ্ভুত কথা আসিল? কোন পুথিতে লেখা আছে না কি? আমাদের দেশে যত উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন-গায়ক আছে, তত আর কোথাও নাই। সকলেরই গান শুনিয়াছি, সকলের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এমন কথা ত শুনি নাই। বলা বাহুল্য, এই আপত্তিটা বড়ই হাস্যজনক।

পাঠোদ্ধার।

পাঠোদ্ধার বড়ই কঠিন বিষয়। নানা জনে চণ্ডীদাসের পদ নকল করিয়াছেন। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, তিনি তেমন লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভুল-ভ্রান্তি ত আছেই। এইরূপে "সাত নকলে আসল খাস্তা" হইয়া গিয়াছে। এ সব পুথির মধ্যে ঠিক পাঠোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। যে সকল স্থানে দুই তিনখানি পুথি পাইয়াছি, তথায় পরস্পর মিলাইয়া যেখানির পাঠ সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। মুদ্রিত পুস্তক সম্বন্ধেও ঐ নীতি অবলম্বন করিয়াছি। তবে ইহাতেও যে আমার ভ্রান্তি হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। আর যেখানে একখানির অধিক পুথি পাই নাই, সেখানে পুথির পাঠ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। মনে করুন, একটা কথা আছে, যাহার কোন অর্থই হয় না। পড়িতে পারিতেছি না, তাহা নহে, অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট লেখা রহিয়াছে, অথচ কথাটির অর্থ হয় না। সে স্থলে দুই একটা অক্ষর বদল করিয়া একটা সঙ্গত কথা বসাইয়া দিবার প্রলোভন খুবই হয়। কিন্তু আমি সে প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। যখন দেখিলাম যে, কোন একটা কথার অর্থ কিছুতেই হইতেছে না, কথাটিকে কিছুতেই চিনিতে পারিতেছি না, তখন আর আমার নিজের সম্পাদকীয় বিদ্যার পরিচয় না দিয়া "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকস্য দোষো নাস্তি" করিলাম। উত্তরকালে যদি কখন দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যায়, তখন কথাটা শুদ্ধ করিয়া লওয়া যাইবে, অথবা আমা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ব্যক্তি কথাটির চিকিৎসা করিয়া তাহাকে কথার মত করিতে পারিবেন। এরূপ কথা আমার "চণ্ডীদাস" পুস্তকে বড় কম পাওয়া যাইবে না।

পদ-বিচার।

একটা কথা উঠিয়াছে যে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই যে পদটা চণ্ডীদাসের হইল, ইহা বিবেচনা করা অন্যায়। চণ্ডীদাসের একটা বিশেষত্ব আছে, একটা "চণ্ডীদাসত্ব" আছে; যে পদে তাহা দেখিতে পাইব না, তাহা চণ্ডীদাসের বলিয়া কদাচ গ্রহণ করিব না। এমন লোক অনেক ছিল, যাহারা নিজের রচিত পদ চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া চালাইয়া দিয়াছে। আমরা আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিব, কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল।

কথাগুলি বিজ্ঞ সমালোচকের মত বটে, আর আমিও যে তাহা না জানিতাম, তাহা নহে। কথাগুলি যে সত্য, সে বিষয়ে মত-দ্বৈধ থাকিতে পারে না। তথাপি আমি কষ্টি পাথর লইয়া চণ্ডীদাসের পদগুলি পরীক্ষা করি নাই, কেন করি নাই, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে আমি অবশ্য বাধ্য। প্রথম কথা আমি এই বলিতে চাহি যে, অতটা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। এত দিন পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের অল্পসংখ্যক পদই সংগৃহীত হইয়াছিল। আমি বহু চেষ্টায় ৮৩০টি পদ সংগ্রহ করিয়াছি। আরও যে পদ নাই, এমন বলা যায় না। আমার মূল পুথিতেই ত রাসলীলা সম্বন্ধে আটটা পাতা নাই। ঐ আটটি পাতায় সম্ভবতঃ ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, চণ্ডীদাসের আরও অনেক পদ কোথাও কোন বৈরাগীর আখড়ায় বা কোন গৃহস্থের ভবনে সযত্নে বা অযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কালপ্রভাবে বোধ হয়, সেগুলি বিলুপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া একজন চণ্ডীদাস ব্যতীত দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আমরা আজিও শুনি নাই। অতএব এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, অতটা বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা, আমি যে একজন খুব ভাল জহুরী, এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্টি-পাথরে কসিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না। কোন্ গানটি চণ্ডীদাসের, কোন্‌টি নয়, অর্থাৎ কোন্‌টির ভিতর "চণ্ডীদাসত্ব" আছে, কোন্‌টির ভিতর নাই, এত বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। আধুনিক কালের উপযুক্ত লেখা-পড়া কিছু শিখিয়াছি, কিন্তু এই বিদ্যার জোরেই অনেক স্থানেই দেখিয়াছি যে, কোন বড় কবির সকল লেখাগুলিই সমান নহে। কোন কোন বড় কবির এমন কবিতা আছে যে, তাহা নিতান্ত অসার, কোন ক্রমেই সেগুলিকে উক্ত কবির রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। অথচ আমরা জানি যে, উক্ত অসার কবিতা উক্ত কবির রচিত। যে তাহা জানে না, সে যদি কবির কবিতা সংগ্রহের সময় তাহা বাদ দেয়, তবে কি সে মহাপাপে লিপ্ত হইবে না? চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও কি উপরের কথাগুলি খাটে না? আমার বিশ্বাস, কোন কবিই সকল সময়েই উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারেন না। এমন হয় যে, সহসা কোন ভাব আসিয়া তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল; তখন যাহা লিখিলেন, তাহা খুব উৎকৃষ্ট হইল,—তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত হইল। আবার এমন সময়ও আসে, যে সময়ে মহান্ ভাবগুলি তাঁহার হৃদয় অধিকার করে না। সে সময়ে যে কবিতা লিখিবেন, তাহা কখনই উচ্চ দরের হইবে না। প্রত্যেক কবির কবিতা আলোচনা করিলেই ইহা যে সত্য, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। চণ্ডীদাসও এই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারেন না; অতএব বর্ত্তমান সময়ে অতি সূক্ষ্ম নিক্তি লইয়া চণ্ডীদাসের পদের ওজন করা উচিত নহে;—অন্ততঃ আমার মত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের উচিত নহে। আমি যদি তাহা করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে অনেক আসল রত্ন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি। এখন আপনাদের দশ জনের সমক্ষে তাহা দেখাইতেছি, আপনারা চিনিয়া লউন, কোন্‌টা মণি, আর কোন্‌টা কাঁচ। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এত দায়িত্ব লইবার আবশ্যকতা কি?

পদ-পর্য্যায়।

পদের শ্রেণী-বিভাগ ও ক্রমনির্দ্দেশ করিবার সময় আমি একটি বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয়েই প্রাচীন পদ-সংগ্রাহকগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। কেবল শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ অগ্রে না দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ স্বীকার করেন যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমে হইয়াছিল, তথাপি শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ প্রথমেই সন্নিবেশিত করাই নিয়ম। ইহাই বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের মত। কিন্তু আমি যে সাহস করিয়া এই শাসন-বাক্য মানি নাই, তাহার কারণ বলিতেছি। চণ্ডীদাসের সময় বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্র রচিত হয়

নাই। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদ-সংগ্রহ ও ক্রমনির্দ্দেশের সময় উক্ত শাস্ত্র যে মানিতেই হইবে, এমন বলা যায় না। স্বাভাবিক দেখিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই হইয়াছিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ভাবে কথাটি বিচার করিয়া দেখা যাউক। বৈষ্ণব পদাবলী ও অপরাপর সাহিত্য পাঠ করিয়া আমার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দয়াল ঠাকুর। তিনি জীবকে আলিঙ্গন করিতে, কোলে টানিয়া লইতে সদাই ব্যাকুল। তিনি অহরহঃ ডাকিতেছেন,—"জীব! আইস, তোমায় কোলে করি।" জীব কিন্তু এমনি মায়াবদ্ধ যে, কিছুতেই এই ভগবদাহ্বান শুনিতে পাইতেছে না। কিন্তু যাহার সময় হইতেছে, সে আহ্বান শুনিতে পাইতেছে, সে "সকল তেজিয়া একমন হইয়া নিশ্চয়" দাসী হইতেছে। যাহার সময় হইয়াছে, যাহার হৃদয় ভগবৎপ্রেম আস্বাদন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, ভগবান্ তাহার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া তাহাকে টানিয়া ক্রোড়ে লইতেছেন, তাই তিনি শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছিলেন ;—

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক ত্যজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লইয়াছি॥—১৫১ পদ

আবার ;—

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে॥—ইত্যাদি ১৫৩ পদ

সুতরাং সাধারণ জীব সম্বন্ধে ভগবানের যেরূপ ব্যবহার, শ্রীরাধিকার সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কেন না, তাঁহারা লোক-শিক্ষার জন্য, জগতে প্রেমতত্ত্ব প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ প্রথমেই দিয়াছি। যাহা প্রকৃত ও স্বাভাবিক, তাহাই করিয়াছি মাত্র। তাহার পর যেরূপে রসপুষ্টি হয়, সেইরূপ মার্গে যাইতে যাইতে "মহারাসে" বৃন্দাবন-লীলা শেষ করিয়াছি।

কবির জীবনী।

বর্ত্তমান কালের সমালোচকগণের মত এই যে, কবির জীবনী ও তৎসাময়িক অবস্থা না জানিতে পারিলে কবিকে ঠিক বুঝা যায় না। কবির জীবন যেরূপে অতিবাহিত হয়, তাঁহার সময়ে সমাজের যাহা অবস্থা, তাহা তাঁহার কবিত্বে প্রভাব বিস্তার করিবেই। সুতরাং কবির কবিতা বুঝিতে গেলে এ সব জানা অতীব আবশ্যক। আমি যদি এ কথা না মানি, তবে আপনারা দশ জনে আমাকে ঘোরতর মূর্খ বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ একটা

লোভনীয় খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছা আমার না থাকিলেও আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, চণ্ডীদাসের প্রকৃত জীবনী বা তৎসাময়িক অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। চণ্ডীদাস ঠিক কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, বলিতে পারি না। তাহা ছাড়া তিনি যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করি, সে সময়ের ইতিহাস নাই। সুতরাং তখনকার সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব আমাদিগকে ও সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তবে একটি জীবনী না দিলে কেহ ছাড়িবেন না; হয় ত বলিবেন, ভূমিকাই হয় নাই। কাজেই কিংবদন্তী হইতে যেমন তেমন করিয়া একটা জীবনী খাড়া করিয়া দিতেই হইবে। তবে পঞ্চম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে চণ্ডীদাসের জীবনের একটা ঘটনা পাওয়া যায় মাত্র।

জীবিতাবস্থার সময়।

দীনেশ বাবু বলেন,—চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। শিবরতন বাবু তাঁহার "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে" লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস অনুমান ১৩০৫ শক বা ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভবানীচরণ, মাতা ভৈরবী সুন্দরী; জাতি ব্রাহ্মণ। ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের "সোমপ্রকাশে" একজন লিখিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাস ১৩০৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩৯৯ শকে পরলোকে গমন করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগ্‌চি; ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সপ্তম বর্ষ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় চণ্ডীদাসের খানিকটা পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেটি এই;—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিয়ে সঙ্কেতে অঙ্কে নিয়্যা।
আদি বিধেয় রস চণ্ডীদাস কিয়্যা॥

আমার মনে হইতেছে, ইহা "চণ্ডে ক্ষেপার" লেখা নয়, তবে চণ্ডীদাস পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি দ্বিতীয় শুভঙ্কর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, (মহাপুরুষদিগের লীলা কিছুই বুঝা যায় না), তবে এ পদ তাঁহার হইতে পারে। এ হেঁয়ালীর অর্থ করিতে আমাকে কিছুই কষ্ট পাইতে হইবে না; অনেকে দয়া করিয়া আমাকে সে কঠিন দায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বেশ গম্ভীরভাবে বলেন যে, অর্থাৎ চণ্ডীদাস ১০৫৫ শকে (১৪৩৩ খ্রীঃ) তাঁহার পদাবলী সমাধা করেন। এই পদাবলীর সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র। আর একটা কথা আছে। পদকল্পতরুতে একটা পদ আছে। সেটি এই;—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙহি রূপ- নারায়ণ কেবল
বিদ্যাপতি চলি গেল।
চণ্ডীদাস তব্ রহই না পারই
চলল দরশন লাগি॥—ইত্যাদি।

তাহার পর আরও দুই একটা পদে বর্ণিত হইয়াছে যে, গঙ্গাতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, কত কথা হইল ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক। কোন কোন সমালোচক বহু গবেষণা স্থির করিয়াছেন, বিদ্যাপতির জন্ম হয় ২৪১ লক্ষ্মণ সংবতে অর্থাৎ ১২৭২ শকাব্দায়। দীনেশ বাবু অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক, এই সব উক্তিগুলি কতটা ঠিক। প্রথম "সোমপ্রকাশে"র লেখক দৈববাণীর ন্যায় একটা কথা বলিয়া দিয়া নীরব হইয়াছেন। কোন প্রমাণ দিবার কল্পনাও মনে স্থান দেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথার বিচার অনাবশ্যক। দ্বিতীয়, বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার হেঁয়ালী—এ কবিতা পাঠ করিতে আমার আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। আমি ত চণ্ডীদাসের অনেক পুথি দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটিতেই ত ঐ ভীষণ কবিতাংশ পাই নাই। ইহা চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে চণ্ডীদাসের কবিতার ন্যায় ঐ কয় পংক্তির একটি ক্ষমতা আছে বটে, ইহা "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে"—কিন্তু শেলের ন্যায়। তৃতীয়, দীনেশ বাবু ও শিবরতন বাবু বোধ হয়, পদকল্পতরুর কবিতার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সমসাময়িক ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। পদকল্পতরুর কবিতার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। খামকা যে কয়েকটা কবিতা রচিত হইয়া গেল, পদকল্পতরুর সংগ্রাহকের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকও তাহাদিগকে নিজ সংগ্রহে বিনা বিচারে স্থান দিলেন, ইহা আমি মনে করিতে পারি না। তবে একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। পদকল্পতরুর কবিতাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মানিলাম—হইয়াছিল; কিন্তু মিলনটা হইল কোথায়? না, গঙ্গাতীরে। আচ্ছা, চণ্ডীদাস নান্নুরে ছিলেন, নান্নুর গঙ্গাতীর হইতে আট ক্রোশ পশ্চিমে। বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। তাহা হইলে তিনি নান্নুরের পশ্চিম দিক্ হইতে আসিবেন। গঙ্গাতীরে যদি উভয়ের মিলন হয়, তবে চণ্ডীদাস নান্নুর হইতে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছিলেন। পশ্চিম দিক্ হইতে বিদ্যাপতি আসিতেছেন, আর চণ্ডীদাস তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পূর্ব্বাভিমুখে রাস্তা ধরিলেন—এটা কেমন কথা হইল? বিদ্যাপতি যদি গঙ্গার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে না আসেন, তবে চণ্ডীদাসের পূর্ব্বাভিমুখে যাওয়া ত সম্ভব হয় না। চণ্ডীদাস পাগল ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার "উত্তর-পূর্ব্ব জ্ঞান" ছিল না, ইহা ত মনে হয় না। যাহা হউক, গঙ্গাতীরে মিলনের কথাটা ভুল ধরিয়া লইলেও এটা স্বীকার করিতে পারা যায় যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহারা সমসাময়িক। সুতরাং সকলেই যখন বলিতেছেন যে, চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তখন আমার তাহা মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আর ম্লেচ্ছ ঋষি Carlyle বলিয়াছেন,—"In the multitude of councellors there is wisdom"; সুতরাং আর কোন কথা নাই।

চণ্ডীদাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্বের লোক, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের গান গাইতেন, তাহা অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে;—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তৎপূর্ব্বে যে চণ্ডীদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাস-চরিতে" এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমি ১৩৭১ শকের লিখিত একখানি প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থানে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ভৈরবী নাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়।" শুধু ইহাই নহে, তাঁহার বীরভূমের কোন বন্ধু পুথির এই কথা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত নান্নুরের নিকটে আজন্ম বাস করিয়া আসিতেছি, নান্নুরের অনেক ভদ্রলোকের নিকট বহুদিন পরিচিত আছি, কিন্তু চণ্ডীদাসের মাতা পিতার সন্ধান ত কোন প্রকারেই করিতে পারি নাই। সুতরাং ব্রজসুন্দর বাবুর কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আর ও কথা জানিয়াও বিশেষ লাভ নাই। চণ্ডীদাসের কুল-পরিচয় জানিতে বর্ত্তমান কালের কন্যাদায়গ্রস্ত কোন লোক বোধ হয়, বিশেষ উৎসুক হইবেন না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা তাঁহার পদের ভণিতা হইতেই বুঝা যায়। "বড়ু চণ্ডীদাস", "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ইত্যাদি তাঁহার পদাবলীতে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

জন্মস্থান।

দীনেশ বাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত "Bengali Language and Literature" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নান্নুরের নিকটবর্ত্তী ছাতনা গ্রামে ছিল। এই কথাটি সাহস করিয়া তিনি যে কেন লিখিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। যখন দীনেশ বাবু উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপির ঐ অংশ আমাকে পড়িয়া শুনান, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, ছাতনা নামক কোন গ্রাম নান্নুরের নিকট নাই। তবে বাঁকুড়া জেলায় এক ছাতনা আছে বটে। বোধ হয়, দীনেশ বাবু এই ভ্রম সংশোধন করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ছাতনা গ্রামে বিশালাক্ষী নাম্নী এক দেবীও আছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ছাতনা গ্রামে যে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস যে নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। ১৩০৯ সালের শ্রাবণ মাসের "বীরভূমি" পত্রিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, চণ্ডীদাস মজঃফরপুর জেলার উচেট্ গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। আমি যেমন শুনিয়াছিলাম, সুধী জনের বিচারার্থ তাহাই লিখিয়াছিলাম। তাহার পর বিখ্যাত "বিশ্বকোষ"-প্রবর্ত্তক ৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চণ্ডীদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে আমার অনেক আলোচনা হয়। তাঁহার ধ্রুব ধারণা ছিল যে, চণ্ডীদাস মিথিলাবাসী, তাঁহার মত পণ্ডিতের কথা আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। তবে চণ্ডীদাস যে মিথিলাবাসী, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণও পাই নাই। সুতরাং অন্য প্রমাণাভাবে নান্নুরই যে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী।

নান্নুর অঞ্চলে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়;—চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ, নান্নুরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা বা তিনি যে বিশালাক্ষীর 'পূজক' ছিলেন, এ কথা কেহ বলে না। তবে যেমন তারাপুরের বামা ক্ষেপা তারা মায়ের মন্দিরের নিকটে, শ্মশানে বা কুটীরে বসিয়া তারা তারা ডাকিতেন, 'চণ্ডে ক্ষেপাও' তেমনি বিশালাক্ষীর মন্দিরেই হউক বা নিকটবর্ত্তী কুটীরেই হউক, থাকিয়া বিশালাক্ষীর আরাধনা করিতেন। সুতরাং চণ্ডীদাস যে ঘোরতর বামাচারী তান্ত্রিক ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। একদিন

চণ্ডীদাস নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন।* দেখেন, স্রোতে একটি উত্তম পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস পদ্মটি ধরিলেন এবং ভাবিলেন, ইহা বিশালাক্ষীর পাদপদ্মে অর্পণ করিবেন। স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া যখন তিনি ভক্তি-ভরে মায়ের চরণে ঐ পদ্ম অর্পণ করিতে যান, তখন বিশালাক্ষী সাক্ষাৎ হইয়া (হিন্দু আমরা, এ কথায় খুব বিশ্বাস করি) বলিলেন যে, "এ কাজ করিও না; ঐ পদ্মে আমার গুরুর পূজা হইয়াছে, উহা আমার চরণে দেওয়া হইতে পারে না।" চণ্ডীদাস জিজ্ঞাসিলেন,—"মা! তোর আবার গুরু আছে নাকি?" বাশুলী দেবী উত্তর করিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ আমার গুরু।" বিস্মিত চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন,—"তবে আমি তোর আরাধনা করিব কেন? তোর গুরুর আরাধনা করিব।" দেবী সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণ উপাসনা করিতে আদেশ দিলেন এবং পরকীয়া-ভজন সাধন করিতে বলিলেন। চণ্ডীদাস পরকীয়া নায়িকার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। দেখিলেন, নদীতে এক রজকিনী কাপড় কাচিতেছে। চণ্ডীদাস প্রত্যহ ছিপ্ লইয়া তথায় মৎস্য ধরিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে রজকিনীর সহিত তাঁহার প্রণয় হইল। তাঁহার ভজন-সাধন আরম্ভ হইল।

রামীর বাড়ী যে 'তেহাই' গ্রামে ছিল বা রজকিনী যে বিশালাক্ষীর গৃহ মার্জ্জনা করিত, এ কথা ত আমরা শুনি নাই। নান্নুরে এখনও লোকে রামীর ভিটা দেখাইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয়, রামীর বাড়ী নান্নুরেই ছিল। আর বিশালাক্ষীর পুরোহিত বা পূজক যে এত জাতি থাকিতে সুপবিত্র রজককুল হইতে বিশালাক্ষীর গৃহমার্জ্জনের জন্য একজন পরিচারিকা নির্ব্বাচন করিবেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি না। ধোপার জল যে অস্পৃশ্য, দেবতার গৃহমার্জ্জনের জন্য যে ধোপানী নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যে এ কালের লোককে বুঝাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

চণ্ডীদাস ধোপানীর প্রেমে মজিল, উত্তম (ব্রাহ্মণ) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচ সহ সহবাস করিতে লাগিল, ইহাতে গ্রামের ব্রাহ্মণগণ বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের সহিত ব্যবহার বন্ধ করিলেন, তাঁহাকে পতিত করিলেন। চণ্ডীদাসের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি "সকল তেজিয়া একমন হইয়া" রজকিনীর সহিত প্রেম করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে জাতিতে উঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসকে বুঝাইলেন যে, রজকিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন যে, চণ্ডীদাস রজকিনীকে ত্যাগ করিবে, তাহাকে জাতিতে উঠাইয়া লও। চণ্ডীদাস সম্মত, ব্রাহ্মণগণও সম্মত। ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীদাসের গৃহে ভোজনে বসিয়াছেন, চণ্ডীদাস পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময়ে কোথা হইতে রজকিনী রামী উন্মত্তার ন্যায় আসিয়া বলিল,—"কি রে চণ্ডে, তুই নাকি আমাকে ছাড়িয়া জেতে উঠ্‌ছিস্?" চণ্ডীদাস বিহ্বল—নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ ভাতের থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন। সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, তিনি আর দুই হস্ত বাহির করিয়া রজকিনীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, চণ্ডীদাস সামান্য মনুষ্য নহেন। তাঁহারা তাঁহাকে পতিত করিবার কথা আর কখনও মুখে আনেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় নগেন্দ্র বাবু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কয়টি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণিত বিষয়ের সহিত উপরিউক্ত গল্পের মিল আছে। তবে উক্ত কবিতাগুলিতে এইটুকু বেশী আছে যে, চণ্ডীদাসের নকুল নামে এক ভ্রাতা ছিল।

মৃত্যু।

চণ্ডীদাস নান্নুরের দেড় ক্রোশ উত্তরে কীর্ণাহার গ্রামে কীর্ত্তন করিতে যান। রামীও সঙ্গে যায়। কোন দেব-মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন কারণে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ে। চণ্ডীদাস ও রামী উভয়েই

* নান্নুরের নিকটে এখন নদী দেখিতে পাওয়া যায় না।

অপরাধর লোকসহ চাপা পড়িয়া মারা যান। আজিও লোকে সসম্ভ্রমে সেই প্রকাণ্ড স্তূপকে চণ্ডীদাসের সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। স্তূপের নিম্নে রমণদাস বাবাজীর আশ্রম। স্তূপগাত্রে একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাঁহার ভিতরে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা, নামাবলী-আচ্ছাদিত। স্তূপে প্রাপ্ত একটি ত্রিশূল মন্দিরমধ্যে রক্ষিত। বাবাজী ঐ মন্দিরে নিত্য চণ্ডীদাসের পূজা করেন। স্তূপের উপর শিরীষ প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বৃক্ষ জন্মিয়াছে। তথায় খুঁজিতে খুঁজিতে আমরা একখান খুব বড় ইষ্টক পাইয়াছিলাম। ইটখানি এখনকার ইটের মত উঁচু নয়, তবে খুব লম্বা-চওড়া। এত বড় ইট এখন দেখা যায় না।

চৌদ্দ বৎসর কাল কীর্ণাহার স্কুল-গৃহে বসিয়া সোৎসুকনেত্রে এই স্তূপ দেখিয়াছি। কত বাসনা—কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীর উদ্ধার হইবে, কেমন করিয়া স্মৃতিরক্ষা হইবে—ঐখানে মার্ব্বেল পাথরে "চণ্ডীদাসের সমাধি" বলিয়া লিখিয়া দিলে হয় না? প্রতি বৎসর এখানে চণ্ডীদাসের সম্মানের জন্য একটা মেলা করিলে হয় না? এই মেলায় কীর্ত্তনীয়ারা চণ্ডীদাসের পদ গাহিবে, বঙ্গের সাহিত্যিকগণ এইখানে একত্র হইয়া চণ্ডীদাসের গুণ গাহিবেন—কবি-চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিবেন—কত আনন্দ হইবে। কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আমার অত স্নেহের কীর্ণাহার ত্যাগ করিয়া রামপুরহাটে আসিলাম; কিন্তু চণ্ডীদাসকে ভুলিতে পারিলাম না। রামেন্দ্র বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী ছাপাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ মহোদয় বীরভূমের জজ ও অধুনা পরলোকগত রায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আসিলেন। যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। কবি বরদাচরণ কি কবির সম্মান না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি একবার কেন্দুলী ও নান্নুরে তীর্থযাত্রা করিলেন। কীর্ণাহারে চণ্ডীদাসের সমাধি দেখিলেন। আসিয়াই স্থির করিলেন, যেমন করিয়াই হউক, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের স্মৃতিরক্ষা করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ অমৃতলাল সোৎসাহে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এক কমিটী গঠিত হইল। বরদা বাবু বলিলেন,—লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের চেষ্টায় সাঁকুলীপুর থানার নাম ঘুচিয়া "নান্নুর থানা" নাম হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আর কিছু হইল না। মিত্র মহাশয় হুগলীতে স্থানান্তরিত হইলেন, আর বলিতে বিষম কষ্ট হইতেছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমবাসীকে কাঁদাইয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন। সব আশা গেল—আর কিছু হইল না।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিশালাক্ষীর বর্ত্তমান মন্দিরের দক্ষিণে যে প্রকাণ্ড স্তূপ আছে, তাহাই বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দির। কোন কারণে মন্দির পতিত হওয়ায় দেবীসহ চণ্ডীদাস সমাহিত হন। বহু দিন পর্য্যন্ত দেবী এই অবস্থায় থাকেন। পরে নান্নুর গ্রামের একজন তিলি স্তূপ খনন করিয়া দেবীকে উদ্ধার করে। সেই তিলির বংশধরগণ আজিও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রামে বাস করিতেছে। বাশুলী দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া আজি পর্য্যন্তও শারদীয়া নবমী পূজার দিন তাহাদের প্রদত্ত ছাগ দেবীর সমক্ষে প্রথমেই বলি হয়।

কীর্ত্তন।

এখন কথা হইতেছে, চণ্ডীদাসের এই গীতগুলি কোন্ সুরে গীত হইত? আমাদের দেশে তিন রকম কীর্ত্তনের সুর প্রচলিত আছে;—১। মনোহরসাহী, ২। গরাণহাটী, ৩। রেণেটি। মনোহরসাহী বর্দ্ধমানাধিপতির জমিদারীর অন্তর্গত বিস্তৃত পরগণা। ইহা বীরভূমের কিয়দংশে ও বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। এই মনোহরসাহী পরগণাতেই যে সুরের সৃষ্টি হইল, তাহাকেই মনোহরসাহী কীর্ত্তন বলে। অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, বর্দ্ধমানের ঢেওড়া গ্রামে এই সুর প্রথম সৃষ্ট হয়। তাহার পর মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রামে ইহার কিছু উন্নতি হয়।

কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার কান্দরা গ্রামে ইহার পরিপুষ্টি ও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কান্দরা ও পাঁচথুপীর কয়েক জন প্রতিভাশালী গায়ক ইহার অনেক উন্নতি করেন। এখন বৈষ্ণব পদাবলী মাত্রেই মনোহরসাহী সুরে গীত হইয়া থাকে। গরাণ-হাটী উত্তরবঙ্গে ও রেণেডি় উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

এই তিন প্রকার স্বরই চণ্ডীদাসের, এমন কি, চৈতন্যদেবেরও পরে সৃষ্ট হয়। সুতরাং চণ্ডীদাস কি সুরে নিজের পদ গাহিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা।

দীনেশ বাবুর মতে খনার ও ডাকের বচন, মাণিকচাঁদের গান ও রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, চণ্ডীদাসের সময়ের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। খনার বচন লোকমুখে বহুল প্রচার হওয়ায় অনেকটা আধুনিক ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অপরগুলির ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে অনেকটা পৃথক্। চণ্ডীদাসের ভাষা অনেকটা আধুনিক ভাষার ন্যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চণ্ডীদাসের কবিতাগুলি লোকমুখে বহুল পরিমাণে গীত হওয়ায় আধুনিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এ কথাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সচরাচর গীত হইয় থাকে, তাহাদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া খুবই সম্ভব। তবে যে সকল পদ এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলি গীত হইতে কখনও কেহ শুনিয়াছেন কি? সেগুলি ত অবিকৃত রহিয়াছে, স্বীকার করিতেই হইবে। রাসলীলার কোন কোন পদের ভাষার চমৎকারিত্বে আধুনিক কবিগণকেও বিস্মিত হইতে হইবে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের পদের ভাষা এখন যাহা দেখিতেছি. চণ্ডীদাসের আমলে প্রায় তাহাই ছিল। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, আমরা ইংরাজি শিক্ষার যত অভিমানই করি না কেন, কবিতা-রচনায় আমরা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারি নাই। ভাষার মাধুর্য্যে, শব্দ-যোজনার পারিপাট্যে, ভাবের গভীরতায় পরবর্ত্তী কোন কবিই চণ্ডীদাসের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, ইহা আমার মনে হয় না।

চণ্ডীদাসের শিক্ষা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস লেখাপড়া জানিতেন না। এত বড় একটা কথা না বুঝিয়া বলা ভাল হয় নাই। কথাটা যে সত্য নয়, ইহা আমাকে প্রমাণ করিতে বড় কষ্ট পাইতে হইবে না। যিনিই চণ্ডীদাসের কবিতা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, যদি চণ্ডীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি অমন সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত কথা অত মিষ্ট করিয়া ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন? সংস্কৃতে জ্ঞান না থাকিলে কি তিনি ব্রহ্মার গোবৎস-হরণ, রাসলীলা প্রভৃতি ভাগবত-বর্ণিত বিষয় অমন সুন্দরভাবে গাহিতে পারিতেন? তবে ভাগবতের উপাখ্যান তিনি কোথাও বাড়াইয়াছেন, কোথাও কমাইয়াছেন, কোথাও অন্যরূপ করিয়াছেন। সে দোষ তাঁহার অজ্ঞতার নহে, সে দোষ কবিত্বের। কবি হইলে সে নিজের কল্পনা চালাইবেই। কেন, আমাদের এ কালের সংস্কৃত ইংরাজী জানা কত বড় বড় কবি কল্পনা চালাইতে গিয়া শিব ভাঙ্গিয়া যে বাঁদর গড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে ত কেহ আমরা মূর্খ বলিতে সাহসী হই নাই। আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস বেশ ভালরূপই সংস্কৃত জানিতেন। তন্ত্র ও ভাগবত উভয়ই তাঁহার উত্তমরূপ আয়ত্ত ছিল। আপনারাও চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ুন, উহাই বলিবেন।

চণ্ডীদাসের সময়ে বীরভূমের ধর্ম্মের অবস্থা।

বৌদ্ধরাজগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্ম্ম একবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গের পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু। এই সকল হিন্দুরাজগণ হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই। তাঁহাদের অবিরাম চেষ্টায় বৌদ্ধ-বিহারগুলি হিন্দু-দেব-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। লোক শূন্য-উপাসনা ছাড়িয়া আবার হিন্দু-দেব-দেবীর উপাসনায় রত হইয়াছিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের চেষ্টায় আবার বেদানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—আবার "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" শব্দে বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়াছিল। আবার ব্রাহ্মণগণ হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের দুই একটা পূজা-পদ্ধতি সমাজের উচ্চ স্তর হইতে দূরীভূত হইয়া নিম্ন স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, হিন্দুগণ তাহাতে বড় আপত্তি করেন নাই। তন্ত্রানুমোদিত শিব ও শক্তিপূজা বঙ্গে—বিশেষতঃ বীরভূমে বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বীরভূমের পীঠস্থানগুলি বক্রেশ্বর, অট্টহাস, লাভপুর, তারাপুর, নলহাটী প্রভৃতিতে আবার মদ্য-মাংস দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা হইতে লাগিল। বীরভূমবাসী ঘোর বীরাচারী হইল। এইরূপে বীরভূমবাসী তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অতীব ব্যভিচার করিয়া অসংযতভাবে পশুবধ ও মদ্যপান করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" যে ধর্ম্মের মূল সূত্র, সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি প্রতিহিংসা লইল কিন্তু ভগবান্ ধর্ম্মের গ্লানি অধিক দিন সহ্য করেন না।

জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেবের উদয়ের পূর্ব্বে যেমন অরুণের আভা প্রকাশ পায়, তেমনি বীরভূমের আকাশে জয়দেবের গীতগোবিন্দের তান উঠিল। জয়দেব মধুরস্বরে রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিলেন। মদ্যপায়ী বীরভূমবাসী নেশার ঘোরে সে গান শুনিল না। প্রায় তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইলে ঘোর তান্ত্রিক চণ্ডীদাস নান্নুরে আবার কৃষ্ণলীলা গাহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই, তখনও তিমিরধ্বংস-কারী মহাসূর্য্যের উদয় হয় নাই। বীরভূমি যেমন তান্ত্রিক, সেইরূপ তান্ত্রিকই রহিয়া গেল। চণ্ডীদাসের তিরোধানের কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দীর পর পূর্ব্বাকাশে নবীন সূর্য্যের উদয় হইল। শ্রীচৈতন্যদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীত গাহিয়া মানব-হৃদয়ে সুধা সেচন করিলেন।

চৈতন্যদেব একবার বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি কোন লোকের মুখেই হরিনাম শুনিতে পাইলেন না; সুতরাং বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাসের সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী কোন লোকই বীরভূমে ছিল না। বীরভূমের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন চণ্ডীদাস কৃষ্ণনাম গাহিলেন। সে নাম কাহারও "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশে নাই। সে যাহা হউক, বীরভূমের গৌরবের কথা এই যে, এইখানেই জয়দেব-পাপিয়া ডাকিয়াছিল—এইখানেই চণ্ডীদাস-কোকিল গাহিয়াছিল—এইখানেই চৈতন্য-তপন প্রকাশিত সমুজ্জ্বল দিবার উষা দেখা দিয়াছিল।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব।

আমার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, কবি হইতে গেলে যোগী হওয়া চাই। সমস্ত মনটাকে টানিয়া একটা বিষয়ে লাগাইতে না পারিলে প্রকৃত কবি কেহ হইতে পারে না। আর এরূপ না করিতে পারিলে একটা রসে মজা হয় না। রসে না মজিলে মন-মাতান কথা বলা যায় না। কিন্তু আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে

লোকে মন স্থির করিতে পারে না। এখন চারিদিকেই বিষম কোলাহল। লোক অর্থের জন্ম ছুটাছুটি করিতেছে। নানা হুজুগে লোকের মন নানা দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। রাজায় প্রজায় দ্বন্দ, সমাজে অশান্তি, গৃহে গোলযোগ। সংবাদপত্রগুলা মেক্সিকোর যুদ্ধের খবর দিয়া বীরভূমের নিভৃত পল্লীর মানুষের মনে হুজুগ বাধাইয়া দিতেছে। রেল গাড়ীতে চড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে, চুরুট টানিতে টানিতে রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করিতে গেলে কবিত্ব থাকে কি না, আমার ঘোরতর সন্দেহ হয়। পূর্ব্বে মন লইয়া এত টানাটানি ছিল না। লোক একটা কিছুতে মজিতে সুবিধা পাইত। সংসারে এত হট্টগোল ছিল না। এখন লোকে কবিতা লেখে বাহাদুরী লইতে, তখন লোকে লিখিত মজিয়া মজাইতে। এখন লোকে সমুদ্রের ধারে চক্‌চকে পাথর কুড়াইয়া মাণিক বলিয়া বাজারে বিক্রয় করে; তখন লোকে রত্নাকরের অগাধ সলিলে ডুবিয়া রত্ন তুলিয়া আনিয়া লোকসমাজে ফেলিয়া দিয়া আবার ডুব দিত।

আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস এইরূপ একজন ডুবুরী ছিলেন। তিনি সংসারের কোন সংবাদই রাখিতেন না। দিবানিশি ভাব-সাগরে ডুবিয়া যে সকল অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতেন, লোকের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিতেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের ন্যায় কবিরা আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহা ভাবসাগরের মহামূল্য রত্ন। "ব্রজাঙ্গনার" ন্যায় সমুদ্রের ধারে কুড়াইয়া পাওয়া শুক্তির মুক্তা নহে।

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমে একেবারে মজিয়া গিয়াছিলেন। যোগীর ন্যায় মানসনেত্রে রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন। যাহা দেখিতেন, তাহাই গাইতেন। কল্পনার কথা নয় যে, সাজাইয়া গুছাইয়া তোমার মনে চমক লাগাইতে হইবে। চণ্ডীদাস কৃত্রিমতা জানিতেন না। খাঁটি জিনিষ যেমন পাইলেন, আনিলেন; লোকে লউক আর না লউক, সে দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই তাঁহার কবিতা সরল ও অলঙ্কারবিহীন। বর্ণনীয় বিষয় হইতে মনটাকে দূরে না আনিলে ত আর উপমা খোঁজা হয় না। সুতরাং বিষয়ে তন্ময়তা জন্মিলে উপমা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য থাকে না।

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহা করিয়াছেন, রাধা যাহা করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি রাধা ও কৃষ্ণকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা জানিলেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-দুঃখ নাই। শ্রীমতীই সুখ-দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করিয়াছেন, সুতরাং কেবলমাত্র রাধিকা-চরিত্র বর্ণনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলেও আমরা রাধিকা-চরিত্র ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

প্রথম হইতে একটা কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। চণ্ডীদাস যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম নহে। "মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে।" ইহাতে "কামগন্ধ" নাই। এই "কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল," এই প্রেমে মজিলে নায়িকা আত্মসুখ অন্বেষণ করিবেন না। কিসে নায়কের প্রীতি হইবে, তিনি সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা করিবেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে কর তাড়ন ভৎর্সন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥
ইহারে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
শুভ্র ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥"

এই প্রেম রাধিকাকে—

"সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী"—১৩৯ পদ

ইহাই ভাবাইয়া দেয়। এই প্রেম করিতে হইলে পার্থিব ভাবের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে ;—

"ধরম করম লোকচরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥"—৩৩৫ পদ

এই প্রেমে মজিলে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। পার্থিব কোন পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। রাধিকা সকল ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি অহর্নিশি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কিছু দেখেন না, অপর কিছুই তাঁহার মনে উদয় হয় না। এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল দুইটি কমল-চরণ তাঁহার প্রার্থনীয়। ইহাই প্রকৃত প্রেম ; চণ্ডীদাস এই প্রেমই বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী রাধিকা।

বৃকভানুপুরে পিতৃগৃহে আমরা শ্রীমতী রাধিকার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। রাধিকা মাতা ও সখী সহ বাতায়নে উপবিষ্টা, নীচে সুবল সদলে নানা খেলা খেলিতেছেন। দেখিলাম, সুবল যখন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন সেই অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়া রাধিকার মূর্চ্ছা হইল। কিছুতেই সে মূর্চ্ছার অপনোদন হয় না, পিতা কত চেষ্টা করিলেন, চিকিৎসকে কত চেষ্টা করিল। কিন্তু সুবল যখন রাধিকার কর্ণে কৃষ্ণনামামৃত সেচন করিলেন, তখন তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাঁহার সকল ব্যাধি দূরে গেল, তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে তাঁহার যে সম্মোহ হইয়াছিল, কৃষ্ণনামের অদ্ভুত শক্তিতে তাহা তিরোহিত হইল। চণ্ডীদাস এইরূপে কৃষ্ণনামের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাহার পর আমরা প্রেমবিহ্বলা রাধিকার অবস্থা দেখিয়া বিমোহিত হই। তিনি কখন বা "দণ্ডে শতবার" ঘরের বাহির হইতেছেন। মন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, ঘন ঘন কদম্ব-কানন পানে চাহিতেছেন। তাঁহার অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহা সম্বরণ করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। চিকুররাশি এলাইয়া পড়িতেছে, তাহাও সংযত করিতেছেন না। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। আবার কখন বা করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া মহাযোগিনীর ন্যায় কি ভাবিতেছেন। লোকের সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না ; বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। নীল নিচোল ত্যাগ করিয়া "রাঙ্গা বাস" পরিধান করিয়াছেন। আহার ত্যাগ করিয়াছেন, শরীর কৃশ হইয়াছে। কখন মেঘ পানে,

কখন বা শ্যামকণ্ঠ ময়ূরের প্রতি, আবার কখন বা বেণী এলাইয়া আপনার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। আবার কখন জ্ঞান হারাইয়া ধরণীতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। অপর কোন কবি কোন নায়িকার পূর্ব্বরাগের এরূপ অবস্থা চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না, আমরা জানি না।

রাধিকা যে কৃষ্ণপ্রেমে মজিয়াছেন, তাহার গভীরতাই বা কত! দিবারাত্রি তাঁহার কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অপর কিছু চিন্তা নাই। কৃষ্ণের রূপের সহিত যে কোন বস্তুর সামান্য সাদৃশ্য আছে, তিনি তাহা দেখিয়াই বিমোহিত হইতেছেন। কালিন্দীর জল, কাল কেশ, নীল শাড়ী, এ সকলই তাঁহাকে আকুল করিতেছে। এই কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াছে যে, তাহা এক তিলও তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। কৃষ্ণরূপ তাঁহার নিশ্বাস, কৃষ্ণরূপ তাঁহার আহার। কৃষ্ণরূপ চিন্তা ভিন্ন তাঁহার ক্ষণমাত্র বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এত প্রিয় যে, সদাই হারাই হারাই মনে হইতেছে। হায়! তাঁহার মনের ভাব কে বুঝিতে পারিবে? কাহার সাধ্য যে, এ প্রেমের গভীরতা বুঝে? রাধার ভয়, পাছে নিদ্রায় অচেতন হইলে শ্যামকে বিস্মৃত হন; তাই সারা নিশি জাগিয়া থাকেন। আবার কখন বা পীরিতির প্রতি আক্ষেপ করিয়া কত বলিতেছেন। পীরিতি করিলেন, শ্যামকে পাইলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া সেই পীরিতি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ত্যাগ করিবার উপায়ও নাই।

প্রেমে যাহার এত তন্ময়তা, যাহার প্রেম এত মধুর, এত গভীর, এত বিশুদ্ধ, শ্রীভগবান্ কি তাহার আশা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন? মহারাসে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। বৃন্দাবন-লীলার অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, এই কথা যখন কোন সখী রাধিকাকে বলিল, তখন রাধিকা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাওয়া অসম্ভব। তাঁহাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ কি মথুরায় যাইতে পারেন? রাধার হৃদয়ে যে তাঁহার আসন। তিনি যে রাধিকার হৃদয়ে বাঁধা আছেন। কেমন করিয়া কোন্ পথে যাইবেন?

"এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে।"

কিন্তু হায়! যখন শুনিলেন, নিশ্চয়ই শ্যাম মধুপুরে যাইতেছেন, তখন যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কত অনুনয় করিলেন, কত অশ্রুপাত করিলেন। নিষ্ঠুর কানাই তাঁহার কথা শুনিলেন না, মথুরা চলিয়া গেলেন। তখন—

"সোনার পুতলি অবনী উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিশ্বাস হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, আর শ্রীমতী রাধিকা বৃন্দাবনে। রাধিকা যাঁহার বিরহ ক্ষণমাত্রও সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি আজ "গিরি নদী আঁতর ভেলা।" এই নিদারুণ বিচ্ছেদে রাধিকা বড়ই মর্ম্মপীড়িতা হইলেন। কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি তাহার চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে যখন কৃষ্ণনাম করিতেছে, তখন অবশ্যই কৃষ্ণের সংবাদ দিতে পারে। হায়! বিষম শোকের আঘাতে বাণবিদ্ধা কপোতীর ন্যায় রাধিকা ধূলায় পড়িয়া আছেন। "সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায়।" বিষম বিরহজ্বরে তাঁহার আঁখি ছল-ছল। সখীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন। তাঁহারা এক একবার শ্যাম-নাম করিতেছেন, অমনি রাধিকা চমকিয়া উঠিতেছেন।

আবার তখনই মূর্চ্ছা হইতেছে। সখীগণ ব্যজন করিতেছেন, চন্দন লেপন করিতেছেন, কিন্তু যে অগ্নি অন্তরে জ্বলিতেছে, তাহা বাহ্য শৈত্যে নির্ব্বাপিত হইবে কেন? রাধিকার দশমী দশা উপস্থিত। সকলেই ভাবিল, বৃন্দাবন-বিলাসিনী বুঝি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যান। সখীগণ যুক্তি করিয়া রাধিকার এই অবস্থা জানাইতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতী প্রেরণের সংকল্প করিলেন। রাধিকা শুনিলেন। শ্যামকে আনিতে যাইতেছে জানিতে পারিয়া রাধিকার চৈতন্য হইল। তিনি সখীকে একটিমাত্র তিরস্কারের কথা বলিলেন ;—

"এ কথা কহিও তারে।
সে গুণ বুঝিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥"

পরক্ষণেই আবার সখীকে মিনতি করিয়া বলিলেন ;—

"সখি, কহিবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায়॥
সখি, ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥"

আজ রাধিকার মনে ভাবান্তর উপস্থিত। আজ কুদিন সুদিন হইল বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ,—

"চিকুর স্ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক কোলাকুলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।"

আজ সব সুলক্ষণ। আজ শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইবে। রাধিকার মনে উল্লাসের সীমা নাই। সখী আসিয়া সংবাদ দিল যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। অমনি—

"চকিত-নয়নে চাহিতে সঘনে
সম্মুখে দেখল পিয়া।"

সকল দুঃখ, সকল অভিমান দূরে গেল।

"এস এস বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।"

শ্রীকৃষ্ণকে নির্জ্জনে পাইয়া রাধা সুবাসিত বারি দিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিলেন। নিজ কেশরাশি দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া তাঁহাকে বিচিত্র পালঙ্কে বসাইলেন। এইবার মনের কথা বলিতে লাগিলেন,—"বঁধু, বহুদিন পরে আসিলে, প্রাণ গেলে ত আর দেখা হইত না। অবলা বলিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছি। পাষাণ হইলে গলিয়া যাইত। বড় কষ্টেই আমার দিন কাটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করি না, তুমি মথুরায় ভাল ছিলে জানিতে পারিলেই আমি সুখী। আমার আর সুখ-দুঃখ কি? তোমার সুখেই আমার সুখ। এখন তোমাকে পাইয়াছি; আর আমার কোন দুঃখ নাই। এখন কোকিল গান করুক, ভ্রমর তাহাতে তান ধরুক, মলয় পবন মন্দ মন্দ বহুক, গগনে চন্দ্র উদিত হউক। ইহারা তোমার বিরহসময়ে বড় কষ্ট দিয়াছিল, এখন ত আর কিছু কষ্ট দিতে পারিবে না।" প্রথম মিলনের আবেগ শান্ত হইলে রাধিকা বলিতে লাগিলেন;—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥—১৩৯ পদ

এমন প্রেম জগতে হয় না ; তাই চণ্ডীদাসের কথায় বলি,—

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

শ্রীকৃষ্ণ।

যিনি কৃপাপরবশ হইয়া জীবের উদ্ধারের জন্য গোলোক ছাড়িয়া ভূতলে আসিয়া, বৃন্দাবন-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, যাঁহার রূপ-গুণ ও কার্য্যকলাপাদি বর্ণনা করিতে মানব-লেখনী অক্ষম, সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণ চণ্ডীদাসের গ্রন্থের নায়ক। এরূপ নায়ককে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা কম সাহসের কর্ম্ম নহে। কিন্তু চণ্ডীদাস সে সাহস করিয়াছেন এবং সেই অসীম গুণাধারের মহিমার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রেমময়। তিনি যশোদার বাৎসল্য-প্রেম, গোপীগণের পতি-প্রেম, রাখালগণের সখ্য-প্রেম সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছেন। বেগবতী উন্মাদিনী স্রোতস্বতী যেমন কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলই সাগর-সঙ্গমে ছুটিতেছে, তেমনই ইহাঁদের সকলেরই যেন অন্য কোন লক্ষ্য নাই, সকলেরই হৃদয়ের প্রেম মহাবেগে একমাত্র কেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তাই আমরা বৃন্দাবনে প্রেমের খেলা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাই না। বৃন্দাবনে জীব-জন্তু-বৃক্ষ-লতাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে। তাই তিনি যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করেন, তখন বৃন্দাবনে যে শোকপ্রবাহ বহিয়াছিল, তাহার তুলনা জগতে কখন দেখা যায় নাই।

"ধেনুগণ সব করি হাম্বা রব
মথুরা মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
সেহ দুধ নাহি খায়॥
পুচ্ছ উচ্চ করি যায়ে পরিহরি
মথুরা গমন দিগে।
যথা সে রসিক নাগর-শেখর
সে দিক গমন ভাগে॥

খগ মৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
রাতি দিন নাম লয়॥
মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে
এ সব হইলা ভোর॥
সেই পিকরবে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ
সে ডাল চলল ছাড়ি॥
ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক চাতকী
তাহা না শবদ বলে॥
হংস হংসিনী শুক শারী গণি
তাহা না শবদ একে।
নিশবদ হই নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে॥
পুরবাসী যত অঝর নয়ন
যুবা বৃদ্ধ বাল যত।
শোকেতে আকুল বিয়োগ সকল
তাহা বা কহিব কত॥"

যাঁহার অনন্ত প্রেমের শতাংশের একাংশও চিত্রিত করিতে চণ্ডীদাস সমর্থ হয়েন নাই, আমি তাঁহার কি পরিচয় দিব? যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে ঋষিগণেরও জিহ্বা অক্ষম হইয়াছে, আমি সেই মহাপুরুষকে নমস্কার করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসি সর্ব্বঃ॥

যশোদা।

যশোদা-চরিত্র অঙ্কণেও চণ্ডীদাস কম কৃতিত্ব দেখান নাই। বাৎসল্য-প্রেম মূর্ত্তিমান্ হইয়া যেন তাঁহার যশোদাকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকগণের সঙ্গে ধেনু চরাইতে বনে যাইবেন, যশোদার মনে নানা ভয় হইতেছে। দুষ্ট কংসের চর সদাই কৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনের জন্ম ফিরিতেছে; না জানি, কখন কি বিপদ্ ঘটায়। তাঁহার কৃষ্ণ অতি শিশু, পদযুগ অতি কোমল তৃণাঙ্কুরে ক্ষত হইতে পারে। কৃষ্ণের শরীর নবনীত তুল্য কোমল,

তাহুর, তাপে পাছে বা গলিয়া যায়। কিন্তু রাখাল-বালকগণ ছাড়িবে না, কৃষ্ণকে সঙ্গে লইবেই। অগত্যা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি যত্ন লইবার জন্য বলরামকে কত অনুনয়, কত বিনয় করিলেন। বলরাম বয়সে বড়, কৃষ্ণ শিশু। তাই বলরামের করে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অঞ্চলে ননী ছানা বাঁধিয়া দিয়া বলরামকে অনুরোধ করিলেন যে, যেন ক্ষুধার সময় কৃষ্ণকে খাওয়ায়। বলরাম যেন সর্ব্বদাই কানুকে সম্মুখে রাখে। গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের বেণুর রব শুনিতে না পাইলে যশোদার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তাই বলিয়া দেন, যেন রাখালগণ গোধন লইয়া দূরে না যায়, যেন যমুনার নিকটেই থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে যশোদার আনন্দের সীমা থাকে না।

"সোনার পুতলি বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরি সারি॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ-বদন
তবে সে জুড়াই প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম॥"—৫৩৪ পদ

বন হইতে যখন শ্রীকৃষ্ণ শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসেন, তখন যশোদার হৃদয় ফাটিয়া যায়।

"আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥"—১১৭ পদ

যে কৃষ্ণকে রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি ক্ষীর-ননী খাওয়ান, তাঁহার সেই কৃষ্ণ বনে গিয়া ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছেন, ইহা ভাবিতে যশোদার বড়ই কষ্ট হয়। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, কৃষ্ণকে আর বনে যাইতে দিবেন না। যদি নন্দ ঘোষ আপত্তি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণকে লইয়া কোথাও চলিয়া যাইবেন।

"তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়েছে মোরে॥"

এ হেন স্নেহময়ী মাতা যখন শুনিলেন যে, তাঁহার কৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া মথুরা যাইতেছেন, তখন তাঁহার কি দশা হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যে কৃষ্ণ বনে গেলে তিনি সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তিনি প্রখর কিরণে তাঁহার কানাইকে ক্লিষ্ট না করেন, বনদেবতার নিকট কাতরভাবে কানাইয়ের কুশল বাঞ্ছা করিতেন, পবন-দেবকে মিনতি করিয়া বলিতেন, যেন তিনি মৃদুমন্দ বহিয়া তাঁহার কানাইকে ব্যজন করেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিতেছেন, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? হায়, তাঁহার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটিল? দেবী আরাধনা

করিয়া তিনি কৃষ্ণ হেন ধন পাইয়াছিলেন; হয় ত পূজার কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, তাই তাঁহার কপালে এই বিড়ম্বনা ঘটিল। রাণী আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন,—

"কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল-করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি
পড়ে রাণী মূরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কান্দে স্থির নাহিক বান্ধে
গোপী রহে চাঁদ-মুখ চেয়ে॥"—৫৬৩ পদ

আবার যখন মথুরা হইতে নন্দ ঘোষ ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ আসিলেন না, তখন যশোদার সকল ভরসা গেল। কাতরস্বরে রাণী কাঁদিতে লাগিলেন;—

"অনেক তপের ফলে বিধি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর নটরায়।
কোন অপরাধ হল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার ভায়॥
সে হেন নবীন তনু যেন পদ কর ভানু
হিঙ্গুলে গঞ্জিত বিষধরে।
নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী
নয়ন-কমল শশধরে॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে।
করিশুণ্ড হল জিনি বাহুর সে সুবলনি
তা দেখি সদাই মন ঝুরে॥
সে হেন যাদব ধনে রাখি আইলে কোন্‌খানে
সদাই সে ঝুরয়ে অন্তরে।
যে মোর মেয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন
এ কথা সে কহিব কাহারে॥
কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া রবে আসি।
ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি॥—৬৮০ পদ

ছন্দ।

চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদই লঘু-ত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে লিখিত। মধ্যে মধ্যে চতুর্দশ অক্ষর, অষ্টাক্ষর, সপ্তাক্ষর ও একাদশ অক্ষর পয়ারও আছে। কখন কখন নূতন ছন্দও ব্যবহার করা হইয়াছে। ৪১০, ৫০২, ৫০৭, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২ সংখ্যক পদ দেখুন। কোন বৈষ্ণব-কবি এতগুলি ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

রাগাত্মিক পদ।

চণ্ডীদাসের সাধন-প্রণালী যে কি ছিল, তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই। সে সাধন-প্রণালী গুরুর উপদেশ ভিন্ন বুঝিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে চণ্ডীদাস যে তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে রাধাকৃষ্ণের ভজনা করিতেন, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। তাঁহার রাগাত্মিক পদগুলিতে এর সাধন-প্রণালী অতি সাবধানে বর্ণিত হইয়াছে। আমি যে এই পদগুলির টীকা করিতে বা এই সাধন-প্রণালী কি, তাহা বলিবার আদৌ চেষ্টা করিলাম না, তজ্জন্য আমি পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি অক্ষম।

চণ্ডীদাস-আরাধিতা বিশালাক্ষী।

চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন ;—

"নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।"

এখন আর বিশালাক্ষীর মন্দির গ্রামের মাঠে নাই। এখন তাঁহার মন্দিরের চতুষ্পার্শে লোকের বসতি হইয়াছে। গ্রামটা দেবী-মন্দিরের পশ্চিমে ছিল, ক্রমে পূর্ব্বধারে সরিয়া আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশালাক্ষীর মন্দির প্রাচীন নহে, আধুনিক ধরণের সামান্য একতলা ইষ্টকালয় মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশদ্বারে কয়েকটি শিবমন্দির আছে ; সেগুলিও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে দেবীর বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড মৃত্তিকা-স্তূপ আছে। লোকে ইহাকেই চণ্ডীদাসের ভিটা বলিয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডীদাস ধনী লোক ছিলেন না যে, তাঁহার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এত বড় হইবে। আমার মনে হয় যে, ঐ স্তূপটিই বিশালাক্ষী দেবীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

দেবীমূর্ত্তি।—আড়াই পোয়া পরিমিত একখানি কাল পাথরে খোদিত। মহাদেব বসিয়া আছেন ; তাঁহার নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম বাহির হইয়াছে, সেই পদ্মের উপর চতুর্ভুজা দেবীমূর্ত্তি আসীনা। দেবীর বাম পদ পদ্মের উপর ও দক্ষিণ-পদ মহাদেবের উরুদেশে স্থাপিত। দেবীর তিন হাতে বীণা ও দক্ষিণের দুইটি হাতের মধ্যে একটিতে জপমালা।

পূজাপদ্ধতি।—ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্য, পুষ্প এই পঞ্চোপচারে দেবীর নিত্য পূজা হয়। দিবাভাগে অন্নভোগ হয় এবং সন্ধ্যার সময় আরতি ও শীতল হয়। ভোগে মৎস্য দেওয়ার রীতি আছে। পূজা আগমমত। শারদীয়া নবমী পূজার দিন ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা হয় এবং ছাগ, মেষ ও একটি মহিষ বলি হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বলি হয় না।

দেবীর ধ্যান।

তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীর এই ধ্যান লিখিত আছে ;—

"ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ-খেটকধারিণীম্॥

নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥

কিন্তু যে ধ্যানে নান্নুরের দেবীর পূজা হয়, তাহা এই ; -

"ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং শারদবদনাং
চতুর্ভুজাং বীণা চণ্ডিকা দেবীং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং
ত্রিহস্তে বীণা চৈব এক হস্তে জপায়িনী
বামপদ পদ্মাসনে দক্ষিণপদ শিবোপরি
সচন্দনবিল্বপত্রং পুষ্পং ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষীদেব্যৈ নমঃ।"

মূর্খ পূজকের দ্বারা ধ্যানটি বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু উপায় নাই।

চণ্ডীদাসের অপর গ্রন্থ।

চণ্ডীদাস-প্রণীত "রাধিকার মানভঞ্জন" ও "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" এই দুইখানি পুথির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথিখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পাইয়াছেন এবং ছাপিতেছেন। উহার মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে এবং পরিশিষ্টাংশ ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

১

রাগ—অজ্ঞাত।

এক দিন গোচাবণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার ছায়।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায়॥
সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায়। ৫
হিয়া করে কেন মত সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায়॥
হৃদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম।
মরম ব্যথিত তুমি কি আর বলিব আমি ১০
নয়ানে হয়েছে এক ভ্রম॥
অপূর্ব্ব সে অকস্মাতে দেখিল নয়ানভিতে
পূর্ব্বাপরে যা দেখিল ভাই।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ-পরশ কিছু কই॥ ১৫
পূর্ব্বাপর যা দেখিল তাহা কিছু রাগ হইল
সেই রূপ পূর্ব্বরাগ হল।
পূর্ব্বরাগ আগি হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল।
সেই হৈতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভোর ২০
তনু মন সব হৈল চল॥
আচম্বিতে পর দিনে ধবলী চলিলা বনে
গেল বৃকভানুপুর দিয়া।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসারে চলিল পাজিয়া॥ ২৫
দেখি সে খুরের চিহ্ন রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ অনুসারে গেল চলি।
বৃকভানুপুর বনে আনের ধেনুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি॥
তাঁহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই ৩০
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু মহলেতে উগি॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে। ৩৫
ধনীর রূপের ছটা কোটী চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যদুনাথে ৪০
এ কথা বুঝিবে আন কাজে॥

৬। হিয়া করে কেন মত—মন কেমন করিতেছে। প্রথম প্রণয়সঞ্চারে হৃদয়ে যে কিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, প্রণয়ী তাহা বুঝিতে পারে না বা

১৭। শ্রবণে অর্থাৎ কর্ণে স্পর্শনযোগ্য কিছু বলি অর্থাৎ তোমাকে কিছু শুনাই।

১৮। আগি অগ্নি।

২০। মরমে—হৃদ্‌গত ভাবে। ভোর - বিহ্বল।

২১। চল—চঞ্চল।

২৪। দেখিল, খুঁজিল—দেখিলাম,খুঁজিলাম। এরূপ প্রয়োগ প্রাচীন গ্রন্থে বিরল নহে।

২৫। পাঁজিয়া—পাঁজ অর্থাৎ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

২৬। রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন—পৃথক্ পৃথক্ অর্থাৎ এক একটি পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

৩১। রাগি—অনুরাগ, প্রেম।

৩৩। উগি—উপস্থিত হইয়া।

৩৫। গাগরি—কলসী।

৪১। আন কাজে—অন্য কোন ঘটনায়। ইহাতে সুবল কর্ত্তৃক মিলনের আভাস দেওয়া হইতেছে। ৪৪ পদ দেখুন।

২

কানড়া।

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতলি কায়া।
তাহে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া॥
বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া ৫
যেমন তড়িৎ দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়া নাহিক লখি॥
কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়। ১০
নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায়॥
চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনী প্রায়।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে ১৫
এমন রূপের কায়॥
সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে॥ ২০
যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।
ঐছন দেখিনু মধুর মূরতি
আপন নয়ানে চাই॥
হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত ২৫
দেখিলাম নয়ান কোণে।
যেমত দেখিনু রাজার কুমারী
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

১-২। রমণী দেখিতে ঠিক সোনার পুতুলের ন্যায়; সে আমাকে অনুরাগে ডুবাইয়া অর্থাৎ আমার হৃদয়ে প্রবল অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

৩ ৪। তাহার পরিধানে নীল শাড়ী; সেই শাড়ীর আঁচল ভেদ করিয়া তাহার অনুপম রূপের ছটা বাহির হইতেছে।

৭। লখিতে—লক্ষ্য করিতে; দেখিতে। লখিয়া নাহিক লখি—দেখিয়াও দেখিতে পাইলাম না।

১৫। গেয়ানে—জ্ঞানে।

২১ ২২। "নিতম্ব মাঝারি" অর্থে কটী না করিলে উপায় নাই। তাহার কটী সিংহের কটীর ন্যায় ক্ষীণ। ঘটের মুটকে অর্থাৎ শিরোদেশে ওরূপ ক্ষীণতা দেখিতে পাওয়া যায়। 'মুটক' বোধ হয় মুকুট শব্দের অপভ্রংশ। কিম্বা ঘটের যে অংশ মুটকে (মুষ্টিতে) ধরিতে পারা যায়, সেই অংশের ক্ষীণতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সুহই।

দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তখন হইতে
কিছু না সম্বিত পাই॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া ৫
শুনত সুবল সখা।
সেই নবরামা আর পুনবেরি
কখন হইবে দেখা॥
কহিল মরম তোমার গোচরে
শুন হে সুবল তুমি। ১০
মরম বেদন জানে কোন জন
বিকল হইল আমি॥
সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে।
কালি হতে মন কেমন করিছে ১৫
হৃদয় ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয় নিঁদের আলিস
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥ ২০
কি হল অন্তরে হিয়া জর জর
বিঁধল সন্ধান শরে।
জর জর কৈল পরাণ পুতলি
মন মত্ত হাতী বরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ রসিক ২৫
নাগর চতুর কান।
হইবে দরশ করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন॥

৭। পুনবেরি—পুনর্ব্বার
১৭। নিঁদের আলিস—নিদ্রার আলস্য। ঘুম হয় না।
২১-২৪। মন্মথের শরবিদ্ধ হইয়া আমার হৃদয় ও মন জর্জ্জরিত হইয়াছে। আমার মন মত্ত হস্তীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে।

৪

তুড়ি।

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি
চমকি চাহিয়ে গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদিত ভেল॥
সই, জনমিয়ে দেখি নাই হেন নারী। ৫
রঙ্গিম ভঙ্গিম ঘন সে চাহন
গলে সে মোতিম হারি॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন ১০
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই॥
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কাছেতে যাই।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু ভাই॥ ১৫
চলন ভঙ্গিম অতি সুরঙ্গিম
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উথলি জোর॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে ২০
দারুণ দরশি তার।
হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজরে
বিঁধিলে বাণ যে জার॥

জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর। ২৫
চণ্ডীদাস কহে ব্যাধি সমাধি নহে
দেখিয়া হইলাম ভোর॥

১। বিজুরি—বিদ্যুৎ।

৩-৪। সঙ্গের সহচরী কামিনীগণের মধ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন, রমণী বিজুলির ন্যায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন। ততহি—তাহাদের মধ্যে।

৫। সই—সখা; স্ত্রীলোকের সম্বোধন নহে।

৬। নানা রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া ঘন ঘন চাহিতেছে।

৭। মোতিম হারি—মতির হার।

১১। 'সঘন' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'কখন' এই পাঠও আছে। কিন্তু 'সঘন' পাঠই সঙ্গত। কখন গায়ের কাপড় ঘুচাইতেছে, আবার তাড়াতাড়ি ঢাকিতেছে।

১২-১৫। মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখির কাঁধেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তহু॥—পাঠান্তর।

১৬। পাঠান্তর—চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী।

১৯। উথলির পরিবর্ত্তে উছলি পাঠও আছে।

২১। চাহনি—পাঠান্তর; দরশি—দৃষ্টি।

২৩। জার—যাহাতে জর্জর করে—মার—পাঠান্তর।

২৬। সমাধি—শেষ।

২৭। ভোর—বিহ্বল।

৬

গান্ধার।

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখির সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসিত বদনে চায়॥
সই, কেমন মোহিনী সে। ৫
যদি পাই সহায় এমনি হয়
তা সনে করি যে লে॥
নীল মুকুতার হার লম্বিত
শোভিত দেখি যে ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন ১০
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে দান যদি নহে
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায়॥

৩। মদনরঙ্গ—পাঠান্তর।

৭। লে—লেহ, প্রেম।

৮-৯। পাঠান্তর—

(ক) নীলমুকুতা হার বেকতা শোভিত দেখিনু ভাল।

(খ) গলিত আকার মুকুতা হার শোভিত দেখিনু ভাল।

১১। তারাগণ যেন জালের ন্যায় চাঁদকে বেড়িয়া আছে; অথবা, জাল=সমূহ। নীল মুক্তার হার গলদেশে লম্বিত রহিয়াছে, এই মুক্তাগুলি নক্ষত্রের ন্যায় তাহার মুখশশীকে বেষ্টন করিয়া আছে।

১২। কটোরি—বাটী।

১৩। বনালে—নির্ম্মাণ করিলে।

১৬-১৯। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, তুমি ত যাচ্ঞা করিবে; কিন্তু কি জানি, যদি সে দান না করে, তাহা হইলে ত বড় অপযশ থাকিয়া যাইবে।

পাঠান্তর :—চণ্ডীদাস কহে যদি দান হয়ে
কি জানি মাগিবে তায়।
ঐটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥

৬

আশাবরী।

রমণীর মণি পেখিনু আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরযে ধৈরয নয়॥
সই, চাহনি মোহিনী থোর। ৫
মরমে লাগিল হেরিয়া বুঝিল
রূপের নাহিক ওর॥
বদন চাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে।
কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ ১০
ফিরিয়া ফিরিয়া বাঁধে॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর সে করচে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥ ১৫
জলের কাজারে কেশের আঁধারে
সাপিনী লাগিল মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন নাগিনী থোয়॥
দশনের কাঁতি মুকুতার পাঁতি ২০
হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ পুতলি হইল পাগলী
মরমে লাগিল পশি॥
শুধু যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু যে চলিল তায়।
চণ্ডীদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥

৪। ধৈর্য্যে ধৈর্য্য থাকে না, অর্থাৎ আদৌ ধৈর্য্য থাকে না। 'প্রাণে প্রাণ থাকে না,' এমনত আমরা বলিয়া থাকি।
পদকল্পতরুতে পাঠ আছে,—"ধৈরজে ধৈরজ হয়" ইহার সঙ্গত অর্থ হয় কি?

৫। থোর—ঈষৎ, অল্প।

৬ পাঠান্তর—মরমে বাধনু হেরিয়া ভুলিনু।

৮। সুন্দর মুখখানি যেন কন্দর্প ধরিবার ফাঁদ-বিশেষ; কন্দর্প ঐ মুখে বাঁধা রহিয়াছেন, পলাইবার যো নাই, সেই জন্য যেন কাঁদিতেছেন। অর্থাৎ মুখখানি এত সুন্দর যে, দেখিলেই প্রেমের উদয় হয়।

১০। টাগ—জঙ্ঘা।

১৩। করচ—কটীদেশ। কাপড় খসিয়া যাইতেছে, রমণী কটীদেশে হাত রাখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া রাখিতেছে।

১৪। ক্ষোভয়ে—ক্ষুব্ধ হয়, চঞ্চল হয়।

২০। কাঁতি—কান্তি।

২১। উগারে—উদ্গীরণ করে, বাহির করে। হাসিলে দন্তপংক্তি হইতে চন্দ্রের ন্যায় শোভা বাহির হইতেছে।

২৪। পাঠান্তর—
শূন যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।

৭

তুড়ি।

বেলি অবকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।

জুড়াল কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে। ৫
অঙ্গের আভা বসন শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সিঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর ১০
মুকুতা শোভিত নথে ॥
নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ ॥ ১৫
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে চায় চমকিয়া যায়
যন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা ২০
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে পাইয়াছে দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি সে নয়
বধিতে নাগর জনে। ২৫
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঠিল বুঝি অনুমানে ॥

১। বেলি—বেলা। অসকালে—অবসানে। ভালে—ভাগ্যক্রমে।

৩। দেখিয়া কেবল চক্ষু জুড়াইয়া গেল মাত্র, কিন্তু চিনিতে পারিলাম না।

৬। অঙ্গের জ্যোতিতে বসনখানিও শোভাময় হইয়াছে।

১১। মাথে পাঠান্তর।

১৩। যখন শাড়ীটি সরিয়া যাইতেছে, তখন তাহার শরীরের পার্শ্বদেশ দেখা যাইতেছে।

১৪। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মনঃপ্রাণ তাহার চরণে সমর্পণ করিয়া মনে মনে ইচ্ছা করিলাম যে, তাহার দাস হইব।

২২। দানে পাওয়া ভিন্ন কিনিয়া লইবার সাধ্য কাহারও নাই—জিনিসটি যে অমূল্য!

২৪-২৭। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, এটি সাধারণ স্ত্রীমূর্ত্তি নহে—রক্ত-মাংসের শরীর নহে। খাঁটি অমৃত দিয়া বিধাতা ইহাকে গঠন করিয়াছেন—উদ্দেশ্য নাগর-বধ।

৮

তুড়ি।

তড়িৎ বরণী হরিণী নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা সে দিয়া অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে ॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ। ৫
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ ॥
সোনার কটোরি কুচযুগ গিরি
কনক-মন্দির লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বনালে ১০
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে এমন কারিগর বনাইলে ঘর
দেখিতে না পানু তারে।
দেখিতে পাইথু শিরোপা যে দিথু
এমতি মন যে করে ॥ ১৫
ঐছন মন্দিরে শয়ন করয়ে
সে মেনে নাগর কে।

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে ॥
হিয়ার মালা যৌবন ডালা ২০
পশারী পশারল যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে গড়িয়া
তাহাতে বৈসাল হেন ॥
অধর-সুধা পড়িছে জুদা
দশন-মুকুতা শশী। ২৫
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে ৩০
তবে সে কুৎসা রটে ॥

১। তরুণী ববণী—পাঠান্তর।

১০-১১। উন্নত স্তন সোনার মন্দিরের ন্যায়—স্তনের উপর চুচুক (বোঁটা) মন্দিরের উপর চূড়ার ন্যায় অধিকতর শোভা পাইতেছে। লাগে—বোধ হইতেছে।

১৪। শিরোপা—পুরস্কার।

১৮। তাহার সুন্দর রূপ "চাহিতে চাহিতে পাশ গেল চিতে"; সুতরাং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে কেবল অন্তরেই দেখিতেছিলাম, এখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—এখন বাহিরে দেখিতেছি।

২০-২৩। পশারী—দোকানদার।
পশারল—বিছাইয়া রাখিল।
রমণীর গলায় মালা রহিয়াছে—দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, কোন বিক্রেতা চাঁদ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া যৌবনের পণ্য সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। হিয়ার মালা অর্থে স্তনও হইতে পারে। পাঠান্তর—চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া।

৯

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমির পাইল ভয় ॥
নয়ান চাহনি বিষের ধায়নি ৫
তিখিন তিখিন শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল জ্বর
মদন পাইল ডর ॥
সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোনার গুলি শোভিছে ভালি ১০
যুবক বধিবার শেল ॥
আজানু লম্বিত করিবর শুণ্ডিত
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে ॥ ১৫
মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চাক।
চরণ কমলে ভ্রমরা দোলয়ে
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥
অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে ২০
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
লখিতে নারিনু তনু ॥

৫। বিষের ধায়নি—বিষ মাথান।
বিভঙ্গী সে যনি—পাঠান্তর।

৬। তিখিন—তীক্ষ্ণ।

৭-৮। দেখিয়া হৃদয়ে জ্বালা উপস্থিত হইল। মদন দেখিল যে, তাহার ফুলশর অপেক্ষা ইহার দৃষ্টি অধিকতর প্রখর; সুতরাং নিজের প্রতিপত্তি লোপ হইবে, এই ভয় হইল।

১২। করিবর শুণ্ডিত হাতীর শুঁড়ের ন্যায়।
১৩। কনক চুড়ি যে সাজে—পাঠান্তর।
১৭। বিমান চাক—বিমান অর্থে রথ; চাক—চাকা। রথচক্রের ন্যায় গোলাকার নিতম্ব।
২০-২১। যাবক—আলুতা। জনু—যেন। অঙ্গুলির আলতা সূর্য্যের ন্যায় ঝক ঝক করিতেছে।

১০

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলি
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ধার॥
সই, নবীন বালিকা সে। ৫
দৈবে উপজিল দেখিতে না পাইল
সুমতি না দিল কে॥
নয়ন উজরে পরাণ চটয়ে
ধৈরয উঠাল যে।
সঙ্গে কেহ নাই শুন কহি ভাই ১০
কাহারে সুধাব কে॥
দন্ত দ্বিজ দাড়িম্ব বীজ
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া যুবকে মদন কোপে
মনেতে হইল লোভা॥ ১৫
গলায় মাল শোভিত ভাল
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে পড়িছে বদনে
বহিছে পিঙ্গল ধার॥
চণ্ডীদাস বলে গিয়াছিল জলে ২০
আইল আপন ঘরে।
বাজার ঝিয়ারি সুন্দরী নাগরী
তুমি কি করিবে তারে॥

৩। বুলয়ে—ভ্রমণ করে।
৬। দেব উপজিল—পাঠান্তর।
৮। নজরে নজরে পরাণে পরাণে—পাঠান্তর। আমার পুথির পাঠের এইরূপ অর্থ হয়;—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে ও ধৈর্য্য লোপ পাইতেছে।
১২। দন্তদ্বিজ—দন্ত দুইবার হয়, তাই দ্বিজ। দন্তটি যে পাঠান্তর।
১৪। যুবতীকে দেখিয়া মদনের উদ্রেক হয়। কোথাও এই বিকট পাঠ আছে,—দেখিয়া জুলুফে মদন কুলুফে...।
১৯। শোভিত পিঙ্গল ধার—পাঠান্তর। পিঙ্গল ধার—পিঙ্গল বর্ণের ধারা।
২১। আইল পরাণ ধরে পাঠান্তর।

১১

তুড়ি।

চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামর পারা॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে ৫
জগত-মোহিনী হরিণ-নয়নী
ভানুর ঝিয়ারি বটে॥
হিয়া জর জর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি ১০
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি কি হৈল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে॥ ১৫

৪। জনি—যেন।
৭। ভানুর—বৃষভানুর।
১১। পরাণ তটে—প্রাণের অন্তস্তলে, ভিতরে।
১২। সমাধি—শান্তি।

১২।

তুড়ি।

থির বিজুরি বরণ গৌরী
পেখিনু ঘাটের কূলে।
কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করল মোরে॥
ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে ১০
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পালটি হইবে দেখা॥ ১৫

১। থির—স্থির।
৮। গেরুয়া—গুচ্ছ, স্তবক।
১২। মল্লতোড়ল—তোড়া—এক রকম মল।

১৩।

ধানশী।

সজনি, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা। ৫
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে হেম হার দোলে ১০
সুমেরুশিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়ে'ছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥ ১৫
কিবা সে ডুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
শরু শরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি ২০
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুনহে নাগর চন্দা। ২৫
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

১২। সিনিয়া—স্নান করিয়া।
১৪,১৫। তাহার কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। বর্ণে পরাজিত হইয়া অন্ধকার পলাইয়া চন্দ্রের শরণ লইয়াছে; তাই চাঁদে কলঙ্ক। কণক চাঁদার—পাঠান্তর।
১৬। ডুগুলি—জোড়া।
১৬-১৯। শুক্ল পক্ষের প্রথম তিথিগুলিতে ক্ষীণ চন্দ্রকলা সন্ধ্যাতেই উদয় হয়। রমণীর শাঁখাজোড়াটি সেই ক্ষীণ চন্দ্রকলার ন্যায়।

ভোলা—বিহ্বল।

মাজিতে উদয়—পাঠান্তর।

২৪। কোন মুদ্রিত পদকল্পতরুতে আছে,—দাস লোচন কহয়ে বচন ইত্যাদি। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা জানে এ পদ চণ্ডীদাসের। আর চণ্ডীদাসের সঙ্গে যাঁহার একটু পরিচয় আছে, তিনিই বলিবেন যে চণ্ডীদাস ভিন্ন এ পদ অপর কাহারও হইতে পারে না। এ যে ওস্তাদি হাতের লেখা।

১৪।

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ ৫
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া ১০
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পুরাহ লালস
নাগর আতুর বড়॥ ১৫

১১। দে—দেহ।

১৩। দড়—দৃঢ়ভাবে—স্থির।

১৫। আতুর—কাতর।

১৫।

তুড়ি।

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সুন্দর অরুণ আর॥
সই, কিবা সে মুখের হাসি। ৫
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহিল পশি॥
গলার উপর মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি ১০
উলটি পড়য়ে মেরু॥
গুরু যে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকূল বরণের ফুল
জলদ শোভিত ধার॥ ১৫
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন বা জনে॥

১। কিয়ে—কিবা; কিবা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ।

২। নিছনি—বালাই। নিছনি যাই যে তার—পাঠান্তর।

৩, ৪। কপালে চন্দ্রের ন্যায় সিন্দূরের ফোঁটা।

৮, ৯। নীল শাড়ীর উপর মণিময় হার, তারকাখচিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

১০, ১১। সুবর্ণের কলসীর ন্যায় স্তনযুগল দেখিয়া, সুমেরু পর্ব্বত পরাজিত হইলাম ভাবিয়া দুঃখে উলটিয়া পড়ে।

১২, ১৫। গুরু উরুতে সুন্দর কেশভার লম্বিত হইয়া আছে।

পাঠান্তর ঃ—(১) উরু যে লম্বিত কাম যে সম্বিত
হেরি যে লম্বিত তার।
চরণ ফুল হেরিয়ে দুকূল
জলধি সোঙরি ধার।
(২) উরু যে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি যে সুন্দর তার।
চরণের ফুল হেরিয়া দুকূল
জলদ শোভিত ধার।
কোন পাঠেরই ভাল অর্থ হয় না।

১৮, ১৯। বিহি—বিধি।
পাঠান্তর—জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে।

১৬।

তুড়ি।

কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন ৫
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরালকুল॥
আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি। ১০
নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্তভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সিঁথায় সিন্দুর জিনিয়া অরুণ ১৫
কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥
শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপরে মণিময়হার
উপমা কহিব কাহে॥ ২০
কেশরী জিনি কৃশ মাজাখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
উরু করিকর পারা॥
চরণ যুগল জিনিয়া কমল ২৫
আলতা রঞ্জিত তায়।
মধু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে। ৩০
কোন পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস ধন ৩৫
তোমারি আছে সে ধনী॥

৭। মানস—মানস সরোবর।
২৩। বলনি—গঠন।
৩৫। সরবস—সর্ব্বস্ব।

১৭।

সুবল মিলন—রাগ অজ্ঞাত।

এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত
কহেন উত্তর বোল।
"ইহার বচন জানিয়ে সকলি
করিব এখন ওর॥ ৫
কহেন সুবল সখা।

তোমার চরিত করিব বেকত
তা সনে করাব দেখা ॥
তোমার মরম বুঝিনু করম
শুন রসময় কান।
তা সনে মিলন করাব যতনে ১০
ইহাতে নাহিক আন ॥
তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম-সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা ॥ ১৫
ভাল সে জানিল মনের গুমান
আমি সে করিব তাই।"
সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ হইল তাই ॥
মর্ম্মসখাগণ বসি পঞ্চজন ২০
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষকদল
কহেন মরম কথা ॥
এপিচ মদন তেঁইসে সুজন
কহিতে লাগিল তায়। ২৫
সুবল বচন মর্ম্মত বেকতা
কহন নাহিক যায় ॥
কমলনয়ন কহেন বচন
শুনহ বচন মোর।
চণ্ডীদাস যায় অতি সে ত্বরায় ৩০
বৃকভানুপুর ওর ॥

৪। ওর—সীমা, মীমাংসা।

৮। বেকত—ব্যক্ত। তোমার চরিত তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাহার সহিত তোমার দেখা করাইয়া দিব। পাঠক পরে দেখিবেন, সুবল শ্রীরাধার সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনোহরণ করেন।

১৬। গুমান—গুপ্ত ভাব।

২৬। মর্ম্মত বেকতা—মর্ম্ম ব্যক্তকারী।

১৮।

কানড়া।

"শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেকু টোনার খেলা।
তাহাই খেলিতে যাইব ত্বরিতে
শুন পরাণের কালা ॥"
কহে তবে তায় সেই যদুরায় ৫
"কিবা সে খেলিবে ভাই।
দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই ॥
সখাহে সুবল এইখানে খেল
কোন্ সে করিবে টোনা। ১০
যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইব জানা ॥"
"বৈসহ আনন্দে তরু আশানন্দে
আমি সে ধরিব ছলা।"
কানুর গোচরে সুবল সাঙ্গাত ১৫
করিতে লাগিল খেলা ॥
আগে সে ধরিল আবেশ করিল
পূর্ব্ব অবতার লীলা।
শ্রীরাম ধানুকী সহিতে জানকী
করিতে লাগিল খেলা ॥ ২০
তাহাই ছাড়িয়া শিশুপাল হয়
দন্তবক্র আদি করি।
এই সব খেলা করেন সুবল
দেখেন প্রাণের হরি ॥
তাহা ছাড়ি পুনঃ ধরেন তখন ২৫
নৃসিংহ রূপের কায়া।

হাতে অস্ত্র টাঙ্গি প্রচণ্ড মূরতি
চণ্ডীদাস দেখে চেয়া ॥ ২৮

২০। টোনা—বশীকরণমন্ত্র, ইন্দ্রজাল।
১৫। আবেশ—এই শব্দ চণ্ডীদাসের পদে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে অর্থ, প্রকাশ।

১৯।

বরাড়ি।

ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল তনু
ধরি হলধর রূপ।
কাঁধেতে লাঙ্গল দেখি তাহা ভাল
বড়ই রসের কূপ ॥
তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া ৫
ধরিলা মৎস্যের তনু।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত
মূরতি হইলা তনু ॥
তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা
কূর্ম্মের আকৃতি অতি। ১০
বরাহ বামন আদি আর যত
অবতার তথি ॥
তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল
"দেখহ কালিয়া শ্যাম;
এ সব মূরতি তাহার পীরিতি ১৫
কহত আমার ধাম ॥"
বরাহ মূর্ত্তি দেখায়ে আকৃতি
দেখিতে সুবল সখা।
সকল মূরতি দেখি জনে জনে
আর কোন আছে দেখা ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে
যতেক দেখিল খেলা।
চাহি সখা পানে কমলনয়ানে
আর কোন আছে লীলা ॥ ২৪

১৬। ধাম—নিকটে।
২০। আর কোন মূর্ত্তি দেখিবার আছে কি না।

২০।

বরাড়ি।

পুন সে ধরিল অতি মনোহর
এ নব মূরতি বেশ।
পরিধান নীল বসন ভূষণ
অতি সে চাঁচর কেশ ॥
নব সে নলিন ভুবনমোহন ৫
চিত্রের পুতলি যৈছে।
কনক মঞ্জীর সুচারু গঠন
বেকত দেখিল তৈছে ॥
সোণার প্রতিমা বিজুরি উজর
নয়ান ভঙ্গিমা তায়। ১০
কনক কটোরি বদরী সমান
দেখি মন মুরছায় ॥
নীল শাড়ী তাহে ওড়নী ভঙ্গিমা
চাহনি কটাক্ষ বাঁকে।
মদন কম্পিত হয়ল বেকত ১৫
সেই সে মূরতি দেখে ॥
মধুর মূরতি হেরি যদুপতি
হরষ পাইল তায়।
পূরবে দেখিল যেমন মূরতি
সেই মত অভিপ্রায় ॥ ২০
মনমত্তহাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা।
এই অনুমানে, করি নিরীক্ষণে
পুলক মানিল দেহা ॥
কহেন সুবল কেন দেখাইনু ২৫
মনেতে লাগিল তাহা।

কহ কহ ভাই প্রাণের কানাই
এই সে কেমন দেহা ॥
ছাড়িয়া মূর্তির সুবল আকৃতি
হইল যেমন সখা। ৩০
নন্দের নন্দন মোহিত মানস
চণ্ডীদাস দেখে একা ॥

৫-৬। সৈছে—যাহাতে। সেই কামিনী নবপ্রস্ফুটিত নলিনীর ন্যায় অথবা চিত্রাঙ্কিত অতি সুন্দর মূর্ত্তির ন্যায়।
৭। মঞ্জীর—নূপুর।
৮। তৈছে - তাহাতে।
৯। উজর—উজ্জ্বল।
২০। অভিপ্রায়—সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ।
২৫। কেন -কেমন।
যাহা দেখাইলাম তাহা মনে লাগিল কি?

২১।

জয়শ্রী।

"শুন শুন ভেয়ে নন্দ দুলালিয়া
যে দেখিল হেন খেলি।
দেখাইনু এত মনেতে লাগিল
কহ দেখি বনমালী ॥"
কহে নন্দসুত তায়ে "আমার মরম ভেয়ে ৫
যে দেখিনু বৃকভানুপুরে।
তাহাতে ইহাতে খেদ কিছু নাহি বর্ণভেদ
পশি পুন রহল অন্তরে ॥
সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি
শুন ভাই সুবল সাঙ্গাত। ১০
ও জন যতন করে দেখাহ আমারে বেরি
কেমনে ইহারে দেখি সাত ॥"
কহেন সুবল তাহে "আমি মিলাইব তোহে
ইহাতে অন্যথা নাহি কিছু।
গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতূহলে ১৫
মোহিত করি তাহে পিছু ॥"
যাব পঞ্চশিশু সনে সবে হৈয়া একমনে
খেলিব বিনোদ খেলা অতি।
মায়া ছলে মুগ্ধ করি মোহন মূরতি ধরি
অনায়াসে দেখাব যুবতী ॥ ২০
এই যমুনার তটে বৈস ভাই সুনিকটে
চম্পকের বন অনুপাম।
চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে
গভরেত বংশীগুণ গান ॥ ২৪।

৫। ভাই, আমার মনের কথা এই।
৭। খেদ—সূত্র—সামান্য।
২৪। অর্থবোধ হইল না।

২২।

কানড়া।

ধরি অনুপম বাজিকর যেন
খেলায় কতেক তানে।
সুবল ত্রিবিট এপিচ মদন
মধু-মঙ্গলের সনে ॥
কহে বিদূষক "শুনহে সুবল ৫
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।
তবে সে খেলিব নানা মত খেলা
গাহিব নাচিব রঙ্গে ॥"
নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা
কাঠের পুতলি লৈয়া। ১০
আর যত নিল মধুর মধুর
বাদিয়া বাদির ছায়া ॥
নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর
নাচায় পুতলি কায়া।
বহু তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি অন্ত ১৫
[illegible]ক জানয়ে মায়া ॥

চলে পঞ্চজন হয়ে একমন
বৃকভানুপুর যায়।
পথে যায় তথি খেলা খেলে অতি
চণ্ডীদাস সুখী তায় ॥ ২০

৫। বিদূষক—মধুমঙ্গল. ব্রাহ্মণ ও হাস্যরসপটু ছিলেন ; সেই জন্যে তাহাকে 'বিদূষক' বলা হইয়াছে।
১২। বাজীকরের ঐন্দ্রজালিক মূর্ত্তি।
১৯। তথি—তথায়।

২৩।

বরাড়ি।

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে
সুবল এ চারিজনে।
রাজার দুয়ারে এ গান বাজন
করেন আনন্দ মনে ॥
কেহ গায় অতি কেহ বায় তথি ৫
আনন্দ কৌতুক মনে।
বৃকভানু রাজা শুনি সুললিত
অতি সে মধুর তানে ॥
রাজা কহে "কোন গুণীর গমন
জান একজন দ্বারে। ১০
নেহত খবর আনহ গোচর
ভেজিয়া দিল সে চরে॥
গিয়া একজন বুঝল কারণ
"কেন বা আইলে তোরা।
কোন দেশে ঘর কহত সত্বর ১৫
কি বটে তোদের ধারা ॥
রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুন
লইতে তোদের তরে।
কোন জন মোর দুয়ারে প্রবেশি
গায়ন বাজন করে ॥" ২০
কহে বাজীকর "শুনহে উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর।
গুণিজন হই আইনু হেথায়
লই আমাদের সর ॥
এই সে লালসে হইল মানসে ২৫
আইল পঞ্চম বালা।
রাজার গোচর কহে বাজীকর
দেখাব বাজীর খেলা ॥
কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজীর খেলা। ৩০
এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা ॥"
ভাল ভাল বলি আইল সে চর
আইল রাজার পাশে।
চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা ৩৫
বড় গুণিজন সে ॥

৫। বায়—বাজায়।
১২। ভেজিয়া--পাঠাইয়া।
১৬। ধারা—ব্যবহার—অর্থাৎ তোমরা কি কর ?
২৪। সর পাঠ করিলে মিল হয় বটে কিন্তু অর্থ হয় না। আর 'সব' পাঠ করিলে মিল হয় না, কিন্তু অর্থ হয়।
২৫। লালসা - ইচ্ছা—মনে এই ইচ্ছা হইল।
২৬। পঞ্চম—পঞ্চ।
৩২। মেলা—মিলন। পাঁচজন মিলিয়া আসিলাম।

২৪।

বরাড়ি।

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা
কোন গুণী এই বটে।
কেন বা আইল কোন প্রয়োজন
কহত বচন ফুটে ॥

কর জোড় করি কহে বরাবরি ৫
"শুনহে নৃপতি তুমি।
বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজীকর
আইল বালক গুণী॥
বাজীর পুতলি অনেক আছয়ে
নানা যন্ত্র দেখি তথি। ১০
বহু গুণ জানে গায়ন নাচন
শুন মহা নরপতি॥
কহে গুণিজন শুনহ রাজন
'খেলিব কিছুই খেলা'।"
"ভাল ভাল" বলি বৃকভানু রাজা ১৫
ত্বরায়ে বাহির হৈলা॥
বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
পড়িল সকল জনে।
তাহে বৃকভ.!. বৈঠল হরিষে
ডাকি আনি গুণিজনে॥ ২০
নৃপে আজ্ঞা দিল মহল আটনে
রাণীবর্গ আদি করি।
ঝরকা উপরে বসিলা হরিষে
সব সহচরী মেলি॥
রাধার জননী কৃত্তিকা মোহিনী ২৫
বৈঠল ঝরকা পরে।
বিনোদিনী রাধা সুন্দরী অগাধা
বৈঠল মায়ের কোড়ে॥
ললিতা সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
বৈঠল রাধার পাশে। ৩০
শত সহচরী চামর ঢুলায়
'পাখা ঝুলে প্রতি আশে॥
নানা সেবা করে প্রতি সহচরী
আনন্দ কৌতুক বড়ি।
কনক ঝারিতে বারি পূরি করি ৩৫
থরে থরে সব এড়ি॥
তাম্বুল বাটাতে রেখেছে ত্বরিতে
কর্পূর মিশান করি।
চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
থাপিত যে সারি সারি॥ ৪০

২৭। অগাধা—যাহার পরিমাণ হয় না।
৩২। ভাল অর্থবোধ হইল না।
৩৬। এড়ি—রাখিয়া দিয়াছে।
৪০। থাপিত—স্থাপিত।

২৫।

গন্না।

রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
একি এ দেখিতে দেখি।
কহেন জননী "শুন বিনোদিনি
বাজিকর উহ পেখি॥
কোন দেশ হৈতে এই পঞ্চ শিশু ৫
এই সে করিবে বাজি।
তোমার পিতার আবেশ হইল
বাজিয়ার দেখিতে বাজি॥
তথির কারণ বাহির দুয়ারে
বসিল তোমার পিতা। ১০
বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
এমত না দেখি কোথা॥"
রাজা আজ্ঞা দিল গুণী পঞ্চজনে
কি গুণ জানহ তোরা।
খেলহ আনন্দে মনের কৌতুকে ১৫
কেমন বাজির ধারা॥
"শুন মহারাজা কি গুণ খেলিব
কহ না উত্তর বাণী।
এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ
অনেক খেলিতে জানি॥ ২০

অবধান কর বৃকভানু রাজা
খেলাতে করহ মন।"
চণ্ডীদাস কহে রাজার গোচরে
খেলায় সে পঞ্চজন ॥

৪। উহ—উহারা। দেখি—দেখিতেছি
৭। আবেশ—ইচ্ছা।
১৯-২০। আমরা পাঁচজনে বিভিন্ন প্রকার খেলা জানি।

২৬

ধানুশী।

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়নে চাই।
খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালা
এক দিঠে দেখে তাই ॥
মৎস্য অবতার চারি ভুজধর ৫
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।
তার পর আর দেখায়ে গোচর
কুর্ম্মরূপ অনুসঙ্গ ॥
তার পর আর হইল সত্বর
বরাহ আকৃতি কায়া। ১০
আনন্দে মগন অসুর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া ॥
নৃসিংহমুরতি হইল আকৃতি
শ্রবণ প্রতাপ বড়ি।
হিরণ্যকশিপু জানুতে ধরিয়ে ১৫
বিদারল নখে চিঁড়ি ॥
নখেতে ছেদিল হৃদয় ভিতর
টানিল একুশ নাড়ী।
হুহু হুহু স্বরে কম্পিত মেদিনী
দীঘল নিশ্বাস ছাড়ি ॥ ২০
তবে সে হইল বামন মুরতি
ত্রিপদ হইল কায়া।
বলিরে লইল পাতাল ভুবনে
দেখায়ে এ সব মায়া ॥
তার পর হয় শ্রীরাম মুরতি ২৫
কাঁধেতে ধনুক শর।
সঙ্গেতে মৈথিলী জনকনন্দিনী
দেখি অতি মনোহর ॥
তা দেখি রাজার মনে অতি সুখ
এ বড়ি মুরতি সুখ। ৩০
দেখিতে দেখিতে আর নহে চিতে
দূরে গেল অতি দুখ ॥
পুন তা তেজিল আবেশ হইল
ভৃগুরাম অবতার।
শ্রবণ প্রতাপে বসুমতী কাঁপে ৩৫
মাথায় জটার ভার ॥
অতি খরশান টাঙ্গীর বাখান
নিঃক্ষেত্রি করিল এতে।
চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
দেখি সুখ লাগে তাতে ॥ ৪০

২। চাই—চাহিয়া।
৪। দিঠে—দৃষ্টিতে।
১৪। শ্রবণ—শব্দ।
২০। দীঘল—দীর্ঘ।
৩০। সুখ—সুখকরী।
৩৩। আবেশ হইল—রূপ ধারণ করিল।
৩৭। বাখান—বর্ণনা, ব্যাখ্যা।

২৭

শ্রীনট।

পুনঃ বলরাম রোহিণী-নন্দন
ধরিল ধবল কায়া।
হল কাঁধে করি আনন্দে মগন
করিল বাজির ছায়া ॥

পুনঃ তা তেজিয়া বৌদ্ধ অবতার ৫
হইল মূরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিহ্ন ॥
বলরাম পুনঃ হইলা তখন
দেখি বৃকভানু রাজে। ১০
দেখিয়া মূরতি পরম পিরিতি
পাওল সে সভামাঝে ॥
পুনঃ তা তেজিয়া কল্কী অবতার
ধরেন মূরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরি দুইকরে ১৫
সংহার অনুপ ছায়া ॥
নানা অবতার করিল সত্বর
দেখিয়া মোহিত মন।
দশ অবতার ভেদ দেখাইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস কন ॥ ২০

১৬। অনুপম সংহার-মূর্ত্তি।

২৮

কানড়া।

আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা
দেখায় পাণ্ডব বংশ।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জ্জুন ধরিল অংশ ॥
নকুল আকৃতি ধরিলা মূরতি ৫
সহদেব রূপ প্রায়।
দেখিতে রাজার চিত মন হরে
নয়ানে দেখিল তায় ॥
তেজি আনরূপ ধরিল তখনি
শিশুপাল রূপ হয়। ১০
সূর্য্যবংশ কুল ভগীরথ-গণ
অজ আদি করি নয় ॥
নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা।
কহেন রাজন্ "আর কিবা জান ১৫
কহ বাজিকর-বালা ॥"
"আর খেলা আছে বৃকভানু-রাজে
কহি যে তোমার কাছে।
একমন করি দেখহ রাজন্
খেলি এ সভার মাঝে ॥" ২০
চণ্ডীদাস বলে পুনঃ সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত।
যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী
তাহা দেখাইল কত ॥

২৩। বরজ—ব্রজ।

২৯

সিন্ধুড়া।

তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম
স্তোক-কৃষ্ণ বলরাম।
অর্জ্জুন সুবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত প্রধান রাম ॥
কিঙ্কিনী ঝঙ্কার অতি মনোহর ৫
ধরল বালক-মূর্ত্তি।
করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি ॥
দেখিয়া মূরতি বিলক্ষণ জ্যোতিঃ
নানা সে বন্ধান বেশে। ১০
অনুপ সুন্দর মূরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধান কেশে ॥
নানা সে কুসুম গাঁথিয়া সুষম
বিনোদ বন্ধান চূড়া।

হেরম্ব অমুজ তলে আরোপিত ১৫
ভবজ অনুজ গাঢ়া ॥
সে রূপ ত্যজিয়া মদনমোহন
মুরতি কৈশোর হয়।
চণ্ডীদাস বলে বৃকভানু রাজা
দেখি পাছে মুরছায় ॥ ২০

৭-৮। নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা গুণ প্রকাশ করিতে লাগিল।

১৫-১৬। অর্থ করিতে পারিলাম না।

৩০

সিন্ধুড়া

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা ॥
যেমত অঞ্জন ললিত রঞ্জন ৫
কিবা অতসীর ফুল।
যেন কুবলয় দল সরোরূহ
যেমত কানড় ফুল ॥
কোনরূপ হেন যেন নিরুপম
দেখিয়াছে বহুরূপ। ১০
বিবিধ বন্ধান করিয়া সন্ধান
গড়ল রসের কূপ ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
তাহাতে অধিক বিম্বফল সম ১৫
দেখিতে না পারে কৈছে ॥
তাহাতে রঞ্জিত দশনখ চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে দশদিক শোভা
সকল করেছে আলো ॥ ২০

কনক কিঙ্কিণী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে ॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে ২৫
শোভিত কৌস্তুভ তায়।
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল
দেখি যে তেমতি প্রায় ॥
শিখী মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায়। ৩০
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়
যেমতি রবির প্রায় ॥
অধর বান্ধুলী সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম বীজে।
ভালে সে শোভিত চন্দনের চাঁদ ৩৫
তাহে গোরচনা সাজে ॥
নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা।
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা ॥ ৪০
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা ভুসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়ে
বেড়িয়া তাহার মাঝে ॥
বিচিত্র চামর কেশের আঁটনি ৪৫
বাঁধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম অতি সে সুষম
তাহা মালা দিয়া বেড়া ॥
তা পরে ময়ুর শিখণ্ড আরোপি
করেতে মোহন বাঁশী। ৫০
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি
অমিয়া মধুর হাসি ॥

দেখিয়া সেরূপ মদন মূরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপতপ ছাড়ি ৫৫
ওরূপ দেখিয়া কত ॥
বৃকভানুপুর নাগর-নাগরী
পড়িছে মূরছা খাই।
ঢলিয়া পড়ল বৃকভানুরাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই ॥ ৬০

৪। দেখিতে মেঘের ন্যায়।
২৫। বনমালা—বনফুলের মালা নহে।
"আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিত।"
মালাটি জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সকল ঋতুজ ফুলে গাঁথা ও মধ্যে একটি বড় কদম্বপুষ্প আছে।

৩১

সিন্ধুড়া

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা।
নগরে চাতরে সব পড়িল ঘোষণা ॥
রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি।
জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি ॥
বৃকভানুপুরে যত পুরবাসিগণ। ৫
মুগধ হইয়া রহে দেখিয়া সুঠাম ॥
এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি।
কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যেন আঁখি ॥
লাগিল মোহ নিগড়া রহে এক চিতে।
তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে ॥ ১০
মদন-মূরতি দেখি রাজা বৃষভানু।
গদগদ সর্ব্ব ভেল পুলকিত তনু ॥
বিস্মিত পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
দেখিল নয়ান ভরি রূপ সুমধুরে ॥
প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মূরতি দেখি। ১৫
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি ॥

২। চতরে—চত্বরে।
৯। মোহনিগড়া—মোহশৃঙ্খল, রূপ দেখিয়া কেহ কেহ মোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল অর্থাৎ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।
১৬। উপেখি—দেখিয়া।

৩২

কানড়া

ঝরকা উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী
তা সনে সুন্দরী রাধা।
দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা
সকলি মানিল বাধা ॥
হৃদয় ভিতরে এ মহীমণ্ডলে ৫
কভুত নাহিক রহে।
"এমন মূরতি এ মহীমণ্ডলে
কভুত নাহিক হয়ে ॥
হেনরূপ সখি কোথা বা আছিল
কে হেন আনিল নিধি। ১০
কেমন করিয়া এমন বরণ
বসিয়া গড়িল বিধি ॥"
হৃদয় মাঝারে পশিল ওরূপ
বিদগধি রাই।
মানস পূরিয়া সরল হৃদয়ে ১৫
মগন হইল তাই ॥
কহিতে না পারে মনের বেদন
মনের পোড়ান ভেল।
হৃদয় ভিতরে তরল অন্তর
জর জর হৈয়া গেল ॥ ২০
দেখিতে দেখিতে তুলল নাগরী
মুদল নয়ান দুটি।

রসের আবেশে ঠেকিলা সুন্দরী
কুলের ভরম ছুটি ॥
এই সে পুরুষ রতনে যতনে ২৫
যদি বা মিলয়ে মোরে।
তোমাকে কি দিয়া তুষিব হরিষে
কিনিয়া লইবে মোরে ॥
জনমে জনমে তোমারে তুষিব
ঘোষিব তোমার গুণে। ৩০
এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥

৪। বাধা—ব্যাঘাত।
১৪। বিদগধি—প্রেমমুগ্ধা।
১৮। পোড়ান বিশেষ্য ; অর্থ—দহন,মন পুড়িয়া গেল
২২। মুদল, বিশেষণ ; অর্থ, মুদিত।

—

৩৩

কানড়া

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গতি গুণে।
গোপত আখ্যান ইহা কে জানিব
কেহ সে নাহিক জানে ॥
মূর্চ্ছিত কেশরী আপনা পাসরি ৫
পড়ল ধরণী মাঝে।
যেমত সোণার প্রতিমা পড়ল
অবনী মণ্ডল মাঝে ॥
কাঞ্চণ বরণী সুবল মোহিনী
দামিনী চমকে যেন। ১০
অগেয়ান হৈয়া সুধী নাহি রহে
পড়ল কিশোরী তেন ॥
বিস্মিত হইলা ললিতা সুন্দরী
অনঙ্গ মঞ্জরী কহে।
"আচম্বিতে হেন রহি অচেতন ১৫
কেন বা এমন হয়ে।
এই মাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
কেন বা এমন হ'ল।
কি হেতু ইহার বুঝিতে নারিয়ে
সবাই হইল ভোল ॥" ২০
কৃত্তিকা কহেন "রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ান দুই।
চেতনা নাহিক কাঠের পুতলি
পড়িয়া রহল রাই ॥"
কাঁদিয়া বিকল মায়ের অন্তর ২৫
কহেন সবার আগে।
একি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে ॥
এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজার আগে। ৩০
আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই
চণ্ডীদাস যায় নগে ॥

১-২। রাধিকার সখীর কৌশলে একথা অর্থাৎ রাধিকা কেন মূর্চ্ছিত হইলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।
১১। সুধী—জ্ঞান।
১২। তেন—সেইরূপ।
৩১। অথাই—অস্থির।

—

৩৪

নটনারায়ণ

গিয়া এক জনে কহে কাণে কাণে
বৃকভানু রাজা কাছে।
অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদভুত কথা আছে ॥

আচম্বিতে হেদে ঝরকা উপরে ৫
কৃত্তিকা বেঠল তায়।
সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
বসিলা মায়ের ঠাঁই ॥
দেখিতে লাগিলা বাজিকার ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা। ১০
আচম্বিতে কেন মূরছা খাইয়া
সে তনু হয়েছে আধা ॥
তুরিত গমন করহ রাজন
বিলম্বে নাহিক কাজ।
এ কথা শুনিয়া বৃকভানু মাথে ১৫
পড়িল আকাশ বাজ ॥
যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
তেমত উঠিয়া গেলা।
বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
দেখিতে আপন বালা ॥ ২০
কি হৈল কি হৈল বলি বৃকভানু
আচম্বিতে কিবা শুনি।
আন কোন জন দেখাহ এমন
কো কহে কেমন বাণী ॥
কেন দেবঘাত দেবের নির্ম্মিত ২৫
কেন বা দেবের বায়।
আনহ চেতনী কোন বা গোপিনী
দেখহ তুরিত তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা
আনহ চেতনী কেহ। ৩০
নাটিকা ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া
নিবিষ্ট করিয়া দেহ ॥

১৯। বিয়োগ—দুঃখিত।
২৩-২৪। কোন গুণী লোক আনিয়া দেখাও সে কি বলে শুন।
২৫। নির্ম্মিত—কৃত।
২৬। বায়—বাতাস। কোন উপদেবতা অর্থাৎ ভূতের বাতাস লাগিয়াছে।
২৭। চেতনী—চৈতন্য করাইতে পারেন এমন স্ত্রীলোক।
৩১। নাটিকা—নাড়ী।

৩৫

কামোদ

সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
আনি আহীরিণী এক।
দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
বুঝিল যে পরতেক ॥
নহে জ্বর জ্বালা দেব অপঘাত ৫
কোন বা বায়ুর জোর।
বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
মনেতে হইল ভোর ॥
বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
না হয় এ জ্বর জ্বালা। ১০
নহে দেবঘাত নহে সন্নিপাত
নহে উপদেশ খেলা ॥
"নাটিকা ভিতরে কিছু না পাইল
শুন বৃকভানু রাজে।
দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝারিয়ে সুতন্ত্র ১৫
বসিয়ে ঘরের মাঝে ॥"
আনি স্বর্ণ ঝারি তাহা করে ধরি
পড়ে মন্ত্র বারে বার।
ঝারি অনিবার তন্ত্র করি সার
চৈতন্য না হয় তার ॥ ২০
তার পর গলে বাঁধি কুতুহলে
ঔষধি বাঁধিল রামা।
নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাড়ল
তাহে কিছু নাহি ক্ষমা ॥

অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল ২৫
তাহাতে না হয় ভাল।
আর কোন মন্ত্র ঝারিয়ে সুতন্ত্র
কাণে শুনাইল তান ॥
জ্বালিয়া আনল তাহে ধূণা দিল
মায়ের নির্ম্মিত বাণ। ৩০
উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

৩। নাটিক—নাড়ী।
৪। পরতেক—প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট।
২৪। ক্ষমা—উপশম।

৩৬

শ্রীসুই

"হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী
ঝাড়হ লতার ছলে।
কিঁ জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
জানি বিষকরে বলে ॥
দেহ পানি পড়া দেহ নাড়া ঝাড়া ৫
যদি বা ছুঁইল অঙ্গ।
বাঁধহ ধরণী শুন গোয়ালিনী
তিলেক না কর ভঙ্গ ॥
ঝাড়হ চৌসাপা বলি ধর্ম্ম বাপা
চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা। ১০
নিদান বিদান পানী সার আন-
ঝাড়হ আমার বালা ॥"
তথাপি না হয় তিলেক চেতন
তৈছন রহল রাই।
পানীসার ভালে বিষ নাহি জালে ১৫
নাহি সম্বরণ পাই ॥
নানা সে উপায়ে ঝাড়িল সবাই
না হয় কণ্ঠহি বোল।
মুদিত নয়ন বয়ান বচন
মরমে আছয়ে ভোর ॥ ২০
কোন সহচরী চামর ঢুলায়
শীতল বলিয়া গায়।
সরোরুহ দল আনি বিছাওল
রাই শুতায়ল তায় ॥
মলয় চন্দন করয়ে লেপন ২৫
শীতল হইবে বলি।
অঙ্গে উঠে জ্বালা শুখাইছে ত্বরা
গরল সমান ভেলি ॥
বহু মন্ত্র তন্ত্র করিলা বন্ধন
চেতনা নাহিক মানি। ৩০
এ কথা কেহ সে জানিতে না পারে
চণ্ডীদাস কিছু জানি ॥

২। লতার ছলে——সর্পে দংশন করিলে যেমন করিয়া ঝাড়িতে হয়, সেইরূপ ঝাড়। স্ত্রীলোকেরা কখন কখন বিশেষতঃ রাত্রিকালে সাপকে লতা বলিয়া থাকে।
৩। ঘাতে—সুযোগে
৫। পানি-পড়া—যে জলে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে।
৭। বাঁধহ ধরণী—মন্ত্র দ্বারা পৃথিবী রক্ষা কর, যেন কোন দুষ্ট লোক বিরুদ্ধ মন্ত্র পৃথিবী দিয়া চালাইয়া রোগিনীর অনিষ্ট না করিতে পারে।
১০। মেলা—মিলন।
১৫। জালে—জারে, জীর্ণ হয়, নষ্ট হয়।

৩৭

গড়াধানসী

কহে বাজিকর খেলিলা বিস্তর
রাজা গেলা অন্তঃপুরে।
গুণীর সম্মান না করিয়া কেন
ভুরিতে চলিলা ঘরে ॥

এই সব কথা কহে বাজিকর ৫
সভার মাঝারে বসি।
গুণীর গোচরে কহিল সত্বর
এক সহচরী দাসী॥
"শুন বাজিকর" কহিল সত্বর
"দেখিতে তোমার খেলা। ১০
অন্তঃপুরে বড় বিষম হইল
এক বৃকভানু বালা॥
তার নাম রাধা সুন্দরী অগাধা
ভুবনমোহিনী রূপে।
তুলনা নাহিক তাহার সুবেশ ১৫
দেখিতে চলিলা ভূপে॥"
দাসীর বচন শুনিয়া শুধায়
যত বাজিকর-বালা।
"কিরূপ দেখিল নয়ান গোচরে
কাহার হইল খেলা॥ ২০
কোন দেব বটে নিশাচর ফুটে
যোগিনী ডাকিনী হয়।
কাহার পরশ বুঝিলা কি হেতু
কেমনে লাগিল ভয়॥"
আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী ২৫
ধরিল নাটীর টান।
নহে দেবঘাত অনেক নিঘাত
না পাইল কিছু জ্ঞান॥"
চণ্ডীদাস বলে দেখিল যেমতি
বড়ই দেবের খেলা। ৩০
যেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
অন্তর ভিতরে জ্বালা॥

২৬। নাটীর টান—নাড়ীর গতি।
২৮। কিছু বুঝিতে পারিল না।

৩৮

গড়াধানশী

এ কথা শুনিয়া সহচরী আগে
কহে বাজিকর রায়।
"আমি কিছু জানি তন্ত্র মন্ত্র যত,
দেব ঘাত আছে গায়॥"
সহচরী দাসী কহিতে লাগিল ৫
"শুন বাজিকর তোরা।
যদি বা পারব ভাল করিবারে
পাবে খাসা জামা জোড়া॥
বস্তুরত্ন পাবে রাজার গোচরে
কনক রজত দান।" ১০
কহে বাজিকর "অনেক জানিয়ে
সন্ধান বিধান আন॥"
ভাল ভাল বলি দাসী গেল চলি
কহিতে রাজার কাছে।
কর জোড় করি করিছে গোহরি ১৫
"এক নিবেদন আছে॥
যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
খেলায় নাটের ছায়া।
সেই জন কহে বহু মন্ত্র জানি
নাটিকা দেখিতে কায়া॥ ২০
সেই কোন দেব দেখিয়া অন্তরে
ভয় সে মানিল চিতে।
সেই সে নিঘাত দেব অপঘাত
পাইল ঝরকা হৈতে॥
তাহারে দেখিলে ভাল করি দিব ২৫
ইহাতে নাহিক আন।
রাজার গোচরে বোলহ আমারে
কহিনু তোমার স্থান॥
শুনি বৃকভানু পুলকিত তনু
"আনহ সেই সে গুণী। ৩০

করুক গেয়ান যে হয় বিধান
তারে ডাক দিয়া আনি ॥”
গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি
ডাকিয়া আনিল তারে।
অতি কুতুহলে সুবল চলিল ৩৫
লয়ে গেল অন্তঃপুরে ॥
গিয়া সে সুবল রাধার গোচরে
ধরিল তাহার নাড়ী।
নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া
প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি ॥ ৪০
চণ্ডীদাসে কহে শুনহে সুবল
আর আছে কিছু দোষ।
বীজ মন্ত্র কহ শ্রবণ ভিতরে
তবে হবে পরিতোষ ॥

১৫। গোহরি—নিবেদন।

২০। নাড়ী ও শরীর উভয়ই দেখিতে জানি। নাড়ী ও শরীরের লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারি।

৩৯

ধানশী

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
সুমন্ত্র কহিল কাণে।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে ॥
“সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে তেঁহো ৫
হয়েন রসিক রাজ।
যে পঁহু নাগর সুগড় মূরতি
বসতি গোকুল মাঝ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ। ১০
এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেই ॥
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন ১৫
গোকুলে গোপীর পতি ॥
সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণরূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল জীবন
যেই জন রাখে লেহা ॥” ২০
যবে প্রবেশিল কৃষ্ণনাম কর্ণে
তখনি হইল ভাল।
আখি দুই মিলি করেতে কচালি
দুখ অতি দূরে গেল ॥
চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল ২৫
সেই বৃকভানু বালা।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা ॥

এই পদে কৃষ্ণ-নামের অদ্ভুত শক্তি বর্ণিত হইয়াছে। নাম-শক্তি বোধ হয় চণ্ডীদাসই প্রথমে প্রচার করেন। কৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া মাত্র রাধিকার চেতন হইল এবং তিনি বলিয়া উঠিলেন ;—

“সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া”—ইত্যাদি পরে দেখুন।

৭। সুগড়—সুগঠিত।

১০। যিনি প্রেমের আধার।

৪০

সুই

চাহে চারি পানে কুরঙ্গ নয়ানে
দেখিল সুবল সখা।
যেমত তড়িৎ দামিনী চমকে
তৈছন পাইল দেখা ॥

সুবল মুদিল সে দুটি নয়ান ৫
চাহিতে নাহিক পারে।
রূপের ছটায় নয়ন বারিল
দেখি অতি মনোহরে ॥
দেখিয়া নয়ন ভরিলা তখন
সেই বাজিকর শিশু। ১০
কহিতে লাগিল বৃকভানুরাজা
গুণীরে ডাকিয়ে কিছু ॥
"তুমি আসি মোর নন্দিনী জিয়ালে
কি দিব তোমারে দান।
আপন হৃদয় ভিতরে আনিয়া ১৫
যবে দিয়ে তোরে প্রাণ ॥"
তবে কহে শিশু "শুন মহারাজা
গুণীর এ কাজ হয়ে।
পর উপকার বড়ই দুর্ল্লভ
সকল জনেতে কহে ॥ ২০
পরহিংসা সম নাহিক পাতক
এ তিন ভুবন লোকে।
ধিক্ রহু তার জীবন অসার
কি আর বলিব তাকে ॥
যদি কোন ছলে করে উপকার ২৫
যেমত বন্ধুর প্রায়।
ইহ লোক তরে উহ লোক তরে"
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৯-১০। প্রথমে রাধার রূপ দেখিয়া বাজিকরের নয়ন ঝল্‌সিয়া গিয়াছিল। তাহার পর যখন সে দেখিতে সমর্থ হইল, তখন তাহার নয়ন ভরিয়া গেল।

১৫-১৬। তোমাকে হৃদয়-ভিতরে আনিয়া যদি নিজের প্রাণ দিতে পারি তবেই তৃপ্তি হয়।

৪১

কানড়া

এ বোল শুনিয়া বৃকভানুরাজা
মগন হইলা চিতে।
"তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
কি তোরে আছয়ে দিতে ॥
পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
তবু সে শোধন নয়।
কোন্ বস্তু দিয়া তোমা সুখী করি
হেন মোর মনে হয় ॥"
করেতে ধরিয়া বাহির হইলা
সেই শিশু লই সঙ্গে। ১০
নানা রত্ন আদি কনকের মালা
দিল হরষিত রঙ্গে ॥
মণি মাণিকের মালা অতি শোভা
দিল এ পঞ্চ জনে।
মকর কুণ্ডল দোহারিয়া দিল ১৫
অতি আনন্দিত মনে ॥
সোণার পদক্ অতি মনোহর
তাহে তাড়বালা শোভে।
বিচিত্র বসন সোণায় জড়িত
দিল মহারাজ তবে ॥ ২০
বহুত কাঞ্চন দুদ্রুত পূরিয়া
যুতে যুতে দিল যত।
হরষ বদনে তুষি পঞ্চজনে
আদর করিল কত ॥
চণ্ডীদাস তাহা দেখে দাঁড়াইয়া ২৫
বৃকভানু ধরি করে।
আদর করিয়া ভক্ষ্যের সামগ্রী
কত আনি দিল তারে ॥

১৫। দোহারিয়া—জোড়া জোড়া।
২২। যুতে যুতে—বহু সংখ্যায়।

৪২

শ্রীনট

কহে পঞ্চজন "শুনহ রাজন্
এক নিবেদন আছে।
তোমার নন্দিনী সঙ্গে একজন
নিরবধি থাকে কাছে॥
দেবের নির্ঘাত হয়েছিল অঙ্গে ৫
এবে জানি কোন দোষ।
যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
ঘুচুক দেবের রোষ॥
এক তীর্থ হয় পতিত পাবনী
করিলে তাহাতে স্নান। ১০
যত দোষ ঘুচে তবে অন্ন রুচে
ইহাতে নাহিক আন॥"
তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।
চলে সহচরী রসের নাগরী ১৫
রসময় ধনী আগি॥
চলিতে গমন মন্থর সুচারু
ভুবন করেছে আলা।
সেই পঞ্চ শিশু বৃন্দাবন বনে
আগে সে চলিয়া গেলা॥ ২০
যথা নটবর নাগর শেখর
চতুরের চূড়ামণি।
সেইখানে গিয়া বলিল দেখিয়া
রহিলা সুবল জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহে সুবল ২৫
গমন করল রাই।
সহচরী সনে যমুনা সিনানে
দেখিনু পথেতে যাই॥

৩-৪। তোমার কন্যার নিকটে কোন দেবতা সর্ব্বদা থাকেন।

৫-৬। নির্ঘাত—আঘাত—আবেশ। তোমার কন্যার উপর কোন দেবতার আবেশ হইয়াছিল। এখনও কিছু দোষ থাকিতে পারে।

১১। তবে অন্ন রুচে—ব্যাধি সারিয়া গেলেই অন্নে রুচি হইবে।

১৬। রসময়ী শ্রীরাধিকা অগ্রে যাইতেছেন।

২৩-২৪। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সুবল সেইখানে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। তিনি ত পূর্ব্ব হইতে সকল কথা জানিতেন, সুতরাং সেইখানেই রহিলেন।

২৪। জানি--বিশেষণ। যিনি জ্ঞাত আছেন।

৪৩

বরাড়ী

যমুনা নিকটে যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল।
নানা পক্ষিগণ তরুগণ তাথে
ধরে নানা ফুল ফল॥
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে ৫
কেতকী চামেলি কুন্দ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলীর গন্ধ॥
গুলাল দুলাল ঝাঁটি গজকুন্দ
কিংশুক আমলা কত। ১০
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়ি
লাখে লাখে ফুল কত॥
হংস হংসিনী চক্রবাক আদি
চকোর চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী ১৫
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥
তরুলতা আর লবঙ্গ লতায়ে
বেষ্টিত মাধবী তরু।
সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মুরতি ধরু॥ ২০

সে হেন মূরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবীতলা।
চূড়ার টালনি বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা॥
বিনোদিয়া চূড়া মালতিয়া বেড়া ২৫
ময়ূর শিখণ্ড উড়ে।
ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরাজিত
কে হেন বাঁধিল চূড়ে॥
নাসিকার আগে ময়ূরের চুলি
গজমতি তাহে দোলে। ৩০
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবীতলে॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত ৩৫
সতত তাহে বিরাজে॥
পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নূপুর বায়।
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়॥ ৪০
চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এবে সে এ বেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর॥

২। থল—স্থল, স্থান।
৫। পরিমল—সুগন্ধ।
১৭। তরুলতা—এক রকম লতা।

৪৪

সিন্ধুড়া

পথের মাঝারে আছেন সুবল
হেনই সময়ে রাই।
সহচরী সনে তুরিতে মিলল
যমুনা সিনানে যাই॥
কহেন সুবল অপরূপ আছে ৫
স্থল জল সেই দিগে।
যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মূর্চ্ছিত
সহজ মূরতি আগে॥
এ পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায়। ১০
হংসগমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায়॥
সহচরী রহে পথের মাঝারে
সুবল সঙ্গেতে তথা।
দেখিতে নাগরে নাগরীর রূপ ১৫
মূরছিত ভেল তথা॥
অবশ পরশ নয়ানে নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধিল সে দুই জনে॥ ২০
কেবল দরশ হইল পরশ
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা॥
বৃকভানুসুতা চরণ হইতে ২৫
নিরীক্ষণ করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া॥
মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ দুই। ৩০
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই॥
"সূর্য্য-পূজা ছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।

ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে ৩৫
আনিয়া মিলায়া দিব ॥"
এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের মাধুর্য্য বড়ি।
সুগন্ধ হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি ॥ ৪০
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারয়ে
কিবা সে কি রস ধার ॥

৬। বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ—"চল চল সেই দিগে" হইতে পারে।

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ

৪৫

ধানশী

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি ॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল ৫
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা ॥
হেন কালে তথা আইল ললিতা
রাই দেখিবার তরে। ১০
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলিয়া লইলা করে ॥
নিজ বাস্ দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
"আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি ১৫
কহবা কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥ ২০
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান।"
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি বাণ ॥

৪। ধেয়ায়—ধ্যান করে।
৬। পারা—ন্যায়।
১৮। আন—অন্য।

৪৬

সখীর উক্তি

ধানশী

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥
রাই এমন কেন বা হইল। ৫
গুরু দুরুজন ভয় না মানিল
কোথা কি দেবতা পাইল ॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি ১০
ভূষণ খসিয়ে পড়ে ॥

রাজার ঝিয়ারি বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাষ বাড়য়ে লালস
বুঝিতে নারি এ ছলা ॥ ১৫
তাহার চরিত হেন বুঝি রীত
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকিলে কালিয়া ফাঁদে ॥

৬। ভয় নাহি মনে—পাঠান্তর। দুরুজন অর্থে দুর্জ্জন হইতে পারে না। বোধ হয় অর্থ এই—গুরুজন প্রভৃতি।

৭। দেবতা পাইল--দেবতার আবেশ হইল--ভূতে পাইল।

১২। ঝিয়ারি—কুমারী পাঠও আছে।

১৪-১৫। লালস—আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ। সে যে কোন্ বন্ধুকে অভিলাষ করিয়া অনুরাগ দেখাইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

১৬-১৯। পাঠান্তর :—

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে।

অনুনয়—অনুমান ; তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সে কোন অপ্রাপ্য বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিয়াছে।

৪৭

সিন্ধুড়া

আগো রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকই একলে
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা। ৫
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেন যোগিনীর পারা ॥
এলাইয়া বেণী খুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে ১০
কি কহে দু'হাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥ ১৫

৩। ধরম কথা—পাঠান্তর।

৭। যেমন যোগিনীর পারা—পাঠান্তর।

৮-৯। ফুলের গাঁথনি দেখয়ে খসায়ে চুলি—পাঠান্তর।

১১। কি চাহে দু'হাত তুলি—পাঠান্তর। নিজের কেশ, মেঘ ও ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রাধিকা সেগুলি দেখিতেছেন। রাধিকার এই উদ্ভ্রান্ত ভাব বড়ই কমনীয়।

৪৮

বালা ধানশী

এ সখি সুন্দরি, কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে। ৫
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাস কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয় ॥

৭। বড়ু--বটু, ব্রাহ্মণ-বালক। এখানে ব্রাহ্মণ।

৪৯

কামোদ

সোণার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।

সদাই কাঁদনা দেখি অঝরু ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সব পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও কদমতলার পাশে চাও ৫
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা। ১০
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে ১৫
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু॥

৩। অঝরু—অজস্র।
৭। হিরণ পিঁধন—পীতবর্ণের কাপড় পরা।
১৪। বড়ুয়ার—বড়লোকের।

৫০

ধানশী

সোণার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরি পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে ৫
দেখিয়া যে কোন জনে।
যুবতী জনার ধরম নাশক
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি ১০
চাহিয়া তাহার পানে॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে
কালিয়া প্রেমের মধু॥ ১৫

১। কেনি—কেন।
২। বাউরি—পাগলী।

৫১

ধানশী

রোঝা ওঝা আন গিয়া পেয়েছে কি ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে ঐ বৃকভানুসুতা॥
কানাই কোঙর চিকণ যবে পড়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া ধনী কাঁদে ভূম খানে॥
রক্ষা অক্ষা পড়ে মন্ত্র ধরি ধনীর চুলে। ৫
কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে॥
কালিয়া কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশু কালে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাবে অঙ্গের জ্বালা॥ ১০
চণ্ডীদাস কহে সবে যারে কহ ভূত।
সে শ্যাম কালিয়া চিকণ নন্দ ঘোষের পূত॥

১। রোঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা—পাঠান্তর।
৩-৪। চিকণ বর্ণের কানাই কুমার।
কালিয়া কোঙর হিরণ পিঁধন যবে পড়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া কাঁদে ধরি ভুম খানে॥—পাঠান্তর।
৫। রক্ষা-মন্ত্র—যে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অক্ষা কথাটার কোন অর্থ নাই।
১২। শ্যাম চিকনিয়া সে নন্দ ঘোষের পূত।
—পাঠান্তর।

৫২

ধানশী

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।

মুরছি পড়িয়া কাঁপয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে ॥
কেহ বলে মাই ওঝারে ঝাড়াই ৫
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃকভানুসুতা ॥
রক্ষা-মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে। ১০
"নিশ্চয় কহি যে আনি দাও এবে
কালার গলার ফুলে ॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি ঘুরিয়া যাইবে ১৫
যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥"
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ ২০

১৭-২০। চণ্ডীদাস কিন্তু অন্য উপদেশ দিতেছেন। ফুল আনিলে হইবে না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাও সব ভাল হইয়া যাইবে।

৫৩

তুড়ি

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালা রূপ খানি
তোমারে করিয়া ভোরে ॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা ৫
না হত এমন ভারে।
সে বর নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে ॥
শুন শুন রাই কহি তব ঠাঁই
ভাল না দেখি যে তোরে। ১০
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয় গোকুলপুরে ॥
ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে ১৫
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥

১। অঙ্গ ও প্রাণ উভয়ই পুলকে পূর্ণ।

৫৪

কামোদ

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। ৫
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো ১০
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাশরিতে চাহি মনে পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥ ১৫

৫। কৃষ্ণনাম এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, অনবরত উচ্চারণ করিতেছি।

৯। পরতাপে প্রতাপে, শক্তিতে।

১০। নামের বাসস্থান শরীর; শ্রীকৃষ্ণের সেই শরীর দেখিলে কি কাহারও ধৈর্য্য থাকে?

১৪—১৫ শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়া কুলবতী নারী কুল ত্যাগ করিয়া আপনার যৌবন দান করে ।

৫৫

তিরোতা

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥
হরি, হরি এমন কেন বা হ'ল। ৫
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥
বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়নযুগল করয়ে শীতল ১০
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥ ১৫
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিলে রাজার ঝি ॥

৬। বাড়ব—অনল, দাবানল।
৭। ডারিয়া—ফেলাইয়া।

৫৬

গান্ধার

সই, কি আজু দেখিল রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু যমুনার কূলে
দুই চারি জন সঙ্গ ॥
এক কালা দেহ, বসন ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বামে। ৫
হেরম্ব অনুজ তাহে আরোপিত
বেড়িয়া কুসুমদামে ॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ ১০
লহরী তেমতি প্রায় ॥
তাহে শশধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিকুল
করে আসি আনাগোনা ॥ ১৫
নাসা খগ জিনি * * * *
এই দুই নখিলে নয়।
আকর্ণ পূরিত সে দুটি লোচন
চঞ্চলে শোভিত তায় ॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে ২০
অমিয়া বরিখে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি নিশি দিশি ॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
যমুনা দুকূল ভরি। ২৫
পীতবাস অতি কাঞ্চন মূরতি
করেতে মুরলী ধরি ॥
এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মূরতি গড়ে কোন বিধি ৩০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৬। হেরম্ব অনুজ—কার্ত্তিক ; কিন্তু অর্থ হয় কি ?
১০। রবির সুতার—রবির কিরণের—কিরণ সূত্রের ন্যায়।

৫৭

কামোদ

স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে ॥
গোকুল নগরমাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা। ৫
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা চম্পকদামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে চলে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ নিয়ে ১০
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে শিরে চূড়ার ঠাম কেবল যৈছন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।
সে শিরে বেনানি জালে নব গুঞ্জামণি মালে
চঞ্চল চাঁদপরে পারা ॥ ১৫
পায়ের উপরে থুয়ে পা কদম্ব হেলন গা
গলে দোলে মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥

৪। আর কত নারী আছে—পাঠান্তর।
৫। বাধা—বিপদ।
৮। চালনি—পাঠান্তর।
১০। আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে—পাঠান্তর।
১২। সে কি রে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম—পাঠান্তর।
১৪। শির বেড়ল বৈনান জালে—পাঠান্তর।
গুঞ্জামণি মালে · কুঁচ ফলের মালায়।
১৫। চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া—পাঠান্তর।

—

৫৮

কামোদ

যাইতে দেখিল শ্যামে কি করিবে কোটী কামে
ভাও ভঙ্গিম সুঠাম।
চাঁদ বদনে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে কুল অভিমান ॥
সই এমন সুন্দর কান। ৫
হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি
তেজি লাজ ভয় মান ॥
অতি সে শোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখি যে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল শোভিয়াছে ভাল ১০
উপজে মদন-বিকার ॥
নাভির উপরে জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর কুঁদিয়াছে ভাল
রামকদলি শোভা ॥ ১৫
চরণনখর-কোণে রঞ্জিত শোভিত মেনে
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া ও রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

২। ভাও—ভাব।
৫। সই, কিবা সে শ্যামের রূপ।—পাঠান্তর।
১২। জনু—যেন।
১৬। মেনে—কোন অর্থ নাই।

—

৫৯

কামোদ

বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়া ত কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।

ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম নয়ানকোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই, এমন সুন্দর বর কান। ৫
হেরি সে মূরতি সতী ছাড়ে নিজপতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম ১০
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥ ১৫
নাভির উপরে লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি কামধনু জিনি
ইন্দ্রধনুকের আভা ॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত ২০
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস-হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

৩। ভ্রূ, ধনুক ; দৃষ্টি, শর।

৬ ৭। কেহ বিরুদ্ধ ভাব মনে আনিবেন না। সমস্ত ত্যাগ করিয়া শরণাগত না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও এই উপদেশ দিয়াছেন।

১৮। বলনি—গঠন।

৬০

ধানশী

শ্যামের বরণছটার কিবা ছবি।
কাটী মদন জনু নিন্দিয়া শ্যাম তনু
উদইছে যেন রবি শশী ॥
কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রসকূপ
নয়ন জুড়ায় যাহা চেয়ে। ৫
হেন মোর মনে হয় যদি লোকভয় নয়
কোলে করি যেয়ে ধেয়ে ॥
তরুণ মূরলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইব ১০
কি করে সোদর পরে ॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিল
মরমে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে আপন পরাণে
বুঝিয়া করিবে সে ॥ ১৫

১। শ্যামের বরণ—শ্যামের বদন পাঠান্তর।

৩। উদইছে—উদয় হইতেছে।

১৫। ঠিক কথা। ভগবান্ যদি "মরমে লাগিয়া" থাকেন, তবেই তুমি "ধরম করম" সব ত্যাগ করিতে পারিবে। নচেৎ ত্যাগ সম্ভব নয়।

৬১

কামোদ

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু
উদইছে শুধু সুধাময়।
নয়ন-চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥
সই, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে। ৫
ভালে সে গোকুলনারী হইয়াছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি ভুবনভুলনী
শোভিত গলের মাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে ১০
বেড়িয়া তঁহি রসাল ॥

দুইটী লোচন মদনের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়ে ধরমে
পরাণ সহিতে টানে ॥ ১৫
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
কি তার কুবুলবিচার ॥

১। অঞ্জন জনু---পাঠান্তর।
২। উদয় হয়েছে সুধাময় পাঠান্তর।
৩। উতরোল ব্যগ্রতা।
৪। নিমেষপাতও অসহনীয়। নির্নিমেষনেত্রে দেখিতে ইচ্ছা করে।
৮। নমরভঙ্গিমা-- পাঠান্তর।
১০। বুলে— ভ্রমণ করে।
১১। তাঁই সেই।
১২। দুইটি মোহন মদনের বাণ-- পাঠান্তর।

৬২

কামোদ

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা ॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মু'খানি বনা'ল রে ৫
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল যিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ, জিনিয়া করিশুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর। ১০
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে ১৫
এমতি তনুর দেখি আভা ॥
আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥ ২০

৪। থেহা---স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য।
১১। আরদ্র--হরিদ্রা ; সারদ্র—পীতবর্ণ।

৬৩

সুহই

কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত ছানিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখি রে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে। ৫
হাহা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে ১০
রহ নিজে চিত্তে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা কেন মুরলী বাজায় হেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥ ১৫
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।

তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥

৬। কুলাঙ্গনাগণের ধৈর্য্য নষ্ট করিবার জন্য এই বাঁশী বাজিতেছে।

১৩। শুনিতে মিষ্ট, কিন্তু শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে।

৬৪

সখীর উক্তি

সুহই

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণকালা করিয়াছে থানা।
নবজলধর রূপ মুনির মন মোহে গো,
তেঁই জলে যেতে করি মানা ॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি ৫
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়া মালা মেঘে সৌদামিনী কলা
শোভা করে শ্যাম-চাঁদের গলে ॥
নয়ান কটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান। ১০
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥
কানড়া কুসুম যিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ানের কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দ পানে ১৫
পরাণে বাঁচিবে সখি কে ॥

। থানা—আড্ডা।

। মলয়জ—চন্দন।

৬৫

বড়াইর উক্তি—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

পাহাড়

নিতি নিতি আসি যাও রাধা সনে কথা কও
শুনিয়াছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে দেখা হবে তার সনে
ভাল হ'ল দেখিলাম তোকে ॥
চেটো নেটো যায় জলে তার নাকি ধর চুলে ৫
এমত তোমার কোন রীত।
যার তুমি ধর চুলে সেই এসে মোরে বলে
নহিলে নহিতাম পরতীত ॥
সুজন কখন নও পর-নারী নিতে চাও
এমনি তোমার অভিলাষ। ১০
আমি ত শুনিলাম ভালে যদি শুনে তার কুলে
শুনিলে হইবে অপভাষ ॥
নিশ্বাস ফোঁপাশ ছাড় আছাড় খাইয়া পড়
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
নহে কেহ ঘাটে মাঠে তোমা অপযশ রটে ১৫
শুনিতে পাই এ সব কথা ॥
আমার কথাটি শুন না করিহ ইহা পুনঃ
না মজে নন্দের কুলগারি।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ও কথা কি মনে লয়
নাগরীর পিরিত হৈল বৈরী ॥ ২০

৫। চেটো নেটো—অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক।

১১। ভালে—ভাগ্যে।

১২। অপভাষ—অপমান, অপবাদ।

১৮। গারি—গৌরব।

৬৬

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বিভাষ

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে যে বাণী অবশ তখনি
মূরছি পড়ল ঠামে॥
সই, কি আর বলিব আমি। ৫
সে তিন আঁখর কৈল জর জর
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি ১০
শুনহ পরাণ মিত॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচব জ্বালা॥ ১৫

৮। হইল অন্তরগামী—অন্তরে প্রবেশ করিল। "মরমে পশিল"।
১০। চিত্তে ধৈর্য্য থাকিতেছে না।

৬৭

বড়াই-বচন—শ্রীরাধার প্রতি

সুহই

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি
শুনহ নাগর-কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কাঁদিয়ে আকুল তথা॥
রাই রাই করি ফুকারি ফুকারি ৫
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই, অতএ আইনু আমি।
কানুর পিরিতি যতেক আরতি ১০
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া বাড়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা॥ ১৫

৯। অতএ—অতএব।
১৪। রাখি—ত্যাগ করিয়া।

৬৮

তিরোতা ধানশী

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির। ৫
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছয়ে বাণী।
উলট করয়ে পানি॥
কহিয়ে তোহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥ ১০
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

৪। গাত, গা—শরীর।

৬৯

শ্রীরাগ

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুনঃ॥

না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পীয়ে নীর ॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি। ৫
যর্ত্ত তত করি নহিয়ে সুধী ॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুত্তলি রহিছে চাই ॥ ১০
তুলা খানি দিলে নাসিকামাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে ॥
আছয়ে শ্বাস না বহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব ॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা। ১৫
কেবল মরমে ঔখদ রাধা ॥

১। নিদান—শেষ দশা।
১৫। বাধা—ব্যাধি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

(বাদিয়াবেশে)

৭০

বরাড়ী

বাদীয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ী ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী
তুলিয়া লইল এক গলে ॥
বিষহরি বলি, দেয় কর। ৫
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় থাবা নাগিনী যে হয় কোপা
দন্ত করি উঠে ধরি ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় নাগিনী ফিরিয়া চায় ১০
ছুঁয়ে যায় বাদীয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে "তুমি থাক কোন স্থানে।"
"থাকি বনের ভিতরে নাগদমন বলে মোরে
মোর নাম জানে সব জনে ॥ ১৫
বসন মাগিবার তরে আইনু তোমার ঘরে
কৃপা করি দেহত আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
ভালবেসে দেহ অঙ্গের খানি" ॥
"বটের ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও ২০
নহিলে শোভিতে চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"
"তোমার বস্ত্র শিরে ধরি আনন্দিত হব বড়ি
বহুত বাসিবে মনে সুখ। ২৫
তোমা অঙ্গ পরশিতে সুখ হয় মোর চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ।"
"চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা লও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি ভিক্ষা মেগে পেট ভরি ৩০
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লয়ে করি ক্রীড়া মনে কেন দেহ পীড়া
সুখী কর এই দুখী জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বাদীয়া যে এহ নহে
মনে বুঝে দেখহ আপনে ॥ ৩৫

৫। বিষহরি—মনসা দেবী।
৮। কোপা—কুপিত।
১১। দাপনা—জঙ্ঘা।
১৭। বস্ত্র দেহ আনিয়া—আপনি, পাঠান্তর।
১৯। দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি—পাঠান্তর।

২০। বট—কড়ি।
২২। তেনা—ছেঁড়া কাপড়।
২৪-২৭। বেদে কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥ পাঠান্তর।
,, ২৮। সেধে—ভিক্ষা করিয়া।
,, ২৯। ভরমে ভরমে—মানে মানে।
,, ৩২। তুমি কেন মান পীড়া—পাঠান্তর।

দোকানী-বেশে

৭১
বালাধানশী

গোকুল নগরে ইন্দ্র পূজা করে
দেখি আইল যতেক নারী।
নগর ভিতরে মহাকলরব
নাগর হইল পসারী॥
দোকান দাকান মেলিলা তখন ৫
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পশারী "বহুদ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল মণিময় মাল
পোতিক মাণিক যত। ১০
বহুদিন মনে আনিল যতনে
তোমাদের অভিমত॥"
খস্তিকা পুঁতিয়া মুকুতা ঝুলায়া
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি ১৫
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতার মাল লইবে যে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥ ২০
শুনি নারীগণ বলয়ে বচন
গাহকী নহিয়ে মোরা।
"কিবা ভাগ্য মেনে দেখেছি জনমে
এমন ধন যে তোরা॥"
যুবতী রসাল নিল এক মাল ২৫
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হল আনন্দ বাড়িল
কতেক লইবে বলে॥
আর এক জনে সাধ করি মনে
লইল সোনার সূচ। ৩০
লই চলি যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ॥
ফেরা ফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘন বদন করয়ে চুম্বন ৩৫
এমতি কাজ যে তোর॥
কাড়া কাড়ি ঘন না মানে বারণ
অরাজক হল পারা।
যাহার যে বন কাটে সেই জন
রক্ষক হইবে কারা॥ ৪০
রজক সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে॥

৬+৭। গ্রাহিকা দেখিয়া দোকানদার বলিতে লাগিল।
১০। পোতিক—একরূপ মুক্তা।
১৮। ছড়া—মালা।
২৭। পরিমাণ হলো—মাপে ঠিক হইল, গলার মত হইল।

বাজিকর-বেশে।

৭২

তুড়ি।

কানুর পিরিতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লয়ে গ্রামেতে চড়িয়ে
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই কানু বড় জানে বাজি। ৫
বাঁশ বংশী ধরি মদন সঙ্গে করি
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঢুলিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
যুবতী বাহির করে।
দুইটি গুটিকা লুফিয়া ফেলায়ে ১০
বুকের উপরে ধরে॥
দড়ায়ে পায়ে উঠয়ে তাহে
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে।
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গী করে তায়
রঙ্গ দেখে সব লোকে॥ ১৫
পূরাটি আনিয়া ডিমটি খুলিয়া
দেখায় যাহাকে তাকে।
উড়াইয়া দিয়া পূরাটি ঝরিয়া
ঝুলির ভিতরে রাখে॥
মুকুতা প্রবাল উগারে সকল ২০
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি উগারয়ে রাশি
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই হাতে বাঁশ লই
যুবতী হিয়ায় গাড়ে। ২৫
আঙ্গে আঙ্গে দিয়া পায়েতে ছাঁদিয়া
রাইএর অঙ্গিনায় পড়ে॥
বাঁশের উপরে ঝুলিয়া পড়য়ে
হেলিয়া যুবতীমুখে।
মুখে মুখ দিয়া নেছে গুয়া দিয়া ৩০
ঘুরিয়া বুলয়ে সুখে॥
এ মদ মদন জানিয়া কদন
তারে ডাকে আঁখির ঠারে।
মোর মনোহিত নহে কদাচিত
ফুকারী ডাকয়ে তারে॥ ৩৫
লোকে নহে রাজি কেমন এ বাজি
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছা নয়
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

৩। চড়িয়ে—প্রবেশ করিয়া।

৬—৭। বাঁশ বংশী ধরি—বাঁশ বংশীধারী—পাঠান্তর। বাঁশ বাশী ও ঢোলক লইয়া বাজিকর সাজিয়া বেড়ায়। তাহার সঙ্গে মদন আছে; অর্থাৎ সে রূপদর্শনে যুবতী-হৃদয়ে মদনের সঞ্চার হয়।

৮। মদন ঢুলিয়া—মদন ঘুরিয়া পাঠান্তর।

১২—১৩। মসটিয়া মাটী, লাগায় নিন্দাটি স্থত বাহির করে নাকে। পাঠান্তর।

১৬। পূরা—থলিয়া।

”—২৫। গাড়ে—প্রোথিত করে। পাড়ে—পাঠান্তর। শ্রীকৃষ্ণ হাতে বাঁশ লইলেন, যুবতীহৃদয়ে তাহা যেন বিদ্ধ হইল। অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যুবতীগণ মদনব্যথা পাইল।

২৭। বাশের উপরে চড়ে—পাঠান্তর।

২৮—৩১। চড়িয়া উপারে ঝুলিয়া পড়য়ে
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া পান গুয়া নিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥ পাঠান্তর।

৭৩

কামোদ।

নামিয়া আসিয়া বসিল আসিয়া
কহয়ে বেতন দায়।

যৌবনের কালে হাত দিয়া গালে
সকল যুবতী কয় ॥
সই বাজিকর নিবে কি। ৫
মত কিছু দিয়ে কিছুই না নিয়ে
বলে "মোর যোগ্য কি ॥
এই মনে করি দেহ কুচগিরি
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয় মোর মনে লয় ১০
তাহা মোরে দেহ জুদা ॥"
সুন্দরী গণে বুঝিল মনে
ইহার গ্রাহক তুমি।
টাটের টাটানি খেতের মিঠানি
সকলি জানিয়ে আমি ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে কয় তবে কেন হয়
জানিত চতুরপণা।
বুঝালে না বুঝে কহিলে না সুঝে
তাহারে বলিয়ে কাণা ॥

৭। আমারে জিজ্ঞাস কি। পাঠান্তর।
১১। জুদা--পৃথক।
১৭। তবে কেন নয় জানিয়া চতুর। পাঠান্তর।
২০। 'কাণার' পরিবর্ত্তে 'কালা' পাঠও আছে।

নাপিতানী বেশ

ধানশী

ধরি নাপিতিনী বেশ সহজেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণি খোলে নখ রঞ্জিনা
বলে বৈঠ দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী। ৫
খুলিল কনকবাটী আনিল জলের ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বারি ॥
করে নখরঞ্জিনী চাঁচয়ে নখের কণি
শোভিত করল যেন চাঁদে ॥
আলসে অবশ প্রায় ঘুম লাগে আধ গায় ১০
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে ॥
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলি ঝামা
ঝুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘসিয়া ঘসিয়া পায় আলতা লাগায় তায়
রচয়ে মনের হরষেতে ॥ ১৫
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে নাম আপনার।
নাপিতিনী বলে "ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার ॥"
তবে শুনি তার বাণী দেখয়ে চরণ খানি ২০
তাহাব তেটে শ্যামের যে নাম।
বুঝি আন-মনে চাহে নাপিতিনী পানে কহে
"বোল কহ আপনার নাম ॥"
"শ্যাম নাম কহে মোরে জগৎ মোহিবার তরে
ফিরি আমি নগরে নগরে।" ২৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে নাপিতিনী এত নহে
কামাইয়া যাহ নিজ ঘরে ॥

১৬-২৫। রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি হাসয়ে ঈষৎ হাসি
নিরখি নিরখি বিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে, "কি নাম লিখিলে উহে
পরিচয় দেহ আপনার ॥"
নাপিতিনী কহে ধনি, "শ্যাম নাম ধরি আ...
বসতি যে তোমার নগরে।"
—পাঠান্তর।

সুহিনী

নাপিতিনী বলে শুনগো সই।
ধানাখিনী লোকের বেতন কই॥
কহ তুমি যেয়ে রাইএর কাছে।
বেতন লাগি সে বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই। ৫
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥
শুনি সখি কহে রাইএর কাছে।
নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে॥
রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়॥ ১০
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইএর নিকটে বৈস॥"
আসি নাপিতিনী কহয়ে তায়।
"বেতন কেনি না দেহ আমায়॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই। ১৫
"হেন নাপিতিনী দেখিয়ে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত।"
সে কহে, "ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥ ২০
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥
দয়া করি দেহ দরিদ্র জনে। ২৫
চাইলে না দেয় কৃপণ জনে॥
আর যে বেতন দেহ আমার।
পরশ-রতন পাই তোমার॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
"ভালে নাপিতিনী পরাণে চুরি॥ ৩০
পরশ-রতন পাইবা বনে
এখন চলহ নিজ ভবনে॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে, রসিকরাজ॥

১১-১৪। রাই বলে কি জানিচায় বৈস।
নিলা উঠানিয়া নাপিতিনী শ্যামা।
কহে সে বেতন দেহ আমা॥
—পাঠান্তর।

৩০। ভূরি চুরি। পাঠান্তর।

[illegible]

[illegible]

একদিন মনে রভস-কাজ।
মালিনী হৈলা রসিকরাজ॥
ফুল মালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে কে নিবে" ফুকারে পথে॥
ফিরিতে আইলা ভানুর বাড়ী। ৫
রাই কহে, "কত লইবে কড়ি॥"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে, "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥" ১০
এত কহি মালা পড়ায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিল করে।
এত ঢাটপণা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর। ১৫
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥

১। রভস-কাজ—প্রেমের কাজ।
৮। মূল করে—মূল্য স্থির করে।
১৪। ঢাটপণা চতুরতা।

চিকিৎসক-রূপে

৭৭

ভাটিয়ারী

গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি।
শিরে শিরশূল পিরিতির জ্বর ৫
হয়ে থাকে যে রোগীর।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে সে জ্বলে
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি এমন ঔষধি ১০
পিয়াইলে যায় জ্বরি॥
ঔষধ খাও ভাল যে হও
বট দিও তবে পাছে।
এক জন তথা শুনিয়া সে কথা
কহিল রাধার কাছে॥ ১৫
পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হ'ল মন।
বলে সে যাইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন॥
এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া ২০
বলে সেই সখী ধাই।
আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই॥
শুনিয়া নাগরে ভাসিল সাগরে
আপন মনেতে খুসি। ২৫
এই বাড়ী হতে আসি যে তুরিতে
এখানে থাকহ বসি॥
সাজ যে সাজিতে চলিলা তুরিতে
ব্যাজ যে হইলা মনে।
চণ্ডীদাসে কয় ধাতু জ্ঞান হয় ৩০
তবে সে চিকিৎসা জানে॥

৯-১১। ধন্বন্তরি ভিন্ন এ ঔষধ কেহ জানেন না, এমন কি বিধাতাও জানেন না। এমন ঔষধ যে খাওয়াইলেই জ্বর যায়।

২১। ধাই—ধাবমান হইয়া, দ্রুত যাইয়া।

২৯। ব্যাজ—ছলনা।

৭৮

ভাটিয়ারী

আপন বরণ ঘুচান তখন
লেপেন কেশেতে মাটী।
তকল্লবি ছাঁদে বসন পিঁধে
রঙ্গে যে চলয়ে হাঁটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে। ৫
তাহার ভিতর শিকড়-মিকড়
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক-সাজে
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন নিরখে বদন ১০
"রোগ যে ইহার আছে"।
বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মোড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরিতের রসে জারিয়াছে বিষে
পরাণ রহে না রয়॥" ১৫
হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইবে সবলে
বেয়াধি কিসে বা টুটে॥"
"ঔষধ যে হয় মনে করি ভয় ২০
এখনি খাওয়াইয়ে যেতেম।

ভাল সে হইত জ্বর যে যাইত
সময় যদি সে পেতাম ॥"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
টীট নাগররাজ। ২৫
বাশুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ ॥

৩। তকল্লবি অর্থে চলিত ভাষায় চাতুরী, এখানে বোধ হয় কৌশলময়।
৮। ঘুচাইয়া লাজে—রাধার লজ্জা ঘুচাইয়া।
১৪-১৫। পিরিতের জ্বরে জ্বরেছে ইহারে
পরাণ রহে কি না রয়।—পাঠান্তর।
১৭। রটে—কহে।

দেয়াশিনী বেশ

৭৯

বরাড়ী

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায়।
ধীরে ধীরে করি চলে হরষ অন্তর ॥
গোকুল নগরে এই শবদ উঠিল।
এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন। ৫
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ কমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়ানের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হইতে আইলে তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥ ১০

৫। গহন—ভিড়।
৭। ব্রজবাসিগণ দেয়াশিনীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। কিন্তু ভগবৎসান্নিধ্যের এমনি গুণ যে, তাহারা সকলেই প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

৮০

শ্রীরাগ

"মথুরা পুরেতে ধাম" কপটে বলয়ে শ্যাম
"আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মনে মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা স্থানে ॥
দেবী আরাধনা করি ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি ৫
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাই আনন্দে ভাসি
এই সত্য বলিহে বচন ॥
জিজ্ঞাসা করিলা যেই তাহাতে তোমারে কই
ব্রজমাঝে রব কিছু কাল।" ১০
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুনঃ একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে আনন্দিত হয়ে মনে
জিজ্ঞাসিল "কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম" কপটে বলয়ে শ্যাম ১৫
রস লাগি রসিক চতুর ॥

শ্রীকৃষ্ণ কপটতা করেন নাই—সত্যই বলিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান মথুরা, রাধা তাঁহার আরাধ্যা দেবী, বৃন্দাবন তীর্থ।

৮১

সিন্ধুরা

দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
সাজি ধরল বাম করে।
পিঁধিয়া বিভূতি সাজল মূরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥

কহে "জয় দেবী ব্রজপুরসেবী
গোকুল-রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী সুভগদায়িনী ১০
পূজ দেবী ভগবতী॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মনে লয়ে,
বলে "গোপ ভাল আছে॥ ১৫
সবাকার জয় শত্রু হবে ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা আসিয়া জটিলা ২০
পড়িলা চরণে ধরি।
"আমার বধূর পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি॥"
শুনি দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয়। ২৫
"বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আসিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে দেয়াশিনী পাশে ৩০
ঘুচায়ে বসন মাথে॥
আনন্দে দেয়াশিনী বলে শুভবাণী
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী জগতত্তারিণী
রাধা নাম ভানুসুতা॥" ৩৫
ধরি ধনীর হাতে মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল বিকার॥

সাজিটি খুলিয়া ফুলটি লইয়া ৪০
বাঁধেন নাগরী চুলে।
"আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
"এ কথা কহবি মোয়। ৪৫
আমার হিয়ার ব্যথাটী ঘুচয়ে
তবে সে জানি যে তোয়॥"
"একটি শপথি রাখহ যুবতী
কহিতে বাসি যে ভয়।
পর পতি সনে বেঁধেছ পরাণে ৫০
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি
"দেয়াশিনী ঘর কোথা।"
"আমার ঘর হয় যে নগর
কহিব বিরল কথা॥" ৫৫
সঙ্কেত বুঝিয়া নয়ান ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন চিনিল তখন
শ্যাম চিকণ টীটে॥
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি ৬০
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত না করে কাজে॥

৬। বিভূতি—ভস্ম।
১১ বলে—কর্ত্তা, দেয়াশিনী।
৩৬। আকুতে—আগ্রহে।
৫৭। তাক করে—লক্ষ্য করে।

বণিকিনী বেশে

৮২

সিন্ধুড়া

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন অমলা বণ্টন
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক ৫
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুমকুম কর্পূর চন্দন
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া। ১০
মিছামিছি করি ফেরে বাড়ী বাড়ী
হৈল ভানু দ্বারে গিয়া॥
"চুয়া কে লইবে" ফুকরি কহয়ে
আইলা দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে আনি দেহ" বলে ১৫
"অনেক লইতে হবে॥"
থালিতে ধরিয়া আসিল লইয়া
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া যে চন্দন করয়ে রচন
বেণানী মনেতে খুসি। ২০
"চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি॥"
"সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি॥"
আমলকী হাতে দিল সে মাথে ২৫
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে শ্রম যে হইল
সুমধুর বাণী কহে সে বেণানী
"আমি যে মাথায়ে ভালে। ৩০
মোরে বল সখি খানিক আমলকী
মাথায়ে দিয়ে ত চুলে॥"
বলিয়া বেণানী বসিয়া আপনি
চুয়া মাখাবার তরে।
চুল যে ছাড়িয়া হাত নামাইয়া ৩৫
মাথায় কুচের পরে॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী
পড়িলা বেণানী কোড়ে।
নিদ যে আইল অতি সুখ হইল
সব শ্রম গেল দূরে॥ ৪০
বেণানী বলে "গেল সে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।"
উঠিয়া নাগরী বসন সম্বরি
বলে "কি লাগিবে মোরে॥"
বট আনিবারে কহিলা সখীরে ৪৫
শুনিয়ে নাগররাজে।
কহে, "না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহনা কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি। ৫০
থাকিলে পাইবে নহিলে যাইবে
নিশ্চয় কহিল বাণী॥"
"হিয়ার ভিতরে রেখেছ যতনে
বড়ই ধন যে সেহ।
কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া ৫৫
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিল আপন মনে।
গন্ধের বেতন হইল এমন

"কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে রাখহ প্রাণে
কেবা শিখাইল তোরে ॥
পরের নারী আশ যে করি ৬৫
ফিরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হয়েছে কোথা বা পেয়েছে
না দেখি যে কোন স্থানে ॥"
চণ্ডীদাস কয় কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে। ৭০
যৌবন ধনে কেবা বা মানে
সোঁপে যে প্রাণেতে প্রাণে ॥

৩। আমলকীবর্ত্তন—পাঠান্তর।
৬। জড়—মূগ।
৫২। থির হইয়া কহ তুমি—পাঠান্তর।
৫৩। বেণানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে—ইত্যাদি পাঠান্তর।
৬১। সমাধান—শেষ; আর ও সব কথা বলিও না।
৭০। বনে—মিলন হয়।

গ্রহবিপ্র-বেশে

৮৩

ধানশী

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভুবন ॥
পাঁজী লয়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে ॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে। ৫
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে ॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন্হ উত্তর ॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরিষ অন্তরে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য ॥
তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥

৬। লহু লহু—মৃদু মৃদু।

৮৪

ধানশী

যাইতে জলে কদম্ব তলে
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ পিঁধন
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে ॥
"যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেটা ॥"
হয় বলাবলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে কালীয়ানাগর
ছি ছি লাজে মরি মোরা ॥

৮। আন বাটে—অন্য পথে।
১৩। অরাজক পারা—অরাজকের ন্যায়।

অভিসার

৮৫

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃকভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শেখর নাগর চতুর ৫
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করিল তাতে॥
গোধন চালায়ে শিশুগণ লয়ে
গমন করিলা ব্রজে। ১০
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুনলো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বঁধুর সঙ্কেত ১৫
না ছাড় আপন হিয়ে॥

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ

৮৬

চন্দন গঞ্জনা চাঁদ গগনে
যদি তোর পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু গ্রহ মন্ত্র ৫
সাধন করিয়া আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে॥
পূজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে। ১০
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে॥
পরাশর তাথে মৎস্যগন্ধা সাথে
কুহায়ে সুরতি রঙ্গ।
চণ্ডীদাস ভণে রাধিকার সনে ১৫
ঐছন শ্যামের রঙ্গ॥

চন্দ্রোদয়ে অভিসার-গমনে বিঘ্ন ঘটিয়াছে বলিয়া চন্দ্রের প্রতি রাধিকার ক্রোধ।

১। চন্দন গঞ্জনা—যে চন্দনকে বর্ণে গঞ্জন করে—চাঁদের বিশেষণ।

চন্দ্রের উক্তি

৮৭

যতি

শুনগো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটী চাঁদ উদয় করেছে
একলা তোমার দে॥
তুয়া এক পদে চাঁদ শত নিন্দে ৫
দন্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ আভা॥
কেবা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা। ১০
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর ষোল কলা॥
সিন্দূরের ফোঁটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে লক্ষান্তরে থাকে ১৫
আমি পক্ষান্তর নাথে॥
খঞ্জন গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা জিনি তিল ফুল।

হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল ॥ ২০
গৃধিনী জিনিয়া শ্রবণ যুগল
নয়ান বয়ান ভ্রসা।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥

২২। ভ্রসা ভ্রূ।
২৩। এরূপ রূপ আর দেখা যায় না।

৮৮

পটমঞ্জরী

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভাতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি। ৫
তবেত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাস বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজে এ কথা বটে কেন পাও ভীতে ॥ ১০

১। নতি—প্রণাম।
১০। ভীতে—ভয়।

৮৯

ধানশী

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অফুরাণ হ'ল গৃহ কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
স্বজনি কোপ করেছি দুরন্ত। ৫
গৃহকর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
যে কুলে বিচ্ছেদভয় এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা ॥
আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিল দেখা ১০
কহ দূতি কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বেরাইতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান ॥ ১৫

১। অফুরাণ—গৃহ কাজ করিয়া শেষ করিতে পারি না।
৪। শাশুড়ী ননদী অপেক্ষা চন্দ্র প্রবলতর শত্রু।
৯। সুসারিতে—বোধ হয় সুসার করিতে, অবসর করিতে।
১০। মদনসখা—কোকিল; কোকিল ডাকিল, রাতি পোহাইল।

কুঞ্জভঙ্গ।

৯০

কামোদ

পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিয়ে যামিনী শেষ।
তুরিতে নাগর গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ হয়েছে বদল
তখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।

জানিলে এখন হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে শুনলো সুন্দরী
তুমি যে বড়ুয়ার বন্ধু।
শ্যামের মোহন মায়ার কারণ ১৫
লখিতে নারিবে কেহু ॥

১। পদউধ—দেয়াল।
২। জাগিয়ে—জানাইল পাঠান্তর।
১১। পরিবাদ—নিন্দা।
১৪। বড়ুয়ার বন্ধু বড়লোকের বধূ।
১৫—১৬। শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মায়া, সকলের চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিবে। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না।
পাঠান্তর—শ্যামের মোহন গুণের কারণ
রাখিতে না পারে কেহ।

২১

ধানশী

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলি যে কথা। ৫
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হয়েছে ১০
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ ॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুনহে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরিতি ধন ॥

এ পদটি পূর্ব্ব পদের পাঠান্তর মাত্র।
১৮—১৯। বাধা বিঘ্ন না থাকিলে প্রেম গাঢ় হয় না। সেই জন্যে "পরকীয়া রতি সেই সে আরতি
সেই সে ভজন সার।"

২২

শ্রী

রাধা কহে শুন রসিক নাগর
পিরিতি বিষম বড়ি।
পিরিতি করিয়ে মরিয়ে ঝরিয়ে
কেমনে পিরিতি ছাড়ি ॥
নিশি পোহাইল দিবস হইল ৫
মন্দিরে চলিয়া যাও।
শাশুড়ী ননদী উঠিয়া বৈঠব
তুরিতে তাম্বুল খাও ॥
চূড়ার বন্ধন এলায়ে পড়েছে
বাঁধহ যতন করি। ১০
শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়েছে
আহা মরি মরি মরি ॥
হাসিয়া নাগর মুখে দিয়া কর
মুছিতে মুছিতে কানু।
অতি প্রিয় তথা পড়েছিল সে যে ১৫
লইল মোহন বেণু ॥
নিজ পীতবাস পরিতে পরিতে
চলিল নাগর রায়।

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
রাধার পানেতে চায় ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম চলি গেল
আর দশা উপজিল।
শুন সুনাগর কি হবে রাধার
ইহার উপায় বল ॥

২২। আর দশা—অন্য অবস্থা।
আর দশা উপজিল—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে রাধিকা তাঁহার বিরহে কাতর হইলেন।

৯৩

বিভাস

শ্যাম কহে শুন রাই বিনোদিনী
তুলিয়া বদনে চাহ।
সরস বদনে হাসি নিরখিয়া
আমারে বিদায় দেহ ॥
এ বোল শুনিতে বৃকভানুসুতে ৫
পুলক স্বেদ অঙ্গ।
আর কি সুজন শুনিব বচন
করিব রসের রঙ্গ ॥
গদ গদ বোলে অতি প্রেমছলে
কহে বিনোদিনী রাধা। ১০
কি বলিব আমি তোমার চরণে
সকলি হইল বাধা ॥
মুখে না নিঃস্বরে তোমারে বলিতে
কি বলিব আমি বাণী।
বলহ আমারে কি বোল বলিব ১৫
কহিতে নাহিক জানি ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
সদাই বেড়িয়া থাকি।

তাহে যেতে চাহ নিজ বশ নহ
শুনহ কমল আঁখি ॥ ২০
তুরিতে গমন করিলা তখন
শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন পিরিতি করি গতাগতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৩। তোমার মুখে হাসি দেখিয়া আমি চলিয়া যাই।
১৯। গতাগতি—গমনাগমন।

গোষ্ঠ লীলা।

শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস।

৯৪

কাফি

প্রভাত হইল সবাই জাগিল
গুরুবিত জনা।
গৃহ কাজ যত সব সমাধিয়া
আন পথে আনাগোনা ॥
গৃহ মাঝে গিয়া দেখি এল ধেয়া ৫
শ্যামের চূড়ার মালা।
নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল
তা দেখি হইল জ্বালা ॥
আর কাল জাদ তা দেখি বিষাদ
উঠিল বিরহ আগি ॥ ১০
নয়ন অঞ্জন মুছিল তখন
হইয়া বিরহ রাগি ॥
খেলে শ্যাম রায় পথ পানে চায়
গৃহ কাজে নাহি মন।
কখন হরষ কখন বিরস ১৫
কি বলিতে কিবা কন ॥
সময় হইল গোঠে যায় পাল
মনেতে পড়িয়া গেল।

পুরুষ রঙ্গেতে করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল ॥ ২০
কল কল শুনি রাই বিনোদিনী
গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে কানু হেমমালা
তুরিতে দেখহ গিয়া ॥

৮। বর্ণসাদৃশ্য হেতু শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ায় বিরহজ্বালা বাড়িল।
৯। কালজাদ—কৃষ্ণবর্ণের অঙ্গাবরণ।

৯৫

জয়শ্রী

ব্রজরাজ বালা রাজ পথে আইলা
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভাই বলরাম
ছিদাম সুদাম জাল ॥
সুবল সঙ্গাত তার কাঁধে হাত ৫
আরোপি নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
এ দুই আঁখর গায় ॥
এ কথা আনেতে কিছুই না জানে
সুবল কিছু সে জানে। ১০
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে নয়ন মিলল ১৫
হৃদয়ে হৃদয় ধরে ॥
দেখিতে শ্রীমুখ— মণ্ডল সুন্দর
বেথিত হইল রাধা।
এ হেন সম্পদ বনে পাঠাইতে
তিলেক না করে বাধা ॥ ২০

কেমন যশোদা মায়ের পরাণ
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে গৃহমাঝে বসি
চণ্ডীদাস কহে ইহা ॥

৮। এ দুই আঁখার—'রাধা' এই দুই অক্ষর।

৯৬

গুঞ্জরী

বদন হেরিয়া গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।
শুনলো স্বজনি হেন মনে গণি
আন ছলে পথে যাই ॥
হেরি শ্যামরূপ নয়ন ভরিয়া ৫
আঁখির নিমিষ নয়।
এক আছে দোষ গুরুজন রোষ
তাহাই বাসিয়ে ভয় ॥
আঁখির পুতলি তারার মণি
যেমন খসিয়া পড়ে। ১০
শিরীষ কুসুম জিনিয়া কোমল
পাছে বা গলিয়া পড়ে ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভানুর তাপে।
জানি বা ও অঙ্গ গলি পানী হয় ১৫
ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা
হেনক সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয়
এই ত বিষম বড়ি ॥ ২০
ছারে খারে যাক্‌ এ সব সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাক্‌।

এ হেন ছাওয়ালে ধেনু নিয়োজিয়া
পায় কত সুখ পাকু ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনি রাধা ২৫
সকল গুপত মানি।
কোন কোন ছলা জিসের কারণে
আমি সে সকল জানি ॥

১৩। ধেনু নিয়োজিয়া- ধেনু রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া।
২৬। গুপত—গুপ্ত রহস্য।
২৭। জিসের—যাহার।

চণ্ডীদাস হেরি মোহিত হইল ২০
নটবর বেশ দেখি।
হেন মনে করি রূপের মাধুরী
সদাই দেখিয়া থাকি ॥

১। সই, আসিয়া দেখহ।
৭। ঠারি—সঙ্গেত করিয়া।
১৩। মেন—"মেনে"—পাদ পুরণে, কোন অর্থ নাই।

৯৭

বড়ারি

সই হেরনা দেখহসিয়া।
আমার নাগর রসের সাগর
করেতে মুরলী লয়া ॥
ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে
সুবলের কর ধরি। ৫
রাই সুনাগরী মরম সখীরে
দেখান অঙ্গুলি ঠারি ॥
বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে
বেড়িয়া কুসুমদাম।
তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু' সারি ১০
সাজে অতি অনুপাম ॥
ময়ুর শিখণ্ড বিনি বায়ে হেদে
হেলন দোলন করে।
তা দেখে মো মেন নয়ন চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে ॥ ১৫
কিবা ভুরু দুই নয়ান নাচনি
কটাক্ষ ভঙ্গিমে চায়।
চপল পরাণে স্থির নাহি মানে
সদা মন আছে তায় ॥

৯৮

গড়া

সই কি আর বলিব মায়।
তিলে দয়া নাহি তাহার শরীরে
এ কথা কহিব কায় ॥
মায়ের পরাণ এমনি ধবণ
তার দয়া নাহি চিতে। ৫
এমন নবীন— কুসুম বরণ
বনে নহে পাঠাইতে ॥
কেমনে ধাইব ধেনু ফিরাইব
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ ১০
প্রখর গগন ভানু ॥
বিপিনে বেকত ফণী শত শত
কুশের অঙ্কুশ তায়।
সে রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিব
মোর মনে হেন ভায় ॥ ১৫
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়ে লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মন
সদাই উঠিছে ভয় ॥

চণ্ডীদাসে কয় না ভাবিহ ভয় ২০
সে হরি জগত পরি।
তারে কোন জন করিব তাড়ন
নাহি হেন দেখি কতি ॥

১৬। আরতি এই কথা নানা অর্থে ব্যবহৃত হই-য়াছে। এখানে বোধ হয় চেষ্টা অর্থাৎ শত্রুতার চেষ্টা।

৯৯

জয়শ্রী

শুন গো স্বজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি দিশি হেদে রোই।
হের দেখ রূপ নয়ান ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশী। ৫
হাসিতে ঝরিছে মতিম মাণিক
সুধা ঝরে কত রাশি ॥
হেন মনে করি আঁচল থাপিয়া
আঁচলে ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে ডাকা-চুরি দিয়া ১০
পাছে লয়ে যায় সখি ॥
এরূপ লাবণ্য কোথায় রাখিতে
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যথায়
সেখানে করেছি ঠাঁই ॥ ১৫
সবার গোচর নাহি করে কত
রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া সিঁদ যবে যাই নিঁদ
কেহ বা করয়ে চুরি ॥
চণ্ডীদাস বলে হেনক সম্পদ ২০
গোপনে রাখিবা বটে।
আছে কত চোর তার নাহি ওর
জানি সিঁধ দিয়া কাটে ॥

৩। রোই—কাঁদি।
৮। থাপিয়া—স্থাপিয়া, রাখিয়া।
১০। ডাকা চুরি দিয়া—চুরি ডাকাতি করিয়া।

সখীর উক্তি।

১০০

জয়শ্রী।

শুন শুন শুন আমার বচন
কহিছে মরম সখী।
আঁখি আড় কভু না হও তাহার
শুনহ কমলমুখি ॥
রাই বলে বড় আছে ওই ভয় ৫
পরাণ না হয় স্থির।
মনের বেদনা বুঝে কোন জন
এ বুক মেলয়ে চির ॥
শ্বশুর ননদী গুরু পরিজনা
তাহারে আছয়ে ডর। ১০
যেন বেড়াজালে সফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর ॥
নহে বা শ্যামের অতি কুতুহলে
হেরি ও বদন সদা।
সবার মাঝারে কুলকলঙ্কিনী ১৫
সব জন বলে রাধা ॥
সে সব কলঙ্ক পরিবাদ যত
সৌরভ করিয়া নিনু।
এত দিন যত পাড়ার পরশী
তাতে তিলাঞ্জলি দিনু ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।

মিছাই বচন লোকের সূচনা
আমি ভাল জানি ইহা ॥

৮। এ বুক চিরিয়া দেখাইলে মিলিবে অর্থাৎ দেখিতে পাইবে।

১৩। সূচনা—শোচনা।

১০১

শ্রীরাগ।

ঘন শ্যাম শরীর কেলি রস
যমুনাক তীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী ॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল ৫
অঙ্গে গিরি লাল বিয়ে চলনি।
লুফিছে পাচনি বাজিছে কিঙ্কিণী
পদ নূপুর ঝুনু ঝুনু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান কলা রস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে। ১০
যব বেণু পূরে মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব পুষ্প ফলে ॥
কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গায়ে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
চণ্ডীদাস মনে অভিলাষ ১৫
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

১৩। চাহে—দেখে

২। দান।

১০২

বড়ারি।

বিদগধ প্রেম রূপ নিরখিতে
প্রেম রসময়ই রাই।
কানুর মরমে রাধার নয়নে
সঁপিয়া পশিলা দুই ॥
ইঙ্গিত কটাক্ষে তরল চাহনি ৫
দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীত।
সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে
গোঠেতে চলিলা চিত ॥
সঙ্কেত ইঙ্গিতে কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান। ১০
মথুরার পথে বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিলা দান ॥
দোঁহে ঠারা ঠারি আঁখি ফিরি ফিরি
গোঠেতে গমন কেলি।
হই হই বলি চলে বনমালী ১৫
ধেনু লয়ে গেলা চলি ॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠ মাঝে চলি যায়।
কানু আন ছলে মথুরার পথে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥ ২০

১—৩। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে দেখিতে রাধিকার দুইটি চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুতে পতিত হইয়া তাঁহার মর্ম্মে প্রবেশ করিল।

১১—১২। শ্রীরাধিকা দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই পথে দান সাধিতে চলিলেন।

১০৩

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল চলিয়া গেল।
ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছল ॥
কুমুদ কাননে চলিলা সঘনে
ধেনুগণ নিয়োজিয়া।

মথুরার পথে চলে যদুনাথে
বাজপথ খানি বেয়া॥
তুসারি কদম্ব তরুবর মাঝে
বসিলা রসিক রায়। ১০
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায়॥
নটবর বেশ নাগরশেখর
দান ছলে আছে বসি।
ক্ষণেক ক্ষণেক রহি পথ চেয়ে ১৫
পূরত মোহন বাঁশী॥
চণ্ডীদাসে কহে ত্বরিত গমন
কর রসময়ী রাধে।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোঠ রস করি বাধে॥ ২০

৫। কুমুদ কানন—বৃন্দাবনের কোন বনের নাম।
৯। বেয়া—বাহিত করিয়া।

১০৪

জয়শ্রী।

রাই সুনাগরী প্রেমের আগরি
সঙ্কেত পড়ল মনে।
বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে॥
আনি গোপীগণ যূথের মিলন ৫
চল চল যাব বিকে।
দধির পশরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না কর মোকে॥
সব গোপীগণ চলিলা ভবন,
সাজায়ে পশরা লই। ১০
ঘৃত ছেনা দুধ ঘোল বিবিধ
ভাণ্ডে সাজাইছে দই॥
সোণার গাগরি সাজায়ে তুসারি
ওড়নি বিচিত্র নেত।
করে অতি শোভা যেন শশী আভা ১৫
বরণ কালিয়া সেত॥
নানা আভরণ পরে গোপীগণ
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে সব গোপী মিলে
সব গোপী মিলে রাধে॥ ২০

৫। যূথের মিলন—সকলে মিলিয়া একটা দল হইল।
১৩। নেত—বস্ত্র।
১৬। গোপীগণের রূপের তুলনায় চন্দ্র মলিন বোধ হইল।

১০৫

আশোয়ারি

রাধার বেশে শোভা বনাইছে
চিকুর আঁচরি চুল।
তাহে সুগন্ধিত অগরু চন্দন
বেড়িয়ে মল্লিকা ফুল॥
বেণীর সুছাঁদ দৃঢ় করি বাঁধে
কি কব তাহার কথা।
অতি শোভা দেখি কাল-জাদ সাখী
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা॥
চাঁদ ঝল মল শ্রীমুখমণ্ডল
ভালে সে সিন্দুর ফোঁটা। ১০
তার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু
আঙ্গুলি বিধুর ঘটা॥
নয়নে অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ
অধর রাতুল দেখি।

গলে গজমতি লম্বি আছে তথি ১৫
কাঁচুলি তাহাতে সাখী ॥
নিতম্বমণ্ডল ঘাঘর কিঙ্কিনী
চলিতে বাজয়ে ভাল।
নানা আভরণ বিবিধ ভূষণ
মোহিত সকলি ভেল ॥ ২০
সোণার বরণ তাহে আরোপিত
পীতের বসন ভালি।
সোণার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তালি ॥
রাধা মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে রাই বিনোদিনী
চলিলা মথুরা পথে ॥

৭-৮। কালজাদ—কৃষ্ণবর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্র। সাক্ষাতে কালজাদখানি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে হওয়ায় অদর্শনে ব্যথা পাইলেন।

১২। প্রতি অঙ্গুলিতে চন্দ্র বিরাজ করিতেছে।

১০৬

বড়ারি।

রাই বলে শুন হেদেগো বেদনি
ঘাটের জানহ পথ।
বড়াইরে রাধা কহে এক কথা
"বড় দেখি অনুরথ ॥
আর কত দূর আছে মধুপুর ৫
কহনা বেদনী বুড়ি।
সহজে আগল পথ নাহি চলে
চলিয়া যাইতে নারি ॥
কানু পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাই যতন করি। ১০
কহিতে কহিতে হইল মোহিত
কহ কহ আগো বুড়ি ॥
কহিছে বড়াই আপনি ডরাই
মাঝেতে যমুনা এ।
ও পার হইলে যা চাহ তা পাবে ১৫
এ পারে নাহিক সে ॥
হাসি কহে রাধা বলে আধা আধা
ও পারে কে আছে বল।
বড়াই বলিছে কহিলে কি হয়
আগেতে দেখাই চল ॥ ২০
হরষ বদনী রাই বিনোদিনী
পুনঃ সে সুধায় তায়।
সে জন কেমন কিবা তার নাম
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৪। অনুরথ—সঙ্কট।

৭। আগল—বোধ হয় দুর্ব্বল।

৯। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

১০৭

বড়ারি

শুন গো বড়াই হেথা।
কহ কহ শুনি সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ কথা ॥
কোন নাম তার সে কোন দেবতা
সে কেনে ঘাটেতে বসি। ৫
বড়াই কহিছে এখনি জানিবে
সঙ্গে আছে তার বাঁশী ॥
বাঁশীর নিশান জানিয়া তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা।
"তাসনে কিসের পরিচয় মোর ১০
কি আর করহ বাধা" ॥

"সে জন চাতুরী তাহার মাধুরী
তার নাম কালা কানু ॥
যা চাহে তা দেই ইথে আন নাই
অতি সে রসের তনু ॥" ১৫
রাধা বলে শুন "বড়াই বেদনী
চলিতে না চলে পা।"
বড়াই বলিছে রাই পানে চেয়ে
"তোমার রসের গা ॥
বুড়ীরে কি বল যে বল সে বল ২০
বুড়ীর নাহিক লাজ।
যুবতী জনারে পরশিতে তনু
চলই দানের মাঝ ॥"
চণ্ডীদাস বলে গিয়া দান ছলে
ভেটহ নাগর রায়। ২৫
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কদম্ব তরুর ছায় ॥

৮। বাঁশীর নিশান—বাঁশীর কথা বলাতেই নায়িকা বুঝিলেন যে বড়াই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছে।

১০৮

সিন্ধুড়া।

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যামচাঁদ মালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলিয়া যাই ॥
রাই বলে শুন "রসিয়া বড়াই ৫
কত দূর মধুপুর।
নয়ান ভরিয়া তাকে দেখি গিয়া
তবে মনোরথ পূর ॥"
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই
"ও পারে দানের কাজ। ১০
তোমার কারণে বসি আন ছলে
আছয়ে রসিকরাজ ॥"
ক্ষণে বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
"তা সনে কিসের কাজ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে ১৫
এই রাজপথ মাঝ ॥
আমরা কংসের যোগানী হইয়ে
তারে বা কিসের ডর।"
চণ্ডীদাস বলে গিয়ে মিল রাধে
সে হরি রসিকবর ॥ ২০

৯। দড়াই—দৃঢ়ভাবে।
১১। করে বাধা—বিরুদ্ধ কথা কয়।
১৭। যোগানী—যে প্রতিদিন জিনিষ যোগায়।

১০৯

তুড়ি

শ্যাম পরসঙ্গ বড়াই সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায়।
সব গোপীগণ হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায় ॥
কোন সখি বলে নিকটে মথুরা ৫
নিকটে চাহিয়ে দেখ।
মেঘের বরণ দেখিয়া সঘন
ক্ষণেক এ পারে থাক ॥
বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে। ১০
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে ॥
তাহাতে বড়াই কহিছে ওথায়
ও নহে দেবের মেহ।

১১২

কানড়া

"শুন রসময়ী রাধা।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর
কেন বা করিছ বাধা॥
দেখ আগে হৈয়া পশরা লইয়া
দানী আগে কিবা চায়। ৫
তবে সে সকল জানিব কহিতে
হেন আছে অভিপ্রায়॥"
বড়াই বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্ব তলে।
"রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী" ১০
দানী সে ডাকিয়া বলে॥
"বহুদিন রাধে পলাইছ সাধে
আজু সে পাইয়াছি লাগি।
যত অনুতাপ তাপিত আছয়ে
উঠিছে দারুণ আগি॥" ১৫
চণ্ডীদাসে বলে বিপাকে পড়িলে
ঠেকিলে দানীর হাতে।
একে আছে তাই সঙ্গেতে বড়াই
অপযশ তার মাথে।

১২—১৫। অনেক দিন এই পথ দিয়া গিয়াছ, কিন্তু দান দাও নাই। সেই জন্যে আমার মনে বড় কষ্ট আছে। আজ তাহার শোধ লইব।

১১৩

জয়শ্রী

কানু কহে শুন গোপি আমার বচন।
দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন॥
কড়ি নিব আজি বুঝি কড়া কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া॥
বহুদিন গেছ তোরা দানী ভাণ্ডাইয়া।
আজি সে লইব দান পশরা লুটিয়া॥
যাবে যদি বিকি কিনি করিতে মথুরা।
রাজার হাসিল কড়ি দিয়া যাহ তোরা॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রাধা বিনোদিনী।
কতদিন গেছ পথে তাহা আমি জানি॥ ১০

৩। আজ কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্য বুঝিয়া লইব।
৫। ভাণ্ডাইয়া—ঠকাইয়া।
৮। হাসিল—প্রাপ্য।

১১৪

শ্রীযুগ

মধুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তায়।
"কে জানে কিসের দানের বিচার
মোর মনে নাহি ভায়॥
এই পথে মোরা করি আনাগোনা ৫
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কেবা কড়ি দিবে হেথা॥
রাজকর মোরা গোকুলে দিয়াছি
মো সবার পতি জনা। ১০
কখন এ পথে তরুণী যাইতে
কেহ নাহি করে মানা"॥
তাহে কহে বাণী "শুন বিনোদিনী
কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পশরা লুটিব ১৫
কে কি বা করিতে পারে"॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন ধনী রাধে
সুখে কর কিনি বিকি।

সরল বচন অমিয়া রচন
বিকি কর সুধামুখি ॥ ২০

১৪। রাখিতে—রক্ষা করিতে।
১৯। রচন—ভাষা।

১১৫

ভুড়ি

রাধা বলে শুন "বিনোদ বড়াই
বড়ই বিষম শুনি।
এ পথে জাগাত ঘাটে ঘাটীয়াল
কখন নাহিক শুনি ॥
যে হয় সে হয় কাহে নাহি ভয় ৫
কহিব কংসেরে গিয়া।
তোমার যোগানী তার হেন গতি
রাখিবে ধরিয়া লয়া" ॥
বড়াই বলিছে "শুন বিনোদিয়া
তরুণী আগুলি পথে। ১০
এ কোন বিচার নহে ব্যবহার
বড় হব অনুরথে ॥
একে সে অবলা তাহে সে গোয়ালা
ছুঁইলে কুলের ভয়।
জাতি কুলশীল সকলি মজিব ১৫
এ তোর উচিত নয়" ॥
কানু কহে তাই "শুনহ বড়াই
রাজকর নিব বুঝি।
যে হয় সে দিয়া তুমি যাহ লয়া
যতেক গোয়ালা ঝি" ॥ ২০
চণ্ডীদাসে কয় শুন রসময়
এবার ছাড়িয়া দেহ।
পুন বাহুড়িয়া এ পথে আসিলে
যে হয় বুঝিয়া লিহ ॥

২৩। বাহুড়িয়া—অগ্রসর হইয়া।

১১৬

রাগ যতি

"ঠেকিনু দানীর হাতে।
বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া মাথে ॥
যে বলে জাগাতি যায় তার জাতি
কুলের বজর পড়ি। ৫
যত করে নাট আসি এই ঘাট
এই সে বড়াই বুড়ি ॥
বুড়ির বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিল দানীর ঠাঁই।
কেমনে ও পারে গেলে সে আমরা ১০
আর সে আসিব নাই ॥
কে জানে এমন হবে পরিণাম
তবে না আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুল শীল লাজ
এ দানী নিবেক পারা ॥ ১৫
ভালে ভালে বড়াই দূরে আওবিকি
ও পারে লইয়া যা।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর করে গা" ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনী রাধে ২০
কেন বা করহ ভয়।
আদর পিরিতি কর বিকি কিনি
হেন মোর মনে লয় ॥

৪—৫। জাগাত যাহা বলিতেছে তাহাতে জাতি কুল নষ্ট হইয়া যাইবে।

১৫। পারা- বোধ হয়।

১১৭

বড়াড়ি

বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা
পশরা লইতে মাথে।
তবে কি এ পথে পশরা লইয়া
আসিথু বড়াই সাথে ॥
সব গোপীগণ বিরস বদন ৫
কহিছে কানুর কাছে।
"বিকি গেল বয়ে বেলা সে উচর
অনুরথ হয় পাছে ॥
অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে
এত পরমাদ কর। ১০
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার" ॥
রাই বলে "তুমি গোকুলে বসতি
শুনেছি তোমার রীত।
যমুনার জলে কেহ যেতে নারে ১৫
তাহার হরহ চিত ॥
কদম্ব কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্ব ফুল।
অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া
সবার হরহ কুল" ॥ ২০
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
কানুর চরিত বাঁকা।
যমুনা যাইয়া কে ধনী আসিব
তাহার যৌবনে ডাকা ॥

১—৪। বেরাইতে—বাহির করিয়া আনিতে। রাধাকে লইয়া পশরা মাথায় বাহির হইয়া আসিবার সময়ও কোন বাধাবিঘ্ন (হাঁচি টিকটিকি ইত্যাদি) উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে কি বড়াইএর সঙ্গে আসিতাম?

৭। উচর—উচ্চ, অনেক।
৮। অনুরথ—বিষাদ, বিপদ।
২৪। ডাকা—ডাকাতি।

১১৮

বড়াড়ি

"শুনহ নাগর কানু।
কে তোমা এ মাঠে দানী করিয়াছে
ধরিয়া মোহন বেণু।
হাসি হাসি চাহ কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ। ৫
তিলেকে ভাঙ্গিবে ঠাকুরালি পণা
আপনি দাঁড়ায়ে দেখ" ॥
কানু বলে "আগে যাহাই করিবে
তাহা আগে তুমি কর।
তবে সে তোমারে ছাড়ি দিব আমি ১০
যাহার ভরসা কর ॥
কংশের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহংকার দেখি।
কোটী কোটী কংস করিয়াছি ধ্বংশ
শুনহ কমলমুখি ॥" ১৫
রাই বলে "ভাল জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়ে এত।
গরু না রাখিতে হাতে বাড়ি করি
তবে সে হইত কত ॥"
কানু বলে "মোর এই ব্যবহার ২০
রাখি যে ধেনুর পাল।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
তাহার জীবিকা যার ॥"
"পরিয়াছ মালা গুঞ্জা আছে গলা
গাঁথিয়া পরম মালা। ২৫

এ বেশে এদেশে রমণী ভুলিব
যাহাই বরণ কালা ॥
বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ
এই সে নাগরপণা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ ৩০
এবে সে গেলই জানা" ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন গুণনিধি
অবলা না দিহ দুখ।
মথুরা যাইতে দেহ আন ভিতে
করিতে বিকির সুখ ॥ ৩৫

১৮। বাড়ি—পাঁচনি।

১১৯

সুই

"কালিয়া বরণে না ছুঁইও রাধার অঙ্গ।
কালিয়া হইব সোণার বরণ
তোমার কালিয়া রঙ্গ ॥
লাখবান সোণা মোর নিজ দেহ
কালিয়া হইয়া যাব। ৫
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ
শিরে দধি ঢালি দিব ॥"
"কালিয়া বরণ নাহি কোন জন
কালিয়া না বল রাধে।
কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া ১০
কালিয়া হয়েছি সাধে ॥
কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
এ সব কালিয়া ভাবে।
কালা জপ মালা কালা করে আলা
জগত জীবন লবে ॥ ১৫
কাল দু আঁখির ভাঙ ভঙ্গিনীর
যোগীর ধেয়ান কালা।
যোগ অনুরাগ রাগীর অন্তরে
সকলে কালিয়া সারা ॥
ভব বিরিঞ্চির ভজে নিরন্তর ২০
কালিয়া বরণ খানি।
চণ্ডীদাসে বলে ডাকি কুতূহলে
পরিহর কালা ধনি ॥

৩। রঙ্গ—বর্ণ।
৪। লাখবান লক্ষ পোড়ের—লক্ষবার পোড়াইয়া যে নিকষ সোণা পাওয়া যায়।
১৫। লবে—লভে নয়ত?

১২০

কানড়া

কালিয়া বরণ ধরিলে যতন
মেলহ নয়ান দুটি।
পুথলি উপরে ধরহ কালিয়া
তার তেন মুছি দুটি ॥
নোটন বন্ধান কুণ্ডল করিয়া ৫
তাহা বা পরেছ রাধে।
কালজাদ কাল তাহা কেনে ধনি
পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
নয়নে পরিলে কাজল কালি
মুছিয়া করহ দূর। ১০
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেম বা ধরেছ ওর ॥
ভাঙ ভুজ দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের বসন কাল।
নিরবধি ভর যমুনার নীর ১৫
তাহা নিতি আন ভাল ॥
তোমার অঙ্গের নীল নব বাস
তাহা বা পরিলে কেনে।

এ সব চাতুরী অপার বচন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১-৪। দেখিতেছি, তুমিত যত্ন করিয়া কাল বর্ণ ধারণ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ তোমার চক্ষুর তারা। কাল বর্ণকে যদি এতই ঘৃণা কর, তবে সে দুটিকে মুছিয়া ফেল।

১২১

সুহই

"তুমি সে যেমন জানিয়ে আমরা
রাখাল হইয়া বনে।
গোপের গোধন রাখহ বাগাল
বোলহ বালক সনে ॥
একদিন বনে সুরভি হারায়ে ৫
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশরি নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি ॥
একদিন মায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে
রেখেছিল উদুখলে। ১০
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা বা পড়য়ে মনে ॥
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখল নন্দের রাণী।
দেখিয়া বিকলি হইছ পাগলি ১৫
তাহা সে সকলি জানি ॥
এবে সে জানিব যত বড় দানী
কখন নাহিক ঠেক ॥"

৩। বাগাল—রাখাল।
৪। বোলহ—বেড়াও।
১০। উদুখল—উখ্‌লি।

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
সুখেতে করহ বিকি। ২০
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া
চলি যাহ যত সখী ॥

১২২

শ্রীপটমঞ্জরী

"শুন ধনী রাধা রূপের গরব
কহনা আমার কাছে।
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
শুন কহি তোর কাছে ॥
দেখিতে সুন্দর সোণার বরণ ৫
উত্তম সোণের ফুল।
রূপ আছে তাথে গুণ নাহি তার
ফেলায় করিয়া দূর ॥
কেহ নাহি পরে নাহি বাস গন্ধ
তার বা ঐছন রীত। ১০
নির্গুণে কে করে গুণকে আদর
বুঝহ আপন চিত ॥
তাল ফল যেন দেখি যে সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন ১৫
কি কহ রূপের কথা"
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
দোঁহার আরতি রীত।
কে ইহা বুঝিব কাহার শকতি
দোঁহে সে দোঁহার চিত ॥ ২০

১৫। কটা—গৌর।
১৮। আরতি—প্রেম।

১২৩

শ্রীপটমঞ্জরী।

"শুন গোয়ালিনী উপমা দিয়াছ
কংসের আরতিপনা।
ছাওয়াল বেলাতে পুতনা বধিল
তার রীত আছে জানা॥
কি করিতে পারে তোর কংস রাজা ৫
পুতনা বধিল যবে।
তারে কি দেখাসি যোগানী বলিয়া
তাহারে বধিব করে॥"
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার পীরিতি
অমিয়া রসের সার। ১০
দুঁহু রসসিন্ধু দানছলা রস
অপার মহিমা সার॥

৭-৮। তুমি কংসের দুধ যোগাও বলিয়া কি ভয় দেখাইতেছ? তোমার কংসকেই কোনদিন বধ করিব।

১২৪

ধতিশ্রী

রাধা বলে "তুমি কত চাহ দান
বলহ কি নিতে চাহ।
যা নিবে তা দিব নাহি ভাঙ্গাইব
সবারে ছাড়িয়া দিহ॥"
কানু বলে "ভাল বলিলে আমারে ৫
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া যাবে
আন কথা হয় পাছে॥
অমূল্য রতন নিবত এখন
বেণীর যে হয় দান। ১০
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে না হয় আন॥
সিঁথার সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাসার বেশরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দান ১৫
বেশের উপমা নাই॥
হাসির সোসর পাঁচ লাখ পর
নিব সে এখনি গণি।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
কত মাণিকের কণি॥' ২০
কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইব দেখা॥

৩। ভাঙ্গাইব—কম দিব।
১৪। রাই—বোধ হয় 'তাই' হইবে।
১৭। সোসর—সমান।

১২৫।

বড়ারি।

"কাঁচুলির কড়ি দশ লাখ নিব
হারের বিংশতি লক্ষ।
নয়ানের কোণে আছে কত ধন
বঙ্কিম যার কটাক্ষ॥
নিতম্ব মণ্ডল সাত লাখ নিব ৫
নূপুর সহস্র পর।
* * * অমূল্য রতন
যাহার নাহিক ওর॥
নীলবাস পর শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা। ১০
দশ লাখ নিব কে তোমা রাখিব
পেয়েছি তোমার দেখা॥

কিঙ্কিনী নূপুর কোটি লাখ নিব
যাহার উপমা নাই।
যত হয় লেখা নাহি যায় রাখা ১৫
লইব তোমার ঠাঁই॥"
এত শুনি রাধা কহে আধা আধা
বসিয়া নাগর পাশে।
এত কিবা সহে দানের বিচার
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২০

৭। পুঁথির এই অংশ কীটদষ্ট।
১১। রাখিব—রাখিবে।
১৫। যে অঙ্ক পাত করিতে পারা যায় না।

১২৬

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
ধরিয়া রাধার করে।
হাসনি রসিয়া রাই পানে চেয়ে
হরষে কহিছে তারে॥
"কত সুধানিধি আমার আঁচলে ৫
করে সে পরশি লেহ।
কিবা চাহ দান রসাল মিশালে
আসি ভাঙ্গাইয়া লেহ॥
এক শত লাখ হাতে গণি পাবে
বচন আমিয়া কণি। ১০
আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
লেহত আসিয়া গণি॥
আর কোটী লক্ষ লেহত অধর
সুন্দর কনক ফুলে।
যার নাহি তুল তার সমতুল ১৫
যার নাহি দিতে মুলে॥
অমূল্য ভাণ্ডার লেহত জাগাত
বুঝিলে যে হয় লাভ।"
চণ্ডীদাসে বলে যে বল্ল সে হয়
এ কত বুঝিয়ে ভাব॥ ২১

১। রসিয়া—রসিকা।
৮। ভাঙ্গাইয়া লহ—কোনটায় কত লইবে হিসাব করিয়া লও।
১৬। মূলে—মূল্য।

১২৭

কাডারি

"শুনহে রসিক নাতি।
জাতি মিলায়ব ধন বিলায়ব
নেহত আঁচল পাতি॥"
হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া বড়াই
কহিছে রাধার ঠাঁই। ৫
"কি শুন নাতিয়া বচন সচন
কেমনে শুনহ রাই॥
কুলশীল পনা শুনহ নাতিনা
নিতে চাহে ও না দানী।
তার কিবা ভয় কিসের সংশয় ১০
এই কর বিকি কিনি॥
অমূল্য রতন যাহার বচন
কিবা সে লোকের ভয়।
যে চাহে তা দিয়ে এই আন লয়ে
হেন সে মনেতে ভায়॥" ১৫
রাই পানে বলে বুড়ি কোন ছলে
কাণে কাণে কহে কথা।
বারি হাতে করি শ্যাম বরাবরি
যাইয়ে নাড়য়ে মাথা॥

"নাতিনী নাতিয়া দুইসে মিলন ২০
করিয়া দিব সে তালি।
রসের পরশে সুখের লালসে
করহ রসের কেলি ॥"
চণ্ডীদাসে সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্যামের বাজারে বিকি। ২৫
হরষ বদনে পশরা মাথায়
হাসি বসে সব সখী ॥

৬। বচন সচন—কথাবার্ত্তা।

১২৮

সুই।

"পশরা নামাও রাধা।
এ নব বয়সে বিকে পাঠাইতে
তিলেক নহিল বাধা ॥
তোর নিজ পতি তার হেন রীতি
তোরে পাঠাইল বিকে। ৫
কেমনে ধৈরয ধরিয়া আছয়ে
সে হেন পাষাণ বুকে ॥
যাউক তাহার ধনে পড়ু বাজ
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
তাহার নাহিক মায়া দয়া মোহ ১০
সে অতি কঠিন বড়ি ॥
বৈস বৈস রাধে রসের মোহিনী
বসনে করি যে বায়।
সোণার বরণ রবির কিরণে
পাছে মিলাইয়া যায় ॥ ১৫
ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
চাঁদ মুখখানি মলিন হয়েছে"
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

এই পদ ও পরবর্ত্তী কয়েকটি পদ রাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

১-৩। তোমার নবীন বয়স; তোমাকে দধি দুগ্ধ বিক্রয়ে পাঠাইতে কি তোমার স্বামীর কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইল না?

১২৯

বড়ারি।

"সোণার বরণখানি মলিন হইয়াছ তুমি
হেলিয়া পড়েছ যেন লতা।
অধর বান্ধুলী তোর নয়ান চাতক ওর
মলিন হইল তার পাতা ॥
বরণ বসন তায় ঘামে ভিজে এক ঠায় ৫
চরণে চলিতে নার পথে।
উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়িছে পায়
পশরা বাজিলে তায় মাথে ॥
রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ তুমি
শীতল চামর দিয়ে বা। ১০
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃস্বরে এক রা ॥"
বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়া তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমলমুখি ১৫
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে ॥

৫। একঠায়—একবারে।
৭। উতাপিত—উত্তপ্ত।
৮। তাহাতে আবার পশরার ভারে মাথায় ব্যথা হইয়াছে।
১৩। বুটিয়া—বোধ হয় রাধিকা।

১৩০

কানড়া।

"আজু দান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি কিনি হল রঙ্গ ॥
তোমার কারণে দান সিরজিল ৫
বসিল কদম্ব তলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
থাকিয়ে কতেক ছলে ॥
বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি। ১০
তোমার কারণে এ পথে ও পথে
সদাই ছলেতে থাকি ॥"
আদর পিরিতে রাই মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল ১৫
চণ্ডীদাসে ভেল তায় ॥

৩। বিহি—বিধি।
৭। বুলি—ভ্রমণ করি।

১৩১

কানড়া।

"আইস ধনী রাধা তুমি তনু আধা
অনন্ত ভাবিয়া ভাবে।
ভব বিরিঞ্চি তারা নিরন্তর
যে পদপল্লব লবে ॥
শুক সনাতন পরম কারণ ৫
ও পদ আশে।
ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্ম লতা
ইহাতে করিয়ে বাসে ॥
কেনে তরু লতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন। ১০
ও পদ-পঙ্কজ রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার গুন ॥
ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে-জনা দানের ছলে।
আজু শুভদিন পেয়ে দরশন ১৫
তোমারে পেয়েছি কোড়ে ॥
তুমি সে পরম আমার মরম
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমারে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥ ২০
কত ছলা কলা তোমার কারণে
দানের আরতি তাই।"
চণ্ডীদাস বলে ঐ ছন পিরিতি
খুজিয়া পাইবে নাই ॥

৪। লবে—লইতে ইচ্ছুক।
৭। হেতা—এখানে।
৯ ১২। দেবতারা তরুলতা হইয়া এখানে থাকেন, তাহার কারণ শ্রীরাধার পদরেণু পাইবার আশা।

১৩২

সুই।

"আন জন যত বলে।
সে সব সৌরভ এ চূয়া চন্দন
করিয়া লইয়াছি হেলে ॥
তুমি মোর ধনি নয়ন অঞ্জন
দুটি সে আঁখির আঁখি।
যবে তিল আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥

শয়নে ভোজনে নয়নে নয়নে
আঁখির গোচর যবে।
তবে কি পরাণে জীবই জীবনে ১০
পরাণ না রহে তবে ॥
তেজি আন পথ গোপত আরোপি
সকল তোমার পায়।
নিরন্তর মন সঘন সঘন
তুয়া পথ পানে চায় ॥ ১৫
গোলক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া আশ বাস, পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে ॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি ২০
শুনহ কিশোরী গৌরী।”
চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
কাহে আড় করি ॥

১।৩। লোকের নিন্দা চুয়া চন্দনের ন্যায় সৌরভময় বিবেচনা করি।

১০। তেজি আন পথ—অন্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া।

১০০

কানড়া।

“তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমেখে কত শতবার
নিমিখে হইয়ে হারা ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইল কদম্ব তলে। ৫
বৈস বৈস রাধা কত না বেজেছে
ও রাঙ্গাচরণ তলে ॥
শিরীষ শরীর ছটায় রবির
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি বিষম গমনে ১০
কত না পেয়েছ দুখ ॥”
আপনা পীতের বসন আঁচলে
রাই মুখ মুছে শ্যাম।
বসন বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম ॥ ১৫
নীপ কদম্ব তরুয়ার তলে
সহচরী গোপীগণে।
রস সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়া শ্যামের পানে ॥
রসিয়া বড়াই কহিছেন তহি ২০
“শুনহ রমণী যত।
প্রেমরসদান কর সমাধান'
তাহা না বুঝয়ে কত ॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কহে এক ভিতে
সেই সে চতুর বুড়ি। ২৫
উগি দিয়া চাহে আনপথে রহে
পড়িল হাতের বারি ॥
কানু করে লই ছেনা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়।
কার বা বসন লইল যতন ৩০
কার অঙ্গে হার লয় ॥
ঐছন কি রীতি ধরিয়া পিরীতি
ধরিয়া রাধার করে।
গুপ তরুবর কদম্বের তলে
বৈঠল নাগরবরে ॥ ৩৫
চণ্ডীদাসে দেখি দুঁহু রূপখানি
মনেতে লাগিল ভাল।
একুল দুকুল যমুনা কিনার
সকলি করিল আলো ॥

১০। বিষম গমনে—উচ্চনীচ স্থানে গমনে।

৩৫। মিটিল—মিলিয়া গেল, শুকাইয়া গেল।

১০৪

বড়াড়ি।

বড় অদভুত দেখিল বেকত
  নবঘন আসি নামে।
সে জন জলদ পুঞ্জ ঘোর অতি
  বসিয়া কুসুম দামে॥
মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে ৫
  হের না আসিয়া দেখ।
এই সব গোপী প্রেমের নবরূপী
  কেমনে জলদ রেখ॥
মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
  নাহি তার পাতা ফুল। ১০
চারু শাখা তায় দেখিল তথায়
  মেঘের গঞ্জন দূর॥
শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
  বিংশতি চাঁদের খেলা।
আর চারু মূলে বিশ শশধর ১৫
  চাল্লিশ চাঁদের মেলা॥
মেঘের উপর নাচিছে ময়ূর
  তাহার গর্জ্জন শুনি।
সহস্র গো ভূষণ মুখেতে
  নাচত একহি ফণী॥ ২০
ফল যুগল তাহে শশধর
  বেড়িয়া রহেছে ওই।
এ রস মাধুরী চতুর চাতুরী
  বুঝিতে না পারে কই।
কুলিশ যুগল তার পরে ফুল ২৫
  তাহে সে চাতক আশে।
চাতক বাদর মেঘ রসালিয়া
  সে জন আছয়ে শেষে॥
এই দুই আদর পাইয়া বাদর
  দেখিয়া গোপের নারী। ৩০

চণ্ডীদাস বলে
  বেকত বুঝিতে

এই পদে রাধাকৃষ্ণের
যেখানে সাধন-তত্ত্ব বলিবার ত
চণ্ডীদাস প্রহেলিকার ভাষ
সাধারণে জানিতে পারুক, ই
ইহার অর্থ টানিয়া বাহির
তবে সাধক ভক্তগণের নিকট
চণ্ডীদাসের এরূপ পদ অনেক

১০

"আগো বড়াই কি
দেখি অদভুত, নয়
  কিরূপ করিব
  দেখাইয়া দি
  মেঘে উপজল
  না জানি কে
  হাসিয়া বড়াই
  ও মেঘ ও চাঁ
  চাঁদ আর পি
  দুই তনু এক
  কো কহু আ
  ওরা মনমথ
  আজু যুগল-
  কালিন্দীকূলে
  দেখ রাধা বি
  কদম্ব তরুর
  দুঁহু তনু আ
  চণ্ডীদাস দে

২। নয়নে না ধরে—চ
১৪। উজোর—উজ্জ্বল।

১০৬

জয়শ্রী।

রাই বলে "শুন বেদনী বড়াই
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যেই পদ সেবে ৫
ধেয়ানে নাহিক পায়।
হেনক সম্পদ অলসে পাইল
... ...
কি করিব কুল সব যাও দূর
যাহারে দেখিলে জি। ১০
এ সব ছাড়িয়া কি আর ...
... ... কি॥
যায় জাতি কুল সেও মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরু জনা।
ও রাঙ্গাচরণে শরণ লইলাম ১৫
কি আর কুলের পণা॥"
শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাধার ঘরে।
শ্যামের বাজারে দিল সে রাধারে
চণ্ডীদাস জানে ভালে॥ ২০

৪। মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।
১০। জি—প্রাণ পাই।
১৬। কুলের পণা—কুলের গৌরব।

১০৭

ঐ

"যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি।
মুনি অগোচর যে সুখ সম্পদ
তাহা না পাইল ইতি॥
আর কি ইহাকে আছে কত ধন ৫
বিকাল পশরা মোর॥
ও রাঙ্গা চরণে দধি দুগ্ধ যত
বিকাইল সব মোর॥
কামনার ফল এই নীপ মূলে
সফল হইল বিকি। ১০
আমার করমে এই সে সকলি
তোরা যাহ যত সখী॥"
গদ গদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা।
কুমকুম চন্দন যে ছিল লেপন ১৫
ভাসিয়া চলিল তারা॥
মোহে লোহে আঁখি পুলক কদম্ব,
যেমন যমুনা বহে।
তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে॥ ২০

৪। এখানে তাহা পাইলাম।
৫। ইহা অপেক্ষা কোন্ ধন অধিক মূল্যবান?
১৯। তেন—সেই রূপ।

১০৮

তুড়ি

"শুন গো বড়াই মোর।
আজু শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইনু কৌড়॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।
মনের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পানু যাদুমণি॥

আয়ানে যাইয়া এই কহ গিয়া
রাধারে সুঁপিল শ্যামে।
রাধা রটে রাধা তার রাঙ্গা পায়ে ১০
পশিল মনের সনে॥
আর কিবা মোর সে ঘর করণে
ধরম সরম কাজ।
কুল শীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ॥ ১৫
বহু পুণ্য দশা পাই ফল ভাসা
সফল করিয়া মানি।"
চণ্ডীদাস সুখী দোঁহার পিরিতি
এমন নাহিক শুনি॥

১০—১১ নিশ্চয়ই রাধিকা তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিল।

১৩৯

সিন্ধুড়া।

হাসিমুখ ধনী রাধা বিনোদিনী
চাহিয়া শ্যামের পানে॥
পূর্ণ হল কাম যতেক কামনা
যে সুখ আছিল মনে॥
তাহা বিধি আনি ভালে মিলায়ল ৫
কামনা পূরল আজি।
প্রেম পরশিয়া লালস পাইয়া
পশরা আনিতে সাজি॥
বিকি কিনি হল কদম্ব তলাতে
মনোরথ হল সিধি। ১০
বেলা সে হইল ঘরে সে যাইতে
কহি শুন গুণনিধি॥
পুনঃ কালি মোরা পশরা সাজায়ে
আসিব মথুরা পথে।
গৃহ দূর পথ আছে অনুরথ ১৫
গুরু জনা বলে তাতে॥
হরষ বদনে কহ না সদনে
যাইতে গোকুল পুর।
চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে
পথ আছে বহু দূর॥ ২০

১০। সিধি—সিদ্ধি।
১৫। অনুরথ—সঙ্কট, বিপদ্।

১৪০

শ্রীকানড়া

কহিছে বড়াই "শুন ধনী রাই
বেলা সে উচর হল।
তোলহ পশরা অতি রবি খরা
তুরিত করিয়া চল॥
গৃহপতি তারা অতি সে মুখরা ৫
গঞ্জিব কতেক গালি।"
শুনি উঠে তাপ বিষম সন্তাপ
গমন তুরিতে ভালি॥
লোক চরচাতে হেন মনে করে
সকল বুড়ির দোষ। ১০
আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়
কাহারে করিব রোষ॥
রাধা বলে তায় "কিবা আছে ভয়
যে করু সে করু পাছে।
এ হেন সম্পদ পাইয়া আমরা ১৫
আর কি জগতে আছে॥
শুনগো বেদনী বড়াই চেতনী
তুমি সে নাটের নাট।
গোপনী যে রস করিলে বেকত
পাতালে রসের হাট॥ ২০

এখন কেন বা ভয় পরিসর
তখনি ভরসা বাঁধ।
কানুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই ছাঁদ ॥"
চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে ২৫
বিলম্ব নাহিক ধনি।
বহুদূর পথ গোকুল নগরী
সাজাহ পশরা খানি ॥

১৫—১৬। আমরা এমন সম্পদ্ পাইয়াছি; ইহার তুল্য জগতে আর কি আছে?
১৯। গোপনী—গুপ্ত।
২৩। ভেজাতে—মিলাইতে।
২৪। ছাঁদ—কৌশল কর।

১৪১

শ্রীকানড়া

সব গোপীগণ আহীর রমণী
পশরা তুলিয়া মাথে।
মাঝে সুনাগরী প্রেমের আগরি
আনন্দে চলিল পথে ॥
হাসি রসখানি রাই বিনোদিনী ৫
বড়াই পানেতে চায়।
"আর কত দূর গোকুল নগর"
ক্ষণেক সুধায় তায় ॥
বড়াই কহিছে "আগে সে যমুনা
ও পারে সবার ঘর। ১০
বড় দেখি রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল ॥
কেমনে সকলে পার হৈয়া যাব
ইহার উপায় বল।
কিসে পার হবে কেমনে যাইবে ১৫
ফিরিয়া সবাই চল ॥
সেই সে কদম্ব তলাতে চলহ
যেখানে রসের কানু।
সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
নিবসে রসের তনু ॥" ২০
এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

ইতি দান সমাপ্ত।

২০। নিবসে - বাস করে।

৩। নৌকাখণ্ড।

১৪২

করুণা রাগ।

দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়পনা ॥
কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব ৫
মোর মনে হেন লয়।
তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হইছে সবার ভয় ॥
কোন গোপীবলে কোন গোয়ালিনী
"এ বড়ি বিষম দেখি। ১০
ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখি ॥
কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে

উপায় হইলে তবে সে যাইবে ১৫
নহে বা কি আর হবে ॥
কিসে পার হব না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার ।
* * * * * *
* * * * ॥" ২০
বড়াই কহিছে চাহি রাধা পাশে
"শুনগো আমার বাণী ।
কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি ॥"
চণ্ডীদাস দেখি যমুনা তরঙ্গ ২৫
ইহার উপায় কই ।
এই দরিয়াতে আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই ॥

৫। পেরাব—পার হইব।
২৬। কই—কহি, বলিতেছেন।

১৪৩

বড়ারি

"হেদেহে নাগর চতুর শেখর
সবারে করিবে পার ।
যাহা চাহ দিব ও পার হইলে
তোমার শুধিব ধার ॥
মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী ৫
যে হয় উচিত দিয়ে ।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাবত ও পার হয়ে ॥"
হাসি কহে কানু করে লয়ে বেণু
"শুনহ সুন্দরী রাধা । ১০
তোমা পার করি দিতে সে আমার
তিলেক নাহিক বাধা ।
তবে করি পার ও পারে রাখিব,
শুন গোয়ালিনী যত ।
ও পার হইলে কত দান নিব ১৫
লইব সবার মত ॥"
বুঢী কহে তাতে "কিবা নিতে চাহ
কহ না বেকত করি ।
তাহাই করিব যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ হরি ॥" ২০
চণ্ডীদাস বলে নাগর চতুর
শুন রসময় কান ।
রাধা পার কর বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন ॥

৫। মনে অন্য কিছু ভাবিও না।

১৪৪

কানড়া

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
যতনে আনল তরি ।
চাপায়ে রাধারে সবারে সুধায়
খেয়া দেয়া আছে ভারি ॥
একে একে করি সবে পার করি ৫
আমার এ না' টি ভাঙ্গা ।
পাছে দরিয়াতে ডুবহ বেকতে
মোটা আছে কার গা ॥
ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া নায়
সবারে করিব পার । ১০
মোর কাছে থোহ বচন শুনহ
যত আভরণ ভার ॥
রাধা বলে ভালু দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা ।

কুজন সংহতি কুবচন অতি ১৫
বড়াই কণ্টক কাঁটা ॥
বড়াই চরিত অতি বিপরীত
যা কহে তা শুনে দানী।
আভরণ মাগে এ বড়ি বিষম
কি হেতু নাহিক জানি ॥ ২০
ভয়ে মনোদুঃখ সবাই বিমুখ
হইল বিষম বড়ি।
ইহার উপায় কহ কহ দেখি
শুনগো বড়াই বুড়ি॥"
নৌকার উপরে সবা চড়াইয়া ২৫
চালাতে লাগিল তাই।
কেরয়াল বাহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই ॥
ও পথে বাহিছ চলে তরিখানি
এ দিকে রহয়ে পথ। ৩০
এত দিনে জানি তোমার চরিত
বড় কর অনুরথ ॥
দরিয়া যে দিকে বাহ কেরয়াল
মাঝারে মকর ভাসে।
ফের কেরয়াল শুন নন্দলাল ৩৫
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৪। খেয়া দেয়া বড় শক্ত।
২৭। কেরয়াল—দাঁড়, নাবিক।

১৪৫

জয়শ্রী

রাধার কাকুতি করিছে আরতি
"শুনহ নাগর রায়।
বুঝি হেন মন লইবে পরাণ
হেন বুঝি অভিপ্রায় ॥

এবার বাঁচাহ জীব যতকাল ৫
ঘুষিব তোমার গুণে।
কিসের কারণ এত অপমান
করহ আপন মনে ॥"
কানু কহে তাহে "তখনি বলেছি
ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর। ১০
তোমরা গোয়ালী ছেনা দুগ্ধ খেয়ে
আছে অঙ্গ ভারি তোর ॥
মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
না'খানি ডুবিতে চায়।
মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ ১৫
সকলি চাপিলে না'য় ॥"
"মকর কুম্ভীর ভাসে শত শত
তাহার নাহিক লেখা।
পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
কার সনে আর দেখা ॥" ২০
কানু বলে "শুন বিনোদিনী রাধা
আমার কি আছে দোষ।
ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
আমার কি আছে দোষ ॥"
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর ২৫
অবলা কি জানে রীত।
তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিব
কে জানে তোমার চিত ॥

১। রাধা বিনয় করিয়া বলিতেছেন।
৫। জীব—বাঁচিব।

১৪৬

বেলা

"টল টল করে অঙ্গ মোর ঘুরে
চাইতে যমুনা নদী।
নানা জন্তু আছে তারা জলে ভাসে
দেখহ পরাণনিধি ॥

হেন মনে করে এবার কি জীব
'কেন বা আইনু বিকে।
ভাল দূরে যাউ জীবন সংশয়
কি আর বলিব কাকে॥
এমন জানিলে তবে কি বাহির
আহীর রমণী হয়ে। ১০
এ কোন বিচার না জানি আচার
পরাণ লইতে চাহে॥
সব গোপীগণ হয়ে একমন
পড়হ নেয়ার পায়।
সরস বচন করহ যতন ১৫
ও পারে রাখিয়া যায়॥
এবার ও পারে লইয়া চলহ
হেদেহে রসের কানু।
তোমার চরণে শরণ লইয়াছি
দিয়াছি আপন তনু॥ ২০
প্রাণের দোসর এ নব কৈশোর
তোমারে করিল দান।
এবার ও পারে লহ সবাকারে
শুনহ নাগর কান॥
হাসি বিনোদিয়া কহে সবা আগে ২৫
"তবে সে করিব পার।
এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার॥"
চণ্ডীদাস তাহে আকুল পরাণ
রাধার বিনতি দেখি। ৩০
অবলা পরাণ দেখি ভয় লাগে
শুনহ কমল আঁখি॥

৭। মঙ্গল হওয়া দূরের কথা, জীবনসঙ্কট হইল। ১১-১৩। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ভিন্ন পার হওয়ার অন্য উপায় নাই। ১৪। নেয়ার—নাবিকের।

১৪৭

জয়শ্রী।

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
"আর কিবা দিতে আছে।
এ নব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে॥
কায়মন চিতে বিধির বিধান ৫
শরণ লইয়াছি।
আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
আমরা জানিয়াছি॥
তুমি তরু লতা মোরা ফল পাতা
তুলিয়া লইতে কি। ১০
নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
তোমারে বলিব কি॥
এ তিল তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতিকুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার ১৫
তুমি সবাকার মূল॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ॥ ২০
যে কর সে কর আপন বড়াই
আমরা কুলের নারী।
আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
শুনহ প্রাণের হরি॥
ঘরে পরিবাদ কলঙ্ক তুসারি ২৫
তোমার কারণে এত।
গুরুর গঞ্জনা লোকের তুলনা
এ সব সহি যে যত॥"
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ চতুর
রসিক নাগর কান। ৩০

পার কর হরি আগে লেহ তরি
ইহাতে নাহিক আন ॥

৩। কুল সমাপন—কূল সমর্পণ।

২৭। লোকের তুলনা—লোকে অপরের সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদের নিন্দা করে।

৩১। আগে লেহ তরি—নৌকা অগ্রে তীরে লইয়া যাও।

১৪৮

পটমঞ্জরী।

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না'খানি উজান বাহে।
দরিয়া হইতে ওপার করিলা
নৌকা কূলে গিয়া রহে ॥
জনে জনে সবে আনন্দ হইলা ৫
ওপার হইল রাধা।
জনে জনে ঘরে চলিলা হরিষে
আন নাহি কিছু বাধা ॥
এত বলি সবে গেলা নিজ গৃহে
আহীর রমণী যত। ১০
পশরা এলায়ে গৃহ সমপিয়া
গৃহপতি বলে কত ॥
"এতক্ষণ কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস ১৫
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ ॥
কুল কুলটিনী তোরা কলঙ্কিনী
জানের রমণী ভাল।
এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিব
বাহির হইয়া চল ॥" ২০
গৃহপতি কহে সবে কহে তাহে
"যমুনা দু'ধার বহি।
তে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমন রহি ॥"
চণ্ডীদাসে বলে এই মিথ্যা নহে ২৫
যমুনা তরঙ্গ বড়ি।
হয় নয় ডাকি সুধাহ তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়ী ॥

১১। পশরাগুলি নামাইয়া গৃহে ফিরিয়া দিল। তখন গৃহপতি কত বলিতে লাগিল।

৪। বনভোজন।

১৪৯

কানড়া।

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।
কেমনে তা সবা কিরূপ কহিব
চলিতে বচন কন ॥
চতুর মুরারি মনেতে ভাবিলা ৫
ইহার উপায় এই।
করিল সৃজন কমল লোচন
চোরা বলি দুটি গাই ॥
সেই গাই সনে চলিলা সঘনে
কানাই চতুরমণি। ১০
গাভীর পুচ্ছেতে বাম কর দিয়া
করিলা একটি ধ্বনি ॥
হৈ হৈ রব শুনি ব্রজ শিশু
তুরিতে আইলা ধেয়ে।
কোথা কার ভাবে গিয়েছিলে তুমি ১৫
কহিবে কানাই ভেয়ে ॥
ভাণ্ডীর কাননে দিলা দরশনে
মিলিলা ব্রজের বালা।

কানুরে বালক কহিছে সকল
তুমিহ কোথায় ছিলা ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে বুঝিব
অপার যাহার লীলা।
কে পারে বুঝিতে কাহার শকতি
মুরতি রসের কালা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ১৩শ অধ্যায়ে ব্রহ্মকর্তৃক ধেনু-বৎস ও শিশু হরণ এবং ১০ম স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়ে বনভোজন বর্ণিত আছে। চণ্ডীদাস এই দুইটি পৃথক্ আখ্যায়িকা একত্র জুড়িয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ঠিক মূলের অনুসরণ করেন নাই। প্রথমতঃ ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে অন্ন ভিক্ষা করিতে যান নাই, গোপগণকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের মুখে কৃষ্ণ-বলরাম অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ স্বয়ং অন্ন আনিয়া দেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর কি না, এই সংশয় ব্রহ্মার হয় নাই। তিনি ভগবানের লীলা দেখিবার জন্য ধেনু, বৎস ও গোপ-বালক হরণ করেন। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মা ধেনু হরণ করেন নাই, কেবল বৎস হরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ এ সকল কাজ একদিনেই শেষ হয় নাই। ব্রহ্মা তাঁহার এক ত্রুটি কাল অর্থাৎ মানবের এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া বৎস ও শিশুগণকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যরূপ গাহিয়াছেন।

৩-৪। এতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন, রাখালগণকে কি বলিয়া বুঝাইবেন, ইহাই মনে মনে বলিতে বলিতে চলিলেন।

৮। চোরা গাই - যে গাই চুপি চুপি দল হইতে পলাইয়া যায়।

১৫০

সারঙ্গ।

সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া
কানুর পানেতে চেয়ে।
"চোরা ধেনু বনে রাখিতে নারিয়া,
বুলেছ অনেক ধেয়ে ॥
আমি সব জানি তোমার চরিত ৫
ইহারা বুঝিবে কে।
অপার মহিমা লহনি গারিমা
কেহ সে জানয়ে কে ॥
গোপত পিরিতি কেহ না জানয়ে
ব্রজ শিশুগণ যত। ১০
এ কথা মরম তোমার গোচর
আনে কি জানিবে এত ॥"
এ কথা কহিয়া ব্রজশিশু লয়া
গোধন রাখয়ে বনে।
কানাই আগেতে বলরাম তায় ১৫
কহিতে লাগিলা মনে ॥
"তোমারে খুজিয়া আকুল হইয়া
না পাই তোমার দেখা।
কাঁদিয়া আকুল সবে বেয়াকুল
তোমার যতেক সখা ॥" ২০
চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে
ধেনু হারাইয়াছিল।
চোরা ধেনু সনে ফিরি বনে বনে
তেঁই সে বিলম্ব হল ॥

৪। বুলেছ – ভ্রমণ করিয়াছ।
১৯। বেয়াকুল—ব্যাকুল।

১৫১

সারঙ্গ।

বলরাম আগে কহিছে কানাই
"বড় দিল মনে দুখ।
চোরা ধেনু হেদে বনেতে হইতে
গেছিল মথুরা-মুখ ॥

তাঁহা ফিরাইতে তেঁইছে বিলম্ব ৫
শুন বলরাম দাদা।
তোমা ছাড়া হয়ে তবে কিবা থাকি
পরাণ এখানে বাঁধা॥"
"ভাল হৈল ভাই আসিয়া মিলিলে"
বলে "কি খেলাবে খেল। ১০
তুরিত করিয়া খেলিয়া ছুলিয়া
ঘরে রে যাইব চল॥
আজি যবে আসি গোঠেতে সাজিয়া
দেখেছি বনেতে ভয়।
কংস-চর আসি সবারে ধরিয়া ১৫
লয়েছে মনেতে লয়॥
কানাই থাকিতে তার ভয় নহি
শঙ্কট-তারণ তুমি।
কত কত কংস স্বজিতে পারহ
তাহা সে আমরা জানি॥ ২০
তুমি কোন দেব দেবের দেবতা
আমরা আহীর বালা।
কি জানি তোমার মহিমা অগম্য
অপার যাহার লীলা॥"
সব শিশু বলে কানাই গোচরে ২৫
"শুনহে কমল আঁখি।
আজু সে ক্ষুধায়ে ক্ষুধিত হইয়া
ভোগ কিছু নাহি দেখি॥
এই বনে যদি অন্ন আনি দেহ
সকল বালকে খাই। ৩০
এই বড় মনে ক্ষুধার কারণে
শুনহ কানাই ভাই॥"
বালক বচনে হরষ বদন
গোপাল হইলা বড়ি।
বলরাম পানে কমল নয়ান ৩৫
চাহিলা নয়ন জুড়ি॥

কানু কহে শুন "বলরাম দাদা
ক্ষুধায় বালক দুখী।
চল চল যাব যজ্ঞপত্নী স্থানে"
চণ্ডীদাস তাহে সুখী॥

১৫-১৬। মনে হইল, যেন কংস চর আসিয়া সকলকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

২৮। ভোগ—উপভোগের দ্রব্য, খাবার জিনিস।

১৫২

কানড়া।

কৃষ্ণ বলরাম চলিলা তুরিতে
যথা যজ্ঞপত্নী রহে।
তথা দুই ভাই চলিলা সঘনে
দুয়ারে যাইয়া রহে॥
দেখিলা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ বলরাম ৫
পুলকে পূরিত অঙ্গ।
গদ গদ ভাবে কহিতে লাগিলা
"কিবা শুভদিন রঙ্গ।
আজু বড় শুভ করম ফলিল
ভাগ্যের নাহিক সীমা। ১০
নয়ন ভরিয়া দেখিলাম আঁখে
রামকৃষ্ণ দুই জনা॥
কহ কহ কেনে এলে দুই জনে
কি হেতু ইহার শুনি।"
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ বলরাম ১৫
"ক্ষুধায় আকুল প্রাণী॥
অন্ন দেহ মোরে ইহার কারণে
আইল তোমার আশে।
ক্ষুধায় আকুল বালক সকল
অন্ন মাগে মোর পাশে॥" ২০
এ কথা শুনিয়া তখনি ব্রাহ্মণী
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন।

সুবর্ণের থালি ভরি করি পূর
চলিলা কতেক বর্ম্ম ॥
চণ্ডীদাস দেখি বিস্ময় মানিল ২৫
বনে কোথা হতে ভাত।
রাখালমণ্ডলী করি বনমালী
বিছাইল বটপাত ॥

৯। শুভ করম ফলিল—শুভ কর্ম্মের ফল ফলিল।

১৫৩

কানড়া।

সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায়
দিছেন সবার মুখে।
খাইয়া খাওয়ায় সুখে সুখে তায়
তিলেক নাহিক দুখে ॥
কৃষ্ণ বলরাম শ্রীদাম সুদাম ৫
সুবল যতেক সখা।
বসিয়া বালক রাখালমণ্ডল ;
তার কিছু নাহি লেখা ;
কেহ বলে "ভাই কানাই বলাই
বড়ই দয়াল হয়ে। ১০
কোথা হতে অন্ন আনিল নবান্ন
সকল বালক খায়ে ॥
এ বড়ি মহিমা যার নাহি সীমা
এ মহীমণ্ডল মাঝ।
বনের মাঝারে এ অন্ন ব্যঞ্জন ১৫
কে বুঝে তোমার কাজ ॥
বুঝিল কানুর চরিত অদ্ভুত
এ মেনে মানুষ নয়।"
চণ্ডীদাস বলে জানি অনুমানে
গোলোক-ঈশ্বর হয় ॥ ২০

৮। কত রাখাল যে বসিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।
১০। হয়ে—হয়।

১৫৪

বড়ারি।

বিস্ময় ভাবিলা বালক সকল
কহিতে লাগিলা তায়।
"এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায় ॥
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয়। ৫
নানা সে আপদ সঙ্কট নিকট
ঘুচায় সবার ভয় ॥
বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনাতটে। ১০
অমৃত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে ॥
অঘাসুর আদি যতেক অসুর
সকলি করিল ধ্বংস।
বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ্ ১৫
কেবল দেবের অংশ ॥
আজি হৈতে ভাই সকল রাখাল
কানাই-কাঁধেতে না চড়।
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে
এ মেনে সবাই ছাড় ॥" ২০
চণ্ডীদাস বলে শুন সখাগণ
অপার যাহার লীলা।
রাখালমণ্ডলে রাখালি করিয়া
করে নানা মত খেলা ॥

১১। বাচায়ে—বাঁচাইল।
১৫। এমন সম্পদ্—কৃষ্ণরূপ ধন।

৫। ধেনুবৎস শিশুহরণ।

১৫৫

বড়ারি।

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হল অবসান বোলি।
নিজ গৃহ যেতে ধেনুর সহিতে
দিয়া উঠে জয়তালি ॥
হেন কালে কানু মনে পড়ে ধেনু ৫
শাঙলী ধবলী কোথা।
ভোজন বিশেষ করি অভিলাষ
লইয়া চলিল তথা ॥
সেখানে না দেখি শাঙলী ধবলী
কোথা গেলা দুটি গাই। ১০
এখানে আছিল কোথা তারা গেল
শুনহে রাখাল ভাই ॥
আয় আয় আয় ডাকে যদুরায়
অঞ্জলি ভরিয়া দুটি।
ধেয়ে এস বনে দেহ দরশনে ১৫
ত্বরায়ে আগল ছুটি ॥
ডাকিতে ডাকিতে না দেখি সে ভিতে
শাঙলী ধবলী গাই।
কোন পথে গেল কিছু না জানিল
খুঁজিব কোন বা ঠাঁই ॥ ২০
বিকল হইয়া বনে বনে ধেয়া
না দেখি ধবলী গাই।
এ রসমাধুরী ধেনু বৎস চুরি
দীন চণ্ডীদাস গাই ॥

৭। গাভী দুইটিকে কিছু ভোজন করাইবার ইচ্ছা করিয়া।
১৬। আগল—আইস।

১৫৬

কানড়া।

ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে
কহিয়ে একটি বাণী।
যে যে অগোচর গোচর না হয়
কি হেতু ইহার শুনি ॥
মধুর মধুর এক পথ আছে ৫
গন্ধ আমোদিত তায়।
পদ্ম বিকসিত এ মহীমণ্ডল
একহি একাদশ কায় ॥
তার রন্ধ্রে চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
উঠিল কোন বা খানে। ১০
পুনঃ এক রন্ধ্রে কোটী কোটী মৃগ
গতায়াত নাহি জানে ॥
এক রন্ধ্রে * * আর নাহি তার
বেণিত আঁধারে মানি।
কোন কোন খানে তার এক ফুটে ১৫
ব্রহ্ম গতায়াত জানি ॥
এক রন্ধ্রে পুনঃ শত কোটী যুত
বিংশতি কলার ফুটে।
তার তিন কলা * *
সহস্র পূরিত উঠে ॥ ২০
তার শত কলা কলার অংশ
কিছু সে জানিয়াছে।
চণ্ডীদাস বলে বেহুবে হকুম
এক রন্ধ্র তার আছে ॥

এরূপ পদ অনেক আছে। এগুলির টীকা করিতে আমার সাহস হয় নাই।

১৫৭।

গৌরসারঙ্গ।

আর কহি শুন অদভুত কথা
কহিতে নহিলে নয়।
মহা অভুরন্ধ্র আট সে প্রবন্ধ
কেহ কেহ জন কয়॥
একটি কমল তার তিন দল ৫
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আছে।
আর এক দল এ মহীমণ্ডল
ব্যাপিত হইয়া আছে॥
আর এক দল ফণি লোক ভরি
তিন দল তিন লোকে। ১০
এক এক দলে সহস্র বিংশতি
তাথে রেখ এক থাকে॥
সে রেখ গণিতে কাহার শকতি
রেখেতে পলক হয়।
একেক রেখেতে লাখেক নিমিখ ১৫
এই বড় অতিশয়॥
কোটী পলকে সহস্র বিংশতি
ক্ষণেক পলক হয়।
নব কোটী শত পলক বেকত
কলার সহস্র কয়॥ ২০
লক্ষ কলাপর অংশ যেই হয়
তাহে ভবিষ্যতি কাল।
তিন তিন কলা অংশের একলি
রেখে করে দোলমাল॥
এক নিমিখ তার এক রেখ ২৫
পলটি অলসে থাকে।
ব্রহ্মার পলক কলা অংশ ভরি
সে কেনে এইরূপে রাখে॥
কলার গরিমা রেখের মহিমা
ব্রহ্মার এমন দিন। ৩০
চণ্ডীদাস কহে এ রেখ গণিতে
শকতি সবার হীন॥

———

১৫৮

শ্রী।

আর এক শুন পরম নিগুণ
তিনের উপরে তিন।
সাতের উপরে এক জ্যোতির্ম্ময়
পুরুষ ভূষণ চিহ্ন॥
এক পদ্ম তার মুদিত বেকত ৫
তা পরে মণ্ডল চারি।
তা পরে বসতি এক সে পুরুষ
নয়নে মুদিত টারি॥
সেই ষোল কলা তিগুণ করিতে
তাহার কলার কলা। ১০
কলার যে অংশ সেই শত গুণ
তাহাতে নয়ের মেলা॥
নয় নয় গুণ গুণ মিশাইলে
তাহাতে যে গুণ হয়।
তা পর যে রহে সেই গুণ দর ১৫
জগতে সে গুণ নয়॥
অষ্ট অষ্ট মোক্ষ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।
সে গুণ গাইতে বড় অভিলাষ
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০

———

১৫৯

জয়ন্তী।

শাঙলী-ধবলী বনে না পাইয়া
আকুল হইলা কানু।

বেণু বাঁশী পুরি সঘনে সঘনে
তবু না মিলিল ধেনু ॥
আকুল হইল নন্দের নন্দন ৫
ধেনু হারাইয়া বনে।
আন নাহি চিতে চাহি চারিভিতে
আন সে নাহিক মনে ॥
কি বোল বলিব যশোদা মায়েরে
বনে ধেনু হল হারা। ১০
এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি
নয়নে গলয়ে ধারা ॥
হায় হায় আজি বনের ভোজনে
বড়ই পাইল তাপ।
কি বোল বলিব মুখে না নিঃসরে ১৫
ভোজন হইল পাপ ॥
এমন কে জানে নিব গাই বনে
শাঙলী ধবলী গাই।
আজু আচম্বিতে গেল কোন ভিতে
কিছু না জানিল ভাই ॥ ২০
কেমনে গৃহেতে যাইব সাক্ষাতে
সেই নন্দ ঘোষ পাশে।
ধেনু বৎস বনে হরে কোন জনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৩-৪। পুনঃ পুনঃ বেণু ও বংশীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তথাপি গাভী আসিল না।

১৭। নিব গাই বনে—বনের মধ্যে কে গাই লইয়া যাইবে, অর্থাৎ চুরি করিবে।

১৬০

কাফি।

আর বা কেমনে ঘর যাব মেনে
ধেনু হারাইয়া বনে।

সেই ঘোষ নন্দ বলে কত মন্দ
মোরে পরতীত জানে ॥
ধেনু না পাইলে গৃহে না যাইব ৫
শুনহ রাখাল ভাই।
নহে এই বনে রহিল যতনে
শুন হলধর ভাই ॥
অতি বড় স্নেহ যশোদা মায়ের
পরাণ পুতলি গাই। ১০
তাহার কারণে এ পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখি যশোমতী মাই ॥
আগে তুই গাই গেলে সে সুধাই
তবে সে আনের কথা।
এই পরমাদ উঠিছে বিষাদ ১৫
মরমে হইল ব্যথা ॥
রাখাল যতেক কহিল সকল
শুনহে কানাই ভাই।
আগে চল গিয়া খুঁজিব যাইয়া
শাঙলী ধবলী গাই ॥ ২০
কানুর বেদনা দেখি সব জনা
খুঁজিতে লাগিল বনে।
ধেনু না পাইয়া বিফল হইলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৭। রহিল—রইলাম।

১১। এই দুইটি গাভীর জন্যে যশোমতী পঞ্চ ব্যঞ্জন রাখিয়া দেন।

১৬১

বড়ারি।

শুনহে বলাই দাদা।
আজি বন ভোজনে কি হৈল কাননে
সকল হইল বাধা ॥

এমন কে জানে না শুনি শ্রবণে
শাঙলী ধবলী হারা। ৫
এ বোল বলিতে হেদে আচম্বিতে
যুগল নয়নে ধারা ॥
কি বলিব কায় যশোমতী মায়
হারাল শাঙলী গাই।
মোরে কি বলিবে এ মন্দ কহিবে ১০
সেই যশোমতী মাই ॥
বলিছে রাখাল শুনহে গোপাল
আমরা কহিব গিয়া।
আচম্বিতে গাই হারাল তথাই
রাখি পরবোধ দিয়া ॥ ১৫
যশোদা রাণীরে কহিব তাহারে
কানুর নাহিক দোষ।
কালি খুঁজি বনে বালক সকলে
কানুরে না কর রোষ ॥
সকল বালক খুঁজি একে একে ২০
আজু না মিলল তাই।
কালি আনি দিব শাঙলী ধবলী
চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥

৮। কায়—কাহাকে।
১৫। পরবোধ—প্রবোধ।

১৬২

শ্রী।

দেখ দরশন করহ ভোজন
শাঙলী ধবলী বলি।
ছুটি কর ভরি এ অন্ন ব্যঞ্জন
ডাকিছেন বনমালী ॥
কোথা আছ তোরা দেখা দেহ মোরে ৫
হৃদয় পরাণ কাঁদে।
তোমার বিহনে জানি এ পরাণে
মোর বুক নাহি বাঁধে ॥
কাঁদে যদুনাথ বুকে দিয়া হাত
ফুকরি ফুকরি রোই। ১০
তোমা না দেখিলে এই বনভিতে
শাঙলী ধবলী গাই ॥
এ বোল বলিতে ফুকরি রোইতে
নন্দের নন্দন কান।

* * *

না যাব গৃহেতে রহি বনভিতে ১৫
তোমরা চলিয়া যাও।
ঘরে গিয়া কহ মায়ের সাক্ষাতে
আমার শপথি খাও ॥
ধেনু হারাইয়া না পাইল খুজিয়া
কানাই রহিল তথা। ২০
শুনি সখাগণ বিরস বদন
হৃদয়ে পশিল ব্যথা ॥
কাঁদিয়া আকুল বালক সকল
কানুর বদন চায়।
দেব অগোচর সে জন মোহিত ২৫
চণ্ডীদাস গুণ গায়।

৮। আমার হৃদয়ে শান্তি হইতেছে না।
১০। রোই—কাঁদে।
২৫। যে জন দেবেরও অগোচর, তিনিও মুগ্ধ হইলেন, অর্থাৎ কে ধেনু হরণ করিল, বুঝিতে পারিতেছেন না।

১৬৩

পূরবী।

পুনঃ শিশুগণে করল হরণ
রাখিল গোপন করি।
ব্রহ্মার মনেতে করি কিছু চিতে
ইহ কি গোলোক-হরি ॥

এই দাঁড়াইয়া ধেনু বৎস লয়া ৫
বুঝিতে আপন মন।
তেঁই সে হরিল বালক সকল
বুঝিবে কোন বা জন॥
হেথা বনমালী খুঁজিয়া বিকলি
না পাই ধেনুর লাগি। ১০
কমল লোচন না স্ফুরে বচন
উঠত বিরহ আগি॥
আসি সেইখানে ভোজনের স্থানে
না দেখি বালকগণে।
হইয়া বিরস এ কি পরমাদ ১৫
এমন হইল কেনে॥
বদনে না স্ফুরে একটি বচন
নয়নে গলয়ে বারি।
কে হেন করিল বিপদ্ আপদ্
বিরহ দেওল ঢারি॥ ২০
কোথা ব্রজবালা রাখালের মেলা
সে হেন সুন্দর গাই।
কোথায় রহল কিছু না জানল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই॥

৩-৫। ধেনু বৎস লইয়া যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই কি গোলোকের ঈশ্বর, ব্রহ্মা ইহা মনে করিলেন।
৬। আপন মনে বুঝিতে।
১০। লাগি—দর্শন।
২১। মেলা—সংহতি, সমূহ।

১৬৪

সুহা।

কোথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম
বসুদাম আদি যত।
দেহ দরশন না রহে জীবন
ফুকরি ডাকত কত॥
কোন বনমাঝে আছ কোন কাজে ৫
উত্তর না দেহ কেনে।
ভাই ভাই বলি করিয়া বিকলি
বুলত বনহি বনে॥
কাঁদিয়া আকুল নন্দের নন্দন
বচন না সরে মুখে। ১০
আজি সে দুর্দ্দিন হইল মিলন
পাইল ভোজন দুখে॥
প্রাণের দোসর রাখাল সকল
তারা বা চলিল কোথা।
হৃদয় বিদারি কাটিয়া লইল ১৫
মরমে হানিয়া ব্যথা॥
কানুর রোদন বেদন দেখিয়া
চণ্ডীদাস বলে তাথে।
এ কথা যে জন করিল তখন
জানিয়াছি অনুরথে॥ ২০

৮। বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
১১-১২। আজি বড়ই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ভোজন করিতে গিয়া বড় দুঃখ পাইলাম।
১৯-২০। এ কাজ যে জন করিয়াছে, আমি তাহা অনুমানে জানিয়াছি।

১৬৫

সুহা।

এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা
পরাণ কেমন করে।
কোথা আছ ভাই খুঁজিতে না পাই
একি পরমাদ মোরে॥
আর কার সনে খেলিব যতনে ৫
বনে ফিরাইব পাল।
আর না শুনিব মধুর বচন
বেশ না করিব ভাল॥

কানুর বিষাদ রোদন বেদন
শুনি পশু পাখিগণে। ১০
পাষাণ গলিত শাখিকুল যত
লম্বিত চরণ পানে॥
আয় আয় ভাই ডাকয়ে মাধাই
উত্তর না দেহ কেনে।
দিয়া দরশন রাখহ জীবন ১৫
এত নিদারুণ কেনে॥
ভাই বলি কেনে দয়া নাহি মনে
সকল পাশরিবে।
আমার যাতনা দেখিয়ে বেদনা
বড় পরমাদ হবে॥ ২০
কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে
এক নিবেদন করি।
এ ব্রহ্মগেয়ানে দেখহ ধিয়ানে
কে হেন করিল চুরি॥

২৩। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ধ্যান করিয়া দেখ।

১৬৬

শ্রী।

কমলনয়ন ধেয়ান স্মরণ
মুদিয়া নয়ান দুটি।
ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখি হৃদয়েতে
ব্রহ্মার হেনক কুটি॥
আমায় ছলিতে আসি বনভিতে ৫
ঐছন তাহার কাজ।
মোর তথ্য কিছু জানিতে নারিয়ে
বুঝিব শকতি আজ॥
আমি কি বটিয়ে জানিতে নারিয়ে
পাইয়ে মরমে ব্যথা। ১০
তেঁই শিশু বৎস হরিয়া লইল
জানিল এ তথ্য কথা॥
ভাল ভাল বলি জানিয়ে অন্তরে
নন্দের নন্দন কান।
সৃজিল রাখাল যত ধেনুপাল ১৫
ইথে সে নাহিক আন॥
সেই ব্রজবালা তখনি সৃজিলা
শাঙলী ধবলী গাই।
তা দেখি ব্রহ্মার ভাঙ্গিল সংশয়
ভাবিতে লাগিলা তাই॥ ২০
"ইঁহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন।"
ফাঁফর হইয়া ধেনু বৎস লয়া
আইল কানুর স্থান॥
করপুট করি, ধরিয়া চরণ ২৫
পড়িল ধরণীতলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া
কাতরে কিছুই বলে॥
চণ্ডীদাস বলে ব্রহ্মার আরতি
ধরিয়া চরণ দুই। ৩০
বহু স্তব করে কাঁদি উচ্চস্বরে
অঝর নয়নে রোই॥

৪। কুটি—কৌটিল্য, চতুরতা।
৯। জানিতে নারিয়ে—জানিতে পারে না।
২৯। আরতি—কাতরতা, মিনতি।

১৬৭

শ্রী।

তুমি দেব হরি দেবের দেবতা
তুমি হিতকর্তা হও।

তুমি চন্দ্র দিবা　　তুমি মহীতেজা
　　তুমি ত তারণ হও ॥
তুমি সে পুরুষ-　　ভূষণ শকতি　　৫
　　তুমি সে জগৎ সিন্ধু।
তুমি দয়াবান্　　এ নব বৈভব
　　অনাথ জনার বন্ধু ॥
তুমি জল স্থল　　তুমি দিবাকর
　　তুমি সে ঐশ্বর্য্য লীলা।　　১০
তুমি তরুলতা　　তুমি ফল শাখা
　　তুমি সে দরিয়া ধারা ॥
যার অগোচর　　এ মহী ব্রহ্মাণ্ড
　　তোমারে জানিতে পারে।
ক্ষেম অপরাধ　　বিষম বিপাক　　১৫
　　প্রভু দয়া কর মোরে ॥
আমার হৃদয়ে　　তম উপজিল
　　পাইনু তাহার চিহ্ন।
অপরাধ ক্ষেম　　প্রভু দয়াবান্
　　আমি কি জানিয়ে বর্ণ ॥　　২০
চণ্ডীদাস কহে　　এ রীত আকুতি
　　কে তুয়া বুঝিতে পারে।
চতুর্ব্বেদ যার　　মহিমা চাতুরী
　　কহিয়া কহিতে নারে ॥

৫। পুরুষভূষণ শকতি—অনেকবার পাওয়া যাইবে। ইহার অর্থ বোধ হয় এই :—শক্তিমান্ পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

১৩-১৪। যে মহী ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে পারে না, সে কি তোমায় বুঝিতে পারে?

১৬৮

বড়ারি।

বেদ বেদ বর্ণ　　চাক্ক সে পূরিত
　　এক চক্রবর্ত্তী সাই।
সপ্ত সপ্ত শত　　সহস্র মেদুল
　　মধ্যাহি পল্লব যাই ॥
তাহে শশঙ্কর　　দীপ্ত নবপর　　৫
　　দশমী দয়র অংশে।
কর্ম্মিশ মানগ　　তিপর যাকর
　　ওখল ভেল আতংশে ॥
পট কি টাটক　　ফণী মণি দশপর
　　সে দশ যাকর আগি।　　১০
মেখল খগতি　　তদুপর যো রীতি
　　বেণী বেণীক লাগি ॥
মমিস আসপাশ　　তারপর যো রয়া
　　সুরস যাঁহাকে লাগে।
*　　*　　*　　*
বারহি অক্ষর　　চৌদহি যে রহে　　১৫
　　সোবহি গেলহি ধন্ধ।
চণ্ডীদাস কহে　　যাকর আশপর
　　বেড়ল সাতহি ধন্ধ ॥

১৬৯

বড়ারি।

মোর অপরাধ　　ক্ষেম যদুনাথ
　　করিনু এমন কাজ।
তুমি দয়ানিধি　　দয়া না করিলে
　　পাব অতি বড় লাজ ॥
না জানিয়া যদি　　কেহ করে দোষ　　৫
　　রোষ পরিহর তুমি।
অহঙ্কার হেতু　　না জানি বেকত
　　কি আর বলিব আমি ॥
যে জন এ তিন　　ভুবন ঈশ্বর
　　এবে সে জানিল দঢ়।　　১০

কপট নিকট ছাড়হ সঙ্কট
আমারে হইল গাঢ় ॥
ব্রহ্মাণ্ড অগাধ বহুবৈদগধ
যাহার ইহাতে গতি।
গুণ শত শত অতি অনুমত ১৫
চারি চারি গতি বীতি ॥
প্রণয় দুর্ল্লভ সাত গুণ গুণ
চক্র সাই যার হয়।
নব নব রেখ রেখের উপমা
তাহার যে রস হয় ॥ ২০
সে রস এ চারু প্রকার আরতি
তুমি সে মুরতি কায়া।
তার এক কলা কলার অংশ
ত্রিকুটি কুটির ছায়া ॥
ছায়ার বিম্বুক সামগ্রাহিপর ২৫
তাপর জ্যোতিক হেম।
গূঢ় অতিতর তাহার ঈশ্বর
কে জানে ঐছন প্রেম ॥
প্রবাহ পল্লব যোগী ফণিবর
মুনির মানস সেই। ৩০
এ রস চাতুরী মধুর পঙ্কজ
চণ্ডীদাসে মাগে এই ॥

১৭০

বড়ারি।

প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি
তুমি সে পরমপতি।
অপরাধ করি ক্ষেম দেব হরি
তুমি অগতির গতি ॥
দেব ভগবান্ ইথে নাহি আন ৫
ইবে সে জানিল ইহা।
বহু স্তুতি করি ধরিয়া চরণে
ধরণী পড়িয়া দেহা ॥
যাহার মহিমা নাহি পায় সীমা
বেদে অগোচর যেই। ১০
কি বলিতে জানি যার যেন রীত
বুঝিতে নারিল এই ॥
বহু স্তুতি করে পড়িয়া ভূতলে
চরণকমল ধরি।
চণ্ডীদাসে বলে এ রসমাধুরী ১৫
কেবা জানিবারে পারি ॥

১৭১

নটনারায়ণ।

মোর অপরাধ ক্ষেম।
এ দেহ ধরিয়া হেন না করিব
হেনক না হয় যেন ॥
প্রভু ভগবান্ আকার কারণ
করণ প্রবণ ধাতা। ৫
নিশা তর তম চন্দ্র দিবাকর
ব্রহ্মাণ্ডেতে গতায়াতা ॥
তুমি চরাচর তুমি সে সত্যর
ভৈবর আগম সার।
যার নাহি পায় গমন বিচার ১০
যাহাতে না পায় পার ॥
ক্ষেম ক্ষেমতম অন্ধকার ভূম
অথির নিবিড় গতা।
তুমি সে পুরুষ ভূষণ শকতি
তুমি সে দেবের ধাতা। ১৫
যার লোমকূপে লক্ষ শতকোটি
এ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড জাতা ॥

তার এক কূট শত শত অংশ
এক ধূম রেণু বৈসে।
ধ্মস পলক পালটি কটাক্ষ ২০
নিমিখ গণিয়ে কিসে॥
নিমিখ গণিতে কাহার শকতি
এক পল কুটি সাতে।
তাহার অঙ্কুর তাহাতে যে হয়ে
তাহার পালটি যাতে॥ ২৫
জানু জানু ভানু কিরণ ছটায়ে
তাহার কিরণ এক।
কোটি পলক দেখি যে অনেক
তাহার অনেক রেখ॥
এ জন যাহার বৈভব নায়েক ৩০
সে জন ব্রজেতে স্থিতি।
তাহার মহিমা আগম গারিমা
কেবা সে জানিব গতি॥
চণ্ডীদাস কহে এ মহীমণ্ডলে
জনম লভিয়াছে। ৩৫
গোপ গোপিনী নয়ন অঞ্জন
করিয়া রাখিয়াছে।

১৭২

শ্রী।

কহেন কারণ নন্দের নন্দন
তুমি কি জানহ মোরে।
কোটি ব্রহ্মা আছে, কিবা তার কাছে
গণনা আছয়ে তোরে॥
মুদহ নয়ান দেখহ গেয়ান ৫
দেখাব কতেক ব্রহ্মা।
এক সে পলকে দেখহ টাটকে
জানহ কতেক জনা॥

শতমুখ দেখ সহস্রমুখ দেখ
দশমুখ আছে কতি। ১০
এ সব দেখল মুদিত নয়ন
কে জানে ঐছন গতি॥
মন বিচারিয়া দেখল বেকত
হইল ফাঁফর মনে।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করে শত ১৫
কে তোমা মহিমা জানে॥
ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
শুনহ গোলোক হরি।
আমি না জানিয়ে অপার অগাধ
এ রসমহিমা কেলি॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে দয়ার সাগর
ধরিয়া এ দুই বাহে।
উঠ উঠ বলি কহে বনমালী
পাইয়া কিছুই মোহে॥

৩-৪। কোটি ব্রহ্মা আছে, তুমি তাহাদের মধ্যে গণনারই যোগ্য নও।

১৭। পরসাদ - প্রসাদ, অনুগ্রহ।

২২। বাহে—বাহুতে।

৬। যশোদার বাৎসল্য

১৭৩

সিন্ধুড়া।

কানু কহে শুন রাখাল যতেক
হইল উছর বেলা।
ছিদাম সুদাম ভাই বলরাম
আর কি করহ খেলা॥
ধেনু কর জড় আর খেলা ছাড় ৫
কালি সে খেলিহ খেলা।

আজু চল ঘরে যাব কুতূহলে
ধেনুগণ কর মেলা ॥
আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল। ১০
ধেনুগণ লয়া হৈ হৈ রব দিয়া
আজুকার মত চল ॥
প্রথে চলি যায় মাঝে যদুরায়
মুরলী বদনে গায়।
শিঙ্গা বেণু রবে আনন্দে চলয়ে ১৫
গোকুল মুখেতে ধায় ॥
যমুনা পুলিন প্রবেশ হইয়া
নিজ গৃহে চলি যায়।
ধেনুগণ গৃহে রাখিয়ে গোপনে
যশোমতী মুখ চায় ॥ ২০
কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বল রসে।
কত শত শত অমিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে।
"এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা ২৫
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধর গৃহমাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে ॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।" ৩০
চণ্ডীদাস বলে ক্ষেণেক নেহালে
ও মুখ বদন শশী ॥

২। উছর—উচ্চ, অনেক।
২৭। ধর—শরীর।
৩০। তারাটি আবার আসিয়া চক্ষুতে বসিল। তুমি বাড়ী আসিলে, আবার চক্ষুর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলাম।

—

১৭৪
পূরবী।

তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি ॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন ৫
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দহিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি ॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়নতারা। ১০
আঁখির নিমিখে পলকে পলকে
কত বার হই হারা ॥
মরু যেন যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়ে।
কালি হৈতে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ ১৫
না পাঠাব বন দিয়া ॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে ॥ ২০
বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দূল ভুজঙ্গ রহে।
জানিবা কখন করয়ে দংশন
এ বড়ি বিষম মোহে ॥
আনের অনেক আছে কত জন ২৫
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি ॥
চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়। ৩০

এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায় ॥

১৩—১৪। যত গাই আছে, সব মরিয়া যাউক, তুমি ভাল থাক।

১৭৫

শ্রীসুহা।

বদন নেহারি ঢর ঢর বারি
ও অঙ্গ বাহিয়া পড়ে।
নিশ্বাস হুতাশ ঘন ঘন দেখি
অতি সে করুণা স্বরে ॥
এ ক্ষীর নবনী ছেনা সব আনি ৫
দেওলি কানাই মুখে।
যতন করিয়া পিয়াইছে রাণী
দূরে গেল যত দুখে ॥
"কহ দেখি বাপু আজু কোন্ বনে
চরাইলে সব ধেনু। ১০
আজু কেন বাপু শুনিতে না পাই
তোমার মোহন বেণু ॥
আন দিন শুনি বেণুরব খানি
আজু না শুনিতে পায়ে।
মনে উঠে কত বিষম সন্তাপ ১৫
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে ॥
তখনি বলেছি যমুনা নিকটে
রাখিও ধেনুর পাল।
আপনি যাইয়া তোরে দেখি গিয়া
তবে সে জুড়াই ভাল ॥ ২০
এ ক্ষীর নবনী শাকর সেবনি
রাখিল যতন করি।
কোন শিশুগণে নিবার কারণে
না আইসে যতন করি ॥
এই বড় দুখ নাহি হয় সুখ ২৫
উঠিল আগুন বড়।
চণ্ডীদাসে বলে রাণীর করুণা
বড়ই দেখিল দড় ॥

২১। শাকর সেবনি—শর্করাযুক্ত।

১৭৬

কামোদ।

বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করায়ে
নন্দরাণী কিছু বলে।
"আজি কেন ধেনু উছর গমন
আনিলে যতেক পালে ॥"
মায়ে কিছু বলে গমন বিলম্ব ৫
"শুনহ বেদনী মাই।
চোরা ধেনু সনে যাইতে যাইতে
বনে বনে বুলি তাই ॥
বিষম বিপাকে চোরা ধেনু সনে
পাইয়ে যাতনা বড়ি। ১০
একলা কত না ফিরাব বাছুরি
কাননে যাইয়া পড়ি ॥
যদি কিছু বলি ভাই বলরামে
ফিরাইতে ধেনুপাল।
শীতল ছায়াতে বসিয়া থাকেন ১৫
কোপেতে লোচন লাল ॥
আর শিশুগণে আপন কাজেতে
তাদের এমনি রীতি।
কেবা করে কার নিজ কাজে দড়
সবার সমান মতি ॥ ২০
আর বনে আমি না যাব জননি
এত কি বেদনা সয়।"

শুনি নন্দরাণী করুণ হৃদয়
কাষ্ঠের পুথলি রয় ॥
"কত না ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছ ২৫
বাছনি যাদুয়া মোর।"
চণ্ডীদাস বলে শুনিয়া যশোদা
দুখের নাহিক ওর ॥

৩-৪। আজি কেন ধেনু বাড়ী আনিতে এত বিলম্ব হইল ?
৫। গমন—আগমন।

১৭৭

সুহ সিন্ধুড়া।

"আহা মরি মরি পরাণ পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা ॥
এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব ৫
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর করণে আনল ভেজাব
কিবা সে করয়ে ধনে ॥
ইহাকে অধিক আর কিবা ধন
যারে না দেখিলে মরি। ১০
কালি আর গোঠে না পাঠাব মাঠে
কেবা কি করিতে পারি ॥"
মধুর বচনে কহে নন্দরাণী
মরমে পাইয়া ব্যথা।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলিছে হিয়ায় ১৫
শুনিয়া পুত্রের কথা ॥
"তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে ॥ ২০
কত কত-ক্ষার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে থাপিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি ॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে ২৫
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে ॥"
মায়ের রোদন বেদন দেখিয়া
কহিছে কানাই তায়। ৩০
পরিবোধ চিতে বেদনী জননি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৩১। পরিবোধ চিতে—চিত্তে প্রবোধ দাও।

১৭৮

সুহ।

চিবাইতে দিল কর্পূর তাম্বুল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া দিছেন
শীতল পাখার বা ॥
বদন নেহালে যশোদা সুন্দরী ৫
ঘুমল কমল আঁখি।
গৃহকাজে মন করিল গমন
আন আন কাজ দেখি ॥
"শুন নন্দ ঘোষ পাছে কর রোষ
কহিয়ে তোমার কাছে। ১০
শুনিল বনের দুখের বিচার
কহিতে কি আর আছে ॥
চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।

শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে ১৫
দুখের নাহিক ওর ॥
বল দেখি তুমি এমন ধবলী
কেন বা পাঠাও বনে।
রাজকর লাগি এমন বয়সে
বঙ্কিল ধেনুর সনে ॥” ২০
নন্দ কহে শুন এমন সম্পদ্
আর না পাঠাব তারে।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন আরতি
এ লীলা বুঝিতে পারে ॥

৩। জাতিয়া—টিপিয়া।
১৪। যাদব—যাদু। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিতেন না।
২০। বঙ্কিল—বাঁকা, বক্রগামী, দুষ্ট।

১৭৯

সুহ।

এই মত নিতি বনে বিহরয়
অপার যাহার লীলা।
নিতি নিতি নব এ নব কৈশোর
কে হেন জানিব খেলা ॥
প্রভাতে উঠিয়া গোঠে আরোহণ ৫
আইলা যতেক শিশু।
ভাই ভাই বলি ডাকে কত জনা
ছিদাম আছয়ে পাছু ॥
সুবল যাইয়া কানু জাগাইয়া
কহিছে মধুর বাণী। ১০
“গোঠেতে যাইতে শিশু চারি ভিতে
কিনা যাবে ইহা শুনি ॥
বল দেখি ভাই মোরা শুনি তাই”
দু’ আঁখি কচালি করে।
“আজিকার মত কহিয়ে বেকত ১৫
আজি সে রহিব ঘরে ॥”
সুবল জানল কানুর চরিত
কহিতে লাগল তায়।
“আজুকার বড় ভ্রমেতে আগল
কিছু সুখ চায় ॥ ২০
চল সব গণে ধেনু বৎসগণে
ক্ষেতে চরাইব ধেনু।”
শুনি সব জন সুবল-বচন
“আজু না চলব কানু ॥”
আপনার ঘরে সব জন চলি ২৫
ধেনুগণ করে মেলা।
নিকট আটনে চরে ধেনুগণে
চণ্ডীদাস তথা গেলা ॥

১৯। আগল—কাতর। ২১। আটনে—স্থানে।

গোষ্ঠলীলা সমাপ্ত।

রাই রাখাল।

১৮০

ধানশী।

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি ॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥
চূড়াটি বাঁধহ শিরে যত সখীগণ। ৫
পীতধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
নয়নে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥

১৮১

সুহই।

কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা॥
পর পীতধড়া মাথে বাঁধ চূড়া ৫
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল
যাইব যমুনাতীরে॥
পর ফুলমালা সাজাহ অবলা
সবারে যাইতে হবে। ১০
দাম বসুদাম সাজ বলরাম
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন কহিছে বচন
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাস ভণে দেখিগে নয়নে ১৫
আমি তব সঙ্গে যাই॥

১৮২

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু। ৫
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥

১৮৩

বড়ারি।

আনন্দিত হয়ে সবে পোরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখে বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ন জুড়ায়॥ ১০

৯। ভায় -হয়।

১৮৪

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গা মাচী কটিতটে ধটী
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ হইয়াছে উচ ৫
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া গলে দিল মালা
নাসিয়ে পড়েছে বুকে। ১০
ফুলের চাপানে কুচ ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীতধটী কেহ লয়ে লাঠী
গর্জ্জন শবদে ধায়।

চণ্ডীদাস ভণে গহন কাননে ১৫
শ্যাম ভেটিবারে যায় ॥

১০। 'নাসিয়ে—'হেলিয়ে।

১৮৫

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে ॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল ॥
"কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর। ৫
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।"
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল ॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায় ॥ ১০
ললিতা হাসিয়া বলে "শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন ॥"
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী।

রাইরাখাল সমাপ্ত।

সম্ভোগ-স্মৃতি।

১৮৬

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইল রাইএর পাশে।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী মিলিল অমনি
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন-আসনে
বসায় আদর করি ॥
রাইমুখ দেখি হৈয়া মহাসুখী
কহয়ে কৌতুককথা। ১০
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয় অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগনে হইল রাধা।
চণ্ডীদাসবাণী নিশির কাহিনী ১৫
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

৩। স্বতন্তরে—স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ললিতাদির ন্যায় অন্তরঙ্গা নয়।

১৮৭

ললিত।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল করমে বঁধুর ভরমে
মরম তোমারে কই ॥
নিঁদের আলিসে বঁধুর ধাধসে ৫
তাহারে করিনু কোড়ে।
ননদী উঠিয়ে বলিছে রুষিয়ে
'বঁধুয়া পাইলি কারে ॥
এত টাটপনা জানে কোন জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি। ১০

কুলবতী হয়ে পর পতি লয়ে
এমতি করহ নিতি ॥
যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়নে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচর ১৫
ক্ষণেক বিরাজ রাই ॥'
নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে যজে ॥ ২০
এক হাতে সখি কচলিয়া আঁখি
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাসে কয় কিবা কুলভয়
কানুর পীরিতি যার ॥

১। শয়নে—শয্যায়।
৩। করমে—মরমে—পাঠান্তর—ভরমে—ভ্রমে।
৫। ধাধসে—ভ্রমে।
২০। যজে—গর্জ্জন করে।

১৮৮

ললিত।

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়া ভরমে ননদী কোড়ে নিনু ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
বলে 'তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া ॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি। ৫
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী ॥'
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি ॥
এমত যে ডরি সখি পাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে ॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পীরিতি ॥

৭। অথির পরাণী—প্রাণ অস্থির।
৮। তাজনি—তর্জ্জন।
৯। কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে—পাঠান্তর।

১৮৯

বিভাস।

পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে ॥
পিঙ্গল বরণ বসনখানিতে ৫
মু'খানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করিল কোলে। ১০
চরণ উপরে চরণ পশারি
পরাণ পাইনু বলে ॥
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তূরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল ১৫
জাগিয়ে হইনু হারা ॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥ ২০

৭। শিথান—বালিস।
১৬। যখন চেতন হইল, তখন আর বঁধুকে পাইলাম না।

১১০

বিভাষ।

কালি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী
কোড়হি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি পাওল পীরিতি ওর। ৫
শ্যাম সুন্দর পীরিতিশেখর,
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তূরী চন্দন অঙ্গের ভূষণ
দেখিতে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে বাঁধিল কবরী ১০
শিথিল না ভেল তোর॥
বয়ান কমল বিমল মধুর
না ভেল পুলক সাত।
পুছইতে ধনি হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি বাত॥ ১৫
কিয়ে রতিপতি বসতি সময়ে
তেজিয়ে দেওলি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥

৬। পীরিতি-শেখর—পীরিতি সোসর—পাঠান্তর।
৯। জোর—উজ্জ্বল।
১২-১৫। পাঠান্তর,—

এমন কমল বিমল মধুর
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি কবরী হেরলি
বুঝি না করিলি কাজ॥

১৬। রতিপতি—ঋতুপতি পাঠান্তর।

১১১

মল্লার।

সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
এ ঘোর রজনী মেঘঘটা বঁধু
কেমনে আইল বাটে; ৫
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
নহি স্বতন্তর গুরুজনা ডর
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া ১০
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পীরিতি আদর দেখিতে
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥ ১৫
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
শুনিতে জগৎ সুখী॥

৮। পাঠান্তর,—
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ।

১১২।

সিন্ধুড়া।

"আমি যাই যাই" বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চেষ্টা করে॥

পদ আধ যায় পিয়া চাহে উলটিয়া। ৫
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
নিগূঢ় পীরিতি পিয়া করেন বহুক।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার ভিতরে রহুক।

৪। কত চেষ্টা করে। পাঠান্তর—কত চাটু বোলে।

১১৩

সুহই।

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে। ৫
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেও হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ ১০
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥

১১৪

সিন্ধুড়া।

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোড়ে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই। ৫
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি মোর যেন প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা বলিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে সই সব পরমাণ॥ ১০

২। কোড়ে দূর মানি—কোলে থাকিলেও তৃপ্তি হয় না, মনে হয় যেন দূরে আছি, আরও নিকট হইলে ভাল হইত।

১০। পরমাণ—প্রমাণ—ঠিক, সত্য।

১১৫

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম-বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরথরি॥
কি কহিব সখি, সে হইল বিষম দায়।
ঠেকি বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বলয়ে হেঁ লো কিবা তোর হইল।
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥

১১৬

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে বসিয়া ছিলাম রঙ্গে
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে
"আইস শ্যাম-সোহাগিনী॥
রাধা তোমারে কহিতে কি। ৫
দুই চারি দিন আমিহ ও কথা
কাণেতে শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা।

শ্যামের সহিতে কদম্ব-তলাতে ১০
হয়েছিল নাকি দেখা ॥
সেই দিন হৈতে এই পথে পথে
নিতি করে আনা গোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তেঁই হ'ল জানা শুনা ॥ ১৫
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
তা সনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥
এ কি পরমাদ দেয় পরিবাদ ২০
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় যে থাকে সদায়
সাপে খাকু তার বুকে ॥
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন বসি মোরা। ২৫
কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি
কানু কি কালিয়া গোরা ॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারি বড় নাম ধরি
বলই বড়ুয়া বউ।
নিরমল কুলে এ কথা যে বলে ৩০
সে নারী গরল খাউ ॥"
চিত থির করি থাকহ সুন্দরি
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথায় কার কিবা হয়
বড়ু চণ্ডীদাস বলে ॥ ৩৫

৫-৭। পাঠান্তর,—
রাধা বিনোদিনি তোমারে বলিতে কি।
চাই দুই তিন কথা যে কথা তোমার
বড়ই শুনিয়াছি ॥
২০। পরিবাদ—নিন্দা, কলঙ্ক।
২৯। বড় ভাল বধূ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি।

১১৭

ঐ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত মোরে করি ৫
সে মোর মত হইল ॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঁই সে তোমারে কই।
এ যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রই ॥ ১০
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ
বালাই লইয়া মরি ॥

১১৮

সওয়ারি।

নিতিই নূতন পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঁই নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম। ৫
এত দিন ঠাঁই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ ১০
সবারে করিল অন্ধ ॥

চণ্ডীদাস কহে দুঁহু সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥ ১৫

১৫। দরবে—দ্রব হয়।

১৯৯

আশাবরী।

চলহ সই জল ভরিতে যাই
যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটি খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে ॥
এসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে ৫
স্বপন কহি যে তোমার আগে।
নিশি দু'পহরে স্বপন দেখিনু
বঁধুয়া শিয়রে জাগে ॥
শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত। ১০
সূতার সঞ্চার দ্বার নাহি নড়ে
কোন পথে গেলা প্রাণনাথ ॥
ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বাশুলী-চরণ শিরেতে বন্দিয়া ১৫
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

২০০

সুহই।

বিরলে বসিয়া আছিল শুতিয়া
শুন গো পরাণ-সখি।
নিশিতে আসিয়া দিল দরশন
কমল-নয়ান-আঁখি ॥
পেয়ে বহুখন অমূল্য রতন ৫
থুইতে নাহিক ঠাঁই।
কোন্‌খানে থোব সে হেন সম্পদ্
মোর পরতীত নাই ॥
যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ বেদনা যতি। ১০
রাখে পেয়ে ধন আমার তেমন
ইহা না রাখিব কতি ॥
আজি নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বঁধুয়া মিলল কোলে।
হাসি বিনোদিনী কহে আধ বাণী ১৫
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥
না পাই কহিতে বিরল হইয়া
মনে মোর যত আছে।
চণ্ডীদাস কহে আসি প্রিয়া মোরে
সে কথা কহিবে পাছে ॥ ২০

৮। পরতীত—প্রতীত, বিশ্বাস।
২০। পাছে—পশ্চাতে, পরে।

২০১

বিভাস।

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন-উপরে ॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন ৫
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে ॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ-কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ-বদনে। ১০

ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে ॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে ১৫
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

৬। বায়—বাজায়।
৮। দোজি—দ্বিতীয়।
১৪। আশোয়াসে—আশা।

২০২

ধানশী।

রজনী-বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই ॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে।
ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোড়ে ॥
নয়নের জলে ভাসয়ে বুক। ৫
দেখি সখি কহে কহনা দুখ ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা ॥

২০৩

সিন্ধুড়া।

রাই আজু কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া কহ না আমারে
মনের মরম সখি ॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি। ৫
রসের ভরেতে অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িছে খসি ॥
এক কহিতে আর কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে কিবা রসরঙ্গে ১০
সঙ্গ হয়েছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কহ না কুরসি
কপট কেন বা কর ॥ ১৫
ভালের সিন্দুর আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল ॥
চণ্ডীদাস কয় যেবা সেই হয় ২০
ভালে ভুলাইলে কাজ।
সঙ্গের সঙ্গিনী বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ ॥

২০৪

ধানশী।

ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনতবয়নী ॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ। ৫
আমার শপথি তোরে যদি কর লাজ ॥
পহিল সমাগমে হইল যত সুখ।
পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ ॥
ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাষি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি ॥ ১০

৯। ভাষি—ভাষায়, কথা কহিয়া।
১০। পরকাশি—প্রকাশ করিতেছেন।

২০৫

সুহই।

কহে সুবদনী শুন গো সজনি
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার॥
তাহার পীরিতি কিবা দিবারাতি ৫
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফেটে যায় বুক
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে নাক আর করি অভিসার
আজি হই বলরাম। ১০
যশোদা-মন্দিরে যাইব সত্বরে
ভেটিব নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে যশোদা যতনে ১৫
সঁপিবে তোমার করে॥

সম্ভোগস্মৃতি সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

২০৬

কামোদ।

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে
বিহানে চলিল বাস॥
শুন হে সুবল সখা। ৫
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি
পুনঃ কি পাইব দেখা॥
মদনে আগুলি গলে গলে মিলি
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি বিথার হইল ১০
তাহা বা কহিব কত॥
অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া
আবেশে লইয়া কোড়ে।
অঙ্গের পরশে হিয়া জুড়াইল
কেমনে পাশরি তারে॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগর
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী রসশিরোমণি
তোমারে করল বন্ধ॥

৮। মদনে আগুলি—মদনকে আটকাইয়া রাখিয়া।

বাসক-সজ্জা।

২০৭

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে মনের হরষে
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী আর জাতি যূথী
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ।
মুনিগণচিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥

ফুলের আচির ফুলের প্রাচীর
ফুলের হইল ঘর।
ফুলের বালিশ আলিস কারণ ১০
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত সহিত বসন্ত
মলয়-পবন বায়॥ ১৫
উজরোল রাতি মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করল গোরী॥

১৫। বায়—প্রবাহিত হয়।
১৬। উজরোল—উজ্জ্বল। বাতি প্রদীপ।
১৯। গোরী—রাধিকা।

বিপ্রলব্ধা।

২০৮

ধানশী।

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এ সব হবে আন। ৫
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহনবনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ-যৌবনে ১০
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত বা রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৫

৩। উজারিনু—উজ্জ্বল করিনু।
৫। আন—বৃথা।

২০৯

কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন দুরজন তাহে সঙ্গ হইল ভাতি॥
চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল।
দক্ষিণ-পবন মোয় সমুহ দুঃখ দিল॥
অবহু এখন বঁধু না আইল ইহা। ৫
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া॥
কালরাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর ঔষধ আছে বল না আমারে॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জ্বালা কাল যে ভুজঙ্গ॥ ১০
মৃত মণিমন্ত্রে যেন মৃত হয়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায়॥
চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ॥

২১০

শ্রী।

দ্বারের আগে ফুলের বাগ
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাইতে খাইতে ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে মৈনু॥

জাতি রুইনু যূথি রুইনু ৫
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে নিঁদ নাহি আসে
পুরুষ নিঠুর জাতি ॥
কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেয়াগিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে। ১০
যদি শুই তাই কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে ॥
রতন-মন্দিরে সখীর সহিতে
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি ১৫
যেন দরিদ্রের হেম ॥

২। রুইনু—রোপণ করিলাম।

২১১

পটমঞ্জরী।

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি ॥
গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ।
হিয়া জর জর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ ॥
এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে। ৫
নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে ॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়াদরশনে ॥
চণ্ডীদাস কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে ॥ ১০

২১২

কামোদ।

নাহ নিঠুরচিত ভেল কাহার চিত
তঁহি রহল আজু রাতি।
প্রাণ গুনি গুনি খোয়ানু রজনী
সহজে অবলা নারীজাতি ॥
চণ্ডীদাস ভণে মরম সমানে ৫
না মিলল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ ॥

১। নাহ—নাথ।
২। তঁহি—সেই জন্যে।
৩। প্রাণ গুনি গুনি,—মনে মনে চিন্তা করিয়া।

২১৩

কামোদ।

আমার বাসনা না হৈল তোষণা
আঁখের হইল আড়।
নিরবধি বিধি এমতি করিলে
কেমন ব্যাপার তার ॥
সায়র নিকটে চাঁদ মিলিব ৫
ঘুচিব মনের দুখ।
সুধা যে ক্ষরিবে অঙ্গ জুড়াইবে
পাইব পরম সুখ ॥
পাপ নারী করি জনমিলে হরি
পরের পতির আশে। ১০
কহে চণ্ডীদাসে না মিলিল শেষে
আপন করমদোষে ॥

১। তোষণা—তৃপ্তি।
৯। জনমিলে—জন্মপ্রদান করিলে।

২১৪

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে।
হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে ॥

অগুরু চন্দন চূয়া দিব কার গায়।
জর জর হৈল তনু নিশি না পোহায়॥
কর্পূর চন্দন চূয়া দিব কার মুখে। ৫
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
নাহ নিঠুর যদি না আইসে ইহাঁ।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে মিলিব আসিয়া॥ ১০

২১৫

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজলনয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাইয়া॥
ফুল-শেজ বিছাইয়া। ৫
রহয়ে ধেয়ানী হইয়া॥
উজর চাঁদনী রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥ ১০
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

২১৬

ধানশী।

দু'কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির ৫
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুনঃ কহে রাই না আসিলে বঁধু
মরমে রহল ব্যথা। ১০
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে বাড়িয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই ১৫
ভাসা গে যমুনা-জলে॥
কুমকুম্ কস্তূরী চূবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥ ২০
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা॥
আর না রাখিব এ ছার পরাণ ২৫
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুররাজে॥

খণ্ডিতা।

২১৭

চন্দ্রাবলীর উক্তি

কামোদ।

এই পথে নিতি   কর গতায়তি
  নুপূরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস   আমারে নৈরাশ
  আমি বঞ্চি একাকিনী॥
  বঁধু হে, ছাড়িয়া নাহিক দিব।   ৫
হিয়ার মাঝারে   রাখিব তোমারে
  সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ   করিয়া যতন
  লয়ে চল নিকেতনে।
আজুকার নিশি   রাধিকা রূপসী   ১০
  বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া   করেতে ধরিয়া
  লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি   কাঁপে থর থরি
  ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥   ১৫

২১৮

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ঐ।

চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে   যাব তার কাছে
  এই নিবেদন তোরে॥
কালি আসি হাম   পূরাইব কাম
  ইথে নাহি কর রোষ।   ৫
চন্দ্রাবলীনাথ   ভুবনে বিদিত
  জগতে ঘোষয়ে দোষ॥
তুমি যে আমার   আমি যে তোমার
  বিবাদে কি ফল আছে।
লোক-জানাজানি   কেন হয় ধনি   ১০
  পীরিতি ভাঙ্গিবে পাছে॥
দাদা বলরাম   করে অন্বেষণ
  ভ্রময়ে নগরমাঝে।
চণ্ডীদাসে কয়   সে যদি জানয়
  সবাই পড়িবে লাজে॥   ১৫

২১৯

বিভাগড়া।

কে বলে আমার   তুমি সে রাধার
  তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী   যাবে বুঝি হরি
  রাধারে করিতে সুখী॥
  বঁধু হে, তুমি ত রাধার নাথ।   ৫
তব ভারিভূরি   ভাঙ্গিব মুরারি
  রাখিব আপন সাথ॥
এতেক বলিয়া   করেতে ধরিয়া
  চুম্বয়ে বদন-চাঁদে।
রসিক নাগর   হইয়া ফাঁপর   ১০
  পড়িল বিষম ফাঁদে॥
হেথা সুবদনী   সখী সনে বাণী
  কহয়ে কাতর-ভাষে।
নিশি পোহাইল   পিয়া না আইল
  কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥   ১৫

৬। ভারিভূরি—চালাকি।
১২। সুবদনী রাধিকা।

২২০

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম-শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস ৫
দাঁড়াইল রাইএর আগে।
দেখে ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥
নাগরে না দেখি মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে। ১০
ভয়ে সে ভুরুর ভঙ্গিমা দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস বলে লম্পটের সনে ১৫
কথা কৈলে তবু ভালি॥

২২১

শ্রীরাধার উক্তি

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমারে বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ-মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা। ৫
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা॥
খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥ ১০
অলক্ত যাবক রঙ্গ উরে আছে সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলে কোন্ কাজে॥
চারি দিকে চায় নাগর আঁচরে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

১১। উরে—উরুতে।

২২২

রামকেলী।

ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম ৫
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥ ১০
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্বগায়
মোরা হলে মরি লাজে॥
নীল-কমল ঝামর হয়েছে ১৫
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন্ রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙড়ে লয়েছে সেহ॥
কুটিল-নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া তোড়া। ২০
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

৭। [illegible]—পরিষ্কার।
১৫। বাদক—বাধায় তার একাধীন।
২০। তোড়া—গর্জন।

২২৩
বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে এস ॥
বুকমাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজ পেয়েছিল লাগ ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত। ৫
আহা মরি কিবা শোভা হয়েছে ভূষিত ॥
কপোলে সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছলছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও, আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥ ১০

৪। কলাবতী—কুলবতী, পাঠান্তর।
৭। কপালে সিন্দুরেখা নয়ানে কাজল, পাঠান্তর।
১০। আমি—তুমি, পাঠান্তর।

২২৪
সিন্ধুড়া।

বঁধু, কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী-সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালা রজনী ॥
নীল-নলিনী আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি। ৫
চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিল বরিহা ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ-বধূ যে পিয়ে অধর-মধু
পাষাণে মিশান তার সাখী।
রক্ত উৎপল ফুলে যৈছন ভ্রমর বুলে ১০
ঐছন ফিরয়ে দুটি আঁখি ॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু
নাসা ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় এ কথা অন্যথা নয়
ভাল জানে বৃষভানু-সুতা ॥ ১৫

৬। বরিহা ফাঁদ—ময়ূরপুচ্ছ।
৯। সাখী—সাক্ষী।
১২। কে নিল চন্দন ইন্দু—কে নিল অমিয়া-সিন্ধু—পাঠান্তর।

২২৫
রামকেলী।

এস এস বন্ধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভাল ত সুখেতে ছিলে ॥
নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর ৫
ক্ষতবিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর পরি নীলাম্বর
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক্ ধিক্ নারী পর আশাধারী
কি বলিব বিধি তোয়। ১০
এমত কপট ধূর্ত্ত লম্পট শঠ
হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব ১৫
প্রভাতে দেখাতে এলে ॥
এই মিনতি রাখ ঐখানে থাক
আঙ্গিনাতে না আইস।

ছুঁইলে তোমারে ধরমে আমারে
না করিবে পরশ ॥ ২০
লোকমুখে কত শুনিতাম যত
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব ॥

২২৬

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর ॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
এস না এস না বঁধু আঙ্গিনার কাছে। ৫
তোমারে ছুঁইলে মোর ধরম যায় পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলে মনের কাজ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম আমার ॥ ১০
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলে কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥

৪। পায়েয় নখের আঘাত হিয়ার বিদিত। পাঠান্তর।
৯-১০। সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি।

২২৭

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারি ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে। ৫
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল-সরঃ মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই ॥ ১০
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ার আসিয়া ॥

২২৮

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

রামকেলী।

শুন শুন সুন্দরি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভালে জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত কহিলে ভাল শুনিতে হয় সুখ। ৫
অসঙ্গত কহিলে শুনিতে পাই দুখ ॥
মিছা কথায় কত পাপ জান ত আপনি।
জানিয়া যে না জানে সে অধম পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরম সবে কেনে।
তাহার এমন রীত হইবে কেমনে ॥ ১০
চণ্ডীদাস বলে যদি মিছা বলে থাকে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কিবা থাকে ॥

১। সুন্দরি—সুনয়নি। পাঠান্তর।
৬। অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ। "
৮। জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী। "

১০। তাহার এমন্ত বাদ হইবে তখনে। পাঠান্তর।
১১। চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে। "

২২৯

শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর

রামকেলী।

ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম-কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা॥
চোরের মুখেতে ধরম-কাহিনী ৫
শুনিতে পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে দাও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পিঠে। ১০
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে নুনের ছিটে॥
আর না দেখিব ও কাল মুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা মনের মানুষ ১৫
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা
ধরমের থলী আছে॥ ২০

২৩০

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশি-আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগুবিন্দু দেখি সিন্দূরবিন্দু কহ। ৫
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ রায় চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর।

২। তুমি ত বয়সে নবীনা, তবে কেন তোমার চক্ষুর দোষ ঘটিল? দৃষ্টিভ্রম হইতেছে কেন?

২৩১

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর। ৫
কিবা সে আপন কিবা সে পর॥
শিশুকাল হতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায়॥ ১০
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়॥

৯-১০। এক স্থানে যদি তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি না হয়) তবে কিছু পাউক আর নাই পাউক, নানা ঘারে বেড়ায়।

২৩২

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহনবনে॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
"অপরাধী আমি কোথায় যাব। ৫
রাই সুধামুখী কেমনে পাব॥"
এতেক কহিতে মিললি রাই।
চণ্ডীদাস তব্ জীবন পায়॥

১। কনকবরণ—রাধিকা।
৮। তব্—তবে।

মান।

২৩৩

ভাটিয়ারি।

রামা হে কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান॥
গোবর্দ্ধন-গিরি বামকরে ধরি
যে কৈল গোকুল পার। ৫
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার॥
কালীয় দমন করল যে জন
চরণযুগলবরে।
এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল ১০
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব-জলধর বরিখণ বিনে
না পিয়ে তাহার নীরে॥ ১৫
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে থোর।
তবহু তাঁহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি ২০
কি আর করহ মান।
তুয়া অনুগত শ্যাম মরকত
তো বিনু ভাবে না আন॥

২০—২৩। পাঠান্তর ঃ—
চণ্ডীদাস ভণে শুন বিনোদিনি
কি আর বলিব তোয়।
শ্যাম রতন জগত-জীবন
না ঠেল মানেতে মোয়॥

২৩৪

সুহই।

শুন লো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছাই করসি মান।
তো বিনু আগল কান॥
আনত সঙ্কেত করি। ৫
তাহা জাগাইলা হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান॥

২৩৫

শ্রীরাধিকার উক্তি

বিভাষ।

উহাঁর নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥

(উ)নি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
(উ)নি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
(ব)নে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উহাঁর কাজ। ৫
(এ)খন উহাঁর অনেক হল আমরা পেলাম লাজ॥
(ক)হে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
(উ)হাঁর সনে লেহ করে তনু হৈল শেষে॥

২০৬

ধানশী।

(সখীর উক্তি)

তোদের দোঁহের দৈবের ঠাম।
নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
কত না সাধিব হাম॥
নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব। ৫
সে বলে রাই রসিক নহে
তু বলিস উহ মন্দ॥
সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎদুর্ল্লভ লেহা।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরি ১০
কেন বাড়াইলি লেহা॥
নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
ইথে কি পরাণ রয়।
চণ্ডীদাস কহে অবলা পরাণে
এত কি বেদনা সয়॥ ১৫

১। দৈবের ঠাম—সাধ করিয়া মিছা কলহ।
১০। আগরি—অগ্রণী, শ্রেষ্ঠা।

২০৭

ধানশী।

আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে ফিরি না চাহলি
তু বড় কঠিন মেয়া॥
সো শ্যাম নাগর জগৎ দুর্ল্লভ ৫
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে তার॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা। ১০
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি ১৫
হানিলি আপন বুকে॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিভাইবে আর কিসে।
শ্যাম জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ২০

কলহান্তরিতা।

(রাধিকার উক্তি)

২০৮

ধানশী।

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা সখি করল পয়ান॥

তপ বরত কত করি দিন-যামিনী ৫
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল্য ধন মঝু পদে গড়ায়ল
কোপে মুঁই ঠেলিনু পায়॥
আরে সই, কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সেহেন পিয়া ১০
অতি ছার মানেরই দায়॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল
গোঁড়া কেটে আগে জল দিয়া॥ ১৫

৫। বরত—ব্রত।

২৩৯

ঐ।

রাইমুখে শুনল ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল॥
তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ॥
তুঁহু কাহে এত উৎকণ্ঠিত ভেল। ৫
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল॥
ঐছে বিচার কহত যাঁহা রাই।
তুরতহি এক সখী মিলল তাই॥
এ ধনি পদুমিনী কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ ১০
চণ্ডীদাসে কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই॥

২। নহ উতরোল—উৎকণ্ঠিত হইও না।
৯। পদুমিনী—পদ্মিনী।
১০। নিয়ড়ে—নিকটে।

২৪০

ধানশী।

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ॥
কহইতে সকল সংবাদ।
গদ গদ কহই বিষাদ॥
চল চল নাগর রসশিরোমণি। ৫
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥

২৪১

ঐ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খৈ হয়, বিরহ অনল॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হৈল সলি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়। ৫
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে॥
মরিবার বেলে রাধা সোঁওরাও রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে রাখহ জীবন।
দরশন দিয়ে রাধে রাখহ জীবন॥

৪। সলি—ক্ষীণ।
৯। সোঁওরাও—স্মরণ করাইও।

২৪১ (ক)

ঐ।

(সখীর উক্তি)

হেদে হে বঁধুয়া আসিগা আমি।
পথে আন ছলে দেখা হ'ল ভালে
কি আর বলিবে তুমি ॥
ভাল না হইবে কাজ।
চন্দ্রাবলী স্থানে যদি কেহ কহে ৫
শুনিলে পাইবে লাজ ॥
সে যে করিবে দারুণ মান।
এ কুল ও কুল দুকুল যাইবে
পাথারে ভাসিবে শ্যাম ॥
ইথে তোমার ভাল না হইবে। ১০
চণ্ডীদাস ভণে রাই যদি শুনে
কুঞ্জে উঠিতে না দিবে ॥

২৪২

ঐ।

আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি
"শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে
ধরিয়া রাইএর পায় ॥
তবে যদি আর মান থাকে তার ৫
ম্যানবি আপন দোষ।
তোমার বদন মলিন দেখিলে
ঘুচিবে এখনি রোষ ॥
ত্বরিত গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়ে বাস।" ১০
সোহেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

২৪৩

ধানশী।

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রসন্নবদনে কয়।
"আমি ত কেবল তোদের অধীন
যা বল শুনিতে হয় ॥
সখি, তোরা মোর কর এই হিতে। ৫
আর যেন কখন না করে এমন
পুছ উহায় ভাল মতে ॥
পুন যদি আর এমত ব্যাভার
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি শ্রবণগোচরে ১০
না করিব এ জনমে ॥"
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর-বাণী।
"শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥" ১৫
এত শুনি গোরী দু বাহু পসারি
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই মনে হয় রসামৃতময়
চণ্ডীদাসে ইহা বলে ॥

২৪৪

ধানশী।

ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বঁধুরে
হারাইয়াঁ ছিলাম।

শ্যামল সুন্দরে মধুর মুরতি
পরশে শীতল হৈলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আন কুতূহলে ৫
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারা-ধন যেন পুনহি মিলল
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখরসে পাপিনী পরশে
না জানে পিয়ার সুখ। ১০
কহে চণ্ডীদাসে এ লাগি আমার
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

২৪৫

সুহই।

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারায়ে ছিলাম।
শ্যামসুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়ে পরাণ পেলাম ॥
সই, জুড়াইল মোর হিয়া। ৫
শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া ॥
তোরা সখীগণ করহ সিনান
আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল ১০
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি ॥ ১৫
কহে চণ্ডীদাস শুনহ নাগর
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয় ॥

রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করিল
উলসিত ভেল গোরী ॥
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া ৫
পরাইল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী তেরছ চাহনি
হানল বঁধুর চিতে। ১০
নাগর সুন্দর প্রেমে গর গর
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

স্বপ্নদৃষ্টে মান।

১৪৭

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

কামোদ।

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত।
কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত ॥
তোমা বিনে নাহি জানি মরমকি বাত।
কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ ॥
স্বপনক বাত নাহি কর পরতীত। ৫
নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত ॥
কোন রমণী দেখ রহল ছাপাই।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই ॥

২৪৮

নাপিতিনী-বেশে মিলন।

ধানশী।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরি।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল। ৫
নাপিতিনী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
এস এস তুয়া পদে যাবক পরাই॥ ১০
চরণমুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিতে হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী। ১৫
নাপিতানী নহে তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাস বলে॥

২৪৯

ধানশী।

নাপিতিনী-করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী।
কেমন নাপিতিনী তুমি হের এক দেখি॥
অঙ্গের বসন ধরি পাড়িয়া ফেলে দূরে।
রমণীর বেশ গেও রসিক গোচরে॥
পড়িল কল্পিত কুচ ভ্রম গেও দূরে। ৫
সখীগণ চমকিত হেরিয়ে নাগরে॥
কি ছার মানের লাগি রমণী সাজিল।
এত বলি সুন্দরী বামে দাঁড়াইল॥
মানজনিত দুখ দূরে পরিহরি।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার প্রেমের বলিহারি॥ ১০

মান সমাপ্ত।

আক্ষেপানুরাগ।

নায়ক-সম্বোধনে।

২৫০

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বারি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুখে পাঁজল হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাস পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥

১। নটচাঁদে—নষ্টচন্দ্রে। ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলাম, তাই আমার এই কলঙ্ক হইয়াছে।
৬। তার আগে—স্বামীর সম্মুখে।

২৫১

সিন্ধুড়া।

কখন পীরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥

একে হায় পরাধীনী তাহে কুলকামিনী ৫
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদ প্রাণ তবু ত না জানি আন
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ। ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥

৪। সন্দেশ—সন্দেহ।
৯-১২। পাঠান্তর—
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা তার খোঁটা
জীবন হেতু তোমার পীরিতি।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় এমন কি আর হয়
এই ছিল আগেতে উচিতি।

২৫২

পটমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥
গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া। ৫
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ভরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥
নিশি দিশি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি ॥ ১০

৪। ভরমে—ভ্রমে।
৬। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গক্রমে; দরবয়ে—দ্রব হয়।
৭। ভরে—ঝরে—পাঠান্তর।

২৫৩

ধানশী।

যখন নাগর পীরিতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুই ত অবলা অখলা হৃদয় ৫
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পীরিতি মূরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে। ১০
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এত পরমাদ করে ॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিলে কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু ১৫
বিষেতে জারিল দে ॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিকের বসতি
পীরিতি না জানে কেউ ॥ ২০
চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
তবে সে পীরিতি রয়।
(নতু) খলের পীরিতি তুঁষের অনল
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥

৩-৪। তুমি আমার প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে, সেই প্রেম-বন্ধন এখন ছিন্ন করিলে। শৈবাল যেমন স্রোতের বেগে অসহায় অবস্থায় চালিত হয়, আমাকেও তেমন সংসারস্রোতে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করিলে।
১৬। দে—দেহ।

২৫৪

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥ ১০
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

৮। এমত ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি—পাঠান্তর।
১১-১২। চণ্ডীদাস বলে এই বাশুলীকৃপায়।
এমন পীরিতি আমি না দেখি কোথায় ॥"
পাঠান্তর।

২৫৫

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিনু মুই ভখিব গরলে ॥
এ ছার পরাণে মোর কিবা আছে সুখ। ৫
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥ ১০

৪। নিচয়—নিশ্চয়।
৯। জুয়ায়—উচিত হয়।

২৫৬

সুহই।

আরে মোর বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতের দায় ॥
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।
জগৎ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥
তোমা সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈনু। ৫
মনু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু ॥
না জানি অন্তরে মোর কি হৈল ব্যথা।
একে মরি মনোদুখে আরে নানা কথা ॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয় ॥ ১০
ধায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায় ॥

২৫৭

ঐ।

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পীরিতি
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া ৫
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
সো যদি জানিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি। ১০
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশায় ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে সাধ।

প্রথম পীরিতি তাহার নাহিক ১৫
বিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পীরিতি
করয়ে সুজন সনে ॥ ২০

১৩—১৬। বেশী আশা করি না। কেবল একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথমে যেরূপ প্রেম দেখাইয়াছিলে, তাহার সিকিও এখন নাই।

২৫৮

কামোদ।

বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোক মুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু
আমারে কুমতি দিল বিধি। ৫
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।
গগন ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া ১০
এবে কেন এমতি আচর ॥
পীরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পীরিতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥ ১৫

১। পাঠান্তর—বঁধু না কহিলে করিবে মনে দুখ।
সে জানি দেখয়ে তুয়া মুখ।
৪। লখি—লক্ষ্য করিয়া, বিবেচনা করিয়া।

২৫৯

ভাটিয়ারী।

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমন ভ্রমর রীত।
আমি ত দুঃখিনী কুলকলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে ৫
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত ॥
অনেক সাধের পীরিতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়। ১০
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি সে মনে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি বিষম
শুন বড়ুয়ার বহু।
পীরিতি বিচ্ছেদে হইলে মরণ ১৫
এমতি না হউ কেহু ॥

১৫-১৬। পীরিতি বিশদ হইবে বিপদ্
এমতি না হও কেহ ॥—পাঠান্তর।

আক্ষেপানুরাগ।

সখী-সম্বোধনে।

২৬০

তুড়ি।

কানড় কুসুম যিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়ানে যদি লাগে।
ছাড়ায় সকল কাজ তেজি কুলভয় লাজ
মরিব কালিয়া অনুরাগে ॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ান-কোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥

পীরিতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কাল। মনেতে গাঁথিয়া মালা১০
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিশি অনুখণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-আনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥ ১৫
দারুণ মুরলীস্বর না মানে আপন পর
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥

১-৪। ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥—পাঠান্তর।

১। জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল—

২৬১

শ্রী।

সজনি লো সই।
খানিক দাঁড়াও শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি পরাণ পাগলী ৫
কেন বা এমতি কৈল ॥
এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি তাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে ॥ ১০
দোষ পরিহরি বাঁশীটি সম্বর
মো হয় তাকর দাসী।
চণ্ডীদাস ভণে সম্বরহ মনে
কালার সরবস বাঁশী ॥

৫-১৪। এই কয় চরণের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে এইরূপ আছে;—
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী ॥

১২। মো হয়—আমি হই। তাকর—তাহার।

২৬২

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে সই, শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১০

৫। নিশান—নিঃস্বন—শব্দ।

২৬৩

ধানশী।

কুলের বৈরি হইল মুরলী
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে ॥

সই, জীবন মন দিয়ে বাঁশী। ৫
পীরিতি আটা ননদী কাঁটা
আনলা হইল বাঁশী ॥
বৃন্দাবনমাঝে বেড়ায় সেজে
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে ১০
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া থাকি লুকাইয়া
দেখে যে বসিল পাখী।
ধীরি ধীরি যায় তার পানে চায়
আনলা চালায় দেখি ॥ ১৫
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা লাগায় কাঁটা
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমেতে ধড়ফড়াইতে ২০
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বাঁধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় যে পাখী। ২৫
পাখা খুলি দেয় পাখা সে ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি ॥

৭। আনলা—নল। ব্যাধেরা নলের অগ্রে সূচী বা আঠা রাখিয়া তদ্দ্বারা পক্ষী ধরিয়া থাকে।
১১। থানা—আড্ডা।
১৭। তাক—লক্ষ্য।

২৬৪

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গ লীলা মিলায় শিলা ৫
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন স্থগিত গমন
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে। ১০
মরমে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন বাণে ॥
কুলবতী কুল কৈল নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে ১৫
কি মোহিনী কালা জানে ॥

১-৪। পাঠান্তর,—
মুরলীর স্বরে বাহির কি করে
গোকুল আকুল প্রাণে।
কালিয়া নাগরে কাল নদী তাহে
বিষ মিশাইলা তানে ॥
৫। মিলায় শিলা—পাষাণ দ্রব হয়।
১১। মরমে—রয়ে রয়ে—পাঠান্তর।

২৬৫

ধানশী।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি-কুল প্রাণ নিলে বাঁশী ॥
ভরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সংসারের সুলক্ষ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে। ৫
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥
হাঁ রে সখি, কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হবু শ্যামের দাসী ॥

অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল ॥ ১০
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
চণ্ডীদাস বলে বাঁশী আমার কি করে।
আপন করম-দোষ দোষ দিব কারে ॥

৪। সংসারের—সবার— পাঠান্তর।
৯। অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল— ,,
১১। যে না দেখে বাঁশীর ঘর সে না দেখে যাও ,,
১৩-১৪। দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥— ,,

২৬৬

বাঁশীর নিঃস্বান কাণে সান্ধাইল বিষস্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥
সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে। ৫
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে ॥
মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন ১০
তেঁই পূরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শবদ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কাণে হানয়ে মরমস্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে ॥ ১৫

১। সান্ধাইল—প্রবেশ করিল।
৩। সেচয়ে—সেচন করে।

২৬৭

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা আর কি সহে অবলা
তাহে মুই কুলের বৌহারি।
অন্তরে মরমব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে গুমরি মরি মরি ॥
সখি হে, বংশী দংশিল মোর কাণে। ৫
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কি না হয় ১০
রাহুমুখে শশী মসী লাভ ॥

পাঠান্তর—
১। আর কি সহে অবলা আর তাহে অবলা
পাঠান্তর—
৩। কাহারে কহিব কথা না শুনে ধরম-কথা

২৬৮

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশীয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে ॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রইতে নারি ঘরে।
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুলবন্ধ না করিহ ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
কালা কালা বলিয়া আসয়ে জগৎ জনে।
চরণে শরণ নিল না বাসিল ভিনে ॥
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন।

* * * *

নিরমল কুল ছিল তাহে দিনু কালি।
হাতে হাতে মাথে নিনু কলঙ্কের ডালি ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে শুন রাজার ঝি। ১৫
বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি ॥

১০। না বাসিল ভিনে—ভিন্ন মনে করিল না।

২৬৯

সই, পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে যতন করিনু
মরমে রহিল পশি ॥
তেরছ নয়ানে বাণের সন্ধানে
না বাজে এমনি নয়। ৫
বাজিলে অন্তরে আকুল করয়ে
যতনে পরাণ রয় ॥
নাহি দিবা নিশি যেমন করিছে
এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ ১০
কে না পরতীত যায় ॥
আঁধুয়া পুকুরে যে মীন থাকয়ে
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।
তেন আছি হাম এ ঘর করণে
গুরু জনা যত বলে ॥ ১৫
ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি
নড়িতে কাটয়ে দেহ।
আমার দুখের আচার বিচার
এ কথা বুঝিবে কেহ ॥
বণিক জন্মার করাত যেমন ২০
দুদিক কাটিয়া যায়।
তেমন আমার গুরু জনা কাটে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

১৪। তেন—তেমন।
২০। বণিক জনার—শঙ্খবণিকের।

২৭০
সিন্দুড়া।

ডাকিয়া শুধাও না প্রাণ আন চান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী ॥
গোকুল নগরে কে বা কি না করে
তারে নাই নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী ৫
কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহিরে বেড়াতে লোকচরচাতে
বিষ মিশাইল ঘরে।
পীরিতি পীরিতি করি জগৎ হৈল বৈরি
আপনা বলিব কারে ॥ ১০
তোমরা পরাণের মরম ব্যথিত
জীবন-মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষ দোষী হইলে
সে কি ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কানাই ১৫
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া লইল নিছিয়া
আনন্দ জনম ফলে ॥
রাধা বলি ডাকি শুধাইতে নাই
এখনে এমনে মৈলে। ২০
চণ্ডীদাসে বলে সকল পাইবে
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

১। তোমরা মোরে ডাকিয়া শুধাও না
প্রাণ আন-চান বাসি।—পাঠান্তর।
৪। তাহে কি নিষেধ বাধা— ,,
৭। বাহির হইতে লোকচরচায়— ,,
৯। পীরিতি করিয়া জগতের বৈরি— ,,
১১। মরম ব্যথিত ব্যথিত আছিলা— ,,
১৩-১৪। অনেক দোষের দোষিণী হইলে
সে ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥ ,,
১৯। রাধা বলি আর ডাকি না শুধাও ,,

২১১

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কাল-মাণিকের মালা গাঁথি নিজ গলে। ৫
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥ ১০

১০। কৃষ্ণ-প্রেম যে মরিলেও ছাড়িবে না।

২১২

তুড়ি।

আগুনি জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিব আপনি মরিব
নতুবা লউক শমন॥
সই, জ্বালহ আনল চিতা। ৫
সীমন্তিনী আনিয়া কেশ বাঁধিয়া
সিন্দুর দেহ যে সীঁথা॥
তনু তেয়াগিয়া সতী যে হইব
সাধিব মনের যত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি ১০
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে বিরহ-বেদন
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
তাপ হয় যে কত॥ ১৫
বিনা যে বেদনে না জানে চেতন
দরদের দরদী নয়।
পর দরদের দরদ জানিবে
সেই সে সুজন হয়॥
আপনি মরে কি করে পরে ২০
সোদর নহে বা কেনে।
কাহার কারণ কে সহে মরণ
চণ্ডীদাস বলে মেনে॥

৩। গরল ভখিয়া মো পুনি মরি।—পাঠান্তর।
৬। সীমন্তিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া — "
৮। সতী—সিদ্ধ "
১০। মরিলে পতি থাকিব সংহতি— "
১৬-১৯। বিরহ-বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের
দরদী হইলে হয়॥— পাঠান্তর।
দরদ— বেদনা।

২১৩

সিন্ধুড়া।

সই, কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পিঠে হৈল পার॥
মনু মনু মনু গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে। ৫
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিনু
এমতি হবে কে জানে॥
সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে পীরিতি করিয়া ১০
কি হ'ল অন্তরে ব্যথা॥

স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলেতে পথ নাহি দেখি
মুখে না বাহিরায় রা॥ ১৫
পীরিতি রতন পীরিতি যতন
পীরিতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধিলে আমার॥
কে জানে কেমন পীরিতি এমন ২০
পীরিতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজন সেহ সুখমন
কহে দীন চণ্ডীদাস॥

২০। সেহ সুখমন—তাহাতেও মনে সুখ হয়, কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ হয় বলিয়া।

২১৪

ধানশী।

সজনি, না কহ ও সব কথা।
কালিয়া পীরিতি যার মরমে লাগিয়াছে
জনম অবধি তার ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না হেরি কালা। ৫
দিবস রজনী আন নাহি জানি
কালা হৈল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে বিদায় হইয়া ১০
যাইব গহন-বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
জাতি-কুল সব ছাড়া॥ ১৫

১-৩। পাঠান্তর:—
সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পীরিতি যাহার লাগিল
জনম হইতে ব্যথা॥
৬। তথাপি সে কালা অন্তরে জাগয়ে—পাঠান্তর।
১০-১১। গুরু গরবিত করিব বিদিত
কালা পরিবাদ জানে— ”
১২। গুরু—ঘরে। ... ... ”
১৫। সব—শীল। ... ... ”

কৃষ্ণ-প্রেম করিতে হইলে জাতি কুলশীল সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

২১৫

সুহই।

কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
করে কর জুড়িয়া কাজল নাহি পরি॥
আলো সই, মুই শুনিনু নিদান। ৫
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের মরম-কথা মনে সে রহিল।
ফুটিয়া সে শ্যাম-শেল বাহির না ভেল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥ ১০

৪। কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।—পাঠান্তর।

২১৬

সই, আর যে কহিব কত।
আপনা খাইনু ছাড়িতে নারিনু
হইতে নারিনু রত॥

ঝাঁপ যে দিয়া জলেতে পশিয়া
যমুনায় থাকিব মরি। ৫
গোঠেতে যাইতে ধেনু চরাইতে
সেখানে দেখিবে হরি ॥
এখনি তখনি বচন দুখানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোনা যে বরিখে ১০
রাঙ্গের তুলনা নয় ॥
ধাঙ্গড় চতুর চোর যে টীট
সব যে মিছাই কয়।
তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
টীট ঢঙ্গেতে কয় ॥ ১৫
এমতি নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন তার।
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা কোথা হৈল পার ॥
চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধী যেবা হয় ২০
সেই ত এতেক কয়।
আপনা বুঝি মনেতে সম্বরি
মনের মনেতে রয় ॥

২৭৭

তুড়ি।

পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো ॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোকপানে গো।
তার কথায় না রয় মন তারে কেন টানে গো ॥
খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না পারি গো। ৫
কেশ পানে চাহিলে নয়ান কেন ঝোরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসনপানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো ॥
না জানি কি হৈল মোর কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥ ১০
চণ্ডীদাস কহে মনে নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো ॥

২। টানে—পড়ে ... .. পাঠান্তর।
৯। ঘরে মোর সাধ নাই—ইত্যাদি ,,

২৭৮

বরাড়ি।

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে বড় ব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা-পরিবাদ। ৫
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি তুলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যেখানে সেখানে থাকি বাঁশীটি শুনিয়া গো ১০
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তরে রহে
পাশরিলে না যায় পাশরা।
জপিতে জপিতে হরি তনু মন করে চুরি
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা ॥ ১৫

৬। তাহার রসভ্রমে জলদ শ্যামের সনে—পাঠান্তর।
১৪। দেখিতে দেখিতে হরে ... .. ,,

২৭৯

সুহই।

সই, মনে মোর এই ভয় উঠে।
শ্যাম বঁধুর পীরিতিখানি তিলে পাছে ছুটে ॥

গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত জন।
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারে সে বড় সুজন ॥
এমন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গাবে। ৫
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাধে ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরিতি বিনে না জীবে তিলেক ॥

২৮০

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই। ৫
চাঁদ-মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পীরিতি বিনে সে জীয়ে তিলেক ॥ ১০

২৮১

শ্রী।

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িব কেমনে
সে হেন গুণের নিধি ॥
বঁধুর পীরিতি শেলের ঘা ৫
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়ল
এ দুখ কহিব কাকে ॥
হিয়া দর দর করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি। ১০
হিয়ার ভিতরে কি শেল সাঁধাইল
বল না কি বুদ্ধি করি ॥
অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে যায়
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া ১৫
কেমনে রয়েছে সয়া ॥
আমরা অখল হৃদয় সরল
কথায় ভুলিয়া গেনু।
পরের কথায় পীরিতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মনু ॥ ২০
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
কেবল দুখের ঘর ॥

১৩। বোধে শোধে যায় বোধে শোধে রয়
—পাঠান্তর।
১৫-১৬। কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রয়েছে শুয়া। পাঠান্তর।

২৮২

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পীরিতি ঝুরি দিবা রাতি
সদাই চমকে চিত ॥
সই, ছাড়িতে নারি যে কালা। ৫
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্কের ডালা ॥
মাথায় করিয়া দেশে দেশে ফিরে
মাগিয়া খাইব তবে।

সতী চরচার কুলের বিচার ১০
তবে সে আমার যাবে ॥
চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পীরিতি করে।
পীরিতি লাগিয়া মরমে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে ॥ ১৫

১। সখি রে, মনের বেদনা কাহারে কহিব
—পাঠান্তর।

৫-৭। কুল তেয়াগিনু ভরম ছাড়িনু
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল আমারে বল
ছাড়িতে নারিব কালা ॥—পাঠান্তর।

৮। সে ডালি মাথায় করি দেশে দেশে ফিরি
—পাঠান্তর।

২৮৩

ধানশী।

আগো সই, কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত ॥
খাইতে পীরিতি শুইতে পীরিতি
পীরিতি স্বপনে দেখি। ৫
পীরিতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ পীরিতি সাখী ॥
পীরিতি আঁখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে পীরিতি করিয়া ১০
নিছিদ দিলাম কুল ॥
চণ্ডীদাস কয় অসীম পীরিতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিয়ে
পীরিতি পাইবা তত ॥ ১৫

২৮৪

তুড়ি।

আমার মনের কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহি মানে চিত ॥

২৮৫

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥
সই, ছাড়িতে নারিব তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥
যে দিন যেখানে সেই সব লীলা
করেন কালিয়া কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু
শুনিতাম মৃদু বেণু ॥ ১০
এত রূপে নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের জ্বালা ॥

৪। সই ছাড়িতে যদি বল তারে। পাঠান্তর।

৭৮। যেদিন যেখানে যে সব পীরিতি
লীলা করয়ে কানু ॥—পাঠান্তর।

২৮৬

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব আমি শ্যাম চিকণ ধন ॥
সে রূপ-লাবণি মোর হিয়ায় লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥
সখি, এই ভয় মনে বড় বাসি। ৫
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি ॥
অলসে আইসে নিঁদ যদি দুটি আঁখে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে ॥
এমন পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥ ১০
কানু রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোরে হৈল অনুকূলে ॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাই এমতি চাহ বটে। ১৫
সুঘরের পীরিতি হৈলে কভু নাহি টুটে ॥

৪। হিয়া হৈতে পাঁজর ধসিয়া যায় পাছে।—পাঠান্তর
৭-৮। অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥—পাঠান্তর
১৫-১৬। চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ ॥ পাঠান্তর
সুঘরের— সুজনের।

২৮৭

দাস পাড়িয়া।

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো ॥
কারো সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবু ত দারুণ লোকে কহে নানা কথা গো ॥
তার সনে মোর দেখা নাই মিছা কথা রটে গো। ৫
দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো ॥
মিছা কথা কইয়ে পরের মন ভারি করে গো।
হয় কি না হয় মনে আপনা বুঝি দেখ গো ॥
পর কুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন করে সয় গো।
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছে কথা কয় গো ॥ ১০

৬। একে নারী কুলের বৈরী দেখিতে মোরে নারে গো ॥
—পাঠান্তর।
৯। পরকুচ্ছা অধম বিনা কেমন করে রহে গো।
—পাঠান্তর।

২৮৮

তুড়ি।

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর-বেদনা যে জন জানয়ে
পরাণ কাটিয়া দি ॥
সই, কহিতে বাসি যে ডর। ৫
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেনে বাসয়ে পর ॥
কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন ১০
আসিতে যাইতে কাটে ॥
সোনার গাগরী যেন বিষ ভরি
দুধেতে ভরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে কয় শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বঁধু সনে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে ॥

১৭। পাছে—পশ্চাতে, ইহার পরে।

২৮৯

শিন্ধুড়া।

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥
কি হৈল কলঙ্ক-রব শুনি যথা তথা।
কেন বা পীরিতি কৈনু খানু আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ। ৫
হাতের কালি গালে দিল মাথে কালি চুণ॥
আর না করিব পাপ-পীরিতের লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা॥ ১০
চণ্ডীদাসে কহে তুমি না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চুণ।—পাঠান্তর

২৯০

তুড়ি।

এক জ্বালা ঘরে হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হইল তনু॥
কোথাকারে যাব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব আমি কে জানে প্রতীত। ৫
মরণ অধিক ভেল কানুর পীরিত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগৎ ভরিল এই কানু-পরিবাদে॥
লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১০

১। এক জ্বালা গুরুজন ইত্যাদি—পাঠান্তর।
২। দে—প্রাণ।

২৯১।

শিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম হইতে দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে।
কত বা সহিব জ্বালা এ পাপ-পরাণে॥
বিষ খাইলে দেহ যাইবে রব রহিবে দেশে।
বাশুলী-আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥

২৯২

শিন্ধুড়া।

সই, এ কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলে আপন কাণে॥
পরের কথায় এত কথা কহে
ইহাতে কহিব কি। ৫
কানু-পরিবাদে ভুবন ভরিল
বৃথায় জীবনে জী।
কানুরে পাইত এ সব কহিত
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছা পরিবাদে বাদিনী হইয়া ১০
জর জর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়ে শ্যামেরে কহিয়ে
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কিবা করিবে কার॥ ১৫

৮। যদি কানুকে আমি পাইতাম, তবে এ কথা বলিলে অন্যায় হইত না।

২০৩

শ্রী।

পর পুরুষে যৌবন সঁপিলে
আশা না পূরয়ে তায়।
আপন রতন বিছুরিলে ঝুতি
দ্বিগুণ সুখ সে পায়॥
সই, বিধি করিল এমত রীতি। ৫
কুলবতী হইয়া পতি তেয়াগিয়া
পরপতি সনে প্রীতি॥
পহিলে সহিল এবে সে জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।
পীরিতি করাতিয়া শিরে চড়াইয়া ১০
কুল দুই ফার কৈলে॥
দু দিকে ভাসিল উড়ু ডুবু দিতে
কিনারা নহিল দেখি।
মহাজনের ঘরে চোরে চুরি করে
পড়শী দেয় আসিয়া সাখী॥ ১৫
তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
ধনের না পায় লেশ।
মনেতে বুঝিয়ে মরমে ঝুরিয়ে
তাহারি কপালে দোষ॥
এমন ডাকাতি বঁধুব পীরিতি ২০
হরি নিল মোর মন।
আপন পর বিছুরল সব
ত্যজিল গৃহ গুরুজন।
বাশুলী-কৃপায় চণ্ডীদাস হিয়ায়
দোসর ধোবিক জনা। ২৫
সকলি পাইবে কুলে সে রহিবে
আলিঙ্গনে নন্দনন্দনা॥

১-৪। স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে ভুলিয়া যায়, তবে কি তাহার সুখ হয়?

৮-১৩। পাঠান্তর—
পড়শী সকল এবে সে জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।
পীরিতি করিতে আসিবে বটাই
দুই কুল ফাঁক হলে॥
দু দিকে ভাসিতে উঠু ডুবু করিতে
কিনারা হইল দেখি।
১৮-১৯। মনেতে বুঝিয়া দেখিনু ভাবিয়া
তাহার কপাল-দোষ॥ পাঠান্তর।
২২। আপন পর যে দুষিল সব—পাঠান্তর।
২৪-২৭। রাখ চিহ্ন পায় চণ্ডীদাস-হিয়ায়
দোসর ধোবিকক জনা।
সকলি পাইবে কুশলে রহিবে
আসিবে নন্দ-নন্দনা॥ পাঠান্তর।

২০৪

সিন্ধুড়া।

গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হৈল মোরে। ৫
আপনা বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী হাম একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
রসিক নাগর গুরু জনা বৈরি ১০
এ বড় মুরখপণা॥
বিধির বিধান এমন করণ
বুঝিনু করমদোষে।
আগেতে বুঝিয়া না কৈল ঝুঝিয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৫

০-১১। রসিয়া নাগরী গুরুজনা বৈরি
এ বড়ি মূরখ জনা ॥ –পাঠান্তর।
১২-১৫। বিধির বিধান এমন করল
বুঝিনু করমদোষে।
আগে পাছে বুঝি না কৈলে সমঝি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ - পাঠান্তর।

২২৫

গান্ধার।

পীরিতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু।
তবু ত শ্যামের সনে গোঙাতে নারিনু ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি ক্ষণে করিনু প্রেম না জানি মরম ॥
ঘরে ঘরে চাতরে কুলটা হল খ্যাতি। ৫
কানু সনে প্রেম করি না পোহাল রাতি ॥
চল চল আলো সই ওঝার বাড়ী যাই।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই ॥
পীরিতে মরিতে লাগি যেবা করে আশ।
পীরিতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ১০

৫। চাতরে—বাহিরে—পাঠান্তর।
৭। আলো সই—আর দেখি "
যাই—যাও "
৮। খাই—দাও— "
৯। মরিতে -মরতে— "

২২৬

পটমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে কাঁদে গাতে ননদিনী ॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই।
তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই ॥
বিনি ছলে ছার দেশে সদাই ধরে চুরি। ৫
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ ১০
পোড়া লোকে না জানে পীরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সই সমাধিয়া ঘরে ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক যাতনা যার দ্বিগুণ পীরিতি ॥

৫। চুরি--চুলি পাঠান্তর।
৯। পরকার প্রকার।
১২। তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে --পাঠান্তর।
১৪। অধিক জ্বালা যার তার অধিক পীরিতি—
পাঠান্তর।

২২৭

সিন্দুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা। ৫
কার সনে কহিব কালা কানু-রসের কথা ॥
যত দূর যায় মন তত দূরে যাব।
পীরিতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥ ১০

২১৮

সই, কি আর জীবনে সাধ।
কুল ও কুল দুকুল ভরিয়া
বাড়াইলা পরমাদ ॥
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি
তাহা বা সহিব কত। ৫
পাড়ার পড়শী ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত ॥
অবলা-পরাণে এত কিনা সয়
শুন গো পরাণ-সই।
মনের বেদনা যতেক যাতনা ১০
আপন বলিয়া কই ॥
এ ঘর করণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল।
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল
নিশ্চয় মরণ ভেল ॥ ১৫
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধা
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরুজনা
কানু সে রয়েছে বাটে ॥

১৩। ভরম সম্ভ্রম, মান।
১৮। দুরুজনা—দুর্জ্জন।
১৯। বাটে—পথে।

২১৯

ঐ।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি ৫
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন সতন্তর নয়। ১০
কুলবতী হৈয়া পীরিতি আরতি
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোমরা কুলবতী দেখিলে কুমতি ১৫
কুল লইয়া থাক ঘরে ॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল তুলসী দিয়া ॥ ২০
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

৩। পাঠান্তর—
হিয়ার মাঝারে পরাণপুতলি
১৩-১৬। পাঠান্তর—
যে মোর করম কপালে আছিলা
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
থাক ঘরে কুল লই ॥
২১ ২৪। পাঠান্তর—
গুরু দুরুজন বলে কুবচন
না যাব সে লোকপাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পীরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥
জাতি কুল শীল ছাড়া—কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিলে জাতি কুল শীল সব ত্যাগ করিতে হইবে।

৩০০

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পীরিতি না করে বেকতি
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া কেন বা বলিলে ৫
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেনে বা হল।
পরের নারী মন যে হরি ১০
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল॥
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক হইল সালঙ্ক
তবু যে না পানু হরি॥ ১৫
পুরুষ পরশ হইল দুরস
বিছুরি আপন মতি।
জনম অবধি না পাই সোয়াস্তি
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাসে কয় সুজন যে হয় ২০
এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

১৪। সালঙ্ক—অলঙ্কার।
১৭। মতি—বাতি ·····পাঠান্তর।
২২। পাষাণে লেখতি—পাষাণে খেয়াতি—পাঠান্তর।

৩০১

ধানশী।

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে। ৫
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোক অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি ১০
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥ ১৫
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস ২০
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পরমনে দুখে॥

৩০২

গান্ধার।

দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব কেশ ঘুচাইব
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

সই, কেমনে ধরিব হিয়া। ৫
এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এমতি করিল কে।
হৃদি সাঁদতি আমার যেমতি ১০
তেমতি পুড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৫

১০। সাঁদতি—(সংস্কৃত) কষ্ট পাওয়া। আমার মনে যেরূপ কষ্ট হইতেছে, সেইরূপ সে পুড়ুক।

৩০৩

ধানশী।

সই, তাহারে বলিব কি।
এমতি করিয়া শপথি করিলে
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম গুণে ভয় না মানে
এমন ডাকাতি সেহ। ৫
বুঝিলাম মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি রূপ যে দরখি
ভুলিনু পরের বোলে।
পীরিতি করিয়া কলঙ্ক হইল ১০
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন
না জানি কিসের বশে।
অমিয়া হইয়া গরল হইল
এমতি বুঝিলাম শেষে॥ ১৫

আগে যদি জানিতুঁ সতর্কে থাকিতুঁ
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পীরিতি হবে বিপরীতি
কে জানে এমন মনে॥
চণ্ডীদাস কহে ধৈর্য্য ধরি রহ ২০
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে যথা সে যাইবে
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

৮ পরখি—পরীক্ষা করিয়া—দরখি—দেখিয়া।
১২। সহি সদাতন—সহিল অমন—পাঠান্তর।
সদাতন—সর্ব্বদাই।
১৩। না জানিনু সেই রসে—পাঠান্তর।
২২-২৩। কথা যে কহিবে বৃথায় হইবে
বৃথাই মনের ব্যথা—পাঠান্তর।

৩০৪

ধানশী।

পীরিতি পসার লইয়া ব্যভার
দেখিয়ে জগৎময়।
যতেক নাগরী কুলের কুমারী
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সখি, জানি কি হইবে মোর। ৫
সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর
কেমনে বাসিব পর॥
সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে
তাহা বা বলিব কত।
গুরুজনা কুলে ডুবাইয়া মূলে ১০
তাহাতে হইব রত॥
থাকিলে যে দেশে আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।

অবোধ্য লোকে   অন্ত দেয় শোকে
 সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥ ১৫
কহে চণ্ডীদাস   বাশুলীর পাশ
 এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়   পীরিতি করয়
 কহিলে সে হয় পরতীত ॥

৩০৫

শ্রী।

সই, মরম কহিয়ে তোকে।
পীরিতি বলিয়া   এ তিন আঁখর
 কভু না আনিব মুখে ॥
পীরিতি-মূরতি   কভু না হেরিব
 এ ছুটি নয়ান-কোণে। ৫
পীরিতি বলিয়া   নাম শুনাইতে
 মুদিয়া রহিব কাণে ॥
পীরিতি নগরে   বসতি ত্যজিয়া
 থাকিব গহনবনে।
পীরিতি বলিয়া   এ তিন আঁখর ১০
 যেন না পড়য়ে মনে ॥
পীরিতি-পাবক   পরশ করিয়া
 পুড়িছি এ নিশি দিবা।
পীরিতি বিচ্ছেদ   সহনে না যায়
 কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥ ১৫

৩০৬

শ্রী।

পীরিতি-মূরতি   কভু না হেরিব
 এ ছুটি নয়ান-কোণে।
পীরিতি বলিয়া   নাম শুনাইতে
 মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি, আর কি বলিব তোরে। ৫
পীরিতি বলিয়া   এ তিন আঁখর
 এত দুখ দিল মোরে ॥
পীরিতি আরতি   কভু না করিব
 শয়নে স্বপনে মনে।
পীরিতি নগরের   বসতি ত্যজিয়া ১০
 রহিব গহনবনে ॥
পীরিতি পবন   পরশ লাগিয়া
 তেজিব নিকুঞ্জবাস।
পীরিতি বেয়াধি   ছাড়িলে না ছাড়ে
 ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥ ১৫

৫। ও সই, আর বলিব মোরে।
 পীরিতি বলিয়া   দারুণ আঁখর
 বলিতে নয়ান ঝুরে ॥—পাঠান্তর।
৮। কভু না স্মরিব ... ... "
১২। পীরিতি শ্রবণ   পরাণ লাগিয়া..."

৩০৭

শুন সহচরি   না কর চাতুরী
 সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি   কানুর পীরিতি
 কোথায় তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে   টিকে কোন্ স্থানে ৫
 সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে   পারাপার করে
 কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান   হব সাবধান
 না লব তাহার বা। ১০

নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার দেখি নিরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরি ১৫
জাতির বাহির সে ॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী ॥ ২০
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পীরিতি-নগরে বসতি করেছ
পরেছ পীরিতি-বাস ॥

৩০৮

ধানশী।

শুন শুন সই কহি তোরে।
পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥
পীরিতি-পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত ॥
পীরিতি দুরন্ত কে জানে ভাল। ৫
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলাজ পরাণে না বাঁধে থির ॥
দোসর ধাতা পীরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥ ১০
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি ॥

৯। দোসর ধাতা ইত্যাদি;—পীরিতি দ্বিতীয় বিধাতার ন্যায় আমার ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট করিতেছে।
১২-। সিধি—সিদ্ধি।

৩০৯

পটমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পীরিতির কথা ॥
সই, কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়ে কুলে দাঁড়াইয়ে
যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥ ১০
হাম অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি ॥

৩১০

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পীরিতের কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পীরিতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে ॥
পীরিতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে। ৫
যে করে তাহারে আর না দেখি বয়ানে ॥
পীরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি ॥

৮। দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি...পাঠান্তর।

৩১১

ঐ।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি। ৫
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল ১০
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে ;
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে ॥ ১৫
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পীরিতি
মরমে রহল শেল ॥

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে...পাঠান্তর।

১৯। (১) পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
পাইনু বজর-তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পীরিতি করিয়া
পাছে কর অনুতাপে ॥
(২) জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
মরণ অধিক শেল...পাঠান্তর।

৩১২

ঐ।

যাবত জনমে কি হৈল মর
পীরিতি হইল কাল।
অন্তর বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল ॥
সই, বল না উপায় মোরে। ৫
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিনু তোরে ॥
ননদী-বচনে জ্বলিছে পরাণে
আপাদমস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া ১০
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়ে যায় ঘুচে সে দায়
না বলে ছাড়য়ে লোকে।
চণ্ডীদাস কয় না করিহ ভয়
কি করিবে অধম লোকে ॥ ১৫

১৩। এ বোল এ ছার লোক...পাঠান্তর।
১৫। চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
মরিব তাহার শোকে ॥ পাঠান্তর।

৩১৩

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পীরিতের ডুরি ॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যাভার। ৫
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিবু পাথার ॥

চণ্ডীদাস কহে এই বাশুলীকৃপায়।
পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

৪। ভুরি—রজ্জু।

৩১৪

ঐ।

শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিতে ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি। ৫
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি॥
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে আইল তুরিতে ১০
সূতিকা-মন্দির ঘরে॥
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা পেলাম অন্ধ কন্যা
বিধি এত দুখ দিলে॥ ১৫
উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন করে।
হেনই সময়ে মায়ে ভেয়াগিয়ে
বঁধু পরশিল মোরে॥
পায়ে দিতে হাত মোর প্রাণনাথ ২০
অন্তরে বাড়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া,
* * * * *
ঘুচিল অন্ধ বাড়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে। ২৫
আমার কল্যাণে আনন্দিতমনে
করিল বিবিধ দানে॥
সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন ৩০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

৩১৫

ঐ।

আপনা আপনি দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই এ পাপ-মুখ॥
সই, বিধি দিল মোরে শোকে। ৫
পীরিতি করিয়া আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হায় অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে ১০
তাহাও না যায় শোনা॥
যদি বিধি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি হইলে
পীরিতির কিবা সুখ॥ ১৫

৫। বিধি—কানু...পাঠান্তর।

৩১৬

ঐ।

পরের অধীনী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পীরিতি-কথা ॥
সই, যে বল সে বল মোরে। ৫
শপথি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ-ঘরে ॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত বা সহিব প্রাণে।
ঘর যে তেজিয়া যাইব চলিয়া ১০
রহিব গহনবনে ॥
বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
অন্তরের যাইবে ব্যথা ॥ ১৫
চণ্ডীদাস কয় স্বতন্তরী হয়
তবে সে এমন বটে।
সে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে তাপ যে ছুটে ॥

১। অধীনী—রমণী · পাঠান্তর।
১৫। ঘুচিবে মনের ব্যথা… „
১৭। তাপ—পাপ ·· „

৩১৭

সুহই।

না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরবশ পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ ॥
সই, পীরিতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহি যে মরম ॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচনজ্বালা। ৫
কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বালা ॥
পীরিতি-বেয়াধি যদি অন্তরে সান্ধাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল ॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে মরণ করে লউক শমন ॥ ১০

১। নাহি জানি নাহি শুনি তারা পায় তাপ… পাঠান্তর।
২। পরবশ—পর সে .. … „
৮। ঔষধ খাইতে তবে পুন জরি গেল… „
১০। মরণ—এমন… … „

৩১৮

ধানশী।

দৈব যুকতি বিশেষ গতি
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয় ॥
সই, এমন কানুর রসে। ৫
জনম অবধি রহিবে পীরিতি
বিচ্ছেদ না হবে শেষে ॥
যেই মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরি পরাণ কাঁদে।
লেহ দাবানলে মন যেন জ্বলে ১০
হরিণী পড়িল ফাঁদে ॥
পলাইতে চায় পথ নাহি পায়
দেখি যে অনলময়।
বনের মাঝারে ছট্‌ফট্‌ করে
কত বা পরাণে সয় ॥ ১৫
বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া
পশিতে তাহাতে পুনঃ।
গরল আনলে শরীর বিবল
থামাইতে নারে যেন ॥

করিবর আদি না পায় সমাধি ২০
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার পীরিতি তাহার
রহিয়া দহিছে মনে। ২৫
ননদী বচনে দগধে পরাণে
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে নয়ন-পিঁজরে
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে ৩০
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাস কয় বাশুলী সহায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তার কি করে ননদী॥ ৩৫

১২। পলাইতে মনে চাই পথ পানে .. .. পাঠান্তর।
২৪-২৫। এমতি আমার পীরিতি তাহার
সহিতে সহিছে মনে। ... ,,
৩২। বাশুলীর সায় .. .. ,,

৩১৯

ধানশী।

জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে পরাণ ফাটে
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই, এ বড় বিষম কথা। ৫
কানুর কলঙ্ক জগতে হইল
জুড়াইব আর কোথা॥
বেয়াধি অবধি সমাধি করিয়ে
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয় অল্প মূল্য লয় ১০
হিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বলিল মন।
তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালায়
খলের পীরিতি শুন॥ ১৫
খলের সংহতি ছাড়িনু পীরিতি
ছাড়িনু সকল সুখ॥
চণ্ডীদাস কয় যদি দেখা হয়
এবে কেন বাস দুখ॥

৩২০

ধানশী।

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল জল সে হইল
পাইনু বড়ই দুখ॥
সই, দধি কেন ছিঁড়ি গেল। ৫
কানুর পীরিতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল॥
পীরিতি ঘুচিল আরতি না পূরিল
না ঘুচিল কলঙ্কজ্বালা।
তবু অভাগিনী না ঘুচে কাহিনী ১০
পরিবাদ দেই কালা॥
বুঝিলাম যতনে প্রবোধিনু পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল নৈরাশ॥ ১৫

আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে ছাড়িলে ছাড়ন নহে
শুধু সুধাময় লেহ॥

৮। আরতি না ঘুচিলপ...... পাঠান্তর।
৯। পরিবাদ হৈল কালা...... ,,

৩২১

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥
ত্যজিলে কুল-শীল এ লোকলাজ।
কি গুরুগৌরব গৃহের কাজ॥
ত্যজিয়া সব লেহা পীরিতি কৈনু। ৫
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাঁড়ায়েছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ * ১০

৩২২

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পীরিতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥

সই, কে বলে মিঠা ইক্ষু গুড়। ৫
পরের বচনে চাকিনু বদনে
খাইনু আপন মুড়॥
চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া ১০
এবে সে লাগিল সীট॥
মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু
বিছুরিনু আপন ভাব।
কানুর পীরিতি বুঝিনু এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥ ১৫
আপন করমে বুঝিনু মরমে
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি করিয়া
কেবা কোথা পাইল যশ॥

৫। সই, কে বলে ইক্ষুরস গুড়...পাঠান্তর।
৬। চাকিনু...আস্বাদ করিলাম।
৭। মুড়...মস্তক।
১১। সীট...অসার পদার্থ।

৩২৩

মল্লার।

দিবস রজনী গুণি গুণি গুণি
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পীরিতি ভাল গো সখি ৫
কে বলে পীরিতি ভাল।
সে ছার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল॥

* কোথাও এই পদ জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত আছে।

বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে। ১০
করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর-লোভে মৃগী আনন্দে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে ১৫
বড়শী লাগিল মুখে॥
নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥ ২০
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥
লাখ হেম পেয়ে যতনে বাঁধিতে ২৫
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

৫-৬। শুন শুন দূতি কি কহ যো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।...পাঠান্তর।
৯। সোনার গাগরি বিষজল ভরি... ”
১০। আনন্দে—পিয়াশে ·· ”

৩২৪

সিন্ধুড়া।

সই, কি হইল কালার জ্বালা।
রাত্রি দিন মন সদা উচাটন
স্বপনে দেখি যে কালা॥
মুদিত-লোচনে যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।
মনের মরম তোমারে কহিনু
শুন গো মরম-সখি॥
ঘরে নাহি মন মন উচাটন
কি না হৈল মোর ব্যাধি।
কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়
কহ না ইহার বুধি॥
সদাই হৃদয় আমার পরাণ
কানুর চরণে বাঁধা।
যে জন পীরিতি পাড়ার পড়সী
সদাই করয়ে বাধা॥
দূরে রহু তার আদর পীরিতি
সে জন আঁখির বালি।
না যাব সে ঘর পাড়ার পড়সী
দেই যত গালি॥
চণ্ডীদাসে কহে লোকের বচন
কিবা সে করিতে পারে।
আপনা হৃদয়ে মনের মানসে
নিরবধি ভজ তারে॥

৩২৫

ধানশী

না জানি পীরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়ামু পা।
পীরিতি বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা॥
কহ কি বুদ্ধি করিব দেখি।
একে লোকলাজ এ পাপ পরাণ
ঘরে থিরি নাহি থাকি॥

আপনার বুড়া অঙ্গুলি বিনিয়া
চলিতে নারি যে ধীরে।
আমার করমে বিধির লিখন ১০
মিছা দোষ দিব কারে॥
ভাবিতে গণিতে কানুর পীরিতি
পরাণ হইল সারা।
সঘনে সঘনে সজলনয়নে
নিরবধি বহে ধারা॥ ১৫
চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধপারা।
মিছা লোককথা চাঁদ সখা যার
কিবা করে লাখ তারা॥

——০——

৩২৬

ধানশী।

শুন গো মরম-সখি।
কানুর পীরিতি পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি॥
কিবা সে কুদিন দেখিল সেহনে
নয়ান পসারি দুটি। ৫
সেই দিন হতে আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ছুটি॥
আন সে আনল বারি ঢালি দিলে
তখনি নিবায়ে যায়।
মনের আগুন নিবাইব কিসে ১০
দ্বিগুণ জ্বলিয়ে তায়॥
বন পোড়ে বলে বনে আগুনি
দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বড়ি বিষম শুন গো সজনি
জ্বলে উঠে বিনি ফুকে॥ ১৫
হের দেখ সখি অঙ্গে হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ আগি।
সে শ্যাম-বিচ্ছেদে ক্ষুধায় বিষাদে
সদা কাঁদি তার লাগি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি ২০
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক যত পরিবাদ
হৃদয়ে যতনে ধর॥

৪। সেহনে=তাহাকে।
৮। আন সে আনল=অপর আগুন।

——০——

৩২৭

শ্রী।

সই, বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে পীরিতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে। ৫
যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি ১০
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥ ১৫
ধীবর দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন ২০
যদি বা সহিতে পারি।

যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
সকলি স্বপন মানি। ২৫
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি ॥

৬। বাউল—পাগল, উন্মত্ত।

২২-২৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার জন্য একটু চঞ্চল হইতেন জানিতাম, তবে গুরুজনের কুবচন সহ্য করিতে পারিতাম।

—o—

৩২৮

শ্রী।

সই, রহিতে নারিমু ঘরে।
নিরবধি বলে কানু-কলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে ॥
ঘরে গুরুজনে যত আছে মনে
কালার কলঙ্ক সারা। ৫
বিরলে বসিয়া সেখানে বসিয়া
নয়নে গলয়ে ধারা ॥
কি করিব বল ইহার উপায়
শুন গো মরম-সখি।
এ পাপ-পরাণ সদাই চঞ্চল ১০
ঘরে স্থির নাহি থাকি ॥
বিষ ভেল গৃহ ভোজন না রুচে
ঘুম নাহিক হয়।
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে নাহি ভায়
শ্রবণ তা পানে রয় ॥ ১৫
গৃহকাজে চিত না রয় বেকত
কালার ভাবনা গাঢ়া।
চণ্ডীদাসে বলে কালার পীরিতি
সকলি হইবে ছাড়া ॥

—o—

৩২৯

ধানশী।

সই, মরিব গরল খেয়ে
কানুর পীরিতি বিষম বেয়াধি
আমারে বেরল গিয়ে ॥
কত না সহিব অবলা পরাণে
কুবচনে ভাজা দেহ। ৫
মনের বেদনা বুঝে কোন্ জনা
আন কি বুঝিবে কেহ ॥
হেন মনে করি বিষ খেয়ে মরি
দূরে যাউ যত দুখ।
অখলা রমণী কুলের কামিনী ১০
সবার হউক সুখ ॥
কত না সহিব সেই কুবচন
সহিতে হইনু কালী।
হেন মনে করি এ ঘর করণে
দিব সে আনল জ্বালি ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে বলে এমন পীরিতি
বিষম প্রেমের লেহা।
পীরিতি আরতি যার উপজিল
তার কি আছয়ে দেহা ॥

—o—

৩৩০

ধানশী।

সই, আর কিছু কৈয় না গো।
সকল বজর পাড়িয়া পরল
গোকুলে নন্দের পো ॥
কে জানে পাইব এত অপবাদ
স্বপনে নাহিক জানি। ৫
তবে কি তা সনে বাড়ামু মরমে
অথবা কুলের ধনী ॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
দেখিয়া কালিয়া কানু।

বিরহ বেয়াধি কত না সহিব ১০
কবে সে তেজিব তনু ॥
শুনহ সজনি হেন মনে করি
গরল ভখিয়া মরি।
তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ
গোপতে গুমরি মরি ॥ ১৫
কহে চণ্ডীদাস হিত আশ্বাস
পীরিতি এমতি রীত।
কেন এত তুমি করিছ বিষাদ
ক্ষণেক ধৈরজ চিত ॥

৬৩১

ধানশী।

সই, কি কাজ এ ছার ঘরে।
শ্যাম নাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হেদে মরে ॥
কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি। ৫
লোক চরাচরে মনু মনু মনু
কি ছাড় পড়সী গণি ॥
আমি সে লয়েছি শ্যাম-হেমমালা
হৃদয়ে পরিয়াছি।
কহে যত জন শত কুবচন ১০
সে বহি লইয়াছি ॥
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম সুনাগর
ভজহ কিশোরী গোরী।
লোক-পরিবাদ মিছা যত হয়
গোকুলে গোপের নারী ॥ ১৫

৬৩২

ঐ।

সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
গুণগুণি হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে ॥
সই, কি ছিল আমার করমে।
রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল ঠামে ॥
জনম অবধি ক্ষীর নীরে করি
সিঁচিল ও লতামূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের সীমা ১০
হরিয়া লইল আনলে ॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হৈল বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় তাহার কি ঘাটি হয়
পরশে করিবে সুখী ॥ ১৫

৮। ক্ষীর নীরে করি—ক্ষীর ও জল দিয়া।
১৪। ঘাটি—অপরাধ।

৬৩৩

বিহাগড়া।

শুন ও গো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোকমুখে শুনি ইহা বলে লোক
কানু সনে রাধা আছে ॥
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে ৫
এত দিন আছি মোরা।
লোকমুখে শুনি কখন না চিনি
কানু কাল কিবা গোরা ॥
ঘরের ঘরণী আছে কালবাদিনী
পাপমতি ননদিনী। ১০
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আইস শ্যাম-সোহাগিনী ॥
কিবা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি।

শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে ১৫
আই মাইকে জানাই দেখি ॥
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আন নাহি জানি।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণি ॥ ২০

—o—

৩৩৪

সুহিনী।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে ॥
সই, এ কথা কহিব কারে। ৫
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি করে ॥
পিয়ার পীরিতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান ১০
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পীরিতি আরতি বাড়ায়ে
মরণ অধিক কাজে।
লোকচরচায় কুল রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে ॥ ১৫
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমন পীরিতি না জানি এ রীতি ২০
পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

৫। সই, এ কথা কহন নহে—পাঠান্তর।
৭। কখন কি জানি কহে— „
১৪। লোকচরচায় কুলের খাঁকার— „
২২। পীরিতি পরম হয় দুখ সুখ— „

—o—

৩৩৫

ঐ।

পীরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের সায়রমাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী ৫
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥
সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে ১০
কেমনে ধরিব দে ॥
ধরম করম লোকচরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥ ১৫
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

২। সায়র— সাগর—পাঠান্তর।

—o—

৩৩৬

ঐ।

সই, পীরিতি আঁখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানি রাতি কি দিন ॥

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি কেমন রীত। ৫
রসের পীরিতি রসের স্বরূপ
কে না করে পরতীত ॥
সই, কি আর কুল-বিচারে।
শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব
কি মোর সোদর পরে ॥ ১০
পীরিতি মন্তর জপি নিরন্তর
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পীরিতে আপনা বেচিনু
নিছিয়া দিনু জাতিকুল ॥
সে রূপ-সায়রে নয়ান ডুবিল ১৫
সে গুণে বঁধিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া ॥
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি
আছিতে আছয়ে ঘরে। ২০
চণ্ডীদাসে কয় ইঙ্গিত পাইলে
আগুন ভেজায় ঘরে ॥

৬-৭। রসের স্বরূপ পীরিতি মূরতি
কেবা করে পরতীত।—পাঠান্তর।
১৭-১৮। সে সব চরিতে ডুবু ডুবু মন
আনিব কি গুণ দিয়া ॥—পাঠান্তর।

———০———

৩৩৭

ধানশী।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
সিরজিল কোন্ ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাই কাহাকে
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥
পীরিতি রতন পীরিতি যতন ৫
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
কি ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই, পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে মানুষ জনমে ১০
কি সুখে আছয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥ ১৫
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
অবোধ মূঢ় যে লোকে।
চণ্ডীদাসের মন মরুক সে জন
পরচরচায় থাকে ॥

৫। পীরিতি মূরতি পীরিতি রতন—পাঠান্তর।
৮। ভাগ্য—যজ্ঞ— "
১০। এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ॥—পাঠান্তর।
১৮। চণ্ডীদাস ভনে মরুক সে জনে
—পাঠান্তর।

———০———

৩৩৮

ধানশী।

সুখের লাগিয়া পীরিতি করিনু
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে ॥
সই, পীরিতি বিষম মানি। ৫
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি ॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে ১০
সে এত নিঠুর কেন ॥

বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

৫। সই, এ বড়ি আকুতি শুনি—পাঠান্তর।
৬-৭। তত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে ইহা না জানি ॥—পাঠান্তর।
১২। বল না বল না সই কি বুদ্ধি করিব—পাঠান্তর।
১৪-১৫। হিয়া দগদগি কি দিয়া জুড়াবে
কেমনে হইবে ভাল ॥—পাঠান্তর।

—o—

৩৩

শ্রী।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
ঝালেতে ঝালিল দে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল। ৫
কানুর পীরিতি রস এই মতি
কি জানি কেমন হল ॥
পীরিতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাড়াইনু তাথে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী ১০
আনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পীরিতে ডুবিল দেহ।
নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥

২। আলাতে জ্বালিল দে—পাঠান্তর।
৬-৭। কানুর পীরিতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥—পাঠান্তর।

—o—

৩৪

শ্রী।

সুখের পীরিতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
কাঞ্চন পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে এমতি লয় ॥
সই, কেমন কারিকর সেহ। ৫
এ সব সংযোগ কেমনে করিলে
কেমনে গড়িলে দেহ ॥
সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া থাকয়ে
কেমতে পাইল এ।
মাটীর ভিতরে কাঞ্চন গড়য়ে ১০
সন্দেহ এ বড়ি এ ॥
মদন-মাদন থাকে কোন স্থানে
বুঝিতে সন্দেহ হয়।
এ তিন আনিয়া একত্রে ছানিয়া
গড়িল কেমন দেহ ॥ ১৫
তিন তিন গুণে বাঁধিলেক ঘুণে
পাঁজরে পশিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥
এমতি অকাজ করে কোন রাজ ২০
বুঝিতে নারিল মোরা।
কুলের ধরমে তাজিনু মরমে
এমতি হউক তারা ॥

চণ্ডীদাসে কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে। ২৫
আপনা আপনি বলায় কুবাণী
আপন মরম সুখে॥

১২-১৫। "সাগর মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সে।
মোদন মাদন পাইল কোন্ স্থানে
রসে নিরমিল যে॥—পাঠান্তর।

১৭। পাঁজর ধসিয়া গেল—

—o—

৩৪১

ঐ।

আপনা খাইনু সোনা যে কিনিনু
ভূষণে ভুষিব দেহ।
সোনা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ॥
সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা। ৫
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা॥
পরিতে অঙ্গেতে ঝলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল ১০
শেল রহি গেল বুকে॥
যেমত মতি তেমত গতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে॥ ১৫
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরে এ সব সাধ।
খাইতে নাই ঘরে সাধ বহু করে
বিধি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায় ২০
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পীরিতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥

৫। মদন এমনি দৃষ্টিহীন যে, সোনা ঠিক চিনিতে পারে না। মদন-মোহিত লোকেরা ভাল বিচার করিতে পারে না। পাশ্চাত্যেরা ত মদনকে অন্ধ বলিয়াছেন। আমাদের গোবিন্দদাসও বলেন,—"আঁধল প্রেম।"

৮। পরিতে অঙ্গেতে প্রতি অঙ্গুলিতে—পাঠান্তর।

—o—

৩৪২

ঐ।

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি
ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই, কে বলে পীরিতি হীরা। ৫
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ সে লাগিল ফিরা॥
পরশ পাথর হয় যে শীতল
বলয়ে সকল লোকে।
আমি অভাগিনী পীরিতি না জানি ১০
কতেক পাইনু শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পীরিতি
এমতি না হয় তারে।
এ পাপ পড়সী সকল ডাহিনী
সকলি দোষয়ে মোরে॥ ১৫
গৃহের গৃহিণী সঙ্গে ননদিনী
বলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণ সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে ২০
বাশুলী আছয়ে যথা।

তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবে কোথা ॥

১০-১১। "মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে।—পাঠান্তর।

১৪-১৫। এ পাড়া পড়সী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে।—পাঠান্তর।

২০। নিকটে—হাটে—পাঠান্তর।

——০——

৩৪৩

শ্রী।

কানুর পীরিতি মরণের সাথি
বুঝিল এতেক দিনে।
মরিলে ছাড়িবে সঙ্গে কি যাইবে
কহ না ইহার বিধানে॥
সই, জীয়ন্তে এমন জ্বালা। ৫
জাতি কুল শীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন ১০
অন্তরে উঠয়ে উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লয়ে জাল
তুরিতে ঝাপয়ে তীরে॥ ১৫
কানুর পীরিতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের গরলে জারিল সকলে
কলঙ্কী বলয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ ২০
উপদেশ রজকী নারী।
সহিতে সহিবে কিছু না ভাবিবে
কহিবে একান্ত করি॥

১। মরণের সাথি—মরমে বেয়াধি—পাঠান্তর।
২। বুঝিল—পাইল— "
৩। মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে—"
১০। কদর্থন—কুপরামর্শ।
১৮-১৯। খলের বচনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে।—পাঠান্তর।
২০-২৩। চণ্ডীদাস মন বাশুলী চরণ
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে
বলিবে একান্ত করি।—পাঠান্তর।

——০——

৩৪৪

সিন্ধুড়া।

আমরা সরল পীরিতি গরল
লাগিল অমিয়া ময়।
মহানন্দ রীতি বিচুরল পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই, দৈবে হৈল হেন মতি। ৫
অন্তরে জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পীরিতি রীতি॥
মাটী খোদাইয়া খাল বনাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া ১০
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকায় চড়ায়ে দরিয়াতে লয়ে
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করে ডুবিয়া না মরে
উঠিতে না পারে কূলে॥ ১৫
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি কি হয়
তুমি সে ভাবহ তারে॥

১-৪। আমরা সরলপ্রকৃতি, তাই গরলসদৃশ পীরিতি আমাদের নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পীরিতির রীতি প্রথমে মহানন্দময় বোধ হইয়াছিল, তাই পতিকে ত্যাগ করিয়াছিলাম; ফলে কলঙ্ক হইল।

—০—

৩৩৫

শ্রী।

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পীরিতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন হেন হৈল। ৫
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
এমন না দেখি শুন ওলো সখি ১০
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপরে চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর খসিয়া গেল॥ ১৫
খসিতে খসিতে সকলি খসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কিছু নাহি ভয়
ঐছন কানুর লেহ॥

১০-১১। না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল।—পাঠান্তর।
১৮। কিছু নাহি ভয় কহিলে না হয়
—পাঠান্তর।

—০—

৩৩৬

ধানশী।

নিঠুর কালিয়া না গেল বলিয়া
জানিলে যাইত সাথে।
গুরুগরবিত বসতি আমার
পরাণ লইয়া হাতে॥
সই, কি আর বলিব তোরে। ৫
আপন অন্তর না কর বেকত
তবে সে কহি যে তোরে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥ ১০
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পীরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত ১৫
এ দুখ কহি যে কারে।
হয় দুখভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে পরের বেদন
সে রত আপন কাজে। ২০
চণ্ডীদাসে বলে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে॥

৫-৭। এই কয় পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে এইরূপ আছে:—
এমত ব্যাভার না জানি তাহার
পীরিতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে॥

—০—

৩৪৭

ধানশী।

সই, কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইনু
সে পুনি আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া ফেলাইতু পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ। ৫
মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥
মরক বুঝিয়ে ধরিয়ে ডাল
ছায় সে বুঝিয়ে মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে ১০
ব্যথিত বুঝিয়া ব্যথা॥
অবিচারে সই করিল পীরিতি
কেন কৈল হেন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে থী রহ সুন্দরি
কহিলে পাইবে লাজে॥ ১৫

৫। থেহ—স্থৈর্য্য।
১৪। থী রহ—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক।

—o—

৩৪৮

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে ৫
না দেখি নয়ন-কোণে।
তবু সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হায় অভাগিনী পরের অধীনী
সকলি পরের বশে। ১০
সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পীরিতি-রসে॥
অনুখন মন করে উচাটন
না সরে মুখেতে কথা।
চণ্ডীদাসের মন অরুণ নয়ন ১৫
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

৫। শয়নে—জনম—পাঠান্তর।
৭। তবু সে সজনি—অবুধ সে জনি।—পাঠান্তর।

—o—

৩৪৯

বিভাস।

আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দড়॥
সহজে আপন বয়স যেমন ৫
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী॥
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল ১০
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ॥ ১৫

১১। হইল—হইলাম।—পাঠান্তর।
১৩-১৫। একরূপ বোলতা আছে, তাহারা আরসুলা ধরে। অনেকের বিশ্বাস যে, আরসুলাটা ধরা পড়িলেই স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং বোলতার রূপ ভাবিতে ভাবিতে বোলতা হইয়া যায়। চণ্ডীদাস বলিতেছেন,—শ্রীরাধিকা কাল শ্যামের রূপ ভাবিতে ভাবিতে কাল হইয়া গিয়াছেন।

—o—

৩৫০

ঐ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধিল মরণ নিজ॥
সই, প্রেম-তরু কেন হৈল। ৫
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিচিতে জনম গেল॥
পীরিতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া ১০
খাইনু আপন মুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পীরিতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে॥ ১৫
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা॥

—০—

৩৫১

ঐ।

পীরিতি আনল ছুঁইলে মরণ
শুনহ কুলের বধূ।
আমার বচন না শুন এখন
জানিবে কেমন মধু॥
সই, ও বোল না বল মোকে। ৫
পীরিতি আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে॥
সদা ছট্‌ফট্ মুরলী বিকট
নটপটী তার বেশ।
আর বিষ খাইলে তখনি মরিয়ে ১০
বিষে ত জীবন শেষ॥
নয়ানের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবন-আশ।
পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১৫

—০—

৩৫২

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর উক্তি।

তুড়ি।

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মুরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী তেজিয়া আপনি ৫
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে ত্যজে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে। ১০
বলিকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে যেমত রাবণে ১৫
যেই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
যেবা পরচরচায় থাকে।
পীরিতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে॥ ২০

—০—

আক্ষেপানুরাগ।

স্বগত।

৩৫৩

গান্ধার।

কেন বা পীরিতি কৈলাম শ্যাম বঁধুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে। ৫
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে কানু লাগি॥
আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যেতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে এথাই॥ ১০

১। কেন বা পীরিত কৈনু কালা কানুর সনে।—পাঠান্তর।
৬। মোর—যেন— পাঠান্তর।

—০—

৩৫৪

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পীরিত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোকচরচাতে। ৫
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥ ১০
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

৯-১০। একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে।
তাহে কানু-পরিবাদ দেয় পাপ লোকে॥
—পাঠান্তর।

—০—

৩৫৫

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝোরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিঁদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে। ৫
নব অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে॥
এনা রস যে না জানে সেনা আছে ভাল।
হৃদয়ে বিঁধিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগূঢ় পীরিতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস কবি হইল ফাঁফর॥ ১০

৫। নবীন পাউস—নূতন ঢস।
৬। নিষেধ—ধৈরজ—পাঠান্তর।
৭। এনা—এই ; সেনা—সেই।
৮। বিঁধিল—রহিল—পাঠান্তর।
১০। কবি—বড়ু।—পাঠান্তর।

—০—

৩৫৬

ধানশী।

* * * * * *
* * * *

সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি॥
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি ৫
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে। ১০

চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে ॥

—o—

৩৫৭

পাহার।

জনম গোঁয়ানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুল শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব ॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি গুরু দিঠে দিনু বালি ৫
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু ॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে। ১০
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঁই ত অনলে পুড়ে মরে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনন্দ হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ ১৫
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

৫। গুরু দিঠে দিনু বালি—গুরুজনকে অপমানিত ও দুঃখিত করিলাম।
৯। গণে—জানে—পাঠান্তর।

—o—

৩৫৮

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি ৫
সদা ছল ছল আঁখি।

পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়। ১০
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর ১৫
সদাই হিয়ায় জাগে ॥

—o—

৩৫৯

সুহই।

আনিল অমিয়া-পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সব লোকে। ৫
অন্তর পুড়িয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥

১। অমিয়া-পানা—অমৃতের সরবৎ।
২। মিঠ—মিষ্টত্ব।

—o—

৩৬০

পটমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ। ৫
আর কাল হৈল মোর গিরি-গোবর্দ্ধন ॥

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥ ১০

——০——

৩৬১

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পীরিতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জনম হৈতে কুল গেল ধরম গেল দূরে। ৫
নিশি দিন মোর মন কানু লাগি ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পীরিতের হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষ রে জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥ ১০

——০——

৩৬২

ঐ।

যাহার সহিত যাহার পীরিতি
সেই সে মরম জানে।
লোকচরচায় ফিরিয়া না চাই
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহকর্ম্মে থাকি সদাই চমকি ৫
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা গঞ্জয়ে নানা
তাহা বা কহিব কি। ১০
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব কেবা নিবারিবে
কে জানে মরম-দুখ।
চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা ১৫
তবে সে পাইবে সুখ॥

১৫-১৬। দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে দুঃখ কমিয়া যাইবে।

——০——

৩৬৩

পাহাড়।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরাধীন হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়। ৫
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি-অনল-তাপে পাষাণ সে জ্বলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥ ১০
যমুনার জলে গিয়া যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান। ১৫
দারুণ পীরিতি মোর বধিল পরাণ॥

আমি কৃষ্ণ-প্রেমের অধীন হইয়াছি বলিয়া অপরে যাহাতে সুখ পায়, আমি তাহাতে পাই না।

১৩। অতএ—অতএব।

১৪। নিচয়ে—নিশ্চয়।

——০——

৩৬৪

ঐ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পানু।

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু ৫
ঠেকিনু পীরিতি-রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে। ১০
মাগ এই বর মরণ সকল
কি আর এ সব আশে॥
এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পীরিতি শেষে।
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে ১৫
তাহা জানে চণ্ডীদাসে॥

—o—

৩৬৫

ঐ।

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পানু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে ৫
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
হাম কলঙ্কিনী রাধা॥
এ ঘর করণ বিধি নিদারুণ
পীরিতি পরের বশে। ১০
হেন করে মন হউক মরণ
আর যত অপযশে॥
বাহির বেড়াতে লোকচরচাতে
বিষম হইল ঘরে।
পীরিতি বলিয়া যতেক বৈরী ১৫
আপন বলিব কারে॥
রাধা মেনে কেহ নাম নাহি লবে
এখানে অমনি মলে।
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
বঁধু আপনার হলে॥ ২০

—o—

৩৬৬

ঐ।

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন।
বিষ মিশাইলে যেন এ ঘর করণ॥
পাসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়। ৫
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
হাসিতে শ্যামের সনে পীরিতি করিয়া।
নাহি যায় দিবা নিশি মরয়ে ঝুরিয়া॥
পীরিতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেন বাড়াই লেহা কালিয়ার সনে॥ ১০
পীরিতি-গরলে মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোনার দেহ হৈয়া গেল কাল॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে।
এমন পীরিতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে॥

—o—

৩৬৭

সুহই।

পীরিতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনে দোসর দু কাণে নাহি শুনি॥
রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি ছুটে।
বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে। ৫
কানুপরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥

যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লয়েছি তারে কুল শীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে তায়॥ ১০

——০——

৩৬৮

গান্ধার।

যদি বা পীরিতিখানি সুজনের হয়।
নয়নে নয়নে মিলন হইলে
তবে সে ফিরিয়া লয়॥
যে মোর পরাণের মরম ব্যথিত
তারে বা কিসের ভয়। ৫
অতি দুরন্তর বিষম পীরিতি
সকলি পরাণে সয়॥
অবলা হইয়া বিরলে রহিয়া
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে বাঁশীতে গীতের ঝামরু ১০
এ বড় সুগড়পণা॥
যেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে
অধিক সৌরভ হয়।
শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পীরিতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ১৫

১-৩। যদি বা পীরিতি সুজনের হয়।
নয়নে নয়নে হইল মিলন
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়॥—পাঠান্তর।
১০-১১। হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
পরাণ উপরে হানা॥—পাঠান্তর।
১২। মলয়জ—চন্দন।

——০——

৩৬৯

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে চলিতে চায় আন পথে ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম না লইব তার নাম লয় রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ। ৫
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥ ১০
চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ॥

১। চিতে—তায়।—পাঠান্তর।
২। আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥—পাঠান্তর।

——০——

৩৭০

ঐ।

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহি একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি সে মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে। ৫
পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনের মুই ঘুচাইমু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

——০——

৩৭১

বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিয়ে ছাই।
জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই॥
না দিল রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এমতি আছিল মোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাহি দেখা। ৫
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোখা॥

ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব বঁধুর পাশে।
আরতি পীরিতি ভবে কহে চণ্ডীদাসে॥

১। ধাতা কাতা বিধাতার কপালে দিয়াছি ছাই।
[কাতা—কর্তা] —পাঠান্তর।
৩। না দিল রসিক জন মোর পুরুষের সনে।—পাঠান্তর।
৭। যাব বঁধুর পাশে—যাব দুরদেশে।— "
৮। আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥— "

—০—

৩৭২

ঐ।

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে। ৫
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দুরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১০

—০—

৩৭৩

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজ পীরিতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জর জর
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে বঁধুর সহিতে ৫
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বাল দিতাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ। ১০
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে ১৫
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে॥ ২০
মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া পীরিতি করিনু
লোক শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে পীরিতি লক্ষণ ২৫
শুন গো বরজ-নারি।
পীরিতি ঝুলিটি কাঁধেতে করিয়া
পীরিতি নগরে ফিরি॥

৫। ঘটিতে—ঘটনায়।

—০—

৩৭৪

ঐ।

কালার পীরিতি গরল সমান
না খাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি অনলে পুড়িয়া মরে যে
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে তখনি মরণ ৫
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট্‌ফট্ ঘুরণি নিপট
লট পট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ। ১০

পরশ পাথর ঠেকিয়া রহিল
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

——০——

৩৭৫

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে পীরিতি মরম
সে কেন পীরিতি করে।
আপনা না বুঝে পরকে মজায়
পীরিতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি পীরিতি মরম ৫
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব ॥
পীরিতি রতন করিয়া যতন
পীরিতি করিব তায়। ১০
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পীরিতি রয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন পাইবে সে জন ১৫
সহজ মানুষ সে ॥

——০——

৩৭৬

সিন্ধুড়া।

পীরিতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে মিলাইতে জানে
তবে সে পীরিতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীত। ৫
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু ১০
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥ ১৫
মনের সহিতে পীরিতি করিয়া
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

——০——

৩৭৭

ঐ।

পীরিতি পীরিতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে
পীরিতি গড়ল কে ॥
পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর ৫
না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি কণ্টক হৃদয়ে ফুটিল
পরাণ পুতলি যথা ॥
পীরিতি পীরিতি পীরিতি আনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল। ১০
পীরিতি আনল নিভালে না নিভায়
হৃদয়ে রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাসের বাণী শুন বিনোদিনি
পীরিতের না কও কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে ১৫
পীরিতি রহিবে কোথা ॥

৬। শ্রবণে শুনিতাম কথা।—পাঠান্তর।
১১-১২। বিষম অনল নিভাইলে নহে
হিয়ায় রহিল শেল ॥—পাঠান্তর।
১৪। পীরিতি না কহে কথা।— ”
১৬। পীরিতি মিলায় তথা।— ”

——০——

৩৭৮

বরাড়ি।

কেনে কৈনু পীরিতির সাধ।
পীরিতি অঙ্কুর হৈতে   যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঁই যদি জানিতু এত   তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।   ৫
ভুলিনু পরের বোলে   কুলটা হইনু কুলে
জগৎ ভরিয়া রইল লাজ॥
যখন পীরিতি কৈল   আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তাহে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি   ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি   ১০
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পীরিতি আঁখর তিন   যাহার হৃদয়ে চিন
তার কিবা লাজ কুলভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস   যে করে পীরিতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥   ১৫

—o—

৩৭৯

ঐ।

পীরিতি বলিয়া   এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে   হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে   ভাবিতে ভাবিতে   ৫
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে   মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের   সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি।   ১০
সকল সুখের   এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥
যাহার মরমে   পশিল যতনে
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম   সরম ভরম   ১৫
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পীরিতি   না জানি কি রীতি
পরিণামে জানি হয়।
পীরিতি বন্ধন   না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥   ২০

৭। রসের সাগর   মন্থন করিতে।—পাঠান্তর।
৯-১০। পুনঃ যে মথিয়া   অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।—পাঠান্তর।
১২। তুলনা দিব যে কি॥— "
১৬। কি তার জনমে আর।— "
১৯। পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন।— "

—o—

৩৮০

ঐ।

পীরিতি পীরিতি   মধুর পীরিতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পীরিতি করিয়ে   দেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময়॥
পীরিতের কথা   শুনিব হে যেথা   ৫
তথায় নাহিক যাব।
মনের সহিত   করিয়া পীরিত
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া   সুমতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে।   ১০
স্বরূপ প্রভাবে   সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

—o—

৩৮১

ঐ।

শ্যামের পীরিতি   মূরতি হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।

পরাণ পীরিতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ ৫
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন উপায় শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥
পরাণ রতন পীরিতি পরশ
জুকিনু হৃদয় তুলে। ১০
পীরিতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে ॥
জাতি কুল বলি দিয়ে তিলাঞ্জলি
কি আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন ১৫
নিছিনু কালা পীরিতে ॥
হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণ জোড়া।
কি জানি কি ক্ষেণে কি দিয়া কি কৈল
মরিলে না যায় ছাড়া ॥ ২০
তিলেক মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস মরমে রহিল
পীরিতি অমিয়া সিন্ধু ॥

৫-৬। সই, যদি সে শ্যাম ধনের লাগি পাউ
তবে সে এ দুখ ছুটে।—পাঠান্তর।
৭। আন মত শুনি— ”
৯। পরাণ সমান পীরিতি রতন— ”
১১। পীরিতি বেয়াধি দ্বিগুণ হইল— ”
১৩-১৪। জাতি কুল বলি দিনু জলাঞ্জলি
আর সতী চরচাতে।—পাঠান্তর।

—o—

৩৮২

বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই ॥
গুরু দুরজন যত বঁধুরে দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়। ৫
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায় ॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুকে দেখে বুক ফেটে মরে ॥ ১০
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥

১। বিধির বিধান—গার্হস্থ্য ও সামাজিক রীতি-নীতি।
৪। সন্ধ্যামুনি—এক রকম সাপ।

—o—

৩৮৩

ঐ।

ছার দেশে বসতি নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী নৈলে না জানে বেদনা ॥
চিত্ত উচাটন করে মন ঝুণু ঝুণু।
ননদীর বচনে পাঁজরে বিঁধে ঘুনু ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি। ৫
বঁধু মোর বিমুখ হৈল ননদিনী বৈরী ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি হবে উপায় ॥
বাশুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত।
আপনার চিত্ত ধনি করহ সম্বিত ॥ ১০

৩-৪। চিত্ত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী-বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে ॥—পাঠান্তর।
৯-১০। বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত্ত করহ সম্বিত ॥— ”

—o—

ঐ।

পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পীরিতি অন্তরে পীরিতি মন্তরে ৫
পীরিতি সাধিল যে।
পীরিতি রতন লভিল যে যন
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে। ১০
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে॥
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন ১৫
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

৩। বিরিখের—বৃক্ষের।

—o—

৬৮৫

ঐ।

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবনমাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥
বেদ-বিধিপর সব অগোচর ৫
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দুহুঁক অধর সুধারসবাণী
তাহে উপজিল পী। ১০
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে ১৫
আপনি হইবে চোর॥

—o—

৬৮৬

ঐ।

পীরিতি নগরে বসতি করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকল পর॥
পীরিতি দ্বারের কপাট করিব ৫
পীরিতে বাঁধিব চাল।
পীরিতি আসকে সদাই থাকিব
পীরিতে গোঁয়াব কাল॥
পীরিতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পীরিতি শিথান মাথে। ১০
পীরিতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি সরসে সিনান করিব
পীরিতি অঞ্জন লব।
পীরিতি ধরম পীরিতি করম ১৫
পীরিতে পরাণ দিব॥
পীরিতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ান কোণে।
পীরিতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০

৭। আসকে—আসক্তিতে অথবা 'আসক্' বা 'এস্‌ক্' উর্দু ও পারসী শব্দের অর্থই 'প্রেম', পীরিতি।

—o—

৬৭

শ্রী।

পীরিতি রসের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর ৫
সুধাময় তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন-জ্বালা জলের সেহলা
পড়সী জিউল মাছে। ১০
কুল পানীফল কাঁটাতে সকল
সলিল ঢাকিয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে ১৫
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ তার ঠাঁই ঠাঁই॥ ২০

১। রসের—সুখের।—পাঠান্তর।
৬। সুধাময়—নিরমল।— "
১২। ঢাকিয়া—বেড়িয়া।— "

———o———

৬৮

শ্রী।

কুলের ধরম ভরম সরম
সকলি হৈল ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিনু
এবে সে হইল গাঢ়া॥
কে জানে এমন পরিণামে হব ৫
এমন পাইব দুখ।
তবে কি পীরিতি করিনু আরতি
এ হেন প্রেমের সুখ॥
এই দেখি ধারা প্রেম হৈল হারা
বাঁচিতে সংশয় ভেল। ১০
আছিল আমার সোনার বরণ
কাল হৈয়া গেল॥
চণ্ডীদাস বলে শ্যামের পীরিতি
যে ধনী করিয়াছে।
পীরিতি আদর সে জন করিয়া ১৫
কেবা কোথা ভাল আছে॥

———o———

৬৯

সুহই।

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি। ৫
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে॥ ১০
ভাল মন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

———o———

৩৯০

শ্রী।

পীরিতি নগরে বসতি করিব
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি পড়সী পীরিতি প্রেয়সী
অন্ত সকলি পর॥
পীরিতি সোহাগে এ দেহ রাখিব ৫
পীরিতি করিব বল।
পীরিতির কথা সদাই কহিব
পীরিতে গোঁয়াব কাল॥
পীরিতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পীরিতি-বালিশ মাথে। ১০
পীরিতি-বালিসে আলিস করিব
রহিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি সায়রে সিনান করিব
পীরিতি জল যে খাব।
পীরিতি দুখের দুখিনী যে জন ১৫
পরাণ বাঁটিয়া দিব॥
পীরিতি বেশর নাসাতে পরিব
রহিব বন্ধুয়া সনে।
হৃদয়-পিঞ্জরে পীরিতি থুইব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০

—০—

৩৯১

শ্রী।

ধিক্ রহু কুলবতী কুল তেয়াগিয়া।
মরয়ে খলের সনে লেহ বাড়াইয়া॥
চিকণ চাঁচর কেশ বেশ খোয়াইয়া।
ধুলায় ধূসর কাঁদে নিশি পোহাইয়া॥
জাতি কুলশীল দোষে আর গুরুজন। ৫
কাহারে না কহে সেই মরম বেদন॥
কে তার মরমে আছে মরমে পশিয়া।
মরম-বেদনা তার লইবে বাঁটিয়া॥
চণ্ডীদাস কহে সেই বেদনা জানিয়া।
পীরিতি বেয়াধি রহে মরমে লাগিয়া॥ ১০

—০—

রাসলীলা।*

৩৯২

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল-ডাল ফুল ভরি ভাল ৫
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা। ১০
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর ১৫
নিরমাণ শত শত॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তাঁর কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল দেব অগোচর
কি কহিব তার আভা॥ ২০
মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর॥

* মূল হইতে চণ্ডীদাসের 'রাসলীলার' বড় পার্থক্য নাই। তবে তিনি কবিসুলভ কল্পনার বেগে অনেক মধুর কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীরাধিকার মান, শ্রীকৃষ্ণের গায়িকা-বেশে রাধিকার নিকট আগমন ও সঙ্গীতে তাঁহার চিত্তবিমোহন, এ সব কথা ভাগবতে নাই।

—০—

৩১৩

কামোদ।

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ ধনী ॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী ৫
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত। ১০
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী ১৫
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥ ২০
রাইএর অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ঐ ঐ শুন কিবা বাজে তান
কেমন করিছে প্রাণী ॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি ২৫
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ। ৩০
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেশালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান ৩৫
ঐছন সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥ ৪০
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে ৪৫
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী ধাইলু অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে। ৫০
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজনারীগণে দেখিয়া তখনে
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলসন করিল রচন ৫৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

———o———

৩১৪

ঐ।

রমণীমোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কি বা সে বাঁধনি
বিচিত্র স্ফুচারু কেশ ॥

মণি হেমমালে বেড়িয়া দুধারে ৫
তাহাতে মুকুতা-মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখ না শোভিছে ভাল॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমর ধাওল কোটী। ১০
পরিমল আশে উড়ি বৈসে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী॥
দুকাণে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ূর শিখণ্ড ঝলমল করে ১৫
তাহে সে উড়িছে বায়॥
নাগর বরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ-ধনু বাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে॥ ২০
মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।
সোনার বরণ নানা আভরণ
রতন-নূপুর পায়॥
রমণী রমণ করিতে যতন ২৫
নাগরশেখর রায়।
এমত মুরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

৭। থরি—সারি—শ্রেণী।
১১। পরিমল—মধু—প্রকৃত অর্থ সুগন্ধ।

—০—

৩১৫

কানড়া।

মোহন মুরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা॥
তা দেখি রমণী জীয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা॥
নবীন চাতক যেন।
ঘনরস পিয়ে ঘন॥ ১০
চাহনি চঞ্চল শরে।
তারা কি রহিবে ঘরে॥
নব নব বেশখানি।
রহিবে কোন বা ধনী॥
মুরলী অপার গান। ১৫
পাষাণ গলিয়া যান॥
সে নব চলন গতি।
মদন মোহিত তথি॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি॥ ২০

—০—

৩১৬

সুহই।

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে।
নানা আভরণ করল শোভন
জননী নাহিক জানে॥
নিভৃতে উঠিয়া নাগর শেখর ৫
ত্যজিয়া আনহি কাজ।
চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়ে করে
নানা বেশ ফুলসাজ॥
চলিতে গমন মদমত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে। ১০
মদন বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে॥
মনসিজ শরে বিন্ধিল ধানুকী
আর কি চেতন রহে।

নিবারণ নহে মরম বেদন ১৫
মনহি মাঝারে রহে ॥
বরজ-রমণী রমণ কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রসতত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহ ত নাহিক জানে ॥ ২০
প্রবেশ করিল বৃন্দাবনমাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান ॥
চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস ২৫
বিহার করিল কানু।
রস-সুখ অতি করিতে পীরিতি
সুধুই রসের তনু॥

২৭। রস সুখ রতি—পাঠান্তর।

৩৯৭

জয়শ্রী।

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প-বিকসিত
নানা পক্ষগণ গায় ॥
তরুগণ যত ফুলভরে তারা ৫
লম্বিত ধরণীতলে।
মধু ঝরে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
কেকম ধরিয়ে তারা। ১০
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা ॥
যমুনার নীরে জলচর ফিরে
শফরী ফিরিছে তায়।
নানা পুষ্প ফুটে পঙ্কজ কুসারি ১৫
মধুকর মধু খায় ॥
চণ্ডীদাস কয়ে কিবা সুখময়ে
নিভৃত সুচারু বনে।
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
এ কথা কেহ না জানে ॥ ২০

৩৯৮

কাফি।

নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ-কুটীর
মণি-মাণিকের স্তম্ভ।
রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অনুপম রঙ্গ ॥
উপরে জড়িত হেম মরকত ৫
মুকুর কিসে বা গণি।
চারি পাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি ॥
ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে। ১০
পুষ্পের সৌরভে দশদিক্ মোহে
মধুকর ধায় লোভে ॥
নেতের পতাকা উড়ে অনুপাম
কুটীর উপরে দিয়া।
শত শত কোটী এ কুঞ্জ-কুটীর ১৫
সকল তাহার ছায়া ॥
বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান।
এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ২০

১৩। উড়ে—অতি—পাঠান্তর।

৩৯৯

কামোদ।

টল টল টল অতি নিরমল
শরৎ পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদনে কুটীরে বসি॥
কলরব করু যত পাখিগণ ৫
ময়ূর ময়ূরী নাদে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্করু শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে॥
মদন বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রাসের লীলা। ১০
নিভৃতে রসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা॥
বদনে ভূষণ মুরলী সদন
বাজয়ে কতেক তান।
সঙ্কেত নিশান বাজে আন তান ১৫
ছুটল পঞ্চম গান॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিল শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলহ তবে॥ ২০
বিহ্বল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নাহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী ২৫
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধ বাণ খেয়ে ধাওল হইয়ে
চারিদিকে যেন চায়॥
চণ্ডীদাস বলে ব্রজ জনা-চিত
আকুল হইয়া গেল। ৩০
নাহি আন কথা পাই হিয়া ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল॥

—o—

৪০০

ধানশী।

শুন গো মরম সখি।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি॥
ধৈরয না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল। ৫
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ এই তনু মোর ১০
তথায় আছয়ে চিত॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনা
না জানে আনহু পথ।
যেনক চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ॥ ১৫
সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটি
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা ভেটিব নাগর
পাবহ তাকর কোড়॥
যেন মেঘরস তাহাতে আবেশ ২০
চাতক না পায় বারি।
সে জন পিয়ারে না পাই আবেশে
সে জন হুতাশে মরি॥
জলের আবেশে চাতক ঝুরয়ে
তেমনি আমরা হই। ২৫
তবে সে জীয়ই অথির রমণী
জলদ গতিক সেই॥

চণ্ডীদাস বলে চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি ৩০
ত্বরিতে চলিয়া যান॥

———০———

৪০১

শ্রী।

কি করিতে পারে গুরু দুরুজন
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক ৫
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিছে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে। ১০
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মনে হেন লয়ে॥
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ-কাজ ত্যজি চলিল তখনি ১৫
যেমত আছিল সাজ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
ত্যজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি॥ ২০
চলিলা ত্বরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে তখনি চলিলা
রহল তেমতি পড়ি॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে ২৫
শুধুই হাঁড়িতে জ্বাল।
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল॥
রন্ধন উপেখি চলে সেই সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী। ৩০
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হয় হউ কুল হাসি॥

———০———

৪০২

শ্রী।

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতেছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন॥
চলিল গমন সেই বৃন্দাবন ৫
কাঁদিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতন নাহিক কিছু॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হয়ে। ১০
হেন বেলে শুনি মুরলীর ধ্বনি
উঠিল চেতন পেয়ে॥
বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই ত্যজিল তখনি ১৫
চলিল বনেতে সাজি॥
কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভনে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে॥ ২০

কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশীগীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ॥
চণ্ডীদাস বলে কি বা সে দেখল ২৫
অপার অখল রামা।
তেঁই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা॥

৪। সব দুখ গেল শেষ—পাঠান্তর।
৪। শোষ—বেদনা।

—o—

৪০৩

কামোদ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিল বলে॥
এত নিশি বল কোথারে গমন ৫
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথায় যাবে। ১০
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুখ যায় তবে॥
ত্যজিয়া আমারে যাহ কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।
বহুত গঞ্জনা শুনি নিঃশবদে ১৫
রহিল কমলমুখী॥
যখন তাহার ঘুমাইল পতি
তখন ত্যজিয়া গেল।
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি শুনিল॥ ২০
ভয় পরিহরি চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান॥

—o—

৪০৪

কামোদ।

আর এক গোপী যাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি।
তাহারে রুষিয়া কহিছে গঞ্জিয়া
নিশিতে যাইবে কতি॥
একে ঘোর রাতি তাহাতে স্ত্রী জাতি ৫
ভয় নাহিক মনে।
নাহি লাজ-ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে॥
অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া থুইল ঘরে। ১০

* * * * *

—o—

৪০৫

কানড়া।

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিতে
শুনিয়া মুরলী গীতে॥
রসের আবেশে পদ-আভরণ ৫
কেহ বা পরিল গলে।
গলা আভরণ কোন ব্রজরামা
পরিছে চরণে তালে॥

বাহুর ভূষণ কনক-কঙ্কণ
পরিল হৃদয়মাঝে। ১০
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে॥
কেহ বা পরিল একহি কুণ্ডল
শোভই একহি কাণে।
ঐছন চলল বরজ-রমণী ১৫
ধৈরজ নাহিক মানে॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দুর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহি নয়ন চালে॥ ২০
নানা আভরণ পরে কোন্‌খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করল
সেই বৃন্দাবন পানে॥
কেহ নবরামা বসন ভূষণ ২৫
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে আহীর-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে॥

৮। পরিছে চরণতলে—পাঠান্তর।

—০—

৪০৬

শ্রী।

এই মত সব গোপের রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিল ধাইয়া
সঙ্কেত কহি ধামা॥
চল চল ধনি রাই প্রেমমণি ৫
চল চল যাব বনে।
রসের আবেশে কহে নবরামা
কহিছে ধনীর স্থানে॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই। ১০
তরল কথন রমণী অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই॥
পুন শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী-তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে ১৫
চিতে নাহি কিছু আন॥
রাধার আরতি সে নহে পীরিতি
তথাই আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে রসের আবেশে
কহিছে সকল জন॥ ২০
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল॥
দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে ২৫
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক চম্পক কবরী বেড়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল॥
সিঁথায় সিন্দুর তার মাঝে মাঝে
দিয়েছে চন্দন-ফোঁটা। ৩০
যেন শশধর চৌদিকে বেড়ল
কি তার কহিব ঘটা॥
নাসার বেশর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক-কাঁচুলি তার পরিপাটী ৩৫
মুকুতা গাঁথুনি পাশে॥
ঘাঘর কিঙ্কিনী বাজে রিণি ঝিনি
পিঠেতে দুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক-চাঁপা॥ ৪০

নীল উড়নি ভুবন-মোহিনী
সোনার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজয়ে
হংস-গমনে যায়॥
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা ৪৫
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল॥

—০—

৪০৭

কামোদ।

দেখ সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব সংসারমাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে চল ঢল॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়। ৫
ভয়েতে আকুল হয়ে ত্বরিতে রাধারে লয়ে
বৃন্দাবন মুখে সবে ধায়॥
মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতূহলে
আজ বড় আনন্দ অপার।
সে রূপ আনন্দনিধি আজু সে মিলাব বিধি ১০
দেখিব চরণ দুটি তাঁর॥
ভাসিব আনন্দ-রসে পূরিব যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত।
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হোথা যদুনাথে
রাধানামে বাঁশী গায় গীত॥ ১৫

—০—

৪০৮

সুহই।

শ্যাম-মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরলনয়নে চায়॥
অপার অপার বহু বিদগধ ৫
সুন্দরী সে ধনী রাই।
শ্যাম দরশনে চলিলা ধেয়ানে
সুধা শ্যাম-গুণ গাই॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোনার লতা। ১০
কিবা সে তড়িৎ চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দরসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ্ পাইয়া ১৫
সুখের সায়রে ভাসে॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন্‌খানে আছে
রমণী জনার ধন॥ ২০
আগে হের দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবনমাঝে।
ঐখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে॥
চণ্ডীদাস বলে গোপিনীর বোলে ২৫
চাহিয়া দেখিল রাই।
ঘন ঘন রব মুরলীর শবদ
তাহাই শুনিতে পাই॥

১৬। সায়রে—পাথারে—পাঠান্তর।

—০—

৪০৯

কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখী।
আজি সে তোমারে মিলব সুদিন
কমল নয়ন আঁখি॥

প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল ৫
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী ॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়। ১০
এই দুখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয় ॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পড়িয়াছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে ১৫
যতনে লইয়াছি ॥
শ্যাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে আছে আন বোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা ॥ ২০
গোপীগণ বলে হাসি রস রসে
চলহ তুরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি ॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী ২৫
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
চল বৃন্দাবন মুখে ॥

—o—

৪১০

ঐ।

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরি তেমন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুরবিন্দু ৫
তাহে বেড়ল কতেক ইন্দু
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
নোটন ঘোটন বাঁধিয়া ॥
বিম্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুলে মণ্ডিত অতি সে ঘোর ১০
দশন কুন্দ যেমন কলিকা
কি বা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসিকার পর বেশর আর
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল ১৫
দেখহ বেকত ভালিয়া ॥
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত
রসভরে ধনী সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া ॥ ২০

—o—

৪১১

কানড়া।

রাধার আবেশে গমন মন্থর
চলিলা আবেশ হৈয়া।
শ্যাম-মন্ত্রমালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করিল গিয়া ॥
উপবন মাঝে প্রবেশ করিল ৫
সুখময় ধনী রাই।
প্রেমরস-ভরে আধ আধ বোল
সঘনে কহিছে তাই ॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার কাছে। ১০
কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ তুরিত বেশে ॥

নাগর শেখর   একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে   দিলা দরশন ১২
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

—০—

৪১২

কামোদ।

কানু কহে শুন   আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ   কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী॥
অবলার কুল   অতি নিরমল ৫
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে   কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥
রাধা কহে তাথে   শুন যদুনাথে
আর কি কুলের ভয়। ১০
একদিন জাতি   কুল শীল পাঁতি
দিয়াছি ও দুটি পায়॥
আর কি কুলের   গৌরব সূচনা
আর কি জেতের ডর।
তোমার পীরিতে   এ দেহ সঁপেছি ১৫
এখন কি কর ছল॥
কেবল গোপীর   নয়ন অঞ্জন
হিয়ার পুতলী তুমি।
তাহে কর হেন   কেন তুয়া মন
এবে সে জানিনু আমি॥ ২০
ভাল তুমি বট   ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।
চণ্ডীদাসে বলে   ও নহে উচিত
শুন হে নাগররাজ॥

—০—

৪১৩

কামোদ।

শুন হে কমল-আঁখি।
এ দেহ সেখানে   পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাখী॥
সকল তেজিয়ে   শরণ লয়েছি
ও দুটি কমল পায়। ৫
ঠেলিয়া না ফেল   ওহে বাঁশীধর
যে তোর উচিত হয়॥
তিলেক না দেখি   ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায়   এ পাপ পরাণ ১০
ধড়ে আসি রহে প্রাণ॥
যেমন ঘরের   দীপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি   লোচন সবার
হেনক আমরা বাসি॥ ১৫
সকল ছাড়িয়ে   যে লয় শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ   ভূষণ শকতি
বাঞ্ছাসিদ্ধি নাম ধর॥
চণ্ডীদাস বলে   শুন গোপনারি ২০
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে   সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

১৩। বাসি—মনে করি।
২২। সিচহ—সেচন কর।

—০—

৪১৪

শুন হে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায়॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি॥

যে ভজে তোমার পায়। ৫
যে জন তোমারে ধ্যায় ॥
আন কি জানিয়ে মোরা।
তুমি নয়নের তারা ॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে ॥ ১০
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়ে আইনু আমি ॥
শুন হে পুরুষ ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন ॥
কি বলিব আমরা অবলা। ১৫
আমি হই দাসী পনসারা ॥
চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়।
অদভুত শুনি যে হেথায় ॥

—o—

৪১৫

কামোদ।

শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত এই নহে চিত
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমার কারণ সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর। ৫
অবলা অখলে হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর ॥
আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায়।
এতেক বেদন তোমার কারণ ১০
শুন হে নাগর রায় ॥
সকল তেজিনু তবু না পাইনু
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া বঙ্কিমে চাহিয়া
এবে কেন কর ডেরি ॥ ১৫

তুমি প্রাণমণি পরশ খাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমন পতিক নয় ॥
বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন ২০
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
না পাইয়ে কোন কূল ॥
চণ্ডীদাস বলে আমি জানে ভালে
কালার পীরিতি লেঠা। ২৫
যেমন জানিবে সরোরুহ ফুল
তাহার অঙ্গেতে কাঁটা ॥

১৫। ডেরি—চাতুরী।
২২-২৩। লাগিয়া—লাগ। এমন ধন পাইয়াও আমরা কোন কূল পাইলাম না।

—o—

৪১৬

কানড়া।

তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর ॥
দেখি বল নাথ এ ভব সংসারে ৫
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী জনার হৃদয় মানস
কেবল আঁখির তারা ॥
গৃহ পতি ত্যজে হা হা মরি লাজে
শুনহ নাগর রায়। ১০
এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায় ॥
শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহারে এমনি রোষ।

অবলা বচনে কত ক্ষেণে ক্ষেণে ১৫
কত শত হয় দোষ ॥
প্রাণ-পতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে পরাণ
দাঁড়াই কাহার কাছে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সবার প্রাণ ॥

——০——

৪১৭

শ্রী।

তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায় ॥
যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর।
পর কৈল আপন আপন কৈল পর ॥ ৫
মনের আগুন কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার ॥
এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে কহয়ে অনুচিতে ॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী। ১০
মিছা মিছা বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী ॥
তোমার কলঙ্ক হেমমালা করি গলে।
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে ॥
ঘরে হইল পরিবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিঠুর তুমি এবে গেল জানা ॥ ১৫
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে প্রেম দিয়া করিলা পীরিতে ॥
তোমার পীরিতে গোপী ত্যজিয়া সকল।
দাণ্ডাইতে নারি মোরা হইল বিকল ॥
চণ্ডীদাস দেখিয়া গোপীর প্রেমবাণী। ২০
হরষে পরশমণি পরিবে এখনি ॥

১। বিদগধ—রসিক।
৮। আপনা—আচার ....পাঠান্তর।
৯। কহয়ে অনুচিতে—কয়রে অন্ত চিতে।...”

——০——

৪১৮

কাফি।

নয়ন তরল বহে প্রেমবারি
অথির কুলের বালা।
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে বিরহ আগুন
দ্বিগুণ হইল জ্বালা ॥
মলয়-চন্দন মৃগমদ যত ৫
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয় কাঁচুলি তিতিল সকল
তাহা নাহি গেল রাখা ॥
প্রেমে ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা। ১০
ব্যাধবাণ খেয়ে ধাওল হইয়ে
চারি দিকে নাহি সারা ॥
ক্ষীণ গোপীগণে চাহি চারি পানে
বিরহ-বেদনা পাইয়া।
কাষ্ঠ সব যেন চিত্রের পুতলি ১৫
সারি সারি দাঁড়াইয়া ॥
কি শুনি কি শুনি বিষম বিপদ
হৃদয়ে হইয়ে ব্যথা।
আর কি জীবন সঙ্কট হইল
কি আর দেখহ হেথা ॥ ২০
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
তাহার এমন রীত।
চল গিয়া জলে পশ কুতূহলে
মরিব এনহে চিত ॥

কি আর পরাণ রাখিব আমরা ২৫
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিবাদ
নয়নে বহিছে লোর॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী। ৩০
নাগর বচন বিষের সমান
এবে সে ইঁহাই জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনি
এই মোর মনে লয়।
ভকতি আদরে সরস বচনে ৩৫
বিনতি করহ পায়॥

৩। আগুন—বেদনা…পাঠান্তর।
৫। মলয়—অমিয়া।……"

—০—

৪১৯

জয়শ্রী।

তুমি বঁধু ব্রজের জীবন।
জাতি কুল করিয়া রোপণ॥
তুমি নহ নিঠুরাই পণা।
কেনে দেহ বিরহ-বেদনা॥
যে ভজে তোমার দুটি পায়। ৫
তারে নাথ হেন না জুয়ায়॥
গৃহ পরিবার পরিহরি।
তোমারে মজিল ব্রজনারী॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া।
যত দুখ তোমার লাগিয়া॥ ১০
শাশুড়ী ক্ষুরের অতি ধার।
খরতর তাহার বিচার॥
কাঁদিতে না পারি তব লাগি।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ। ১৫
বাহির হইয়া যাইতে সাধ॥
চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত।
শ্যাম কহিছে অনুচিত॥

—০—

৪২০

ধানশী।

রাধা কহে শুন আমার বচন
নিশ্চয় করিয়া কও।
কেন হেন চিত করিলে বেকত
এত নিদারুণ নও॥
তোমা হেন ধন পরম কারণ ৫
পাইল অনেক সাধে।
বিহি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি। ১০
সরল যে জন নাহি তার কোন
কুটিল কুটক ছাড়ি॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে।
কোন কোন দিন সেই বাদিয়ারে ১৫
দংশয়ে আপন রোষে॥
ভুজঙ্গ সমান তেন তুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা॥ ২০
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তরে কুটিল মুখে মধু পর
আমরা এমন বাসি॥

যে ছিল তা হল তাহাই করিল ২৫
নিরমল যেবা ছিল।
তাহে দিয়া কালি ঠাকুরালি ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন ধনী রাধা
ঐছন কানুর লেহা। ৩০
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা॥

———o———

৪২১

পুরবী।

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কামিনী যত।
তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীত॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাঙ্গাইয়া ৫
নিদানে এমতি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া-বরণ-ধর॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ। ১০
তা সনে পীরিতি না জানি এ গতি
এবে সে জানিল এহ॥
তখন প্রথমে পীরিতি করিলে
দেখাইলে আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন ১৫
এবে সে পাতিলে ফাঁদ॥
হৃদয় যাকর কালিয়া বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিলে
এবে সে হইল গাড়ি॥ ২০
আমরা হইয়ে কুলের বৌহারি
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিলে বেকত
শুনহ প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি ২৫
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পীরিতি কেবল
কেনবা করিছ ভ্রম॥

১৭। যাকর—যাহার।

১৮। কঠিন—কুটিল…পাঠান্তর।

———o———

৪২২

পুরবী।

বঁধু তুমি কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান॥
কেন তুমি বিরস বদন।
কহে যত গোপী সখীগণ॥
ওহে তুমি বিদগধ রায়। ৫
মো সবারে হেন না জুয়ায়॥
স্ত্রীবধ পাতকী ভয় পাবে।
মরিব তোমার নিজ ভাবে॥
দাঁড়াইয়া দেখহ আপনে।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে॥ ১০
একে একে ব্রজের রমণী।
হেঁট মাথে খুঁটয়ে ধরণী॥
পাসরিলে সে সব পীরিতি।
পরিণামে হেন কর গতি॥
তুয়া বিনে আর কেবা আছে। ১৫
আমরা দাঁড়াব কার কাছে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাস কেলি॥

৭।৮। স্ত্রীবধ পাতকী ভয় লাগে।
মরিব সকলে তব আগে॥…পাঠান্তর।

———o———

৪২৩

ঐ।

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিল তাতে।
আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর পড়িল মাথে ॥
পরের পীরিতি আগে না গণিয়া ৫
যে জন পীরিতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়
পরিণামে হেন করে ॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিশায়
জলের বিম্বুকি প্রায়। ১০
যেন নিশাকালে নিশার স্বপন
তেমত পীরিতি ভায় ॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতলি
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটি ১৫
বাজিকর করে কেলি ॥
তেমতি তোমার পীরিতি জানিনু
শুন হে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়া যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায় ॥ ২০
মুখে কত যতন সরস বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখন এমন না জানি কখন
এমত তোমার ধারা ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি ২৫
কে বলে পীরিতি ভাল।
পীরিতি-গরলে এ দেহ জারল
অন্তর হইল কাল ॥

২১। মুখে কত জন সরল বচন ··পাঠান্তর।

—o—

৪২৪

সিন্ধুড়া।

সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় এত পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম ॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ ৫
যার লাগি যেবা জীয়ে।
সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে ॥
তোমার মুরলী ডাকিল সুস্বরে
আইনু ধাইয়া বনে। ১০
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে ॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে ১৫
শোকেতে মরিবে রাধা ॥
তোমার কারণে এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাঙ্গাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে ॥ ২০
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই দুঃখিত
মুখে না নিঃস্বরে বাণী।
চিতে বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী ॥

৯। সুস্বরে— সরসে ··পাঠান্তর।

—o—

৪২৫

সিন্ধুড়া।

বঁধু, কি আর ঘরের সাধ।
হেদে গো সজনি কহ মোরে বাণী
এ সুখে হইল বাদ ॥

যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ
  মনে না পূরল সাধ ॥ ৫
কাষ্ঠের পুতলি রহে সারি সারি
  চাহিয়া নাগর পানে ।
যেন সে চাঁদের রসের লাগিয়া
  চকোর থাকয়ে ধ্যানে ॥
তেমতি নাগরী রসের গাগরি ১০
  মুগধ তাহাতে বড়ি ।
যেন বা ক আশে ধনের লালসে
  তৈছন গোপের নারী ॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
  করিতে রসেরি পান । ১৫
শফরী-জীবন যেন জল বিন
  সে জন কুলেতে যান ॥

* * * * *

* * *

সুধামাখে যেন করে আন চান ২০
  চণ্ডীদাস কহে তবে ॥

৮। যেন সে—যেমন ··পাঠান্তর।
১৪। মেঘবর—মেঘরস।···"

——o——

৪২৬

ঐ।

যে দিন হইতে তোমার সহিতে
  পহিলে হয়েছে দেখা ।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
  যেমত শেলেরই রেখা ॥
শপথি করিয়া পীরিতি করিলে ৫
  তাহা বা রাখিলে কৈ ।
কে আছে ব্যথিত কাহারে কহিব
  যে দুখে আমরা রই ॥
আপনি বলিলে আপনি কহিলে
  আবার এমত কর । ১০
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
  পুরুষ বলিয়া সার ॥
একটি বচন করি নিবেদন
  শুন হে নাগর রায় ।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া ১৫
  ধরেছিলে দুটি পায় ॥
দোসর বচন করি নিবেদন
  শুন হে নন্দের সুত ।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
  দশনে ধরিলে কুট ॥ ২০
তেসর বচন করি নিবেদন
  দাঁড়ায়ে শুন হে তুমি ।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
  বিদায় হয়ে যাই আমি ॥
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর ২৫
  ভাসিল নয়ানের জলে ।
রসিক নাগর হইল কাতর
  দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

——o——

৪২৭

কানড়া।

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
  বড়ই আকুল হয়ে ।
যা লাগি এতেক হল পরমাদ
  রহল বিয়োগ পেয়ে ॥
উপজল মান যেন বিষফুল ৫
  সে নব কিশোরী রাধা ।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
  কম্পিত ও তনু আধা ॥

নয়ন-কমল যেন রাতাপল
ত্যজিয়ে আনের কাছে। ১০
বৈসল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবী-তলার পাছে॥
মাধবী তলাতে বসি এক ভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ বিধুটি বড়ই মলিন ১৫
কছু না বচন না লবে॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলি সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুঁটে।
নিশ্বাস হুতাশে তাহার হুতাশে
নাসা আভরণ ছুটে॥ ২০
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনী কিশোরী রাই।
কাছে একজন ছিল গোপনারী
তাহাতে উঠাল তাই॥
তুমি হেথা কেন কোন অভিমান ২৫
তুমি যাও শ্যাম পাশে।
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

৯। রাতাপল—রক্তোৎপল।
১৫। বড়ই মলিন—ধূলায় ধূসর···পাঠান্তর।

—০—

৪২৮

সুহই।

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা আনের কাছে।
সুধামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
অতি কোপমনে আছে॥
তবে কি বা সুখ উঠে কত দুখ ৫
সে ধনী ত্যজিয়া কিবা।
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা॥
দুই চারি সখী রাই পাশে গিয়া
কহিতে লাগিলা তায়। ১০
কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হইয়াছ কায়॥
শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন বচনে অভিমান কেনে ১৫
এ তোর উচিত নয়॥
শ্যাম পরসঙ্গ না কহ আরতি
তোমরা তুরিতে গিয়া।
শ্যাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ গিয়া॥ ২০
আমি না যাইব শ্যাম সাধ গেল
কিবা সে রহল তোরা।
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা॥

১২। কায়—কি জন্য।
১৭। কহ—কর ··পাঠান্তর।

—০—

৪২৯

সুহই।

গেলা যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি।
রাই মানাইতে না পারিল তারা
কি কব ইহার গতি॥
চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী ৫
কহিতে লাগিল তায়।
রাই মানাইতে না পারি বেকত
এ কথা কহিব কায়॥
হেথা শ্যাম রায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান। ১০

কহে এক সখী শুন সুনাগর
রাধার হয়েছে মান ॥
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন ॥
কেন বা মানিনী হয়েছে সে ধনী ১৫
কিসের কারণে বল।
কহে সুনাগরী শুন প্রাণ হরি
মানেতে হয়েছে ঢল ॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে। ২০
সেই সে কারণে অতি অভিমান
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৩। তারা—মোরা…পাঠান্তর।

—o—

৪৩০

ধানশী।

নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া
বড়ই হইলা দুখী।
রাধার পীরিতি মনে হয় তথি
হিয়াতে না হয় সুখী ॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া ৫
পূরত সুস্বর বাণী।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
ত্বরিতে গমন ধ্বনি ॥
এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
ঘনে ঘনে কহে রাই। ১০
বাঁশীতে সকল নিশান বেকত
ভরিয়া অমৃত তাই ॥
শুনি পশু পাখী পুলকিত মানে
বনের হরিণী যত।
বাউল হইয়া মিলাইছে শিলা ১৫
শুনি সে মুরলী-গীত ॥

মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সে কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥ ২০

১২। ভাবিয়া অস্থির তাই…পাঠান্তর।

—o—

৪৩১

সুহই।

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম দুটি আঁখর জপিছে
কোথা হে রসের প্রিয়া ॥
ক্ষেণে রাধারূপ ধেয়ান করয়ে ৫
অন্তরে ও রূপ দেখি।
ক্ষেণেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাশে
রাধা নাম তাহে লিখি ॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
গাইয়া আপন মনে। ১০
ত্যজল সকল বেশ পরিপাটী
রহই একটি ধ্যানে ॥
করের অঙ্গুলি জপি কত বেরি
জপয়ে রাধার নাম।
এই তন্ত্র মন্ত্র এই সুধারস ১৫
সঘনে কহই শ্যাম ॥
মুগধ মুরারি রসের চাতুরি
আকুল হইয়া চিতে।
রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিল কুঞ্জের ভিতে ॥ ২০
কোথা রসময়ি দেহ দরশন
তো বিনে সকলি আন।
তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান ॥

তোমার কারণে বাঁশীটি বদনে ২৫
শুনি বা কেমন রতি।
* * * * *
* * *
এই সে বাঁশীতে সঙ্কেত নিশান
বাজই রসিক রায়। ৩০
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

৩০। বাজই—গাওয়ই… পাঠান্তর।

——০——

৪৩২

বাঁশী দূতপণা কতেক প্রকারে
বাজিল রসের তান।
তবু না আওল বৃষভানু-সুতা
রহল নিভৃত মান॥
বিনোদ নাগর হইল কাতর ৫
ত্যজল সকল সুখ।
রাধা পথ পানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ দুখ॥
ক্ষেণে কত বেরি উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা। ১০
অলসে কাতর রসিক নাগর
না কহে একহি ভাষা॥
না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিঞ্ছ মুকুট চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির ঘাগর ১৫
সে পীত বসন ধড়া॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।
কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা॥ ২০
কোথা না পড়ল মধুর মুরলা
নূপুর পড়ল কতি।
নয়নে গলয়ে বহুতর বারি
চণ্ডীদাস দুখমতি॥

——০——

৪৩৩

সুহই।

ক্ষেণে রাধাপথ পানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই॥
কুঞ্জে লুটত মহি ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান॥
কোথা রাধা সুকুমারী গোরী। ৫
হেরত নয়ন পসারি॥
পুনঃ মুদিত দুই আঁখি।
ধনিমণি কতি নাহি দেখি॥
একলি কুঞ্জে নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে॥ ১০
হা রাধা হা রাধা তনু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ॥
তো বিনু সব ভেল বাধা।
হৃদিপর যাতায়ত রাধা॥
ঐছন কাতর মুরারি। ১৫
গদ গদ নয়নক বারি॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আসি মিলব পুন গোরী॥ ২০

৩। মহি—মণি…পাঠান্তর।

——০——

৪৩৪

ঐ।

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।

রাই-ভাবে তনু পূরিত হইয়া
তাম্বুল নাহিক খায় ॥
বিসরি সকল পূরব পীরিতি ৫
এবে ভেল অভিমান।
কহে সুনাগর চতুর-শেখর
দূতি যাহ রাধা ঠাম ॥
রাই মানাইয়া আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই কান। ১০
তুরিত গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন ॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবী মাঝ।
সঙ্কেত-মুরলী ডাকিল সুস্বরে ১৫
অনেক মানের কাজ ॥
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙ্গে রাধার মান।
সেই গোপবালা পরাভব মানি
আওল আমার ঠাম ॥ ২০
চণ্ডীদাস কয় শুন রসময়
রাধার বড়ই মান।
আনে আনিবারে কেহ না পারিবে
পয়ান করহ কান ॥

——০——

৪৩৫

কামোদ।

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়ে
দূতী কহে এক বাণী।
রাই মানাইয়া এখনি আনিব
শুন হে নাগরমণি ॥
কহিছে নাগর চতুর-শেখর ৫
এখনি চলিয়া যাহ।
চলি একমন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে সেহ ॥
সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগিল তাই। ১০
* * * * * *
* * * ॥
দূর হতে দেখি দূতীর গমন
করিল শ্রীমুখ বঙ্ক।
হেনকালে দূতী দাঁড়াই সম্মুখে ১৫
কহেন রসের রঙ্গ ॥
দূতী বলে ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগর পরিহর ধনি
যাহারে সঁপিলে দে ॥ ২০
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে ত্যজি রহ দূরে
কত মেনে সুখ পাও ॥
যাহার কারণে বেণীর বাঁধন ২৫
দিনে কত বার কর।
কালিয়ার সাধে কাল জাদখানি
ভাবে বেণীপর ধর ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুধামুখি
কুঞ্জেতে আকুল কান। ৩০
তুরিতে গমন বিলম্ব না কর
তেজহ দারুণ মান ॥

২৭। কাল জাদ—কাল জাল···পাঠান্তর।

——০——

৪৩৬

গড়া।

সে হেন রসিক ফেলে রবি তথা
মলিন শ্রীমুখ-চাঁদ।

যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া চলকে ৫
কেবল গরল সায়।
যে দেখি তোমার চরিত আবার
বিষম বিপাক ধারা ॥
হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিয়ে ভাল। ১০
সে হেন নাগর তোমার হুতাশে
বিরহে হয়েছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজ- দল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ হুতাশে সেই দলজল ১৫
ক্ষেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা ক্ষেণে ক্ষেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥ ২০
কমল নয়ান মলিন বয়ান
সঘনে তোহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
ত্যজল অঙ্গের বেশ আভরণ ২৫
সোনার মুকুট চূড়া।
অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পড়ে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরি করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা। ৩০
চণ্ডীদাস কহে তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥

১। রসিক—রসের…পাঠান্তর।
২৫-২৬। ত্যজল নাসার নানা আভরণ
ও নব মুকুট চূড়া।…পাঠান্তর।

—১—

৪৩৭

মালব।

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই ॥
পড়িয়া নিকুঞ্জ ঠাম।
কেবল তোমার নাম ॥
তুয়া পথ কত হেরি। ৫
হেম রতন হার তোড়ি ॥
ডারল আভরণ ভার।
তাম্বুল দূরে কবি ডার ॥
হেম নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পূর ॥ ১০
সে হেন নাগররাজে।
অভিমান কভু সাজে ॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোহার ধেয়ান বনমালী ॥

৬। তোড়ি—ছিঁড়িয়া ফেলিয়া।
৭। ডারল—ত্যাগ করিল।
১০। কথা বলিতেছে না।
১৪। তুঁহু ধ্যায়ে বনমালী…পাঠান্তর।

—০—

৪৩৮

কামোদ।

কি আর বিলম্বে কাজ।
তুরিত গমন করহ যতন
ভেটহ নাগররাজ ॥
কিসের কারণে মানিনী হয়েছ
শুনহ কিশোরী গোরি। ৫
সে শ্যাম নাগর তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বড়ি ॥
দেখিল যেমন শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।

তোমার বেণীর পদ্ম পড়েছিল ১০
তাহাই ধরিয়া বামে ॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তা হাতে লইয়া কাঁদে।
এমনি দেখিল দেখাইব চল
বড়ই নিদান ছাঁদে ॥ ১৫
তোমার ধেয়ানে যেন যোগী জনে
যেমত দেখিয়াছি।
তাহার কারণে আমি সে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি ॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলি ২০
জপই তোমার নাম
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর। ২৫
শ্যাম সম্ভাষণে কানুর মালাটি
যতন করিয়া পর ॥

৫। কিশোরী—নাগরী…পাঠান্তর।

—o—

৪৩৯

কানড়া।

এই দেখ ধনি চাঁদমুখ তুলি
কানুর সন্দেহ লহ।
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ ॥
এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম ৫
অতুল তাম্বুল হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার ॥
যে হরি তিলেক দেখিতে না পেলে
হৃদয় ফাটিয়া মর। ১০
সে জন কুঞ্জেতে একাকী বসিয়া
এখন এমত কর ॥
তুমি সুনাগরী প্রেমের আগরী
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান কিসের কারণ ১৫
তিলেক না কর মনে ॥
মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা ॥ ২০
অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু ॥
পুরুষ-ভূষণ কমল-নয়ন ২৫
তুরিতে ভেটহ কানে।
রাধার বচন বিনয় কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

২। সন্দেহ—সন্দেশ…সংবাদ।
৬। অতুল—এ লহ…পাঠান্তর।

—o—

৪৪০

কানড়া

রাই, তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়া ॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতীর মালা।
কোথা না পড়ল সেই নূপুর বলয়া ॥
কোথা না পড়ল পীত ধড়ার অঞ্চল। ৫
কোথা না পড়ল নব মঞ্জরীর দল ॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
রাধা রাধা বলি কাঁদে করি উচ্চস্বর ॥

মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা পড়ল তার নাহিক সংবাদা॥ ১০
অচেতন মুদিতনয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইল বংশীধর॥
তোমার কারণে ধনি ত্যজি সুখোল্লাস।
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে যেন বিরহ হুতাশ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন রসময়ী। ১৫
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই॥

১০। সংবাদা—সমাধা…পাঠান্তর।

—০—

৪৪১

ঐ।

দূতীর বচন শুনি সুধামুখী
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট-মাথে রহে ও চাঁদ বয়ান
তাহাতে অধিক মানী॥
একে ছিল মান তাহাতে বাড়ল ৫
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ আগুনে নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে॥
বিরহ আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা। ১০
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেয় কিছু।
মাধবী তলাতে বসি ধনী রাধে ১৫
নখেতে ধরণী নিছু॥
বঙ্কিম কটাক্ষে চাহে দূতী পানে
ক্ষেণেক্ মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মনে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী॥ ২০

১২। নিশ্বাস নাসা…নাসিকা দিয়া নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে।
১৬। নিছু…লিখিতেছেন।
১৯। গুণি…গণনা করিয়া, ভাবিয়া।
২০। সাখী…সাক্ষী।

—০—

৪৪২

মানব।

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে
কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখি ৫
তোমারে আইনু নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর। ১০
সে জন পীরিতি তেজিয়া আরতি
কিসের গুমান কর॥
সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণ-গান জপিতে জপিতে ১৫
সে শ্যাম হইল আধা॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধী
গুণের নাহিক সীমা।
চতুর নাগরী গুণের আগরি
মান পথে দেহ ক্ষমা॥ ২০
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।

সমুঝে সমুঝে   কহি তার মাঝে
কহি যে তুয়ার কাছে ॥
তুমি প্রেয় সমা   তুমি কুলরামা ২৫
তুমি সে রসের নদী।
যার রসগুণ   নিগূঢ় মরম
পঞ্চ তত্ত্ব যার সিদ্ধি ॥
আট গুণ গুণ   তার পঞ্চগুণ
এ নব যাহার গতি। ৩০
চণ্ডীদাস কহে   রসতত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি ॥

১২। কিসের—তাহার ··পাঠান্তর।
২৩। সমুঝে সমুঝে—সে বুঝে সে বুঝে ··পাঠান্তর।

—০—

৪৪৩

পড়া।

শুনহ সুন্দরী রাধা।
যে জন পরশে   লাখ সুধানিধি
সে জনে কেন বা বাধা ॥
তোমার লাগিয়া   যেমন যোগিনী
ভজয়ে পরম পদ। ৫
তেন মত শ্যাম   তোমার ধেয়ানে
তারে কেন কর বধ ॥
রস রস পর   আর রস পর
পাঁচ রস আট মিঠ।
বেদ গুণ গুণ   গুণ রস পর ১০
সায়র অমিয়া বিঠ ॥
সে জন রসের   সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেন।
তুমি চাঁদ হয়ে   চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ কেন ॥ ১৫
তুমি সে প্রেমের   গাগরি থাকিতে
আন জন মরে শোষে।
এ কোন চরিত   আচার বিচার
সেই সে আছয়ে আশে ॥
চল চল রাধা   বৃন্দাবনেশ্বরি ২০
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল।
চণ্ডীদাসে বলে   তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে ঢল ॥

১৭। শোষে...পিপাসায়।

—০—

৪৪৪

ঐ।

তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান ॥
সে জন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে ॥
শুনহ সুন্দরী রাই। ৫
ক্ষেণে ক্ষেণে বিরহে লোটাই ॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট্ করি দেখ গিয়া কান ॥
কাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ ॥ ১০
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি ক্ষমা ॥
চলহ নিকুঞ্জ মাঝ।
ত্যজ আনহি কাজ ॥
চণ্ডীদাসে ভাল জান। ১৫
কহে দূতী কত অনুমান ॥

৮। ঝাট্···শীঘ্র।
১৬। অনুমান···অনুরোধ।

—০

৪৪৫

সুহই

কালার ঝালাড়ি   বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়া।

তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চেয়া ॥
পরশ রতনে তেজহ যতনে. ৫
রসকথা কিছু কয়।
দের দেখা দিয়া লহ না আসিয়া
এতন তাম্বুল লয় ॥
মুখ-রস-মধু কত শত বিধু
উলটা কহত বোল। ১০
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোড় ॥
মুখ তুলি বল মানে আছ চল
এ কোন বিচারিপণা।
একে নাম ধরি তরুর ছায়াতে ১৫
আছ হরি মন-মনা ॥
আমি আসু নিতে কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লাখি ॥ ২০
এত পরমাদ মান পরিহর
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।
চণ্ডীদাস দেখি ব্যথিত হইয়া
বিরস পাওল হিয়া ॥

—০—

৪৪৬

ঐ।

কহে ধনী রাধা কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেন বা আইলে কিসের কারণে
কে তোমা পাঠাইয়া দিল ॥
তবে কহে দূতী শুনহ আরতি ৫
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে তোমার মান ॥
সে হেন নাগর পরিহর ধনি
আছহ মাধবী-তলে। ১০
শ্যামের বিধাতা (?) শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে ॥
কহে ধনী রাধা শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের মান অভিমান ১৫
জানিল তাহার রীত ॥
পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পীরিতি আধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস ॥ ২০
রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
মুখর চতুর জনা।
যত যত তেঁই রসের রসিক
সে সব গেলই জানা ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে সুন্দরি ২৫
ত্বরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ হৃদয়ের মালা
যতন করিয়া পর ॥

২২। মুখর—সুদৃঢ়...পাঠান্তর।

—০—

৪৪৭

ঐ।

দূতি, না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটি আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা ॥
আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি। ৫

শ্রবণে শুনিতে শ্যাম পরসঙ্গ
অন্তরে উঠয়ে আগি ॥
কিসের কারণে তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জানিল এখন ১০
রহিল মাধবী ছাও ॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে তিলাঞ্জলি দিয়া।
তবু না পাইল সে নব নাগর
যেমন রসের প্রিয়া ॥ ১৫
কুল শীল ছিল সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া পীরিতি করল
তাহার এমতি ধারা ॥
সুখের আরতি করিল পীরিতি ২০
সুখ গেল অতি দূরে।
দুখের সাগরে করিল পয়ান
মনোরথ পরিপূরে ॥
পাড়ার পড়শী করে লোকহাসি
শুনিয়ে এ সব কথা। ২৫
অন্তর বেদন বুঝে কোন জন
কে জন বুঝিবে হেথা ॥
কানুর পীরিতি দিল সমাধান
না কহ আমার কাছে।
কেবল বিষের রাশির সমান ৩০
হেন কে বা আর আছে ॥
তুমি যাহ সখি কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।
চণ্ডীদাস কহে বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব ॥ ৩৫

৬। পরসঙ্গ…প্রসঙ্গ।
১১। ছাও · ছায়া।
২৩। মনোরথ পূর্ণ করিতে।
২৮। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম শেষ হইল।

—০—

৪৪৮

কানড়া।

বেরি বেরি দূতি বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব শ্যাম নাম সুধা
সেখানে চলিয়া যাব ॥
তবে সে দারুণ ব্যথা উপজল ৫
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব ॥
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা সে মনে না বাসি। ১০

* * * * *
* * *

শুন গো সজনি যে জন গরল
খায় সে বিষের লাগি।
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়ে ১৫
খাইনু করমভাগী ॥
যে খায় গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে তখিল কাল কাল-বিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায় ॥ ২০
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপতে গুমরি গোঁহা।

কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা ॥
ভাবিতে গুণিতে মরিয়ে ঝুরিয়ে ২৫
শুন গো সজনি সখি।
* * * * * *
* * * ॥
যেন সে জলের বিম্বুক উপজে
তেমতি কানুর প্রীত। ৩০
এবে সে জানল সে জন লালস
চণ্ডীদাস কহে হিত ॥

১। বেরি বেরি--পুনঃ পুনঃ।
২২। গুপতে--গোপনে। গেহা--গেলাম।
৩১। লালস--লালসাপূর্ণ, লম্পট।

৪৩৯

কানড়া।

কালা হৈল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান আর নাহি মন
কালিয়া অাখির তারা ॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস ৫
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি ॥
গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু। ১০
ভ্রূদ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু ॥
শুন হে সজনি কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।

সে জন বিমুখ বিরাগ-বচনে ১৫
পরাণ হইল সারা ॥
তা সনে কিসের আরতি পীরিতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা ॥ ২০
কুজন সুজন তার কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল হৃদয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে ২৫
আশাপাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুজিলে আছে ॥

২১-২২। যে কুজন, সে কখন সুজন হয় না, যেমন গরল কখন অমৃত হয় না।

৪৪০

ধানশী।

দূতী কহে শুন আমার বচন
করিয়ে আদরপনা।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা ॥
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া ৫
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন কর পরশন
আমার মনেতে লয় ॥
এখনে ছাড়িয়া যাইত চলিয়া
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ। ১
তাহার সনেতে কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ ॥
জানিল তাহার বড বড় তেঁহো
কালিয়া বিষের রাশি।

ফুলের ধরম সরম ভরম ১৫
সকল হইল হাসি ॥
সে দেশে যাইব যথা না শুনিব
কালিয়া-বরণ নাম।
সেই দেশে যাব শুনহ সজনি
রহব সেই সে ঠাম ॥ ২০
অনেক যতন করিল যখন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতলি রহে দাঁড়াইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন ॥
মান না ভাঙ্গিতে পারিল সজনী ২৫
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা নাগর-শেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

১৩। তেঁহো—স্নেহ।

—o—

শ্রীমতী কি করিতেছেন।

স্বয়ং দৌত্য।

৪৫১

শ্রী।

মাধবী তলাতে দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে নিশ্বাস হুতাশ
কাহা না বোলই বাত ॥
এক নব রামা আছে রাধা কাছে ৫
তা সনে না কহে বোল।
মাধবী ডালেতে এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল ॥
চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে
রসময়ী ধনী রাই। ১০
কালার বরণ দেখি সুনাগরী
হেরিয়া দেখিল তাই ॥

করতালি দিয়া দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
কি কারণে বসি ডাকহ সুস্বরে ১৫
তেঁই সে দিলাম নিছু ॥
যাহ শ্যাম পাশ নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।
এই অনুরাগ রাগের আর্ত্তিক
কহেন কিশোরী ধনী ॥ ২০
উড়ি যাহ ঝাট ছাড়িয়া নিকট
এ ডাল ছাড়িয়া যা।
চণ্ডীদাস বলে পিক চলি গেল
কহিতে বলিতে রা ॥

১। দূতী পাঠাইয়া—দূতীকে বিদায় দিয়া।
২৪। গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

—o—

৪৫২

ঐ যতি।

ময়ুর ময়ুরী নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবী-তলে।
দেখিয়া কুপিত হইল বেকত
তারে ধনী কিছু বলে ॥
হেথা কেন তোরা নাচে হয়ে ভোরা ৫
দিতে সে শোচনা সারা।
ঝাট চলি যাও যেখানে রসিক
নাগর শেখর তোরা ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে
এখানে নাচহ কেনে। ১০
হেথা কিবা সুখ সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
তুমি না ধরিতে শ্যামল বরণ
তবে সে হইতে ভাল।
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন ১৫
আনল উঠিয়া গেল ॥

কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়া বরণ বরণ মিশাহ
যেখানে রসিকরাজ॥ ২০
কোপে সুধামুখী করতালি দিয়া
ময়ূর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে অপার মানেতে
সে ধনী হইল চল॥

৬। বিশেষ কষ্ট দিবার জন্ত।
১৬। মনে দুঃখানল জ্বলিল।

—০—

৪৫৩

কাফি।

মাধব তলার ফুলের সৌরভে
শতেক ভ্রমরা তারা।
মকরন্দ পানে মুগধ হইয়া
মাতিল সে রসে ভোরা॥
তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গোরী ৫
কহিতে লাগিল তায়।
তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায়॥
এখানে হে তুমি কেন ভ্রমি ভ্রমি
ফিরহ কিসের লাগি। ১০
মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা
উঠাতে দারুণ আগি॥
তোমার চরিত আছে বেয়াপিত
সে শ্যাম অঙ্গের মালে।
মধু খেয়ে খেয়ে রসেতে পূরিয়ে ১৫
আইলে মাধবী ডালে॥
একে মরি জ্বালা আছিয়ে একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাড়ল দ্বিগুণ
চণ্ডীদাস কিছু বলে॥ ২০

—০—

৪৫৪

কাফি।

শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কারো
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিয়ে বাড়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠিল দুনু॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও ৫
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-ভবনে
যথায় রসের প্রিয়া॥
সেইখানে গিয়া ফুলে মধু খেয়া
থাকহ যেখানে কানু। ১০
হেথা কেন তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু॥
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়।
মনের বেদনা বুঝে কোন্ জনা ১৫
এ কথা কহিব কায়॥
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল।
কোথাও না দেখি মেলি দুটি আঁখি
তবে সে ধৈরজ ভেল॥ ২০
নীল কাল-জাল ফেলিল ছিনিয়া
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলি ফেলি দূর করি
নীলের উড়নি দূরে॥
কাল আভরণ তেজিয়া তখন ২৫
পরল ধবল বাসে।

হিয়ার কাঁচলি পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস ॥

—o—

৪৫৫

তুড়ি।

নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত ॥
শুন সুধামুখি আমার বচন ৫
ত্যজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ প্রাণ ॥
ধৈরজ করহ শুনহ সুন্দরি
এতেক কেন বা মান। ১০
সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন ॥
যদি আছ তুমি বিরস বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের ভূষণ সকল ১৫
তেজিয়া তেজিলে তাই ॥
তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখীর বচনে কমল-নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥ ২০
শুন গো সজনি কালিয়া বরণ
দেখিয়ে উঠয়ে তাপ।
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ ॥

—o—

কৃষ্ণের নিকট
পুনরায় দূতীর গমন।

৪৫৬

সোহারি।

মাধবী তলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মন রীত এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই ॥
তোমার কুসুম- হার মনোহর ৫
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিন তাম্বুল কিছু না ছোয়ল
কোপেতে কুপিত ভেল ॥
অনেক প্রবন্ধ প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই পাশ। ১০
হেট মাথে রহে বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ ॥
যে দেখি দারুণ মান উপজল
এ মান ভাঙ্গিতে গাড়া।
আপনা যাইতে মান ভাঙ্গাইতে ১৫
বুঝল এমন ধারা ॥
আপনি গমন করহ এখন
তবে সে আসিবে রাধা।
নহে বা এ মান আর কোন জনে
তাহারে করিব বাধা ॥ ২০
দূতীর বচন শুনি সুনাগর
বড়ই হইলা দুখী।
এ কথা উচিত জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাখী ॥

৩। মন রীত—মনচিত হইলে একরূপ অর্থ হয়।
১৫-১৬। তুমি নিজে না গেলে মান ভাঙ্গিবে না, এইরূপ বুঝিলাম।

—o—

৪৫৭

ঐ।

কহে যদুমণি শুনহ সজনি
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন কহ কহ দেখি
সঘনে সঘনে বলে॥
সখী কহে তায় শুন শ্যাম রায় ৫
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ॥
সখীর বচনে কমল-নয়ন
আপনি সাজত কান। ১০
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান॥
বাঁধল কুন্তল লোটন সুন্দর
বেড়িয়া মালতীদাম।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা ১৫
শোভে অতি অনুপাম॥
নানা আভরণ কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিণীজাল।
নীল বসনের ওড়নি সুন্দর
করে বীণা যন্ত্র ভাল॥ ২০
এক সখী সঙ্গে চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর বেশ মনোহর
সেই সে মাধবী ধামা॥
নারী-বেশ ধরি চতুর মুরারি ২৫
মাধবী-তলাতে যায়।
কিবা সে অদ্ভুত দেখল বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

—o—

৪৫৮

তুড়ি।

মন্দ মন্দ গতি চলন-চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি॥
মদনমোহন নবঘন-শ্যাম ৫
ফিরায়ে আপন বেশ।
কাঁধে লই বীণা নবঘন-শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ॥
চলিতে চরণে বাজয়ে সুতানে
বাজল নূপুর পায়। ১০
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যূথে যূথে সব ধায়॥
দূর হৈতে রাই দেখি নবরামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
কোন্ নবরামা কাঁধে যন্ত্র করি ১৫
আমারে আইল নিতে॥
এই অনুমান করে দুই জন
রাধা বলে হের দেখ।
রাধার বচনে দেখে মুখ তুলি
চন্দ্রবদনী সুখ॥ ২০
হেনই সময় আসিয়ে মিলন
সেই সে মাধবী-তলে।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তাহা
হাসিয়া হাসিয়া বলে॥

৮। পরিমল—সুগন্ধ।
২০। সুখ—সুখে।

—o—

৪৫৯

সুহই।

দেখি নবরামা তুমি কোন জনা
কহ কহ দেখি মোরে।

কেন বা এখানে তোমার গমন
কহ কহ বলে তারে॥
সখী কহে তাথে শুনহ সুন্দরি ৫
গেছিল কানন-কুঞ্জে।
যথা রসময় ব্রজরামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
আমি সে বটি যে যতি। ১০
কিছু তান মান করিয়াছি গান
যে ছিল আমার শক্তি॥
গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
পূরবি সিন্ধুড়া ডাকো।
শ্যামনট আর কানড়া মাধবী ১৫
হিল্লোল মঙ্গলা দো॥
পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধ প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ॥ ২০
এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহ ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে॥
তবে কৈলা গান যে ছিল সুতান ২৫
তাহাই করিলা গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান॥
এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি। ৩০
সেই সে গানের মধুর শুনিয়া
আমারে না দিল ছাড়ি॥
রহ রহ ধনি আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর ও দুটি আঁখর ৩৫
রাধা নাম অনুপাম॥
কানুর আরতি যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত অমিয়া পাওল
রস উপজিল যত॥ ৪০
গাও গাও ধনি কহে গুণমণি
রাধা নাম কর গান।
ঐ রস বই আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান॥
আলাপে রাগিণী রাগের উড়নি ৪৫
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ॥
চণ্ডীদাসে বলে এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর। ৫০
মুগধ মাধব বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর॥

৯। বোলাইয়া—ডাকিয়া।
৩৭। আরতি—পীরিতি...পাঠান্তর।

৪৬০

সুহই।

শুন ধনী রাই তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।
গাইতে গাইতে মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা॥
পুনঃ কহে শ্যাম অতি অনুপাম ৫
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি
মুগধ হইলা শুনি॥

এই রস তান অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম। ১০
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাইতে রাধার নাম॥
ভাবে গদগদ অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে আন নাহি জানে ১৫
শ্রবণে শুনল গান॥
নয়ন-কমল যেন ঢল ঢল
লোরেতে কমল আঁখি।
যেমন ঘনের বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি॥ ২০
রাধা রাধা রাধা আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা নাম ধ্যানে কমল-নয়ানে
কিছুই নাহিক জ্ঞান॥
এই সব রস শুনিয়া অবশ ২৫
রসিক নাগর কান।
সে নব নাগর রসের সাগর
শ্রবণে শুনয়ে গান॥
যখন বাজায় রাই-নাম-সুধা
কাঁদিয়া আকুল শ্যাম। ৩০
হইয়া মুগধ অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম॥
দেখ দেখ ধনি আমার উরসে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর গুণের সাগর ৩৫
রাধা নামে বড় ভোলা॥
এই সব রসে তাঁহা মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা না জানি কেন বা
কিসের কারণে ধ্যান॥ ৪০
কুঞ্জে একাকিনী করেতে বাঁশীটি
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই তান শুনাইতে
আইল মাধবী ছায়॥
চণ্ডীদাস দেখি অতি অপরূপ ৪৫
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিব নিগূঢ় মরম
দোঁহে দুঁহু রস মেলা॥

১৮। লোর—অশ্রু।
৩২। দাম—মালা।

—০—

৪০১

কেদার।

শুন শুন রাধা কহে সেই গুণী
শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী স্থান॥
মুখ তুলি চাও রসের প্রেয়সি ৫
গাইয়ে একটি রাগ।
শ্রবণ পরশি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ॥
এ কথা শুনিয়া কহে সুধামুখী
শুনহ সুন্দরী রামা। ১০
কহ কিছু গান শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা॥
বীণাতে কেদার রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধা কৃষ্ণ নাম উঠে অনুপাম ১৫
শুনিতে শ্রবণ পাশে॥
এ চারি আঁখর বাজল মধুর
বীণাতে কহত রাই।

কেন বা মানিনী হয়েছ শ্যামেতে
মধুর মধুর গাই ॥ ২০
সে হেন নাগর পরিহরি রোষে
কি সুখে আছহ বসি।
মলিন হইল সে মুখমণ্ডল
কলঙ্কে সে মুখ-শশী ॥
মানে মন দুমু দেখি ক্ষীণ তমু ২৫
তেজি আভরণ-ভার।
বচন কহিছ তাতে নাহি রস
এত বা কিসের তার ॥
সে হেন নাগর বিরস বদনে
আছয়ে মাধবীতলে। ৩০
বীণা গীত-তানে বুঝায় সঘনে
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৮। কত অনুরাগ সঞ্চার হইবে।
১৮। বীণাতে রাই নাম ধ্বনিত হইল।

—o—

৪৬২
সুহই।

ত্যজহ দারুণ মান।
চলহ নিকুঞ্জ-ধাম ॥
সে হেন রসিক রায়।
তাম্বুল নাহিক খায় ॥
তুমি সে নিদয় বড়ি। ৫
কেমনে আছহ ছাড়ি ॥
এ রসে কেন বা ভঙ্গ।
মিলহ তাকর সঙ্গ ॥
কোপ পরিহর ধনি।
তুমি সে রমণী-মণি ॥ ১০
এ রস সুখের সার।
এ মতি অমিয়া-ভার ॥
রসের নাগরী তোরা।
পিও সুধাকর-ধারা ॥
যাহার সমুখ বারি। ১৫
পিয়াসে কেন বা পুড়ি ॥
যেমন চাতক পাখী।
সুধাকর তেন সাখী ॥
যেমন সফরী মীনে।
নাহি জীয়ে জল বিনে ॥ ২০
এমতি তুমি সে গতি।
তাহাকর হেন রীতি ॥
ত্যজহ বিরস মান।
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

২২। তাহাকর—তাহার।

—o—

৪৬৩
কানড়া।

রাধা বলে শুন আমার বচন
করহ কিছুই গান।
তোমার বীণাটি অপরূপ বাজে
আর কিছু শুনি তান ॥
গাও গাও রামা মধুর বচন ৫
শুনিতে বড়ই সুখ।
কোথা না শুনিল হেনক বাজন
দূরে যায় অতি দুখ ॥
নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
কেমনে আইলা তুমি। ১০
কিবা তোর নাম বলহ আমারে
অতি মধুরস বাণী ॥
বসতি গোকুলে আমরা গোয়ালে
মোর নাম বটে শ্যামা।
গুণী গুণী জানি সবাই আদরে ১৫
শুন রসবতী-রামা ॥

মোরে ভোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান ॥ ২০
সেখানে হইতে আইল হেথাতে
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরি
তেজিয়া বিষম মান ॥
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে ২৫
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল কই ॥

১৫। আমাকে সকলে আদর করিয়া গুণী বলিয়া ডাকে।

—o—

৪৬৪

কাফি।

গুণী, না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে সেইখানে হানে
উঠত দারুণ ব্যথা ॥
মনের আগুন বাড়ল দ্বিগুণ
নিভাইতে যদি সাধ। ৫
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু
তনুখানি হল আধ ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশীটি বিন্ধল
বুকে বাজি পিঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয় ১০
এ দুখে জীব কি আর ॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ
আর সে বিরহ-আগি।
এ দুই যাহার অন্তরে পশিল
কি ছার জীবার লাগি ॥ ১৫
কাননে আনল কেহ না নিভায়
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয় আনল কেবা নিভাইব
বিষম আগুন এই ॥
কাহারে কহিব এ সব বিচার ২০
মরম জানয়ে কে।
চণ্ডীদাস কহে যে জানে মরম
সে জন ব্যথিত দে ॥

৫। নিভাইতে যদি ইচ্ছা করি।
১৫। তাহার জীবন সঙ্কট।

—o—

৪৬৫

ঐ।

শুন নব রামা ঐ পরসঙ্গ
না কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে ॥
যে জন কুজন সে নহে সরল ৫
গাও গাও কিছু শুনি।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বীণা কাঁধে নিল গুণী ॥
গাইতে লাগিল হিন্দোল নায়ক
রাগিণী ভুপ্পার তায়। ১০
মধুর মধুর তান মান রাগ
এ স্বর মধুর প্রায় ॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ভুপ্পায়ে
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুইটি আঁখরে রাধা নাম উঠে ১৫
শুনিতে মধুর তান ॥
এই দুই নাম বাজে অনুপাম
মুগধ হইল রাধা।

কটাক্ষে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুধা ॥ ২০
শুন শ্যামা সখি গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
গাও গাও পুনঃ রসাল রচন
শুনহ শ্যামরু গৌরী ॥
রাধা কানু বলি বীণাটি বাজয়ে ২৫
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
হার মনোহর মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি ॥
আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার। ৩০
চণ্ডীদাস কহে কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার ॥

১৩। ভুঞ্জায়ে—ভুবায়ে—পাঠান্তর।
২৯। আগে—সম্মুখে।

—০—

৪৬৬

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই।
আগে আইস শ্যামা হেদে নব রামা
তোমারে মরম কই ॥
দু বাহু পসারি রাই সুনাগরী ৫
গুণীরে করিল কোড়।
শ্যামের অঙ্গের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর ॥
অঙ্গের সৌরভ পরশ সুগন্ধ
পাইতে কিশোরী গোরী। ১০
হাসি রসপর কটাক্ষ চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী ॥
কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান লয়া প্রিয়া মোর।
দূরে গেল মান সরস বচন ১৫
সুখের নাহিক ওর ॥
জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাঙ্গিতে দারুণ মান।
অতি ভেল সুখ দূরে গেল দুখ
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥ ২০

১৪। আমার মান লইলেন, হরণ করিলেন, ভাঙ্গিয়া দিলেন।

—০—

৪৬৭

বিহাগড়া।

কানুর পীরিতি পাইয়া পরশ
মানেতে মোহিত ছিল।
হাসি নাসাপর অঙ্গুলি ভেজায়ে
ও নব নাগরী দিল ॥
কে জানে এমন তোমার ধরণ ৫
কপট আগুন ইথে।
বহুদিন মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে ॥
আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জ-বনে। ১০
করহ বেশের পরিপাটী যত
চলহ সখীর সনে ॥
শ্যাম সুনাগর চতুর-শেখর
চলিল নিকুঞ্জধামে।
হেথা সুধামুখী বেশ পরিপাটী ১৫
কত সে মনের সনে ॥
চলল কিশোরী শ্যাম-দরশনে
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন
চাতুরী বদনশশী ॥ ২০

যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল-লোচনী আধেক ওড়নী
বচন কহত আধা॥
শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদ গদ ভেল ২৫
বচন চপল আধ।
চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম
মধুর মধুর নাদ॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী
অগুরু সৌরভ পায়। ৩০
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল
এ সব সঘনে ধায়॥
বিচিত্র প্রসারি সুগন্ধ কুসুম
বিছাই বনের পথে।
নবীন কিশোরী সুখে পদ দুটি ৩৫
আরোপিয়া যায় তাতে॥
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম-দরশনে
চলিছেন ধনী রাধা।
কতি গেল মান বিরস বদন
আন কাজ গেল বাধা॥ ৪০

—o—

৪৬৮

ঐ।

রাই অভিসার করু।
বেশ ভূষা কর ধরু॥
হংস-গমনী রাধা।
চলে পদ আধ আধ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরী। ৫
গমন করত ভালি॥
প্রবেশ করল বনে।
জয় জয় গোপীগণে॥
বাম করে লই গন্ধ।
দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ॥ ১০
মিলল নিকুঞ্জ-মাঝ।
হেরয়ে নাগররাজ॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রাই।
শোভা বর্ণনে না আই॥
চন্দন সুগন্ধ সুচারি। ১৫
দেওল সুকুমারী গোরী॥
শ্রীঅঙ্গে লেপন ভাল।
গলে দিল মালতীর মাল॥
চণ্ডীদাস গুণ গান।
রাধাশ্যাম অনুপাম॥ ২০

১৪। আই—আইসে।

—o—

৪৬৯

ঐ।

দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ
সুখের নাহিক সীমা।
দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেক ব্রজের রামা॥
শ্যাম মরকত রাই সে দামিনী ৫
এ দুই লখিতে নয়ে।
এ কিএ জলদ এ কিয়ে কাঞ্চন
মোর হেন লয়ে॥
এ কিএ অতসী এ কিয়ে চম্পক
কি দেখ বরণ শোভা। ১০
যেমন জলদ সোনার বিজুরী
তেমতি দেখয়ে আভা॥
এ দুই বরণ নহে নিরূপণ
দেখিতে নয়ান দুটি।
আঁখি পিছলয়ে হেন রূপ হয়ে ১৫
কি ছার বিধুর কুটি॥

অপরূপ রূপ রূপ মনোহর
দোঁহে দোঁহা ভাল মিলে।
বিহরত সেই মুখর চতুর
বিহরত দোঁহে ভালে ॥ ২০
নবীন নাগরী এ রস নাগর
রূপে করিয়াছে আলা।
চণ্ডীদাস কহে কিবা সে আনন্দ
কলপতরুর তলা ॥

৬। লখিতে—লক্ষ্য করিতে, দেখিতে।
৮। বোধ হয় 'মোর মনে হেন লয়ে' হইবে।
১৬। কুটি—অংশ।

—০—

৪৭০
কামোদ।

রাধা-শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত
নব নব বরনারী।
কে হেন আনন্দ রস পরিপাটী
রূপ অপরূপ ভালি ॥
বিহি সে রসিয়া কেমনে পশিয়া ৫
গড়ল কেমন ছাঁদে।
কত সুধা দিয়া গড়ল এ দেহা
মুখানি বন্ধান বাঁধে ॥
দুহু রূপ দেখি নয়নিয়া পাখী
চঞ্চল তাহার মন। ১০
হেন করে মন চাঁদের ভরমে
সুধারস পিতে কন ॥
এ বর-নাগরী রসের গাগরি
নাগর রসের সিন্ধু।
দোঁহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন ১৫
কৈল মুখ কোটী ইন্দু ॥
দুঁহু রূপ হেরি বরজ-নাগরী
মোহিত হইল সবে।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার চরণ
শরণ মাগয়ে সবে ॥ ২০

৯।১২। দুই জনের রূপ দেখিয়া নয়নরূপ চকোর-পক্ষীর মন চঞ্চল হইল ও চন্দ্রভ্রমে সুধা পান করিতে ইচ্ছুক হইল।

—০—

৪৭১
কামোদ।

সই, হের আসি দেখসিয়া।
নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া ॥
লখিতে লখিতে আঁখির পুতলি
সে অঙ্গে নাহিক থাকে। ৫
বড় অপরূপ কিবা রসকূপ
অমিয়া বরিখে লাখে ॥
দেখ না চাইয়া দুঁহু রূপখানি
এমতি না দেখি কতি।
বহু দিন থাকি গোকুল নগরে ১০
না শুনি না দেখি রতি ॥
যেমন নাগর নাগরী তেমন
দুঁহো শোভিয়াছে ভাল।
নব বৃন্দাবন[১] যত উপবন
সকলি করিল আলো ॥ ১৫
যত গোপনারী নাগর হেরিয়া
সুখের নাহিক ওর।
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত
বিনোদিনী শ্যাম-কোড় ॥

৫। অর্থাৎ পিছলিয়া যায়—৪৬৯ পদ ১৫ পংক্তি দেখুন।

—০—

মিলনের পর সেবা।

৪৭২
কল্যাণ।

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।

কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায় ॥
কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে ৫
দিয়াছে শ্যামের গলে।
কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে
চামর ঢুলায় ভালে ॥
কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে (?)
সেবন করিছে গাঢ়া। ১০
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া ॥
অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আর্ত্তিক
মোক্ষ সক্ষ অষ্ট লিখি।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর ১৫
বেকত আছয়ে সখী ॥
কোন কোন রস রসেতে বেকত
রসিক নাগর রায়।
এ রস-চাতুরী কে জন বুঝিব
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥ ২০

—০—

অথ বৃন্দাবন-শোভা।

৪৭৩

সুহই।

এইরূপে নব নাগর রসিক
করিতে রসের লীলা।
গুপত পীরিতি করিতে আরতি
রচিল নাগর কালা ॥
নানা বৃক্ষগণ করে সুশোভন ৫
বিকসি কুসুম তারা।
ফুলকুল তারা তরুকুলে যত
মকরন্দ ঝরে সারা ॥
ময়ূর ময়ূরী চাতক চাতকী
হংসিনী হংসপে জোড়ে। ১০
বেড়িয়া রতন- মন্দির সুন্দর
কলরব বড় রাজে ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী কুসুমে গুঞ্জরি
সুধাপানে ভেল ভোরা।
যমুনার যত জলচর কত ১৫
জোড়ে জোড়ে ফিরে তারা ॥
কমল-নলিনী বিকসিত যত
তাপরে ভ্রমরা গান।
শুনিতে মধুর ঝঙ্কার শবদ
কি দেখি সুন্দর তান ॥ ২০
নানা জন্তু ফিরে উপবন-ধারে
আরোপি চামরু যত।
হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
বানর বানরী কত ॥
দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী ২৫
মোহিত হইলা চিতে।
চণ্ডীদাস কহে কি শোভা আনন্দে
দু আঁখি মজিল তাতে ॥

—০—

৪৭৪

করুণা-শ্রী।

রাধা কহে শুন শ্যাম সুনাগর
কহিতে বাসিয়ে লাজ।
এক নিবেদন আছে রাঙ্গা পায়ে
অধিক আছয়ে কাজ ॥
কহেন চতুর নাগর-শেখর ৫
কহ কহ ধনী রাধা।
যাহাই বলিবে তাহাই করিব
ইহা না করিব বাধা ॥
হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
শুনিতে আছয়ে সাধ। ১০
তোমার চূড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
করহ বাঁশীর নাদ ॥

চূড়া বাঁশী দেহ মুরলী শিখাহ
এই মোর মনে হয়।
সাধ আছে মনে যদি পূর কামে ১৫
হেন মোর মনে লয়॥
হাসিয়া নাগর রসিয়া চাহিয়া
চাহিয়া রাধার পানে।
হের এস ধনি কুলের রমণী
শিখাব বাঁশীর গানে॥ ২০
নাগর বসিলা তরুর তলাতে
বনাইতে রাধার চূড়া।
চণ্ডীদাস বলে অপরূপ দেখি
নাগরী আগরি বাড়া॥

১৯। হের……এখানে।

—০—

মহারাসে শ্রীমতীর চূড়া বাঁধিয়া
বংশী-গীত শিক্ষা।

৪৭৫

ঐ।

বেশ বনাইছে শ্যাম।
রাই বামকরে দিয়াছে মুকুরে
চূড়া বাঁধি অনুপাম॥
মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
মাঝারে প্রবাল পাঁতি। ৫
তাহার উপরে কুন্দের কলিকা
কি তার দেখিলা ভাতি॥
তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
ধাইয়া পড়িছে তায়।
তাহার উপরে মাণিক গাঁথুনি ১০
দেখি মন মুরছায়॥
নব নব নব বরিহ-শিখর
দেওলি চূড়ার পরে।
নয়ন অঞ্জন অতি সুশোভন
আকর্ণ পূরিত ধরে॥ ১৫
সিথার সিন্দূর মুছিয়া তিলক
দিল সে রাধার ভালে।
মৃগ-মদবিন্দু চন্দনের বিন্দু
শোভিত সুন্দর সরে॥
মলয় চন্দন অঙ্গে সুলেপন ২০
অগোর কস্তূরী সনে।
নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
পীত ধড়া পরিধানে॥
সোনার ঘাঘর ঘুঙ্গুরি দেওলি
নূপুর দেওত পায়। ২৫
রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
শ্রীমুখ নেহালে তায়॥
চণ্ডীদাস বলে দেখ কুতূহলে
কিরূপ সাজল রাই।
বসিয়া নাগরী দেখ মনোহারী ৩০
ও রূপ হেরয়ে তাই॥

১২। বরিহ-শিখর…ময়ূরপুচ্ছ।
১৯। সরে…ইহার পর এই কথাটা অনেক বার আছে ভাল অর্থ বোধ হইতেছে না।

—০—

৪৭৬

ঐ।

রাধারূপ অতি দেখিয়া মূরতি
বিকল হইল তারা।
কোথা হৈতে এত রূপ লয়েছিল
এমনি মাধুরী ধারা॥
যেমন নাগরী তেমন নাগর ৫
এ দুই একেক প্রাণ।

আপনার চূড়া তেমতি বান্ধিল
ইথে সে নাহিক আন ॥
রাইবামকরে নাগর-শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে । ১০
বস ধনী রাধা মুরলী শিখাব
এই সে কুটীর-কুঞ্জে ॥
হরষ-বদনী ও মৃগনয়নী
কহেন হাসিয়া রসে ।
দেহ করে বাঁশী ধনী কহে হাসি ১৫
বৈঠহ আমার পাশে ॥
যেমত বাজাও মধুর মুরলী
তেমতি শিখাও মোরে ।
শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
অধীন হইব তোরে ॥ ২০
নহ খলপণা খলের স্বভাব
শিখাহ মুরলী গুণে ।
হাসি রসপানে শিখাব যতনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

—o—

৪৭৭

গন্ধা।

রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনি ।
তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভালে জানি ॥
রাধা কহে কুটিল ছাড়িতে যদি পার ।
তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর ॥
কানু বলে কুটিল সে জানিল কেমনে । ৫
ধর বাঁশী কহে হাসি শিখাই যতনে ॥
রাই কহে বিনোদ নাগর রসময় ।
ভালমতে শিখাইতে আমার মনে হয় ॥
করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া ।
মনের হরিষে বাঁশী শিখাই বসিয়া ॥ ১০
কানু কহে শুন ধনি আমার বচন ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ আরোহণ ॥
চরণে চরণ বেড় দাণ্ডাহ ভঙ্গিমে ।
অঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা বলে ঘনশ্যামে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী । ১৫
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

—o—

৪৭৮

কামোদ।

নাগর চতুর-মণি ।
কহেন একটি বাণী ॥
শুন শুন সুকুমারী রাধে ।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে ॥
তবে সে ভালই লাগে । ৫
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে ॥
ধরহ আমার বেশ ।
আরহ চরণ শেষ ॥
পদের উপরে দেহ পদ ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশীসনে কথা কও ১০
বাঁশী বাও হইয়া আমোদ ॥
শুনিয়া আনন্দ বড়ি সে নব-কিশোরী গোরী
ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম সুঠাম ।
ধরিয়া রাধার করে নাগর রসিকবরে
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান ॥ ১৫
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অঙ্গুলি শিখাইছে বনমালী
দেই ফুঁক সুকুমারী রাধা ।
বাজাহ মধুর তান মন্দ মন্দ কর গান
তিলেক নাহিক কর বাধা ॥
হাসি কহে বিনোদিনী এবে কি শিখিতে জানি ২০
অলপে অলপে যদি পারি ।

কহেন রসিকরাজ ভালে সে পাইবে লাজ
চণ্ডীদাস যায় বলিহারি ॥

৮। আরহ…আরোপণ কর। চরণ শেষ…পদের শেষ-ভাগ।
১১। বাও…বাজাও।

—০—

বংশীবাদন।

৪৭৯
কেদার।

অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পূর
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নাড়হ রাধে
তাহে শ্যাম দিছে দেখাইয়া ॥
রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে। ৫
রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'ও' রা-ধ্বনি করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গানে ॥
এ বোল শুনিয়া রাই শ্যাম-মুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।
না উঠে কোনই গান ফাঁক ফুঁক পড়ে যেন ১০
হাসি কানু না যায় ধরণ ॥
পুনঃ কহে সুনাগর শুনহ নাগরী গৌরি
নহিল নহিল এ না গান।
পুনঃ দেহ দৃঢ় ফুঁক বাড়ুক অনেক সুখ
পুনঃ ধনি পূরহ সন্ধান ॥ ১৫
কানুর বচন শুনি বৃষভানু-নন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
প্রথম মুরলী শিক্ষা কেবল হয়েছি দীক্ষা
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে ॥

—০—

৪৮০
ধানশী।

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল সঘন
কৃষ্ণ কৃষ্ণ উঠে বাণী ॥
কহে শ্যাম পর বাজে অপস্বর ৫
না উঠল রাধা নাম।
আগে গাহ ধনি রাধা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম ॥
তবে হাসি ধনী রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে। ১০
মুরলী শিখিতে বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে ॥
তুমি গুণমণি গুণের সাগর
আমি যে অবলা জনে।
মুরলী শিখালে যাহা চাহ দিব ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৫। অপস্বর…অপর স্বর, যাহা বাজা উচিত, তাহা নহে।

—০—

৪৮১
আহীর।

শুন হে নাগর গুণমণি।
এক রন্ধ্রে দুজনাতে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধ্বনি ॥
শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাঁশীতে দিল ফুঁক। ৫
রাধা কৃষ্ণ দুটি নাম ধ্বনি উঠে অনুপাম
শুনিতে মধুর অতি সুখ ॥
এক রন্ধ্রে দুই জনে বাজে বাঁশী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে।
যমুনার যত নীর কূলে পড়ে সুধীর ১০
গান শুনি পরাণ মিলায়ে ॥

রাই কহে শুন হরি এই সে বিনতি করি
ভাল মতে মুরলী শিখাও।
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ কয় ফুঁক দিলে কিবা হয়
কোন্ রন্ধ্রে কোন্ রস গায়॥ ১৫
দশাঙ্গুলি করে হয় সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
কোন অঙ্গুলে কিবা বোল।
শ্যাম কহে শুন রাই যে হেতু শুনহ তাই
বাঁশী কিবা পরিচয় ছল॥
কাননে মধুর বলে কোন্খানে কোন্ দিলে ২০
আগে আছে ভাগবতে লেখা।
পূরবে সে এক কালে মধু বারি আনি ছলে
তিন জনা আনি দিল দেখা॥
সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
সেই মধু গাগরিতে ছিল। ২৫
তিন জন অভিপ্রায় ঢালে মধু তথায়
সকল ঢালিয়া তায় দিল॥
মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন বিধু
সেই মধু উপজিল কাঁয়।
হইয়া নারীর কায় দিব্য স্নিগ্ধ রূপ পায় ৩০
সেই রামা হইল রস ছায়॥
এবে তার শুন কথা কোন কর্ম্ম সখী হেথা
বড় পুণ্যবতী সেই নারী।
দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়
চণ্ডীদাস বলে বলিহারী॥ ৩৫

১১। মিলায়ে—মিলাইয়া যায়, দ্রব হয়।

—o—

৪৮২

সুহই

আট রন্ধ্রে আট গুণের মহিমা
পাঁচ রস করে গান।
এ রাগ-রাগিণী প্রথম আঁখর
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তান॥
তাথে মধু আছে অঙ্গুলির কাছে ৫
অতি সে সুস্বরে বটে।
রাই-করে ধরি রসিক মুরারি
গানের মাধুরী উঠে॥
গাও গাও কিছু মধুর মধুর
কালিয়া আঁখর শুনি। ১০
প্রেমরসে রাধা আবেশ হইয়া
কহেন একটি বাণী॥
রাধাশ্যাম বলি বাজয়ে মুরলী
যমুনা উজান ধরে।
খগ মৃগ পাখী দুসারি কাননে ১৫
বাঁশীটি শুনিয়া ঝুরে॥
একবার রাই বাঁশী ফুঁক দিল
পুনঃ ফুক দেয় শ্যাম।
মধুর মধুর ঐ রাগ-রাগিণী
বাজাই অনুহিপাম॥ ২০
রাধা নাম ক্ষেণে শ্যাম নাম ক্ষেণে
যেমন রসের বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে দুঁহু সে রসিক
মরমে মরমে পশি॥

২০। অনুহিপাম…অনুপম।

—o—

৪৮৩

কামোদ।

দুঁহু বাহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুঁহু রস-কেলি॥
এক রন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে শুন নাগর কান। ৫
পূরল মনের অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥

কানু কহে আর কি শিখিবে।
নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে ॥ ১০
হাসি ধনী ধরণে না যায়।
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গায় ॥

১। বাহে…বাজায়।
৮। অভিমান…অভিলাষ।

—o—

৪৮৪

গড়া।

হেদে হে মুরলীধর।
না বাস আপন পর ॥
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি (?) তাহাই পূরালে বিধি
মুরলী শিখিল রাম ভূর ॥ (?) ৫
আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ
আপনি বাজাহ নিজ বাঁশী।
শুনি গোপ সুনাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি
ঘুষে যেন হেন নিশি দিশি ॥
মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি ১০
নিজ মুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাও গুণে বিষ ভরি মুখ খনে(?)
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর ॥
যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে। ১৫
তেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে ॥
কভু বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গপারা
গরল সমান কভু হয়ে।
কেন বা এমন হয় এ অবলা প্রাণ সয় ২০
দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে ॥

—o—

৪৮৫

গড়া।

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধারে কিছুই বলে।
কহিল সকল তোমার গোচর
বাঁশীর বচন ছলে ॥
কখন কখন বাজয়ে কেমন ৫
কখন মধুর সম।
কখন কখন গরল সমান
গাইতে হইয়ে ভ্রম ॥
কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না জানি ইহার রীত। ১০
মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত আনন্দের গীত ॥
বাঁশী পরবশ নহে নিজ বশ
কখন হয়নি ভাল।
বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি ১৫
তুমি বা কি আর বল ॥
তুমি কি জানিবে মধুর মুরলী
নহে পরিচয় তায়।
বাঁশী আগে কর বশীভূত পণ
তবে কিবা রস হয় ॥ ২০
যখন না ছিল পরিচিত রাধা
এবে হল জানা শুনা।
চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভালে
যে দেহ দুকুলে হানা ॥

২৪। হানা…ধ্বংস।

—o—

ত্রিভুবনে কিশোরী রাজা।

৪৮৬

ঐ।

সব গোপীগণে কমল-নয়ানে
কহিল একটি বাণী।

হের শুন আসি কহে হাসি হাসি
এক মনে অনুমানি ॥
কহে গোপীগণ হরষ বদন ৫
কহেন নাগর রায়।
কি হেতু হৃদয় করল নাগর
কহনা শুনিয়ে তায় ॥
মনের বেদনা মরমের খেলা
কহিল সবার কাছে। ১০
এক অভিলাষ মনের মানস
ইহাই কহিতে আছে ॥
কহ না বিচারি কহিল নাগরী
চাহিয়া নাগর পানে।
কহিতে লাগিলা রসের রসিক ১৫
উগারল যেবা মনে ॥
এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
রাধারে করিব রাজা।
রমণী মাঝারে জয় জয় দিয়া
বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা ॥ ২০
সবার মাঝারে ছত্র দণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে।
চণ্ডীদাস বলে অদভুত লীলা
ইহা বা বুঝিবে কতে ॥

১-২। শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন।
৪। অনুমানি—কল্পনা করিতেছি।
৭-৮। গোপীর উক্তি। তুমি কি মনে করিতেছ, বল।
১৬। উগারল—উদয় হইল।

—o—

৪৮৭

ঐ।

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন গোপের নারী।
বড় অদভুত শুনিল বেকত
ইহা পরমাদ বড়ি ॥
ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
যাহাই করিবে তুমি।
সেই সত্য ফল সেই সে সুদিন
কি আর বলিব আমি ॥
কেহ বলে শুন নাগর মোহন
না দেখি না শুনি কাণে। ১০
রাধারে রাজত্ব দিব সে বেকত
দেখিয়ে মনের সনে ॥
আনন্দ অথির হইয়া নাগরী
কহেন কানুর পাশে।
রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী ১৫
বদনে বসনে হাসে ॥
অপরূপ লীলা কিবা সে সৃজিলা
রসিক নাগর কান।
এমন আনন্দ রসের লহরী
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥ ২০

—o—

৪৮৮

কাফি।

কেহ কেহ গোপী যমুনার নীর
তুলল পঙ্কজ ফুল।
কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
সুষম মৃণাল ফুল ॥
কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর ৫
মল্লিকা মাধবী লতা।
কানড়া কুসুম ধাতকী সুষম
তুলল ঝামরু পাতা ॥
কুন্দ করবী আমলি সুন্দর
চম্পক কেতকী বেলি। ১০
কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
তাহে সুন্দর চামেলী ॥

নানা জাতি ফুল তুলল সুন্দর
নাগরী গোপের রামা।
কেহ করে ডালি গাঁথে বনমালা ১৫
নিকুঞ্জ সহরে আনা॥
নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
সুন্দর কদলী-দল।
সুবর্ণের ঘট বারি সে পূরল
আমশাখা তার পর॥ ২০
কোন ব্রজনারী এ তৈল হলুদি
বিবিধ সৌরভ করি।
নানা গন্ধ আদি আছিল সে বিধি
বসাইল আসন পরি॥
সহস্র ধারা করি তাহা বারি ঢারি ২৫
স্নান করাইল গৌরী।
নানা বেদধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি॥
জয় জয় ধ্বনি যতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জমাঝে। ৩০
বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শঙ্খ ঘণ্টা যোড়া বাজে॥
স্নান সমাধিয়া রাধারে লইয়া
করত বেশের শোভা।
বিনোদ পাগুড়ি বিনোদ বন্ধান ৩৫
বান্ধল আনন্দ লোভা॥
তাহে আরোপিত মাণিকের ঝুরি
দেওল পাগুড়ি পাছে।
তনু আচ্ছাদন নীল তনুত্রাণ
অতি সে রঙ্গিম কাছে॥ ৪০
তাহে সে বান্ধল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই ভাথে।
চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মূরতি
বৈছন চাঁদের মতে॥

২৫। সহস্রধারা—সহস্র ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ি।
৩৭। ঝুরি—ছোট ছোট মণিমুক্তার গাঁথা ৫-৬ অঙ্গুলী দীর্ঘ-গুচ্ছ মালা।
৪৪। যেন চাঁদের মত।

—০—

৪৮৯

মাধব।

অসীম সুসর সাজল সুন্দর
নবীন কিশোরী গোরী।
মঙ্গল বচন যত ব্রজ জনা
কুঞ্জেতে লইল সরি॥
রত্ন-সিংহাসনে বসাই যতনে ৫
উয়ল করল রাধা।
হুলাহুলি দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা॥
কেহ শিরে দেই দূর্ব্বাদল আনি
কেহ সে দিছেন ধান। ১০
কেহ কেহ কেঁকে শিরের দুপাশে
গুবাক সুগন্ধ পান॥
নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি।
রতন-প্রদীপ জ্বালল দুসারি ১৫
হেম ঘটে থাপি বারি॥
মলয় চন্দন মৃগমদ ঘন
অগোর কস্তূরী চুয়া।
নিকুঞ্জ-মাঝারে কুটীর-ভিতরে
ডারল গোপিনী লয়া॥ ২০
সুগন্ধ কুসুম বিছাই চৌদিকে
অতি সে সৌরভ বাসি।
মধু-লোভে অলি লাখ লাখ কোটী
তাহাতে উড়িয়া বসি॥
নানা বাদ্য বাজে তাল মান রসে ২৫
মৃদঙ্গ ঝাঝরি বীণা।

শঙ্খ করতাল মদন ভেউর
রবাব খঞ্জরি পিনা ॥
পাখোয়াজ বাজে কাহাল রসাল
বেণুর শবদ রসে। ৩০
বাঁশী করতাল এ সব মণ্ডল
ঘণ্টা কলবর শেষে ॥
এই সব যন্ত্র বাজয়ে সুতন্ত্র
জয় জয় উঠে ধ্বনি।
মঙ্গল সুচার বেদ সে বিধান ৩৫
করল যতেক ধনী ॥
বৈঠল কিশোরী আসন উপরি
রাজ-আভরণ সাজে।
জয় জয় দিল গোপিনী-মণ্ডল
রাধিকা করল মাঝে ॥ ৪০
ময়ূর ধরিল আড়ানি শিরেতে
ময়ূরী ধরিল তা।
ফেকন ধরিয়া রাই শিরে দিয়া
এই দুই রহল তথা ॥
রাজভাট ডাকে কোকিলা কোকিল ৪৫
ডাহুকী ডাহুক বলে।
ভ্রমর-ঝঙ্কারে শানাই শবদ
তাহা সে গাইল ভালে ॥
চণ্ডীদাসে বলে অপরূপ লীলা
কুঞ্জে রাধা ভেল রাজা। ৫০
রমণী-মাঝারে রমণী-মোহন
বাঁধিয়া দিল সে ধ্বজা ॥

১১। ফেঁকে…প্রক্ষেপ করে—ছড়াইয়া দেয়।

—o—

৪১০

মঙ্গল।

নিকুঞ্জ সহর সব গোপীগণ
সাজাইল সারি সারি।
ছুদিকে কুটীর আয়ারি বান্ধল
রসিক চতুর ধারী ॥
বাজার দুসারি যত ব্রজনারী ৫
সহরে বৈঠল তারা।
চিত্রা দেবী ভেল রাজকারবার
ঐছন সবার ধারা ॥
সহর-কোটাল হইল রসাল
এ নব-নাগর কান। ১০
রাজকর সাধে রসিক নাগর
মনে ভেল অনুপাম ॥
কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাধয়ে রসের দান।
* * * * * * * * ১৫
* * * * * ॥
রাজার দোহাই দোসারি ফিরাই
ফিরিয়া চলত তাই।
করহ চৌদল ফিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই ॥ ২০
এ নব নাগরী চৌদল করল
রাধা চড়াইল তায়।
লইয়া সহরে ফিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

—o—

৪১১

কেদার।

সহর ফিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায়।
চম্পাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায় ॥
ফিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী ৫
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে।

এই লীলা রচে কান আইল সে কুঞ্জধাম
দেখ ইহা সব নবপুঞ্জে॥
করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ
রচিলা নাগরবর কান। ১০
কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন শর বাণ॥
পুনঃ ধরি করে বেশ বাঁধল চাঁচর কেশ
বেণীর বন্ধান করে ছাঁদে।
নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল ১৫
মাণিক কোঁপনি দিয়া বাঁধে॥
সিঁথায় সিন্দুর শোভা যেমন রবির আভা
অহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি
কত ঘটা ছটা কোটী ইন্দু॥ ২০
অধর রাতুল দেখি হিঙ্গুল কিসে বা লখি
নাসার বেশর ঝলমল।
কাঁচুলি সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাদাম
অনুপাম কি তার সুন্দর॥
নানা আভরণ সাজে কিঙ্কিণী সুচারু বাজে ২৫
চরণে নূপুর করে ধ্বনি।
কি আনন্দ দেখি তায় মনমথ মুরছায়
চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি॥

২৮। নিছনি—বলিহারি।
"কাহার বাছনিরে নিছনি লয়ে মরি।"—ভারতচন্দ্র।

—o—

৪১২

কেদার।

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরি॥
সোনার কমলে মধুকর।
তেমতি সাজল কলেবর॥
দুঁহু রূপ না যায় কথন। ৫
কোটী কোটী মুরছে মদন॥
সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে॥
কেহ চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া চন্দন যোগায়॥ ১০
কেহ করে পাখা মন্দ বায়।
চণ্ডীদাস দুঁহু গুণ গায়॥

—o—

যুগলরূপ।

৪১৩

মঙ্গল।

দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু আঁখি
কিশোর-কিশোরী-শোভা।
যেমন ঘনেতে বিজরি বেড়ল
কি দেখি বরণ আভা॥
সখীগণ কহে হেন মনে লয়ে ৫
মেঘ আসি কিবা নামে।
গগন হইতে আসি আচম্বিতে
কলপ-তরুর ঠামে॥
কোন সখী কহে এই ঘন নহে
ও দেখি শ্যামের দেহা। ১০
বিজরি বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
ও রূপ কিশোরী সেহা॥
যার অপরূপ দেখিনু স্বরূপ
কহিলে কি জানি কি হয়।
দুঁহু অনুপাম বেশের আভাতে ১৫
বৃন্দাবন শোভাময়॥
এক তরুবর কালিয়া বরণ
আর তরুবর গোরা।
বড় অদভুত কি হেতু ইহার
বিচারি কহ না তোরা॥ ২০

সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে।
দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে॥
এক সখী ছিল চেতন গোয়ালী ২৫
বিচারি কহিছে তায়।
এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায়॥
রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুধা। ৩০
সেই সুধা আনি বিহি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা॥
আর কূপমাঝে যে ছিল অমিয়া
লইল যতন করি।
সেই দুই সুধা বিহি সে আনন্দে ৩৫
রাখল একক ধরি॥
চণ্ডীদাস কহে অপার চাতুরী
কে জন বুঝিব ইহা।
বিহি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা॥ ৪০

—o—

৪১৪

সুহই।

দুই সুধা লয়ে বিহি গেল ধেয়ে
গড়ল মুরতি দুই।
কুন্দন সুন্দর অতি মনোহর
মুরতি হইল সেই॥
যখন গড়ল প্রথম পৃথক্ ৫
নিরমাণ কৈল দেহা।
সম্মুখে আছিল রূপের সুধায়ে
পড়িল কাজর রেহা॥
সেই সুধা লয়ে গড়ল মুরতি
কালিয়া হইল শ্যাম। ১০
আর সুধা ছিল আন ঘটে পূরি
তার কহি পরমাণ॥
তবে সেই বিহি গড়ল মুরতি
অনেক যতন করি।
চামস কর্কলা (?) পড়ল তাহাতে ১৫
তাহাতে হইল গৌরী॥
বিহি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী।
সেই নদীজল ধোয়ল সুন্দর
মাজল বেকত সিধি॥ ২০
কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ
এ তিন ভুবনে ধাতা।
চণ্ডীদাস বলে এ দুই মুরতি
কে জানে এ সুখ-কথা॥

৮। রেহা··রেখা।

—o—

৪১৫

ধানশী।

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহু।
নব নব শত সহস্র পূরিত
অনন্ত সমন্দ কহু॥
কোন অঙ্গ কোন করত সেবন ৫
সহস্র পুটকে ছটা।
ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাব
বৈগ সে সব ঘটা॥
সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়। ১০
এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রস তার হয়॥

কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি
রতির আশ্রিত কত।
কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত ১৫
কোন সে যোজক যত॥
চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায়।
চণ্ডীদাস কহে কোন কোন জন
কেহ সে খুজিয়া পায়॥ ২০

—০—

৪১৬

এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত
ইহা কে কহিতে পারে।
ছায়ার মুকুর দেহ সে দেখহ
এ কথা দেখিবে ছলে॥
কালার ছটায়ে কালরূপ ধরে ৫
এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে গৌর বরণ
ধরিয়াছে অবহেলে॥
সখীর বচন হাসিয়া সঘন
সকলি গৌর দেখি। ১০
আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী॥
ত্রিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর দেখল বেকত ১৫
গৌর আপন তনু॥
সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
মনেতে লাগল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে ও নব নাগর
গৌর হইল কুঞ্জ॥ * ২০

* ভক্ত গণ ত এই পদে গৌরাঙ্গ অবতারের সূচনা দেখিবেন।

—০—

৪১৭

সুহই।

তৈখনে দেখল আর অপরূপ
তমাল তরুর গাছে।
সে গাছে কতেক চাঁদ ফলিয়াছে
দেখি অদভুত সাজে॥
কোথা হতে এল এত শশধর ৫
অরুণ সেখানে কেনে।
ময়ূর ফণীতে একত্র দেখিয়ে
কি হেতু ইহার সনে॥
সখীর বচন শুনিয়া তখন
কহেন কোন বা সখী। ১০
ও নব তমাল ও নব কিশোরী
তাহাতে বেড়িয়া থাকি॥
ফুলে ফুলে এক দেখ পরতেক
ভুজঙ্গ না হয় এই।
ভুজঙ্গ সমান রাধার বেণী সে ১৫
দেলনা হইছে ওই॥
বিধু যত দেখ ও নখ-চন্দ্রক
উপমা গণিব কিসে।
দুহু দুহু ওই লখিতে লখই
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥ ২০

—০—

৪১৮

কল্যাণ।

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দোঁহার রূপ।
ক্ষেণে ক্ষেণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ॥
হের দেখ দেখি নয়ান ভরিয়া ৫
কি শোভা আনন্দ বড়ি।
এ দুটি নয়ান তা পানে না রহে
পিছলি পড়য়ে ছড়ি॥

কোন সে বিধাতা রূপ নিরমিল
এমন রসের সার। ১০
ও রূপলহরী দেখিতে কি দেখি
কেবল অমিয়া ধার॥
এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি এমন জনা।
নিকুঞ্জে শোভল এত রূপ যেন ১৫
কেবল কালিয়া সোনা॥
ভাবের আবেশে ও নব নাগরী
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার রূপেতে
মোহিত ব্রজের রামা॥ ২০

—o—

৩৯৯

কামোদ।

রাই শ্যাম একই পরাণ।
হেরি নাগর ধরণে না যান॥
শ্যাম-অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া।
বাহু বাহু আছয়ে বেড়িয়া॥
সোনায় সোহাগা যেন মিলে। ৫
তেমতি নাগরী নাগর কোলে॥
এক অঙ্গ দুহু নহে ভিন।
চণ্ডীদাস দেখি নিশি দিন॥

—o—

৪০০

কামোদ।

দেখ অপরূপ পিয়া।
ধরণী উপরে এ চারু পঙ্কজ
দেখয়ে নয়ানে চেয়ে॥
পঙ্কজ উপরে বিশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ। ৫
এ চারি গজের উপরে যুগল
কেশরী শোভিত সাজ॥
কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল ১০
চারু শাখা তাহে ধরি॥
তাহে এক শুন একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুন গো মরম-সখী॥ ১৫
তাহে ফলিয়াছে অরুণ-বরণ
এ চারু উত্তম ফল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা দল॥
তাহার উপরে কিয়ের বসতি ২০
তা পরে চকোর চারি।
তা পরে চাঁদের এ দুই বৈসত
পিতেই তাহার বারি॥
তাহার উপরে বিধু সে অরুণ
তা পরে ময়ূর অহি। ২৫
চণ্ডীদাসে দেখি মোহিত মানল
এ কথা জানিবা কহি॥

১। অপরূপ দেখসে।
২১। কহি···কে।

—o—

৪০১

সুহই-মঙ্গল।

দেখ নব কিশোর কিশোরী।
ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
অঙ্গে অঙ্গে আছয়ে পসারি॥
নবঘন যেন শ্যাম রাই সে চম্পকদাম
দুঁহু তনু এ দুই সমান। ৫
মত্ত করিবর কাছে যেমন কুরঙ্গ রাজে
মত্ত ভৃঙ্গ কুসুম সুঠাম॥

শিখিপুচ্ছ উড়ে বায় এক বেণী শোভা পায়
এক কপালে শশধর ধরে।
আর কপাল মাঝে কিবা সে অরুণ সাজে ১০
নীল পীত বসন সুন্দরে॥
বলয়া বাহুটি টার আর বৈসে মতিহার
বেশর সে আভরণ সারা।
এ মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পঞ্চম গায়
আর পদে নূপুর বিকারা॥ ১৫
দুঁহু সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
বৃন্দাবন কি শোভা আনন্দে।
চণ্ডীদাস বলে ভাল দুঁহু রূপে করে আলো
গোপীগণ মোহিত সানন্দে॥

—o—

৫০২

সুহই-মঙ্গল।

এ নব নাগর গুণের সাগর
রাধার বদন হেরি।
হাসি রসে রসে অমিয়া বরিখে
বামে শোভিয়াছে গৌরী॥
দেখ দেখ রূপ সিয়া। ৫
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল
কে জানে কি সুধা দিয়া॥
এতরূপখানি কেমনে গড়ল
ধন্য সে রসিয়া জনে।
কোন বিধি এত রূপ নিরমিল ১০
কুন্দল মনের সনে॥
শুভ ক্ষণ দিনে অমিয়ার সনে
মুখেতে দিয়াছে ঢালি।
চণ্ডীদাস কহে দুঁহু রূপখানি
হিয়াতে রাখিয়ে ভালি॥ ১৫

১১। কুন্দল…কুঁদিল।

—o—

৫০৩

সুহই-মঙ্গল।

শুন গো মরম-সই কি রূপ দেখিনু ওই
বেশ কি দিব তুলনা।
হেন মোর মনে লয় কি আর কুলের ভয়
মনে রহে বড়ই ঘোষণা॥
হেন মনে করি সাধ যদি নহে পরমাদ ৫
গুরু জনে কতহুঁ ডরাই।
হিয়া কাড়ি যথা তনু রাখিতে কালিয়া কানু
সেইখানে করিতাম ঠাঁই॥
নারী জন্ম করে বিধি নহে এই গুণনিধি
নিশি দিশি রাখিনু সম্মুখে। ১০
যেখানে মরম স্থান রাখিলাম সেইখান
না পাইয়া শেল রহে বুকে॥
শাশুড়ী ননদী পাপ তারা দেই বড় তাপ
উচ কথা না পাই কহিতে।
চণ্ডীদাসে কহে তায় হেন মোর মণে ভায় ১৫
এ কথা না গেল মোর চিতে॥

৪। ঘোষণা…বাসনা।
৯। নহে…তাহা হইলে।
১০। রাখিনু…রাখিতাম।
১৬। না গেল—বোধ হয়…লাগল।

—o—

৫০৪

কেদার।

রসিক নাগর চতুর-শেখর
করিতে রসের রঙ্গ।
মনমথ যেন কুঞ্জর ছুটল
রমণী মোহিতে সঙ্গ॥
ধৈরজ না মানে আন নাহি শুনে ৫
মত্তচিত ভেল তায়।
নাগরী সকল দেখিয়া বিকল
কটাক্ষ লহরে চায়॥

ঈষৎ হাসিয়া নাগর রসিয়া
করিতে রমণ-কেলি। ১০
যেমন কুসুম দেখিয়া সুষম
লোভিত হইয়া অলি ॥
যেন করিবর করিণী দেখিয়া
ধৈরজ নাহিক মানে।
মত্ত মৃগ যেন মৃগিণী দেখিয়া ১৫
ছুটিয়া বুলয়ে বনে ॥
তৈছন লুবধ মাধব মুগধ
মোহিতে তরুণীগণে।
অতি রসলীলা নাগর চলিলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

৩। মনমথ—উন্মত্ত···বোধ হয়, উনমত।

৫০৫

বিহাগড়া।

নিকুঞ্জ শোভিত কি রস-কেলি
এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সুচারু গড়ল ভাল
রতন-মন্দিরে শোভিতে। ৫
ঝব্বর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা ঠুসারি গাঁথনি সারি
গন্ধ মল্লিকা যাতি সুবাস
কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদ মোহিতে ॥ ১০
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গান
চকোর চকোরী গাওত তান
হংস হংসীকর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ-মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে ॥ ১৫
ময়ূরা ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহুকী ডাকে রসাল
শারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে ॥
হরিণ হরিণী সারস পাখী ২০
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
বৈছে দিক উজর রেখি
সুচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়ন মোহিতে ॥
চামর চামরু কুঞ্জররাজ ২৫
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির-মাঝ
তাহাতে সাজল রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে ॥

৫০৬

বিহাগড়া।

ফুটল ফুল মাধবী যাতি
পারল কিংশুক ধাবক জাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব পাঁতি
ধরণী লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুসুম-কাননে ॥ ৫
কেয়া আমলকী পলাশ ফুল
ফুটল মল্লিকা ঠুসারি কুল
করবী গুলাল সৌরভ পূর
গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
মধুকরকর শোভনে ॥ ১০
বাঘনখি আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে ॥

গাওত কতেক তান মান   ১৫
হেরি মুরতি মদের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচ বাণ
রসিক নাগর শোভনে ॥

৪। রসাল—আম্র, অথবা রসযুক্ত।
১০। কর··সমূহ।
১৩। সাধি·· সাধে—মনের আনন্দে।

—o—

৫০৭

কামোদ।

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
অখল রমণী করত গান
মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
বরজ-রমণী ধনী ॥
ঝাঝরি গান মৃদঙ্গ তান   ৫
রবাব ঠমকি তান মান
মুরজ কেরি ভেরী বায়
দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥
বীণা বেণু সব মণ্ডলী গায়
পাখোয়াজ সব কি গতি বায়   ১০
সুন্দরী পিণাক মধুর গাওনি ॥
চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
আনন্দ বড়ি সে রসের সার
ফেরি ফেরি মগন চিত্ত   ১৫
বিসখ বিহ্বল কামিনী ॥

—o—

নব কুঞ্জর-লীলা।

৫০৮

ধানশী।

নাগর নাগরী   প্রেমের সাগরি
এ দুই গমন সরে।
ধরিয়া নাগরী   নাগরের কর
নিকুঞ্জ-মাঝারে ফিরে ॥
এ নব কুঞ্জর   আকার সুন্দর   ৫
দেখিয়া নাগররাজ।
এক শত নারী   কুঞ্জর আকার
আসিয়া মিলল মাঝ ॥
তা দেখি নন্দের   নন্দন আনন্দ
চড়িয়া কুঞ্জর পরে।   ১০
রাধা শ্যাম তাই   চড়ল তাহাই
বিহার করই তারে ॥
কুঞ্জর কামিনী   বরজ-রমণী
ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে।
এই রস-কেলি   করে দুই জনে   ১৫
সকল কাননপুঞ্জে ॥
চণ্ডীদাস দেখি   আনন্দ-মগন
সুখের নাহিক ওর।
নাগর নাগরী   প্রেমের লহরী
মনমথে হল ভোর ॥   ২০

—o—

৫০৯

কেদার।

দেখ দেখ অপরূপ।
এ নব কুঞ্জর   শোভিছে সুন্দর
বড় আনন্দের কূপ ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে   বিলাসি সঘনে
লহরী মদন ভাতি।   ৫
মদন দংশল   হিয়ার মাঝারে
হেরিয়া ধবল রাতি ॥
গমন মোহিত   গোপিনী মোহিতে
তেজিয়া কুঞ্জের বাস।
বিহ্বল মদন   ধানুকী ধনুক   ১০
ছাড়িয়া নাগর পাশ ॥

পরের রমণী নিশিতে গমন
জানিয়া নাগর রায়।

* * * * * * * *

এইখান হইতে মূল পুথির ৮টি পাতা নাই। অনেক চেষ্টাতেও পাই নাই। ৪০টা পদ বাদ গিয়াছে। ৫১০ নং পদ পড়িয়া বুঝা যাইতেছে, কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনমধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, পথে ক্লান্তি বোধ হওয়ায় তাঁহাকে কাঁধে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অহঙ্কার হইয়াছে বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা অদৃশ্য হন। ৫১০ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ পুথিতে নাই।

—০—

৫১০

*** আগল শ্রম অতিভরে
বিকল হইল প্রাণ॥
রাস-জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
আর আমি মেনে চলিতে না পারি ৫
শুনহ নাগর রে॥
তবে সে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ।
তবে সে যাইতে পারি বনভিতে
আগে এ কবুল কহ॥ ১০
হাসি কহে কিছু রসময় কান
ইহার এমন রীত।
রাধার যেমত দশা উপজল
তেমতি ইহার চিত॥
ভাল ভাল বলি কহে বনমালী ১৫
তোমারে লইব কাঁধে।
বড় নহে এই তার পরিণাম
কহিলা শ্যামর চাঁদে॥
সরস বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসন বাঁধে। ২০
হের আসি কহে আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে॥
সুঘর শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন দশা।
মদ অহঙ্কার হইল ইহার ২৫
পাওল বিষম দিশা॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
তুমি কি চড়িবে কাঁধে।
চণ্ডীদাস কয় বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধন্দে॥ ৩০

—০—

৫১১

শ্রী।

শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে॥
আইস ধনী রামা কাঁধে করি তোমা ৫
সেখানে বসিলা হরি।
শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী॥
বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে। ১০
হেন বেলে তথি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুলচাঁদে॥
সেই নব-নারী কাষ্ঠের পুতলি
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।
যেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া ১৫
পড়ল শিরের পরি॥
কান্দয়ে করুণে পড়িয়া কাননে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
যেমন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুনু॥ ২০

অচেতন সয়ে রোদন বেদন
হারায়ে পরাণ-পতি।
কোথা গেলে নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি॥
সেই নব-রামা শ্যামেরে খুঁজিয়ে ২৫
একাকী কাননে পড়ি।
মুখে নাহি বাণী যেন অনাথিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি॥
যেন সে ধবলি সোনার পুতলি
পড়িয়া কানন-বনে। ৩০
বিকল হইয়া মুরছা খাইয়ে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

২৯। ধবলি—ধরণীও হইতে পারে।

—o—

৫১২

কেদার।

ওহে নাথ কি করিয়া গেলে।
বজর পাড়িয়ে মোর ভালে॥
আমি সে করল কোন কাজ।
পরিহরি সতীপণা লাজ॥
আগু পাছু কিছু না গুণিনু। ৫
ছার মুখে কি বোল বুলিনু॥
তুমি পতি পুরুষ-রতনে।
ইহা না জানিল পরিণামে॥
অপরাধ ক্ষেম এইবার।
শুন নাথ মহিমা তোমার॥ ১০
অবলা কি জানে গুণরাশি।
আমি তোমার চরণের দাসী॥
আপনার গুণে কর দয়া।
লইয়াছি তুয়াপদ-ছায়া॥
দীন হি চণ্ডীদাস বলে। ১৫
কানু খুঁজিবারে ধনী চলে॥

—o—

৫১৩

ঐ।

হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পথে।
প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অন্বেষণে
বড়ই হইল অসুরথে॥
বিরহে আকুল ধনী আর যত গোপিনী ৫
সেই বনে প্রবেশিল গিয়া।
দেখিল চরণচিহ্ন বিহি পদ আছে শূন
তার কাছে কাছে আরসিয়া॥
রমণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে
ঐ দেখ নয়ন চাহিয়া। ১০
এই দেখ গুণমণি আনিয়া বা কোন ধনী
বেশ কৈল হরষ হইয়া॥
তার চিহ্ন দেখ আরে সিন্দুর দেওল তারে
পত্রে মষি পরাইল ভালে।
সেই পত্র ঐ দেখ কাজলের আছে রেখ ১৫
সুবেশ করল কুতূহলে॥
চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখ রঙ্গে
এই দেখ তাহার নিশান।
নয়ন আগুন হয়ে বদনে বসন লয়ে
অতি বড় উঠি গেল মান॥ ২০
তুলিয়া বনের ফুলে বেশ বনাইল ভালে
এই দেখ কুসুম তুলিয়া।
এই বৃক্ষ-লতা ধরি কুসুম ভাঙ্গল হরি
তার চিহ্ন দেখ না আসিয়া॥
তা দেখিয়া অনুরাগী বিরহ উঠিল আগি ২৫
কোন রামা এল কৃষ্ণ লয়ে :
চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী
তারে কানু গেছেন ছাড়িয়ে॥

এই পদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন গোপীকে লইয়া শ্রীরাধিকার নিকট হইতে অন্তর্হিত হন। সেই গোপীর অহঙ্কার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও ত্যাগ করেন।

৪। অসুরথে…দুঃখ।

৫১৪

কানড়া।

অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল
সে নব কিশোরী রাই।
অতি দুরন্তর মানেতে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই॥
সে কোন কামিনী কুলের রমণী ৫
কেমন তাহার কাজ।
সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝ॥
একে বিরহিণী বিয়োগ বিরাগে
তাহে ভেল অতিরাগী। ১০
যে আছে মরমে তাহা সে করিব
যদি বা পাইয়ে লাগি॥
সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতেক ভাল।
এই অনুরাগ রাগিণী অন্তরে ১৫
বিয়োগ উঠিয়া গেল॥
সেই পথে চলি যায় সবে মিলি
রাধার সঙ্গেতে দেখা।
সেই গোপনারী মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা।
নিঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পর ভাষা॥ (?)

—o—

৫১৫

কানড়া।

সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি॥
রাধা আগে কহে বাণী কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বহুত হয়ে লাজ।
মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী করি
করিলাও আপনি অকাজ॥
বৃন্দাবন রাসরসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশিশেষে এই।
রাধার বাসনা সাধে কানুর চড়িতে কাঁধে ১
তোমারে তেজিয়া গেল সেই॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনঠাম
আগে সে কহিল কলভাষা।
ভাজি মোর অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা॥ ১
তোমার ভাঙ্গিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেই মত একাকিনী বনে।
শুনি সুধামুখী রাধা হৃদয়ে পাইয়ে ব্যথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

রাধিকাও পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িতে চাহিয়াছিলেন তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান।

—o—

৫১৬

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী।
অধিক হইলা বিরহিণী॥
কি আর করিব সখি বল।
কানু বড় নিদয় হইল॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই। ৫
তার দরশন নাহি পাই॥
তেজব কঠিন পরাণ।
সো পঁহু করল নিদান॥
জানল দোষে ভেল বাম।
আমরা কি পাওব কান॥ ১০
যার লাগি তেজল গেহ।
তছু পদে সোপনু দেহ॥

গুরুজন পরিজন আশ।
দূরে ভারসু অভিলাষ ॥
কুবচন করিল ভূষণ। ১৫
অপথ সপথ কৈল পণ ॥
পাড়ার পড়সি দিল ডোর।
সে কানু করিল নিজ কোর ॥
নিশ্চয় তেজল গুণমণি।
অনুরাগে যতেক গোপিনী ॥ ২০
দীন চণ্ডীদাস বলে তায়।
এখনি মিলব যতুরায় ॥

৯। কাঁধে চড়িব বলায় আমার প্রতি ও অপর একজনের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন।
১৬। সপথ—সুপথ।

—o—

৫১৭
কামোদ।

শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব।
কালিয়া কানুর লাগি আনলে পশিব ॥
যাহার লাগিয়ে হল এত পরমাদ।
সে জন করিল সুখ সম্পাদেতে বাদ॥
সকল গোপিনী বলে আর কিবা দেখ। ৫
সে শ্যাম নৈরাশ হল কি আর উপেখ ॥
যে জন করিত দয়া সে হল নিঠুর।
তেজিয়াবিমুখ ভেল কৈল অতিদূর ॥
যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া।
এ ছার জীবন কেন থাকিয়ে ধরিয়া ॥ ১০
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ।
এখনি মিলব কানু মিলিবেক সাধ ॥

—o—

৫১৮
কানড়া।

শুনহ সজনি আর কি দেখহ
মরণ হইল সারা।
যাইয়া যমুনা মরিব সজনি
এ শুন আমার ধারা ॥
এই মনে ঠানি সকল গোপিনী ৫
যাইয়া যমুনাকূলে।
সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে ॥
বুঝিল নিশ্চয় সেই যতুরায়
স্ত্রীবধ পাতকী ভয়ে। ১০
আসি দেখা দিল সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে॥
দেখিয়া নাগর গুণের সাগর
নবীন ব্রজের রামা।
চণ্ডীদাস বলে নাগরী সকল ১৫
উঠলি উথল প্রেমা ॥

৫। ঠানি—অনুমান করিয়া, ভাবিয়া।

—o—

৫১৯
সুহই।

নাগর পাইয়া নাগরী সকল
সুখের নাহিক ওর।
যেন বা কে ধন পাইয়া তেমন
বঁধুয়া করিল কোর ॥
নয়নের তারা খসিয়া গেছিল ৫
আসিয়া বসিল পুনঃ।
জল ছাড়া হয়ে শফরী বিকল
সে জল পাইল হেন ॥
যেমন চাঁদের রসের বিহনে
চকোর অবশ হয়ে। ১০
রস পেয়ে যেন পরাণে জিয়ল
তেন সে শ্যামেরে পেয়ে ॥
যেন মেঘরস লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পিও সে পিও।
রস আলাপনে চাতক বাঁচল ১৫
এ রস না জানে কেও ॥

পাইয়া নাগর নাগরী সকল
কহিতে লাগিল তারে।
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
চণ্ডীদাস গুণ গায়ে॥ ২০

৯। চাঁদের রস··সুধা।
১৫। আলাপনে···আস্বাদনে।

——০——

৫২০

ধানশী।

বঁধু, ভাল সে বটহ তুমি।
এক অপরাধ জনম অবধি
করিয়া আছিল আমি॥
সেই অপরাধ বিষম বিবাদ
করিলা নাগর রায়। ৫
আমরা অবলা অখলা কি জানি
সকল গোচর পায়॥
কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দঢ়।
কালার সঙ্গেতে যে করে পীরিতি ১০
পরিণামে হয়ে আর॥
যখন না ছিল তোমার মিলন
তখন আছিল ভাল।
হাসিয়া হাসিয়া জাতি কুল নিয়া
নিদানে আনল জ্বাল॥ ১৫
পরের পরাণ হরিতে তোমার
তিলেক নাহিক দয়া।
পরবশ তুমি কি বলিব আমি
যেমন বায়ার ছায়া॥
যেমন জলের বিম্বুক সম্মুখে ২০
দেখিয়া মিলায়ে যায়।
তোমার পীরিতি দেখিতে তেমন
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

১৯। বায়ার—বায়ুর। কায়ার নয় ত?

——০——

৫২১

ধানশী।

ভাল হইল বঁধু তোমার পীরিতি
নিশির স্বপন যেন।
কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই যেন॥
আমরা অবলা অখলা রমণী ৫
তিলে কতবার ভুলি।
দোষ গুণ আদি কিসের অবধি
ধরিয়াছ বনমালী॥
ভাল সে তোমার চরিত বেভার
এবে সে জানিনু কানু। ১০
নিজবশ নহ পরবশ হও
তোমারি স্বপন তনু॥
তুমি দয়া কর দয়ার সাগর
কলপতরুর গাছে।
শীতল দেখিয়া ও দুটি পঙ্কজ ১৫
শরণ লইয়াছি কাছে॥
এ নহে তোমার মহিমা করিতে
অবলা জনার দুখ।
এড়িয়া কাননে গেল কোন স্থানে
কত না হইল সুখ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে যে হল সে হল
এখন পাইলা কান।
পরশ-রতন করিয়া ভূষণ
হৃদয়ে করহ স্থান॥

৭-৮। আমরা অবলা, আমাদের কত দোষ হয়, তাহা কত দূর ধরিয়াছ?
১১। তুমি ভক্তবশ, ইহাই কি অর্থ নহে?
১২। তোমার সকলি অলীক।
২০। কত সুখে বিঘ্ন ঘটিল।

——০——

৫২২

সিন্ধুড়া।

হেদে হে কমল-কান কা সনে করহ মান
দোষ গুণ কিছুই না লও।
পরবশ রস প্রেম এবে সে জানিল হেম
অমিয়া সেচনে কথা কও॥
তোমার অমৃত বাণী কত বোল পেয়ে জানি ৫
হাসি পরকিত সুধাময়।
এমন রতন ধন পাইয়া অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয়॥
তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহরি
গুরু গরবিত যত জনে। ১০
তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাঙ করিয়া চন্দনে॥
যে বল সে বল কানু তোমারে সঁপিনু তনু
মো সবা ছাড়িবে জানি পাছে।
দেখ দেখি ত্রিভুবনে, কে বা আছে তোমা বিনে ১৫
আর সে দাঁড়াব কার কাছে॥
যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগররাজ
পরভাব না করিহ মনে।
ব্রজনারী মনকাম কে পূরাবে ওহে শ্যাম
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০

৬। পরকিত—প্রকৃত।

—o—

৫২৩

সিন্ধুড়া।

কি আর বলিব পায়।
শুন হে নাগর রায়॥
তারা কি পরাণ এড়ি।
কাননে রহিলা ছাড়ি॥
আমরা অবলা নারী। ৫
দোষগুণ নাহি ধরি॥
তুমি সে পরাণ বন্ধু।
কেবল করুণাসিন্ধু॥
দীন চণ্ডীদাস কয়।
সুধারস তুমি ময়॥ ১০

১০। তুমি সুধারসময়।

—o—

৫২৪

সিন্ধুড়া।

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচন
কহিতে লাগিলা তায়।
তোমার পীরিতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায়॥
তোমা না দেখিয়া আঁখির পলক ৫
যদি বা নাহিক দেখি।
দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি॥
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগল তায়। ১০
রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কটাক্ষ নয়নে চায়॥
যা হল তা হল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরী রাধা।
তোমার মরমে আমার মরমে ১৫
সদাই আছয়ে বাঁধা॥
রমণীমাঝারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে।
এমন পীরিতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে॥ ২০

—o—

৫২৫

পূরবী।

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রসের ভারা।

যেমন কুসুম মধুর সরসে
অলিকুল পিয়ে তারা ॥
খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডে লাখ শত শত ৫
রমণী একেক রয়।
কানু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
মধুপানে অতিশয় ॥
মধুর সে মাতি যেন মত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে। ১০
সবারে ভুষিয়া নাগর রসিয়া
করুণ বাঁশীর গানে ॥
মধুরসম্বরে বাঁশী বাজাইয়া
নাগর চতুর রায়।
গুপত পীরিতি বাঁশীর আরতি ১৫
এ কথা না জানে মায় ॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
না জানে গৃহের পতি।
যেমন যে ছিল তেমন পৈশল
ঐছন আরতি গতি ॥ ২০
যদুনাথ গেলা নন্দের মহলে
শুতলি মায়ের কোলে।
জননী না জানে এ রস বেভার
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৫। খণ্ডে খণ্ডে…দলে দলে।
২৩। বেভার…ব্যবহার।

রাসলীলা সমাপ্ত।

—o—

অক্রূরাগমন।

গোষ্ঠ।

৫২৩

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরুচন্দ্র।
মুখ শশীখানি সুবাসিত জলে
ধোয়ল গোকুলচন্দ্র ॥
স্নেহে যশোমতী আদর স্বভাবে ৫
এ ক্ষীর নবনী আনি।
কানাই-বদনে দিয়া সে যতনে
কহেন মধুর বাণী ॥
আজু বনে তুমি যাবে যাদুমণি
শুনিতে লাগয়ে ডর। ১০
লোকমুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর ॥
কানু বলে মাতা না কর সংশয়
তোমার চরণ আশে।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংসচরে ১৫
তারে বা গণিয়ে কিসে ॥
মায়ের করুণ বচন শুনিতে
সে হেন যাদব রায়।
মধুর বচন করিয়া ছন্দন
আরতি কহিছে মায় ॥ ২০
কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
করিতে পারিয়ে ধ্বংস।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস মোরে
আমি যদুকুলবংশ ॥
মায়েরে ভুষিয়ে চতুর কানাই ২৫
শুন গো বেদনী মায়।
বেশের রচনা করহ রচনি
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

২। শ্যামরুচন্দ্র…শ্যামচাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ।
১৪। আশে…আশীর্বাদে।

—o—

৫২৭

বেলয়ার।

বেশ বনাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বনাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায় ॥

বেড়িয়া মালতী আনি জাতি যূথি
কুন্দের কলিকা দিয়ে। ৫
তাহার উপরে মুকুতার মালা
প্রবাল-মাঝারে দিয়ে ॥
সোনার ঝু খরি মালা দিয়া ফেরি
মাণিক খোপনি সাজে।
পরশ-পাথর গাঁথি থরে থর ১০
কি শোভা দেখ না মাঝে ॥
ময়ূর শিখণ্ড দিয়া তার পর
ঝিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে ॥ ১৫
দুদিকে দুকানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন
নবঘন কিসে পেখি ॥
কপালে মলয় চন্দন-তিলক ২০
তাহে গোরোচনা ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা চাঁদের ঘটা ॥
অধর বান্ধুলি যেন রাভাগুলি
কি জানি হিঙ্গুলে দলি। ২৫
নয়ন চাতক তাহাতে কাজল
অতি সে শোভন ভালি ॥
বাহে টার বালা গলে বনমালা
কটীতে ঘুঙুর বায়।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালি ৩০
রতন-নূপুর পায় ॥
চণ্ডীদাসে কয় নটবর রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি ॥ ৩২

৮। ঝু খরি…ঝুসারি।
২৮। বাহে…বাহুতে।

—o—

৫২৮

বেলয়ার।

দেখ দেখ নন্দ রায় কি আনন্দ শোভা পায়
বিধু যেন ঢল ঢল দেখ যমুনায়।
নব নীল ঘন চাঁদ মনমথ জিনি ফাঁদ
অমিয়া-সাগর সুখসায়রে ভাসায় ॥
দেখিয়া আনন্দ বড়ি নন্দ ঘোষ রূপ হেরি ৫
ধরণে নাহিক যেন যায়।
কোলে লয়ে নন্দরাণী ও মোর যাদুয়ামণি
চুম্বন করিয়া কাঁদে মায় ॥
এ বেশে কেমনে বনে যাইবে ধেনুর সনে
পদযুগ অতি সে কোমল। ১০
বিষম ভানুর তাপ লাগিবে সে উত্তাপ
জানি বা গলিয়া হয় জল ॥
এই বড় উঠে ভয় হেন মোর মনে লয়
তৃণাঙ্কুর বাজে বা চরণে।
ঘরে বসি থাক বাপু তোমা না পাঠাব কভু ১৫
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥

৬। আনন্দে অধীর হইলেন।

—o—

৫২৯

রামকেলি।

হেন বেলে যত রাখাল বালক
আইল কানাই নিতে।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
বাঁশী শিঙ্গা বেণু গীতে ॥

চল ভাই কানু কি কাজ বিলম্বে ৫
হইল উছর বেলা।
এখন কি কাজে আছ গৃহমাঝে
করহ ধেনুর মেলা॥
ধবলী শাঙলি অতি চোরা গাভী
যদি বা উচর হয়। ১০
দূর বনে গিয়ে কোথা পড়ে ধেয়ে
এই উঠে মনে ভয়॥
ত্বরিত গমন কি আর বিলম্ব
রাখাল আঙ্গিনা ভরা।
কহে হলধর যশোদা গোচর ১৫
তুমি সে করহ ত্বরা॥
এ কথা শুনিতে যশোদা-হৃদয়ে
উঠিল বেদনা বড়।
কেমনে পাঠাব এ হেন ছাওয়াল
তুমি সে হইও দড়॥ ২০
বলরাম-করে ধরি কিছু বলে
শুন হলধর তুমি।
তোমার করেতে সঁপিল যাদুরে
কি আর বলিব আমি॥
কত শত বেরি কটোরাতে ভরি ২৫
রাখিয়ে এ ক্ষীর সর।
নিশিতে পিয়াই তার নাহি লেখা
ভরিয়া এ দুটি কর॥
কহেন বচন বলরাম হেন
এ হরি সবার প্রাণ। ৩০
আমি সে থাকিতে কিবা ভয় কর
দীন চণ্ডীদাস গান॥

৬। উছর—অতিরিক্ত।
১০। উচর: চঞ্চল, বিপথগামী।

—০—

৫৩০
রামকেলি।

পুনঃ পুনঃ কহি রে।
শুন বাপু হলধরে॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তারার পুতলি সাখী॥
তুমি ত প্রবীণ বট। ৫
আমার যাদুয়া ছোট॥
আপনার ক্ষুধার বেলে।
খাইতে দিও ত ভালে॥
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু॥ ১০
কানুর ধরাতে বাঁধি।
ক্ষীর ছেনা ননী চাঁছি॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে॥
দুখিনী অভাগী আমি। ১৫
কেবল ভরসা তুমি॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি॥
এ কথা যশোদা বলে।
চণ্ডীদাস কহে ভালে॥ ২০

১৪। বল, আপনি তাহাকে খাওয়াইবে।

—০—

৫৩১
বেলোয়ার।

চলিলা রাখাল সকল মণ্ডল
লইয়া ধেনুর পাল।
হৈ হৈ বলি দিয়ে করতালি
নন্দের নন্দন ভাল॥
কেহ নাচে গায় কেহ বেণু বায় ৫
কেহ বেণু দেয় সাড়া।
কেহ তাল মান করে অতি গান
কেহ নাচে অতি গাঢ়া॥

কেহ বলে ভাই কোন্ বনে যাবে
 কহত বোলত ভেয়ে। ১০
সেই বন পানে চলে ধেনুগণে
 তবে যাই ধেনু লয়ে ॥
বলরাম তায় কহিছে সবহি
 কানাই যাহাই বলে।
সেই দিক্ পানে চালাহ রাখাল ১৫
 আমি সে কহিয়ে ভালে ॥
যতেক রাখাল কহে বারে বারে
 শুন হে রাখাল কানু।
আজু কোন্ বনে বলহ বচনে
 কোথারে চালাব ধেনু ॥ ২০
কানু বলে আজু চালাহ সঘনে
 ভাণ্ডীর-কানন বনে।
সেই বনমাঝে চালাইবে পাল
 দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

—o—

৫৩২

বেলোয়ার।

ভাণ্ডীর কাননে চলে ধেনুগণে
 সকল রাখাল মেলি।
নানামত খেলা সকল রাখালে
 দিয়ে উঠে করতালি ॥
আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে ৫
 ভাগবত সুখ কেলি।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
 কেবল ফুটক বলি ॥
আর পরমাদ পড়িল সংশয়
 গোকুলে নন্দের ঘরে। ১০
এ কথা না জানে কৃষ্ণ বলরাম
 গোঠের লীলাতে ভোলে ॥
নানামত খেলা সকল রাখাল
 খেলয়ে মনের সনে।
অবসান-কাল আসিয়া হইল ১৫
 জানিল বালকগণে ॥
আজিকার মত খেলা সমাধিয়া
 চলহ গোকুল পুরে।
কালি আসি বনে খেলাব যতনে
 শুন ভাই হলধরে ॥ ২০
জড় কর পাল সকল রাখাল
 শিঙ্গাতে দেহত সান।
চলি যায় সব রাখালমণ্ডল
 দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

৮। ফুটক…একটু—সামান্য।
৯-১০। অক্রূরাগমনরূপ বিপদ্।
২১। জড়…একত্র।

—o—

৫৩৩

পূরবী।

চলত নাগর কান।
রাখাল চলিয়া যান ॥
কেহ নাচে গুণগানে।
যমুনা সরস মানে ॥
উঠিল বেণুর সান।
ধেনু চলে আগুয়ান ॥
মুরলী সুস্বর রবে।
পাষাণ হইছে দ্রবে ॥
কানুর বাঁশীর গানে।
যমুনা উজান পানে ॥ ১০
চলি যায় নানা রঙ্গে।
নবীন রাখাল সঙ্গে ॥
গোকুল মুখেতে চলে।
হৈ হৈ রব বলে ॥

গদগদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
সুখের নাহিক ওর ॥
আজু দেখব চরণ দুখানি ৫
লোটায়ে পড়িব তায়।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দুটি কমল-পায় ॥
তবে যদুনাথ ধরি দুটি হাত
পরশ করব মোরে। ১০
আলিঙ্গন রসে গদ গদ হব
ও নব নাগরবরে ॥
পাইয়া পরশ হইব হরষ
ভাসিব আনন্দ-জলে।
এ সব কাহিনী কহিতে চলল ১৫
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

——০——

৫৩৭

গড়া।

এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে
অক্রূর চলিয়া যায়।
প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া
পুলক হইছে গায় ॥
যেমন কদম্ব- কেশর ফুটল ৫
তৈছন অক্রূর দেহা।
প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
বিসরল নিজ গেহা ॥
স্বেদবিন্দু অতি ক্ষেণেক চেতন
ক্ষেণেক অবশ হয়। ১০
ভাবের বিকারে আপনা পাশরে
আপনার বশ নয় ॥
কংস রাজা হইতে আমার হইল
ও পদ দর্শন লেহ।

সে রাঙ্গা চরণে লোটায়ে পড়িব ১৫
নিজ আপনার দেহ ॥
কিবা সুখদশা সুখে নাহি সীমা
জনম সফল মানি।
প্রভুর চরণ দেখিব নয়নে
কহিব বচন বাণী ॥ ২০
যে পদ-পরশ আশে অবিরত
ব্রহ্মাদি যতেক দেবা।
বৃন্দাবনে আসি তরুলতা হয়ে
থাকিয়া করয়ে সেবা ॥
দেব শূলপাণি অবিরত গুণি ২৫
গাইছে পরম সুখে।
মুনি ঋষিগণ করয়ে স্তবন
অতি সে পরম রসে ॥
গোকুল-ঈশ্বর গোকুলে আসিয়ে
জন্মিলা নন্দের ঘরে। ৩০
চণ্ডীদাস বলে হেনক সম্পদ্
হেরিব মনের সরে ॥

১৬। 'নিজ আপনার', 'বচন বাণী', 'হের দেখ', 'গরল বিষ', এরূপ দ্বিরুক্তি চণ্ডীদাসের পদে বিরল নহে।

৩২। 'সরে' কথাটা নানা অর্থে নানা স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ স্থির করা কঠিন।

——০——

৫৩৮

সিন্দুড়া।

মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে
অনন্ত সহস্র মুখে।
সে জন না পায় মহিমা অপার
আন্‌কি জানিব লোকে ॥

ধন্য সে গোকুল নগর সকল ৫
সদাই দেখয়ে কানু।
ধন্য সে যশোদা ধন্য সে গোপিনী
সঁপিল আপন তনু॥
ব্রজবাসী বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে। ১০
ভাই ভাই বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে ১৫
আনন্দে এ দিন রাতি॥
স্নেহভাবে সেই নন্দ যশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পীরিতি করিয়া
তারে শেষে হরিলাভ॥ ২০
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুল পুরের লোক।
কৃষ্ণরূপ হেরি আনন্দে বিহরে
নাহি কোন দুখ শোক॥
চণ্ডীদাস আশ করে পদতল ২৫
তাহার কণিকা পেতে।
মন নহে ভাল চিত্ত নহে দঢ়
কেমনে পাইবে তাথে॥

—০—

৫৩৯

ঐ

গদ গদ প্রেমে পথে যায় চলি
আনন্দ হইয়া বড়ি।
অশ্রুজলে অঙ্গ তিতিল সকল
রথের উপরে পড়ি॥
এই মত কত ভাবের উদয় ৫
অক্রূর মহা সে মতি।
শুভ দশা মোর আজি সে ফলিল,
দেখিব গোলোকপতি॥
যে পদপল্লব যোগীর ধেয়ান
করিলে নাহিক পায়। ১০
সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
দু আঁখি জুড়াব তায়॥
এই সব কথা ভকত বিচার
করি গেলা মনে মনে।
বিষম পড়িল গোকুল নগরে ১৫
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

—০—

শ্রীরাধিকার স্বপ্ন।

৫৪০

ভৈরবী।

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা
কহিতে লাগিলা কথা।
তোমরা শুনিলে এ সব কাহিনী
হিয়ায়ে পাইবে ব্যথা॥
আজুর নিশির স্বপন দেখিল ৫
অতি অদভুত বাণী।
শুনহ সজনি তোমরা চেতনি
কি হয়ে নাহিক জানি॥
সব সখী বলে কহ কহ রাধা
কি হেতু ইহার শুনি। ১০
রাই কহে সব নিশির স্বপন
কহিতে লাগিল বাণী॥
নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময় কালে।
রথ আরোহণ করি একজন ১৫
আইল গোকুলপুরে॥

আমি যেন বিকে বড়াইএর সাথে
গেছিল গোকুল পুরে।
হেন বেলা দেখা হইল আমার
কহিতে লাগিল তারে॥ ২০
রথ আরোহণে কোথারে গমন
এ পথে যাইছ তুমি।
কি নাম তোমার কহিবে গোচর
তাহারে কহিল আমি॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ ২৫
অক্রূর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরামে আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে। ৩০
চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে॥

—o—

৫৪১

ভৈরবী।

এ কথা কহিতে সব সখিগণ
কহিছে রাধার কাছে।
স্বপন আপন না হয় কখন
শয়ে এক সাঁচা আছে॥
হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল ৫
হিয়ারে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি তায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥
কোন সখী বলে অনুভবে দেখি
ঐছন কহিয়া হিয়া। ১০
কি জানি স্বপন কি না হয়ে পুন
গণাহ গণক লয়া॥

ভাল না কহিলে মরম-সখি হে
মনেতে লাগল মোর।
দেয়াশীর ঘর যাহ একজন ১৫
বুঝহ ইহার ওর॥
এক গোপনারী দেয়াশীর ঘর
গেল সে বিরসমতি।
গৌরীর মাথায়ে ফুল চড়াইয়া
বুঝহ এ কাজ গতি॥ ২০
ফুল চড়াইল গৌরীর মাথায়ে
দেয়াশী কহিছে তালে।
যে কারণে গোপী আরাধল আসি
দিবে সে মাথার ফুলে॥
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে ২৫
দেয়াশী কহল তায়।
অতি অমঙ্গল পড়ল গোকুল
না জানি কি জানি হয়॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারি
সকল মিছাই নয়। ৩০
কখন কখন কাজের গোচর
কিছু কিছু সত্য হয়॥

৩-৪। নিজের স্বপন শতকরা একটা সত্য হয়।
৫-৮। রাধিকার উক্তি।
১৩-১৬। রাধিকার উক্তি, ভাল না কহিলে, ভালই বলিলে —'না'র নিষেধ অর্থ নহে।

—o—

৫৪২

ভৈরবী।

সেই গোপ-নারী রাধার গোচর
কহিতে লাগল গিয়া।
সেই গৌরী-শিরে পুষ্প চড়াইতে
দেয়াশী বিনয় হৈয়া॥

না পড়ল তার শিরে এক ফুল ৫
শুনহ সুন্দরী রাধা।
অমঙ্গল যেন অনেক অন্তর
সকল দেখিল বাধা॥
এ কথা শুনিয়া সবার চিত্তেতে
বিস্ময় ভাবিল বড়ি। ১০
গণক আনিয়া তারে গণাইব
সে জন পাড়িয়ে খড়ি॥
আসিয়া গণক বসিলেন তথি
লিখিল ষোলই ঘর।
তাতে আঁক রাখে বেদ পরিমাণ ১৫
খড়ি দিল তার পর॥
প্রথম বামের ঘর ছাড়াইয়া
তার পাশে পড়ে খড়ি।
সীতার ঘরেতে খড়ি বসাইল
এ কথা কহিল ডেড়ি॥ ২০
সীতার ঘরেতে বহু দুখ বোলে
গণক কহিল তায়।

* * * * * *
* * *

মনে করি কিবা কহে খড়ি দিয়া ২৫
গণক কহিল পুনঃ।
এই মনে কর রহে গিরিধর
মথুরা না যায় যেন॥
সীতার ঘরেতে এ খড়ি উঠল
সামাল কহল তায়। ৩০
এ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

৭-৮। অন্তরে অনেক অমঙ্গল দেখিলাম।

—৭—

৪১০
ঐ।

আসিতে অক্রূর দেখি অদভুত
পথের মাঝারে চিহ্ন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সে পতাকা
রহিছেন অন্য অন্য॥
দেখি সে চরণ পড়িয়া সঘন ৫
লোটাইয়া পড়ে অঙ্গ।
প্রেমে গদগদ সুখের আমোদ
উঠিল আনন্দ রঙ্গ॥
প্রদক্ষিণ করি অষ্টাঙ্গ প্রণাম
সহস্র সহস্র করে। ১০
নয়নের জলে অঙ্গ বাহি যায়
যেমন যমুনা-নীরে॥
অচেতন পেয়ে পড়ে মুরছিয়ে
চেতন নাহিক হয়।
বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়ে ১৫
উঠিল সে মহাশয়॥
যমুনা দেখিয়া প্রণাম করিলা
তুমি সে সুধন্য মানি।
তোমার তীরেতে বিহরি খেলয়ে
সে হরি গোকুলমণি॥ ২০
এ বোল বলিয়া গেল পার হইয়া
প্রবেশে গোকুল পুরে।
নন্দের দুয়ারে রথ আরোপিয়া
চলিলা মন্দির পরে॥
দেখি নন্দ ঘোষ হইলা সন্তোষ ২৫
বসিতে আসন দিয়া।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া তাহারে তুষিল
অতি সে আনন্দ হয়া॥
নানা আয়োজন বিবিধ ব্যঞ্জন
রন্ধন করায় তথি। ৩০

ঘৃত দুগ্ধ তথি মিষ্টান্ন সাকরি
বিবিধ ভোজন রীতি ॥
চণ্ডীদাস বলে নন্দের সনেতে
দোঁহে করে কোলাকুলি।
আনন্দ মগন ভেল দুই জন ৩৫
কথার চাতুরী মেলি ॥

৪। অন্ন অন্ন ··পৃথক্ ভাবে।
৩১। সাকরি ··শর্করা।
৩৬। দুই জনের মধ্যে নানা কথা হইতে লাগিল।

কি বোল বলিলে যেমন বজর
পড়িল নন্দের মুণ্ডে।
যেমন আকাশ কুলিশ পড়ল
শুনিতে তাহার তুণ্ডে ॥
চণ্ডীদাস বলে আর কি বাঁচিব ২৫
গোকুলে গোপীর প্রাণ।
বিফল করল সকল অথির
ছাড়ব নাগর কান ॥

—o—

৫৪৪

গৌরী।

বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে
রন্ধন করিলা তায়।
ভোজন করিল অতি বিলক্ষণ
আচমন করি তায় ॥
আচমন করি বিচিত্র পালঙ্কে ৫
শুতল অক্রূর রায়।
কর্পূর তাম্বুল আনল মধুর
নন্দ যোগাইল তায় ॥
তবে পুছে বাণী কহ কহ শুনি
কেন বা আইলে ইথে। ১০
কহ সমাচার কি হেতু বেভার
অক্রূর বলেন তাথে ॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
শুন নন্দ ঘোষ রায়।
কৃষ্ণ বলরাম দুজনে লইতে ১৫
আইল আরতি তায় ॥
মোরে পাঠাইল গোকুল নগরে
লইতে এ দুই ভাই।
শুনিতে নন্দের হিয়া দর দর
আঁধার মানিল তাই ॥ ২০

৫৪৫

ধানশী।

এ কথা যখন শুনিল যশোদা
কহিতে লাগল তায়।
কি বোল কি বোল আর আর বল
ঘন ঘন পুছে তায় ॥
কাঁদি কহে নন্দ ঘুচিল আনন্দ ৫
অক্রূর আইল নিতে।
কৃষ্ণ বলরাম লইতে দুজন
এই সে কংসের চিতে ॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে। ১০
কি হল কি হল গোকুল নগরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
যেমন কুলিশ ভাঙ্গিয়া পড়িল
তেমন যশোদা মাথে।
কি শুনিল মুই দারুণ বচন ১৫
অক্রূর আইল নিতে ॥
যাহার ভয়েতে বেথিত অসুর
নিতি পাঠাইত চর।
যাদু ধরিবারে গহন কাননে
আছে কত হয়ে ডর ॥ ২০

তাহে কংস ঠামে যাব দুই জনে
না জানি কি জানি করে।
মায়ের অন্তর যাবে জর জর
এমন নাহিক সরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দরাণি ২৫
যে জন গোকুলপতি।
কি করিতে পারে কংস নৃপবরে
সে জন রহিব কতি॥

২০। জর...ভীতিপ্রদর্শক।
২১। যাব...যাবে।

—০—

৪৪৬

গৌরী।

হেন বেলে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া
রাখাল আসিছে পথে।
কৃষ্ণ বলরাম মাঝারে করিয়া
ধেনুপাল লয়ে যতে॥
হৈ হৈ রবে প্রবেশ করল ৫
গোকুল নগর পুরে।
নিজ গৃহে গৃহে গেলা ব্রজবালা
লইয়া ধেনুর পালে॥
নিজ গৃহে গেলা কৃষ্ণ বলরাম
যশোদা আনন্দ বড়ি। ১০
ধেনুগণ যত সব সমাধিয়া
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।
বিবিধ শাকর চিনি ছেনা সর ১৫
দিছেন ও চাঁদ-মুখে॥
কানাই পুছল শুন গো জননি
দ্বারে বা কিসের রথ।
কহেন যশোদা কানাই গোচর
বড় হল অমুরথ॥ ২০
কহ কহ শুনি যশোদা জননি
হাসিয়া মায়ের কোলে।
কিসের কারণে কহ গো জননি
শুনি কি তাহার বোলে॥
কংস পাঠাইয়ে অক্রূর আসিয়ে ২৫
কৃষ্ণ বলরাম নিতে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
সেই সে তাহার চিতে॥
হাসি যদুনাথ বচন ভারতী
কহেন মায়ের পাশে। ৩০
তার কি বা ভয় না কর সংশয়
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

—০—

৪৪৭

কানড়া।

হেনক সময় অক্রূর দেখল
আয়ল অক্রূরপতি।
চরণ-কমলে পড়ল তৈখনে
করেন আরতি রীতি॥
কৃষ্ণ বলরাম ধরি দুই জন ৫
করিল তাহারে কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া বচন মধুর
সুখের নাহিক ওর॥
কহ কহ দেখি কিসের কারণে
আইলে গোকুল পুরে। ১০
তোমা লইবারে আমার গমন
শুনহ বচন ধীরে॥
বলরাম আর দেব দামোদর
কহিল নৃপতি মোরে।
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি ১৫
আয়ল গোকুল পুরে॥

কৃষ্ণ বলরাম আনহ দুজনে
ত্বরিত গমনে গিয়া।
রথ আরোহণে করহ গমনে
ত্বরিতে আসিবে লয়া॥ ২০
এ কথা শুনিয়া অক্রূরে তুষিয়া
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
কৃষ্ণ-মুখ চেয়ে গদগদ হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

—o—

৫৪৮

শ্রী।

অক্রূর চরণে পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে
লইল ব্রহ্মহি জ্ঞান॥
তুমি চক্রপাণি তুমি বেদধ্বনি ৫
তুমি যে পরমকায়া।
যে জন স্তবনে না পায় ধেয়ানে
বুঝিতে না পারি মায়া॥
তুমি চন্দ্র আদি দিবাকর সিদ্ধি
তুমি ত ভুবনধাতা। ১০
তুমি চরাচর তুমি সে আকাশ
তুমি যে দেবের কর্ত্তা॥
তুমি হুতাশন তুমি সে কারণ
তুমি সে করুণাসিন্ধু।
এ ভবসায়র করণ ধরম ১৫
তুমি সবাকার বন্ধু॥
বেদে দিতে নারে যাহার সীমা
অনন্ত সহস্র মুখে।
বলিয়া বলিতে না পারে বদনে
আন কি জানিব মোকে॥ ২০

তুমি বাসুদেব তুমি নারায়ণ
অচ্যুত অনন্ত হরি।
তুমি হৃষীকেশ তুমি দামোদর
তুমি সে ও বনমালী॥
* * * * * * * * ২৫
* * *
তুমি সে মাধব তুমি পুণ্যলাভ
তুমি পুণ্ডরীকধারী॥
তুমি জনার্দ্দন তুমি পুরুষোত্তম
কি জানি মহিমা তার। ৩০
দেব অগোচর না হয় গোচর
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

৪। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল।

১৯-২০। অনন্ত যখন সহস্র মুখে বলিতে পারেন না, তখন আমি কেমন করিয়া তাঁহার মহিমা জানিব।

—o—

৫৪৯

বড়ারি।

করপুট হইয়া গদ গদ ভাবে
এ সব কহিলা যবে।
হরষ বদন মদনমোহন
কহিতে লাগিলা তবে॥
তুমি সে পরম পবিত্র মানল ৫
কহেন গোলোকপতি।
হাতে ধরি তবে উঠায়ল হরি
করল পীরিতি রীতি॥
কহেন অক্রূর বচন মধুর
আজু শুভ দিন মোর। ১০
তোমার পরশে এত দিন মুই
পবিত্র করল কোড়॥
জন্ম শুভদিন হইল আমার
পাইল পরম পদে।

কি কহিব আমি কহন না যায় ১৫
ও পদ পাইল সাধে ॥
করে ধরি হরি বসাইল বেরি
আনন্দ-রসের কথা।
নানা উপচার বিবিধ বিধানে
পূজল সে নন্দ তথা ॥ ২০
কহে নন্দ ঘোষ ঘোষণা সকল
ডাকিয়া আনিল গোপে।
দধি দুগ্ধ ঘৃতে সাজাই শকটে
আরতি হইল ভূপে ॥
শকট লইয়া ঘৃত দধি লয়া ২৫
সাজাহ তুরিত করি।
প্রভাত হইলে যাইব মথুরা
রাম হলধর ধরি ॥
চণ্ডীদাস বলে বিষম হইল
আকুল গোকুলবাসী। ৩০
সুখ গেল দূর দুখ অবশেষ
উঠল দুখের রাশি ॥

—o—

৫৫০

রামকেলি।

পড়িল ঘোষণা নগর চাতরে
যত যত গোপগণে।
শকটে শকটে পূরিল সকলে
দধি দুগ্ধ ঘৃত সনে ॥
বাজায় বাজনা নন্দের দুয়ারে ৫
পড়িয়াছে ধারা ধাই।
এ কথা শুনল ব্রজরামাগণ
কিসের বাজনা ওই ॥
এক নব-রামা রাধা পাঠাওল
বুঝহ কি হেতু বাজ। ১০
তুরিত গমন করহ এখন
যাইয়ে নন্দের মাঝ ॥
সেই গোপ-নারী তুরিত গমন
করল নন্দের ঘরে।
যাইয়া দেখল বুঝল সকল ১৫
বজর পড়িল শিরে ॥
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ বলরাম
যাইব মথুরাপুরে।
এ কথা শুনিয়া সেই নব-রামা
তুরিতে গমন করে ॥ ২০
রাধারে কহিতে চলে সেই সখী
শুনহ আমার বাণী।
কহিলে কি হয় হেন মনে লয়
শুনহ রমণী ধনি ॥
কহ কহ শুনি কি হৈল গেছিল ২৫
কহিতে লাগিল বাণী।
* * * * * *
* * * * * ॥
অক্রূর বলিয়া একজন আইল
কৃষ্ণ বলরাম নিতে। ৩০
রথ আরোহণ করিয়া আইল
এবে সে দেখিল ভিতে ॥
চণ্ডীদাস বলে নিশ্চয় যাইব
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
মুরছিত হয়ে পড়িল গোপিনী ৩৫
এত দিনে গেল এই ॥

১। চাতরে··চত্বরে।
২৩। বলিলে না জানি, তুমি কি করিবে। বিষম শোক করিবে।

—o—

৫৫১

ধানশী।

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দিরে গো ৫
রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় (?) বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে। ১০
এ বুক চিড়িয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইএর কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো ১৫
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

—o—

৫৫২

বেলয়ার।

অতি আনা গোনা বিষম বাজনা
শুনিয়া গোপিনী যত।
হিয়া ছট্ ফট্ অতি সে ব্যথিত
তাহা না সহিব কত॥
অব কি করব পরাণে কি জীব ৫
কি শুনি দারুণ বাণী।
যে দেখি স্বপনে সেই ফলে আসি
নিশ্চয় স্বপন মানি॥
দেয়াশী জানল গণক কহল
মিছা নহে কোন কথা। ১০
তাহা সে দেখল মনে বিচারল
বিফল নহিল হেথা॥
কাঁদে গোপীগণ হইয়া বিমন
উপায় কহ না সখি।
কিসে বৃন্দাবনে রহে বনমালী ১৫
সে হেন কমল-আঁখি॥
প্রভাত হইলে যাবে মধুপুরে
ঘোষণা শুনিয়ে বড়ি।
গোপগণ করে দধির আটন
শকট সাজিল সারি॥ ২০
নন্দের দুয়ারে বিষম বাজনা
বাজত না-কড়ি।
চণ্ডীদাস বলে প্রভাত হইলে
যাইব গোলোক হরি॥

৭-৮। স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, তাহাই সত্য হইল। স্বপ্ন সত্য বটে।

—o—

৫৫৩

পটমঞ্জরী।

গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল হেন বাসি॥
নিশি তোরে করিয়ে মিনতি।
ঐছন থাকহ তুমি নিতি॥
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ। ৫
বেকত রহিত গতি ছাঁদ॥
কেহ বলে শুন ধনী রাই।
উপায় করিতে আছে তাই॥
আঁচলে ঢাকিব নিশি চাঁদে।
যেন মতে অন্ধকার বাঁধে॥ ১০
কেহ বলে হব রাহু বাসি।
চাঁদে যেন থাকিয়ে গরাসি॥
যেমনে নহত পরভাতে।
তবে রহে প্রভু জগন্নাথে॥

কেহ বলে হব দিঠি বাধা। ১৫
অমঙ্গল উচারু সমাধা ॥
কেহ বলে হইব শৃগালী।
দক্ষিণে চলিয়া যাব ভালি ॥
কেহ বলে সম্মুখে যোগিনী।
বাধা মানি রহে গুণমণি ॥ ২০
কেহ হব বজর কুলিশে।
বধিব অক্রূর মরে জিসে ॥
তবে সে রহেন গুণমণি।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী ॥

—o—

৫৫৪

পটমঞ্জরী।

এই অনুমান করে গোপাগণ
আকুল হইয়া প্রাণ।
কেমনে রহিবে কহ কহ দেখি
রসিক নাগর কান ॥
কহে গোপীগণ শুনহ বচন ৫
এই সে ভালই মানি।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল কি আর করিব
তবে সে.তেজিব প্রাণী ॥
যে জন না দেখি আঁখির পলকে
তবে সে মরিয়া থাকি। ১০
দেখিলে জুড়াই এ পাপ-পরাণ
শুন গো মরম-সখি ॥
তিলেক কখন যা সনে বিরোধ
যদি বা কখন হয়।
লাখ যুগ মানি কি হয় না জানি ১৫
এমত গতিকে কয় ॥
সে জন বিহনে বাঁচিব কেমনে
তবে কি পরাণে জীব।

আঁখি আড় হৈলে অবলার প্রাণ
তখনি মরিয়া যাব ॥ ২০
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
গুরু গরবিত এ হেন বেখিত
যত জন প্রাণ মোর ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনী রাধে ২১
ঐছন পীরিতি তার।
এমতি পীরিতি ছাড়িব কেমনে
যমুনা হইব পার ॥

—o—

৫৫৫

পটমঞ্জরী।

হেনক সময় প্রভাত হইল
সাজল সকল লোক।
দধি দুগ্ধ সর শকটে পূরল
পাইল দারুণ শোক ॥
রথের সাজন করিতে তখন ৫
সেই সে অক্রূর মতি।
চল চল বলি পড়ে হুলাহুলি
পরমাদ পড়ে তথি ॥
নন্দ বলে বাপু কৃষ্ণ হলধর
করহ বেশের কাজ। ১০
মধুপুর ঘর যাইতে হইল
ভূপতি কংসের মাঝ ॥
নানা পরিপাটি নীল ধড়া আঁটি
বাঁধল বিনোদ চূড়া।
নানা ফুলদাম বেশ অনুপাম ১৫
তাহে মালতীর বেড়া ॥
হেম মুকুতার বেড়ি তার মালা
কি তার গাঁথনি পাশে।

তা দেখি সকল নাগরী ভুলল
ভুলল গোকুল দেশে ॥ ২০
তাহা সুশোভন অতি বিলক্ষণ
নব ময়ূরের পাখা।
যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা ॥
চন্দনে লেপিত শ্রীঅঙ্গ শোভন ২৫
এ তাড় বলয়া সাজে।
সোনার ঘুঙ্গুর বাজয়ে মধুর
সোনার নূপুর বাজে ॥
দুহু এক বেশ সমান সাজল
কি তার কহিব কথা। ৩০
করেতে মোহন বাঁশীটি শোভন
দেখিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥
হলধর হাতে শিঙ্গাটি সাজল
দুঁহু সে মায়ের কাছে।
চণ্ডীদাস বলে দেখিয়া জননী ৩৫
পরাণ তেজয়ে পাছে ॥

—০—

যশোদা-বিলাপ।

৪৫৬

তুড়ি

কোথারে সাজিয়েছ।
কাহার জনম সফল করিতে
এ বেশ বনায়েছ ॥
চাঁদমুখ চেয়ে যশোদা জননী
পড়ে মূরছিত হয়ে। ৫
কেমনে বাঁচিব তিলেক না জীব
দেখহ বেকত হয়ে ॥
কিসের কারণে এ ঘর করণে
আগুনি ভেজায়ে দিয়া।
তোমার বিহনে মরিব সঘনে ১০
যাব সে বাহির হয়া ॥
কেবল নয়ান তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদন
তবে সে চেতন ধরি ॥ ১৫
যবে যাহ গোঠে ধেনুগণ লয়ে
সেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে কুশল-বারতা
শুনিয়ে বেণুর সান ॥
অনেক তপের ফল পরশনে ২০
পাই সে তোমা সে ধনে।
বিহি নিকরুণ এবে সে জানল
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

১০। সঘনে…শীঘ্র।
১৯। সান…সঙ্কেত শব্দ।

—:—

৪৫৭

ঐ।

আর কি পরাণে জীব।
তোমা ধন ছাড়ি কেমনে বঞ্চিব
এখনি পরাণ দিব ॥
যশোদা রোহিণী চাঁদ-মুখ চেয়ে
কাঁদয়ে করুণস্বরে। ৫
হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরাণ কেমন করে ॥
মায়ের পরাণ ধৈরজ না রহে
বিষম বেদনা পেয়া।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে ১০
হলধর পানে চেয়া ॥
আর সে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ-বয়ানে দিব।

ঘনে ঘনে মুখ দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব ॥ ১৫
শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া।
এ ঘর দুয়ারে আনল ভেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া ॥
আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে ২০
বাঁচিতে কি আর সাধ।
অনেক তপের ফল পরশনে
বিহি সে করিল বাদ ॥

* * * * * *

* * * ২৫

চণ্ডীদাস কহে শুন গো জননি
এই সে ভালই মানি ॥

—○—

৫৫৮

কানড়া।

কানাই করিয়া কোলে।
যশোদা কিছুই বলে ॥
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুন হে যাদব রায় ॥
কি দোষ পাইয়া মোর। ৫
কিছু না জানিল ওর ॥
মায়ের কি দোষ ধরি।
দোষ গুণ না বিচারি ॥
তোরে উদূখলে বাঁধি।
কি দোষ তাহার সাধি ॥ ১০
সে দোষ পাইয়া যদি।
ছাড়ি যাবে গুণনিধি ॥
অনেক তপের ফলে।
তোমারে পাইল কোলে ॥
মুই সে অভাগিনী নারী। ১৫
ছাড়হ অনাথ করি ॥
মায়ের করুণ শুনি।
হেঁট মাথে গুণমণি ॥
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
কিছু না কহয়ে মায় ॥ ২০

—○—

৫৫৯

যতি

কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন
মাথায় পড়িয়া গেল।
আচম্বিতে হেরি এই সে অক্রূর
কোথা বা হইতে এল ॥
পরাণ লইতে এই তার চিতে ৫
স্ত্রীবধ পাতকী লাগি।
এ সব গোকুল আকুল করল
সবার বধের ভাগী ॥
কিবা দেখ নন্দ ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি। ১০
সুখ গেল দূর দুখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি ॥
দর দর দর হিয়া জর জর
নন্দ যশোমতী মায়।
যাদুর সে মুখ- চাঁদ নিরখিয়া ১৫
দোঁহে কাঁদে উভরায় ॥
চণ্ডীদাস কাঁদে বুক নাহি বাঁধে
যেনক বাজল শেল।
বুকেতে পশিয়া পিঠে পার হয়া
বাহির হইয়া গেল ॥ ২০

—○—

৫৬০

নটরাগ।

যশোদা বলেন শুন গো রোহিণি
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
আর কি পরাণ রাখ॥
অনেক যতনে পাইয়া রতনে ৫
বিধি দিয়াছিল মোরে।
পুন হরি নিল কোন্ অপরাধে
আমার করমফলে॥
দেব আরাধিয়া যখন পূজিল
যবে দিয়াছিল বর। ১০
গৌরীর দুয়ারে অপরাধ ফলে
না পূজিলা তাতে হর॥
সেই দোষে রোষ দেবের হইল
তাহাতে এ দশা ভেল।
কোলের বালক রাখিতে নারিল ১৫
এবে সে ছাড়িয়ে গেল॥
দেবী রঙ্গ বুদ্ধি বুঝিতে না পারি
ঐছন কাজের গতি।
দেব তুষ্ট হলে তাহে ফল ধরে
শুনহ ইহার রীতি॥ ২০
যখন ক্ষীরোদ বালুকা উপরে
করিল অনেক তপ।
দেবা সে সাধিতে বিধি বহুমতে
করিল অনেক তপ॥
যখন নৈবেদ্য সব সাজাইয়া ২৫
ঘরেরে হইতে যাই।
পূরপ (?) এক গোটা গড়ুরের বেটা
উড়িয়া লইল তাই॥
সেই সে নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট হইল
সেই অপরাধফলে। ৩০
তাহার কারণে আনন্দ ছাড়ল
এই সে জানিয়ে ভালে॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ জননি
একটি কহিয়ে বাণী।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ভাগ্যবতী ৩৫
তেজিবে গোকুলমণি॥

—০—

৫৬১

সুহই।

আরে মোর বাছনি কানাই।
এ বেশে সাজিলা কোন ঠাঁই॥
এ নব বরণ তনুখানি।
আতপে মিলায়ে হেন জানি॥
যখন যাইতে দূর বন। ৫
রবিরে করিণু সমর্পণ॥
বনদেবে পূজিণু হেথাই।
ভাল রাখ কানাই বলাই॥
পবনে মিনতি বহু সাধি।
মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি॥ ১০
দিনমণি না জানি কি করে।
পাছে নাহি অঙ্গে ছায়া ধরে॥
অগোচর গোচর না হয়।
সেই সে বাসিয়ে মনে ভয়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ আগে। ১৫
বদন চুম্বন কর ভাগে॥
তবে কর যে আছে উচিতে।
গোপালেরে নারিল রাখিতে॥
চণ্ডীদাস ধূলায় লোটায়।
এত কি সহিতে পারে মায়॥ ২০

—০—

৫৬২

সুহই।

শুন শুন বাছা জীবন-কানাই
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
স্ত্রীবধ পাতক ভয় নাহি মান
এই সে তোমাতে ভায়॥
তাহাতে অকাল অঘাত বচন ৫
আসি ধুচাওল সাধ।

* * * * * *
* * * *

কে জানে আনন্দ দুখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি। ১০
মথুরা গমন এ কথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী॥
এ শোক পড়িল যখন হিয়ায়
তখনি জানিল ইহা।
তোমা না দেখিলে আর কি বাঁচিব ১৫
তেজব আপন দেহা॥
এ ঘরে আনল ভেজায়ে এখনি
মরিব যমুনা-জলে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
দীন চণ্ডীদাস বলে॥ ২০

—o—

৫৬৩

শ্রীনট।

কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দর দর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল করে কাতর হইয়া বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি ৫
পড়ে রাণী মুরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কাঁদে স্থির নাহিক বান্ধে
গোপী রহে চাঁদমুখ চেয়ে॥
গোপের রমণীগণ সবে হৈয়া একমন
ধূলায় ধূসর কলেবর। ১০
কে আর করিবে খেলা হইয়া বালক মেলা
কারে দিব ছেনা ননী সর॥
কে আর যাইয়া ঘরে মহটা লইয়া করে
এ সব নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে যাইতে চায় ১৫
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে॥
কহে কত নন্দ ঘোষ কারে কত দিব দোষ
আমার করম হীন বড়ি।
নয়ন ছাড়িয়া গেলে কি কাজ জীবনে বলে
উচিত মরিতে হয় ডারি॥ ২০
নন্দ বলে শুন রাণি এই মনে অনুমানি
চল যাব বাহির হইয়া।
কিবা ঘরে আছে সাধ রুচিল সে দিন বাদ
চণ্ডীদাস পড়ে মুরছিয়া॥

—o—

৫৬১

ঐ।

একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে॥
গোকুলের যত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখনি মরিব তুয়াগুণে। ৫
ব্রজশিশু যত জনে ভাবিতে তোমার গুণে
তারা এবে তেজিব পরাণে॥
গোঠে মাঠে ধেনু সনে কে আর ফিরিবে বনে
কে আর করিবে নানা খেলা।
আর না শুনিব বাণী মধুর বচনখানি ১০
কে আর করিব পাল মেলা॥
শ্রীমুখ বদন মেলি দিব ছেনা দুধ ননী
কে আর ডাকিব মা বলিয়ে।

কাঁদে নন্দ ঘোষ রায় অবনীতে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলায় ধরিয়ে ॥ ১৫
চণ্ডীদাস মূরছিতে পড়ে কাঁদি এক ভিতে
যশোদার ধরিয়া চরণে।
এ সকল কথা শুনি আহীর-রমণী ধনী
ধাইয়া আইল সেইখানে ॥

—o—

গোপী-বিলাপ।

৫৬৫

বেলয়ার।

কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন
যেনক বাজল শেল।
বুকে পশি গসি (?) মরম ভেদিয়া
পিঠে পার হৈয়া গেল ॥
যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি ৫
লইয়া ধেনুক শর।
আচম্বিতে বাজে পড়ে বনমাঝে
খাইয়া বিষম শর ॥
তেমন ধাওল হরিণীর প্রায়
সে জন চৌদিকে চায়। ১০
কাষ্ঠের পুথলি রহে দাঁড়াইয়া
চিত্তের কায়ার প্রায় ॥
কেহ বলে কোথা হইতে আইল
অক্রূর কহিয়া নাম।
অরি হৈয়া আসি হিয়া দিয়া ফাঁসি ১৫
সাধিতে আপন কাম ॥
এত দিন মোরা সুখের সাগরে
নাহিনু মনের সুখে।
এখন দুখের সায়রে সিনহি
বেড়ল আপদ দুখে ॥ ২০
চণ্ডীদাস আশ করিতে আছিল
দেখিতে নয়ন ভরি।
অক্রূর আসিয়া নয়ন কাড়িয়া
হিয়ার হইতে চুরি ॥

৫। বেয়াধি··ব্যাধ।

—o—

৫৬৬

সুহই-সিন্ধুড়া।

শুনহ নাগর গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর।
অবলা অথলে ফেলাইলা জলে
কে আর আছয়ে মোর ॥
তোমার শীতল চরণ দেখিয়ে ৫
দেখি এ কুলের বালা।
ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা ॥
সিন্ধু দেখি মোরা তৃষ্ণা পাই তোরা
পিয়াস যাইব দূর। ১০
অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনমথ নাহি পূর ॥
ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বড়ি।
চন্দন সৌরভ দূরে কতি গেল ১৫
কেশাই (?) নহল পড়ি ॥
ফলের কারণ করিনু যতন
সেবিনু অমিয়া-লতা।
ফল ধরি মেনে শাখা গেল দূরে
উড়ি গেল লতা পাতা ॥ ২০
নব জলধর সেবিনু তাহারে
পাইতে রসের বারি।
বিন্দু না পরশি গরলের রাশি
বরিখে গোকুল পুরী ॥

চণ্ডীদাস বলে এ কথা নিশ্চয়ে ২৫
শুনহ সুন্দরী রাধা।
আছিল সম্পদ্ বেড়িল আপদ্
এ সুখে করল বাধা ॥

২। মনমথ—মনোরথ।

—o—

৫৬৭

সুহই-সিন্ধুড়া।

শুন হে নাগর গুণমণি।
সায়রে ফেলিব বিনোদিনী ॥
এ কুল ও কুল নাহি তাথে।
ভাসাইলা মাঝ দরিয়াতে ॥
এত যদি ছিল তোর মনে। ৫
তবে প্রেম বাচাইলা কেনে ॥
পরিহর কি দোষ দেখিয়া।
তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া ॥
কে তোমা লইয়া যেতে পারে।
স্ত্রীবধ পাতকী দিব তারে ॥ ১০
সেই জন দেখিব কেমন।
পরবধ করিতে যতন ॥
দোষ গুণ আগেতে বিচারি।
তবহু যাইবে মধুপুরী ॥
তুমি যাবে মধুপুর দেশ। ১৫
গোপীগণে দিয়া অতি ক্লেশ ॥
যত কৈলে লহরী রসিয়া।
সে সকল রহ পাসরিয়া ॥
যে দিন মাধবী তরুছায়।
কিঁ বোল বলিলে বন্ধু রায় ॥ ২০
করে দিল শুকতি (?) সুন্দর।
অনেক করিলে ছন্দ বন্ধ ॥
সজেতে আছিল এবে।
কোন সাহসে ছাড়ি যাবে ॥
দেখ দেখি মনে বিচারিয়া। ২৫
সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া ॥
তখন করিলে তুমি পণ।
এবে কর এখন এমন ॥
কহিলে যথারে যাবে তুমি।
কহিলে তোমারে নিব আমি ॥ ৩০
চণ্ডীদাস কহে তাহে পুরি।
নিদান কহিছে নব গোরী ॥

২। ফেলিব···ফেলিবে।
৬। বাচাইলা···ব্যক্ত করিলে—ব্যাখ্যা করিলে, উৎপত্তি ও বিস্তার করিলে। এইরূপ অর্থে এই কথা এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।
১৭। লহরী···প্রেমের লহরী, রসিয়া···রসিক।
৩১। পুরি···সায় দিয়া।

—o—

৫৬৮

ঐ।

পাষাণ নিশান তোমার পীরিতি
ইথে কি করহ আন।
তোমার বচন ছাড়িব কেমনে
এ নব নাগরী প্রাণ ॥
তুমি জল হরি আমরা শফরী ৫
তুমি চাঁদ মোরা সুধা।
তুমি তরুবর মোরা তাহে ফল
তাহাতে আছিয়ে বাঁধা ॥
তুমি নবঘন আমরা চাতক
শুশিব তাহার রসে। ১০
তুমি বিধুবর আমরা চকোর
সুধার লালস-রসে ॥
তুমি কায়া যদি আমরা ত্রিবলী
বেড়িয়া রহিব তাথে।
তুমি সে নয়ন মোরা কামঘন ১৫
বেড়িয়া রহিব নাথে ॥

তুমি দিবাকর আমরা কিরণ
কভু না ছাড়িব তোরে।
তুমি চন্দ্র যদি আমরা সুধায়ে
রহিব আনন্দ হেরে ॥ ২০
তুমি জলনিধি দরিয়া অথাই
আমরা ইহার মীন।
তুমি যদি বট বট্‌পদ হও
আমরা পাখাহ চিহ্ন ॥
তুমি যদি হও মনমথ দেবা ২৫
আমরা হইব কাম।
এ রস বিরহ ব্রজশিশু লাগি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

২১। অথাই...অগাধ।

—o—

৫৬৯

ঐ।

তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া
যে বল সে বল মোরে।
তোমার কারণে পরাণ তেজিব
গিয়ে যমুনার নীরে ॥
মরিলে তরিব মুরতি হইব ৫
নন্দের নন্দন কান।
দেখিবে বেকত নহে আনমত
এ কথা না হবে আন ॥
নন্দের নন্দন হইব যখন
তোমারে করিব রাই। ১০
বিরহ-বেদন দিব সে ঐছন
যেমন বেদনা পাই ॥
পরের বেদন না বুঝ এখন
পরিণামে পাবে সাখী।
আন জন দুখ পাসু কত সুখ ১৫
শুন হে কমল-আঁখি ॥

তোমার কারণে সব তেয়াগিল
কুলের গৌরবপণা।
শাশুড়ী ননদী বাসিত অবধি
যেমন কাণের সোনা ॥ ২০
এখন বাসয়ে যেন কালকূটী
নয়নে আছয়ে মিশি।
কথায়ে ছেদনা বড়ই যাতনা
দিছয়ে এ দিন রাতি ॥
সকল ছাড়িল জিসের কারণে ২৫
তাহার এমনি রীতে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রেম বাড়াইলে
ভাঙ্গিল গৃহের ভিতে ॥
এখন এমন কেমন ধরণ
মথুরা যাইতে চাহ। ৩০
সব গোপীগণ করিয়াছি পণ
সবারে সংহতি লহ ॥
যদি বা পরাণ- পুথলি ছাড়িল
কি আর নয়ান দুটি।
চণ্ডীদাস বলে কি হৈল গোকুলে ৩৫
ঘেরল আপদ কোটি

—o—

৫৭০

কানড়া।

স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া
চেতনে কালিয়া মোর।
শুইতে কালিয়া বসিতে কালিয়া
কালিয়া কলঙ্ক কোর ॥
ভোজনে কালিয়া গমনে কালিয়া ৫
কালিয়া কালিয়া বলি।
কালা হাই বাসে (?) কালিয়া মুরতি
ভূষণ করিয়া পরি ॥

গগনে চাহিতে কালিয়া বরণ
দেখিয়ে মেঘের রূপ। ১০
তবে সে জুড়ায়ে এ পাপ পরাণ
উঠয়ে রসের কূপ॥
নীলঘন শ্যাম যে দেখি সম্মুখে
তাহাই দেখিয়া রই।
* * * * * * ১৫
* * * * *
বেণী করি পরি নীল জাদখানি
কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।
কস্তূরী কালিয়া বরণ ভালিয়া
তাহে সে যতনে মাখি॥ ২০
সুগন্ধি কুসুম- হার বনাইয়া
রাখিয়ে আপন পাশে।
* * * * * *
* * * * * *
তোমার বরণ ধরয়ে সঘন ২৫
ময়ূর পাখীর গায়ে।
তোমার বরণ না দেখি যখন
এ চিত রাখিয়ে তায়ে॥
নব নীলপদ্ম লইয়া করেতে
হেরিয়ে নয়ন ভরি। ৩০
অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি॥
এ সব যাকর বেদন উঠয়ে
সে জনে ছাড়িতে চায়।
চণ্ডীদাস কহে এতেক বিরহে ৩৫
কো ধনী বাঁচিবে তায়॥

৩৩-৩৪। যাহার জন্তে এ সব বেদনা হয়, সেই ব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে চায়।

—o—

৫৭১
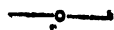
বঁড়ি।
তুমি নিদারুণ নও।
তুমি ছাড়ি যাবে উচিত কহিবে
নিশ্চয় করিয়া কও॥
তখন কহিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে। ৫
নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥
তোমার বচন পাষাণ নিশান
এবে সে রাঙ্গের পারা।
পুরুষ বচন নহে নিবারণ ১০
এ দেখি যেমন ধারা॥
কুন্দ্র দরশন বেড়ায় যখন
এ নাহি লুকয়ে আর।
যেমন বচন সুচল সুচন
দেখহ এ গতি তার॥ ১৫
তোমার পীরিতি ঐছন নহিব
কিসের রসের রীত।
এমতি পীরিতি জানহ আরতি
সরল যাহার চিত॥
তোমার কালিয়া বরণখানি যে ২০
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর দেখি মনোহর
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥
পরের পরাণ হরিতে সঘন
ঐছন তোমার রীত। ২৫
এত যদি ছিল তোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হয়া
যাইবে মথুরা পুর।
চণ্ডীদাস বলে আকুল করিল ৩০
গোকুল অনেক দূর॥

—o—

৫৭২

শ্রীকামড়া।
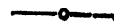
বঁধু, উলটি কহত এক বোল।
নিশ্চয় মথুরা যাবে কি না পারা
দয়া কি নাহিক তোর॥
হৃদয় কঠিন যেমন পাষাণ
তার কি আছয়ে মোহ। ৫
তোমার কারণে এত পরমাদ
তেজিল আনন্দ গৃহ॥
কুবচন বোল তোমার কারণে
চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়ুসি আপন রহসি ১০
তাহে পরিহার দিল॥
যে বোল সে শ্যাম- পরসঙ্গ-কথা
তাহারে বাসিয়ে ভাল।
শ্যাম নাম নিতে যে করে নিষেধ
তারে তেয়াগল দিল॥ ১৫
আপন যে জন তারে কৈল পর
পরেরে করিল ঘর।
তোমার কারণে এত পরমাদ
শুন হে মুরলীধর॥
অনেক যাতনা গুরুর গঞ্জনা ২০
তাহা না কহিব কত।
পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা
তাহা না কহিল যত॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
বড় পরমাদ দেখি। ২২
তুমি না হইও নিঠুরহি পণা
বিমুখ ও রাঙ্গা আঁখি॥

১০-১১। প্রতিবেশীরা সকলেই আমার নিজের লোক ছিলেন, তাঁহাদের আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।
২২-২৩। তোমার সম্বন্ধে নানা অপবাদ ঘোষণা করে।

—o—

৫৭৩

বড়ারি।

জাতি কুল শীল সকলি মজিল
ও রাঙ্গা চরণতলে।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
নিদানে ডারিলে জলে॥
তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলা ৫
অনেক কহিলা মোরে।
তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব
বলিলে মাধবীতলে॥
এবে কোথা যাহ ছাড়িয়া রাধারে
সংহতি করিয়া লহ। ১০
বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি
এবে কেন তুমি দেহ॥
আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় এই দেখ তবে যাই ১৫
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক॥
একটি বচন কহ কহ শুনি
জুড়াক রাধার প্রাণ।
রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী
কহিতে লাগিল আন॥ ২০
এমন কুমারী নবীন কিশোরী
রাখিয়া যাইবে কোথা।
অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া
এবে দিয়া হিয়া ব্যথা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগরি ২৫
ও চাঁদবদনী রাধা।
কেমনে বঞ্চিব এ গোপনাগরী
ইহা না করিহ বাধা॥

—o—

৫৭৪

সুহই।

আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে
বঞ্চিব কেমন করি।
সব পাসরিয়া চলিলে ছাড়িয়া
আঁধার গোকুল পুরী॥
এ নব যৌবনী কুলের কামিনী ৫
রমণী এ রস-বালা।
কোথা রাখি লেহ বাঁচাইয়া যাহ
দিয়া যাহ এত জ্বালা॥
কি করিব আর রস পরিপূর
নিবিড় রসের প্রেম। ১০
তা ত্যেজ এমন নবীন কিশোরী
যেন লাখ বান হেম॥
তেজিয়া গোকুল নাগরী সকল
মথুরা গমন এবে।
তা সভা তোমার মনেতে পড়িল ১৫
সে নব কৈশোর লোভে॥
নিঠুর না হও এ গোপ গোপিনী
মরিব তোমা না দেখি।
স্ত্রীবধ পাতকী ভয় না গণহ
শুনহ কমল-আঁখি॥ ২০
যে জনা না জীয়ে যাঁহা না দেখিলে
কেমনে জীবই সে।
চণ্ডীদাস বলে কাতর হইয়া
এ কথা জানয়ে কে॥

——০——

৫৭৫

কামড়া।

শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর॥
গাগরি গাগরি যেন বারি ঢারি ৫
লোচন-কমল তায়।
চিত্রের পুথলি সে নব কিশোরী
কাষ্ঠের পুথলি প্রায়॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িব গোকুল পুরে। ১০
মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম
এ সব করিয়া দূরে॥
তুমি কি যাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবই মোরা।
কেবল রাধার পরাণ-পুথলি ১৫
কেবল নয়ান-তারা॥
এখনি মরিব গরল ভখিয়া
সায়রে তেজিব প্রাণ।
রাধার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান॥ ২০

——০——

ছত্রিশ অক্রুরের করুণা।

৫৭৬

কামড়া।

কেন তুমি যাবে কামিনী তেজিয়া
কাতর করিয়া কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ শুনি
কাতর হইল প্রাণ॥
করমের ফল কি করল বিধি ৫
কোন কোন ফল মানি।
কার কত কন করি অপরাধ
কখন নাহিক জানি॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত
কঠিন পীরিতি লেহা। ১০
কামনা রতিক কখন হারাব
[illegible]

কুলে দিলে কালী করিলে কুলটী
কলঙ্ক হইল সারা।
কেমন করিয়া কামিনী বঞ্চব ১৫
কুল শীল হল হারা॥
কানন নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী করিতে রাস।
কামে মত্ত হয়ে কালিন্দীর তীরে
করিলে কঠিন রাস॥ ২০
কত কত ভেল কানন-বিরহ
করিলে কপটপনা।
কুলবতী শত করিলে বেকত
ছাড়িয়া কুলের বামা॥
কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে ২৫
কোথারে চলিলা কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
কহে চণ্ডীদাসে কাতর হইয়া
কানুর চরণে বাণী। ৩০
করে কর ভরি না জানি কখন
বিষ পান করে ধনী॥

—o—

৫৭৭

শ্রীকরুণা।

খলপণা ছাড় খল খল কহ
ক্ষেণেক খসাহ বোল।
খল সান খলে খরতর দুখ
খনিক ক্ষেমহ ওর॥
ক্ষেমা ভব নাহি ক্ষীণ তনু ভেল ৫
খসল নয়নতারা।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক বিষম ক্ষেণেক
ক্ষেণেক পরাণ সারা॥
খাইতে না রুচে খঞ্জননয়নী
খোজত সে নব লেহ। ১০
খল খল খল সে মৃদু হাসিয়া
ক্ষেণেক দগাহ সেহ॥
খুঁজিতে এমন নাগর সুন্দর
খোয়ল খঞ্জনী রাই।
ক্ষিতিতলে ক্ষীণ ক্ষীণ হি অন্তর ১৫
পড়িয়া রহল তাই॥
খসল কবরী ক্ষীণ চাঁদমুখ
ক্ষেমা সে নাহিক চিত।
ক্ষেপণ যতেক ক্ষীণ তনুখানি
চণ্ডীদাস সে দুঃখিত॥ ২০

—o—

৫৭৮

কানড়া।

গুণিত গোপত পীরিতি * * *
গাইতে তোমার গুণে।
গুমরি গুমরি গুনিতে গুনিতে
পঞ্জর জারিল ঘুণে॥
গরবিত গুরু গঞ্জনা যে দিল ৫
গৌরব গরিমা পণা।
গাখানি গরজি গরজি জারল
গুরু পরিবারপণা॥
গোকুলে গোপের গরিমা যতেক
গেল সে গাই সে গুণে। ১০
গোপবালাগণ যত সখাগণ
তা সব পাসর কেনে॥
গোধন লইয়া গভীর কাননে
গো চার করিবে কে।
গোকুল হইয়া গোধন লইয়া ১৫
গাইয়া জুড়াব সে॥

গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ পাইয়া
গোপিনী-রসের লেহ।
গোপত পীরিতি গাইতে গাইতে
কালিয়া হইল সেহ॥ ২০
গৃহে যত কাজ গহন সমান
গরলসদৃশ ভেল।
গোধন দোহন গহন কানন
গোরস বাধক দিল॥
গোপীগণ যত মথুরা গমন ২৫
মাথায় পসরা গোরী।
গাইতে গাইতে সে গুণ-মাধুরী
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

—o—

৫৭৯

নটনারায়ণ।

ঘেরল আপদ্ ঘুচিল বিবাদ
ঘরের ঘোষণা জাতি।
ঘুষিতে ঘুষিতে ঘোষণা সেচনা
ঘনয়া ঘোষণা মতি॥
ঘুনে যেন ঘর সদা করে জর ৫
ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাটে।
ঘুষিতে ঘুষিতে গুণ ঘর মর
ঘন কাটি উঠে॥
ঘোষ নন্দ ঘোষ ঘরের বাহির
ঘন ঘন শ্যাম করে। ১০
ঘোষ ঘটা করি ঘৃত দুগ্ধ ঘটে
পূরিয়া * * ধরে॥
ঘোষণা নগরে এ ঘৃত পসারে
ঘরের হইতে আনে।
ঘন ঘটে পূরি ঘেসাঘেসি করি ১৫
রাখয়ে এ ঘট পানে॥

ঘোরতর ঘন নন্দ ঘোষ মন
ঘন বেশ করি দেই।
ঘরে নন্দরাণী ঘুষে গুণমণি
ঘরেতে লইয়া যাই॥ ২০
ঘৃত ঘোল সব রাখি কর পূর
ঘুচল ঘেরল বিধি।
ঘন নব ঘন ঘন ঘন ঘন
ঘুনায়ে হেরব নিধি॥
ঘর ছাড়ি যাব অক্রূর ঘেরল ২৫
জানিল এ ঘরখানা।
ঘোষণা ঘুনায়ে ঘরে রথ লয়া
ঘরেতে আইল তারা॥
ঘর সে আঁধার ঘর সে দীঘল
অক্রূর আইল যবে। ৩০
শুন নবঘন ধাউল হইল
ঘরের বাহির এবে॥
ঘট গলে বাঁধি তোমার অবধি
মরিলে তবে সে যেও।
ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর ৩৫
চণ্ডীদাস বলে রও॥

—o—

৫৮০

সুহই-বড়ারি।

উ কি এ তোমার উনমত চিত
উচিত তোমার নয়।
উ সব আচার বিচার না লয়ে
উচিত কহিতে হয়॥
উ রাঙ্গা চরণে উ সব নাগরী ৫
উনমত হয়ে মন।
উরল উপরে উ দুটি চরণ
রাখল করিয়া পণ॥

উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান। ১০
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ॥
উপরে দুগ্ধের খুরি আবর্ত্তন
উনানে রহল তাহা।
উনমত বালা ভ্রমে কেনি গেলা ১৫
উমা উমা রবে রহা॥
উ মুখ চলল বরজ-নাগরী
উপরে নাহিক মন।
উনমত্ত হৈয়া ভুজঙ্গ দংশল
কিছুই নাহিক কন॥ ২০
উরজ-উপরে নিজ পতি করে
বসায়ে আছিল সুখে।
উ ধনী মধুর মুরলী শুনিয়া
উছটি ফেলিল তাকে॥
উ গুণ গাহিতে উ সব নাগরী ২৫
বেশের উ নহি চিত।
উচিত কহেন চণ্ডীদাস তাহে
উঠল বিরহ চিত॥

—০—

৫৮১

কানাড়া।

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া
কহিতে পরাণ ফাটে।
চিত বেয়াকুল চমকে অন্তর
চাঁদ ছাড়ে কোন নাটে॥
চাঁদ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই ৫
না শুন আমার বাণী।
চাঁচর চিকুর চূড়া না বাঁধব
চাঁপার ফুল সে আনি॥
চন্দন চর্চ্চিত সে অঙ্গে লেপিত
চূড়ার সঙ্গেতে মিশা। ১০
চপল রমণী সে চাঁদবদনী
চলিব করিয়া দিশা॥
চাঁদ মাল চাঁদ মুখ নিরখিয়া
চড়াইব উরুপরে।
চিনি চাঁপা কলা ছেনা চাহি সর ১৫
দিব সে আনন্দে কারে॥
চাঁদ-মুখ পর চর্চ্চিত কর্পূর
চাহিয়া মাগিব কারে।
চপল রমণী চেতন করিয়া
চলিয়া আপন বশে॥ ২০
চাহিব কা পানে চামর ঢুলাব
দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা।
চিত্রের বসন করিব শয়ন
চর্চ্চিত সোনার গা॥
চারি দিক্ দিব চাঁপা নাগেশ্বর ২৫
চামেলী চম্পকলতা।
এ চন্দ্রমল্লিকা চুয়া মিশাইয়া
আসন করিব হেথা॥
চণ্ডীদাস কহে চেতন হেরিয়া
চাহিলা গোপিনী পানে। ৩০
চিরকাল রহ চাঁদমুখ দেখি
জুড়াক সবার প্রাণে॥

—০—

৫৮২

নটনী।

ছট্ ফট্ করে ছায়া ঘুরে গেল
ছাপিতে নাহিক ঠাঁই।
ছলা করি ছট বেশ না করিব
ছলা সে করিব নাই॥

ছেনা ননী ঘৃত দধির পসরা ৫
ছান্দিব পসরা পরে।
ছন্দ বন্ধ ছাঁদে ছলা যে করিয়
শাশুড়ী ননদী বোলে॥
ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
ছেনা দধি নিব ছলে। ১০
ছল ছল ছল গোপিনী সকল
ছি ছি ছি লো বলি বলে॥
ছলা করি তবে বড়াই যাইয়া
ছন্দ করি কথা কয়ে।
ছাপিয়ে রাধারে বসনের ছায় ১৫
সে সব কিশোরী লয়ে॥
ছটা বেশ দেখি ছটার উপমা
ছাতিতে করিয়ে ঠাই।
ছলা দানঘাটে সিরজিব কেবা
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥ ২০

——০——

৫৮৩

বড়ারি।

জর জর জর জারিল অন্তর
যবে সে শুনিল ইহা।
যাইতে মথুরা নাগর চতুরা
জারল রাধার দেহা॥
যার লাগি যাই নিকুঞ্জ-ভুবনে ৫
বোলা ভেজাইব ভালে।
যমুনা কিনারে যশোদা-নন্দন
রহিব কদম্বতলে॥
যাচিয়া যাচিয়া যতন করিয়া
কে দিব কদম্ব-ফুল। ১০
* * * * * * * *
* * *
যবে সে জানল যবে আইল রথ
যবে সে পড়ল সারা।
যাই একজন বুঝল কারণ ১৫
জারল বিরহ গাঢ়া॥
যে জন যাইব তোমারে লইয়া
যমুনা হইলে পার।
জীবনে তেজিব যতন করিয়া
জানিবে বিচার তার॥ ২০
জানে চণ্ডীদাস যাইব মথুরা
যবে সে শুনিল কানে।
জর জর তনু জারল অন্তর
ধৈরজ নাহিক মানে॥

——০——

৫৮৪

নটনারায়ণ।

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি
ঝামরু নয়ন দুটি।
ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর
বিরহের বারি উঠি॥
ঝাঁঝর পাঁজর ঝর ঝর ভেল ৫
ঝটকে পরাণ যায়।
ঝট করি জিউ ঝামরু ঝামরু
ঝটকে ব্যথাটি পায়॥
ঝন্ ঝন্ করে কঙ্কণ ঝটকি
করমে হানয়ে ধ্বনি। ১০
ঝিয়ের করুণা ঝট করি আসি
বৃষভানু রাজা রাণী॥
ঝক্ ঝক্ পাট ঝলক আয়াটে
ঝরে ঝর ঝর আঁখি।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝলক ঝলক ১৫
ঝল্কি রথের ঠাটি॥

ঝাঝরি মহরি ঝট্ ঝট্ বাজে
ঝটকে নাচয়ে নাট।

* * * *

ঝলমল করে ঝলকে কুণ্ডল ২০
ঝাপটি মুরলী করে।
ঝাঝ বহি আয়ে ঝট্ ঝট্ হেদে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে॥
ঝামরু তলায়ে ঝটকি পড়িল
সে হেন সুন্দরী রাধা। ২৫
ঝাঁঝরি করিল গোপীগণ যত
ঝটসে করল বাধা॥
ঝট্ চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়া
পড়িয়ে রহয়ে পায়ে।
ঝট্ করি দেহে ঝট্ ঝট্ করি ৩০
লইয়ে যাইতে চায়ে॥

৫৮৫

নটনারায়ণ।

এ কি মথুরা এ কি চতুরা
এ কি পরের বশে।
এ কি নিদান এ কি পাষাণ
এ কি ছাড়িব বাসে॥
এ কি গোধন তেজিয়া সদন ৫
এ কি তেজিব মায়ে।
এ কি বালক তেজিব সকল
এ কি মথুরা যায়ে॥
এ কি গোপিনী তেজিব এখনি
এ কি নিদয়া হয়া। ১০
এ কি গোকুল তেজিব সকল
এ কি এ শোক দিয়া॥
এ কি পাষাণ হৃদয় নিদান
এ কি মথুরা যাব।
ঞিহার কারণে ইঙ্গিতে আকারে ১৫
এখনি পরাণ দিব॥
এ কি মথুরা নাগরী বিলাসে
এ কি বঞ্চিব তথা।
এ কি সেখানে বঞ্চিব সঘনে
এ কি ছাড়িব হেথা॥ ২০
এ কি রাধার মরণ দেখিয়া
যাইব মথুরা দেশ।
এ কি অক্রূর সঙ্গেতে যাইব
দিয়ে অতি বড় ক্লেশ॥
এ কি সুখের লালস তেজিয়া ২৫
গোপিনী ছাড়িব পারা।
এ কি বঞ্চিত করব সকল
চণ্ডীদাস বুকে ধারা॥

৫৮৬

যতিশ্রী।

টল বল করে টল টল দেহে
টেরা সে বিষম গাঁসি।
টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়া
হৃদয়ে রহল পশি॥
টাটক হইয়া সুধামুখী ধনী ৫
টেরা সে নয়ানে চেয়া।
টারিয়া যাইবে ভটস্থ রমণী
টুটিল বিরহ দিয়া॥
টানাটানি করে টেরেতে লইয়া
মরিতে টাকর দিয়া। ১০
টান টোন করি টাকাই তা সনে
টের দূর দিকে রয়া॥

টিপ্ টাপ্ করে টেটালির পারা
টিকাদিনি পারা রাধা।
টল টল করে অবলা পরাণ ১৫
সকল করিল বাধা॥
টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব
আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া টেট্কারি দিয়া
অক্রূর মহা সে মতি॥ ২০
চণ্ডীদাসে কহে টাটক হইয়া
টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল টেরা হয়ে নাথ
ছাড়ব গোপীর সাথ॥

৫৮৭
বেলয়ার।

ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল
ঠারা ঠারি করে তারা।
ঠাট করি রথ ঠেলা ঠেলি যত
ঠালিল রমণ সারা॥
ঠান বেশ ধরি ঠমকে যাইবে রথে। ৫
ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা
ঠাকুর বলিয়ে তারে।
ঠাকুর হইলে ঠাকুরালি পনা
ঠমক সে জন করে॥
ঠকাইয়া এবে ঠমকে যাইবে ১০
ঠানিল গোপের রামা।
ঠার নাহি চিতে অবলা বধিতে
ঠারে ঠেলিব তোমা॥
ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন
ঠারে যোগাইব রথ। ১৫
ঠারে চণ্ডীদাস হরে একমন
ঠারে যোগাইব রথ॥

৫৮৮
বেলয়ার।

ডাহিনে শৃগালী ডাকে এক জনা
ডাহিনে কাটিয়া যাব।
ডর পেয়ে মনে অশুভ দেখিয়া
ডরে ডরাইয়া রব॥
ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে ৫
ডাগর হইল বাণী।
ডরে ডরাইয়া ডরেতে ডরিয়া
ডাহিন নাহিক গণি॥
ডারিলে দরিয়া ডহর দেখিয়া
পড়িল সকল জলে। ১০
ডোর দিলে বড়ি অতি তড়াবড়ি
এমন কে জন জানে॥
ডাগর দেখিয়া বামেতে ডারিয়া
ডাগর কদম্ব ফুল।
ডগ-মগ ডগ উড়ে শিখিচূড়া ১৫
বাঁধিয়া চাঁচর চুল॥
ডাহে চণ্ডীদাসে পড়িল চরণে
ডারিলা সাগরজলে।
ডহ ডহ ডহ ডাহয়ে অন্তরে
হৃদয়ে আনলে জ্বালে॥ ২০

৫৮৯
বড়ারি।

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার
ঢরকি ঢরকি লোর।
ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে
নাহি ভোর দিলে ওর॥
ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে ৫
ঢল ঢল করে অঙ্গ।
ঢারি পুন দিলে ঢারি আগর
ঢারে ঢারিলে সঙ্গ॥

ঢোর পরিবশে ঢাকির ঢোরসে
ঢাপন বিরহ কোর। ১০
ঢোঁকল ঢাবলে ঢারির ঢাপনে
ঢিবব ঢঙ্গ সুঢোর॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী
ঢরল বিরহ সবে।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ ১৫
ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে॥

৫১০

শ্রী।

আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল
আন কি পরাণে সয়ে।
আনহ গরল হইয়া সরল
আন কি পরাণে সয়ে॥
আন আন ছলে আন কুতুহলে ৫
করিথু আনহি খেলা।
আন জনা কত কহিথু বেকত
আন দিথ অতি জ্বালা॥
আন পাণা সব থান কি দিয়াছে ভোর।
আন সত করি তোমার কারণে ১০
থান করি যাহ ভোর॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে
আন কি জানিয়ে ইহা।
* * * * * *
আন আন যত আন আন মত ১৫
আনহ বায়ন ভালে।
আন আন লাগি এত পরমাদ
চণ্ডীদাস আন বলে॥

৫১১

ভাটানি-মঙ্গল।

তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি
তবে কি এমন করি।
তার তর তম তখন করিথু
অখলা কুলের নারী॥
তরল সরল তো বিনু গরল ৫
তখনই খাইব আমি।
তবে তাপ যাবে তখনি মরিব
তবে সে জানিবে তুমি॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে
তাহা সে সকলি জান। ১০
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন
তাহা তুমি যদি জান॥
তোমার পীরিতি হৃদয়ে পূরিতে
তাহা না কহিব কত।
তাপেতে তাপিত তাহা কব কত ১৫
তোমার কারণে যত॥
তাপেতে তাপিত গঞ্জয়ে সতত
তাপিনী বড়ই আমি।
তোমার চরণে সকলি গোচর
তাহে নিদারুণ তুমি॥ ২০
তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয়
তনু জর জর ভেল।
তাপে যত সখী তাহা মুখ দেখি
হৃদয়ে বাজয়ে শেল॥

৫১২

সুহই।

থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর
কান্দিয়া কান্দিয়া উঠে।
থির নাহি চিতে পাকিয়া বেপিত
যেমন আনল ছুটে॥

থোর দরশন থাকিত থোকিত ৫
থির থির নাহি মান।
থাপিল তোমার যুগল চরণ
থল সে নাহিক জান॥
থির করি চিত থর থর করে
থাকি থাকি কেন কাঁদে। ১০
থাকুক থাকুক তোমার পীরিতি
থির আর নাহি বাঁধে॥
থল না রাখিলে থুইবে খেয়াতি
থাকুক তোমার লেহা।
থির থির তাহে কহে বিনোদিনী ১৫
থাহি না রহল দেহা॥
থির করি চিত থাকহ গোকুলে
থায়ী সে হইয়া থাক।
চণ্ডীদাস কহে থল রাখ নাথ
গোপীর গুমান রাখ॥ ২০

৫১৩

সুহই-সিন্ধুড়া।

দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন
দেখিল বিপদ দশা।
দিয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে
দেখল আপদ ভাসা॥
দেবতা উপরে দিয়া ফুলদল ৫
দেয়াশী জুড়ল কর।
দেহ মাতা দেবি দরিয়া হইয়া
ঘরে রহে দামোদর॥
দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল
তাহাতে জানল মনে। ১০
দিব বহু দুখ দুখের সাগরে
ফেলাব নাগর কানে॥
দেখিয়া দয়াল গুণের সাগর
দর দর দুটি আঁখি।
দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা ১৫
শ্রীমুখ বঙ্কিমে রাখি॥
দোষ গুণ যদি দেখিয়া রাধার
ছাড়িয়া যাইতে চাহ।
দেখিব লও দোসর নাহিক
চণ্ডীদাস গুণ গাহ॥ ২০

৫১৪

কানড়া।

ধরম করম সকলি মজিল
ধাধসে পরাণ রাখি।
ধেয়ান তোমার ধনী সে আকার
শুধু দেহ আছে সাখী॥
ধন জন যত সে সব বেকত ৫
ধরম ভরম তুমি।
ধরিয়া চরণ লইনু শরণ
তোমা না ছাড়িব আমি॥
ধরিব যেমন ধরে মীনগণ
ধাধসে শফরী যত। ১০
ধনী বিনোদিনী ধাধসে তেমনি
ধৈরজ ধরিব কত॥
ধক্ ধক্ ধকি পরমাদ দেখি
ধরিতে না পারি হিয়া।
চণ্ডীদাস কয়ে ধরিয়া হৃদয়ে ১৫
বচন চরণ সেয়া॥

৫১৫

শ্রীনট।

নবীন নাগরী নবীন লোরেতে
দেখিতে নাহিক পায়।
নীরস বচন নাহিক কখন
মতিকে কেমন ভায়॥
নব নব রামা না ফেল পাথারে ৫
নাহিক আপন কেহ।
না জানি পীরিতি না জানি কি রীতি
কেবল সুঁপিল দেহ॥
নয়নে নয়ন মিলিল যে দিন
সে দিনে আছিলে ভালে। ১০
নাগরী আগরি যমুনা নাগর
সেই সে কদম্বতলে॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রসকথা
আন আন ছলে কয়া।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি ১৫
কহিমু বদন চেয়া॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমন
কেমন তোমার প্রীতি।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি
চণ্ডীদাস কহে রীতি॥ ২০

পতি দুরমতি তাহার পীরিতি
তেজিমু অবহি হেলে॥
পাথারে ফেলহ পরিহরি যাহ
পাসর পরম লেহা। ১০
পাতি জাতি কুল পহিলে সকল
পরিহার দিল গেহা॥
পথে কত শত পাওল বেদনা
পহিলে বিকের ছলে।
পরিয়া কদম্ব- মালা মনোহর ১৫
পাইথে কদম্বতলে॥
পরিহাস-রসে প্রেমে রহাইসে
পাইয়া পসরা জতি।
পথে লুটি নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি॥ ২০
পরশ-রতন পাইয়া সঘন
পরাণে মিশিয়াছিল।
প্রেমে দিয়া ইবে ছাড়ি কার বোলে
চণ্ডীদাস দুখী ভেল॥

৫। ঘরঘালা—যে ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়, গৃহবিচ্ছেদ ঘটায়। এ কথাটি নান্নুর অঞ্চলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

৫১৬

বড়ারি।

পরবশে তুমি পরের কথায়ে
পহিলে এমন কর।
প্রেম বাঢ়াইয়া পরশ-রতন
গলায়ে গাঁথিয়া পর॥
পরে দিয়া জ্বালা পর-ঘরঘালা ৫
পলাহ পরের বোলে।

৫১৭

কাফি।

ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ
ফের দিয়া কোথা যাবে।
ফসল পাইয়া ফাঁফর করিয়া
ফিরিয়া চলহ ঘরে॥
ফিরাইতে যবে ফিরিয়া ফিরিয়া ৫
শাঙলী ধবলী গাই।

ফেনাতে চাহিলে ফাঁফর হইলে
ফিরিয়া কাঁদয়ে মাই ॥
ফটল যখন ফণী বিষধর
ফূয়ল শ্রীঅঙ্গখানি। ১০
ফের ফিরি ফিরি গোপিনী চুসারি
ফূয়ল অনেক বাণী ॥
ফাটয়ে পরাণ ফাটয়ে হৃদয়
ফেলাহ দরিয়া মাঝে।
ফুরল সকল ফাঁফর গোকুল ১৫
চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে ॥

বলি রাধা রাধা বাজাও মুরলী
তখনি যাইথু জলে ॥ ২০
বৃন্দাবন বন্ধান সঙ্কেত-মুরলী
শ্রবণে শুনিয়ে যবে।
বেকত কামিনী কুলের রমণী
পরাণ না ধরে তবে ॥
বিকল হইয়া সঙ্কেত পাইয়া ২৫
কনক-গাগরি কাঁখে।
বলে চণ্ডীদাস বেদনা পাইয়া
যেন ধন পেয়া রাখে ॥

৫১৮

সুহই।

বল বল দেখি বিকল পরাণ
বুক বিদরিয়া মরি।
বেদনা জানব বরজ-রমণী
বিকল হইয়া বড়ি ॥
বলরাম হৈতে বড় সে জানিয়ে ৫
বড় সে করিয়ে প্রেম।
বিদুর যেমন বহু রত্ন ধন
লাখে লাখে পায় হেম ॥
বড় যেন দুখ বহু গেল দুখ
বড়ই আনন্দ তার। ১০
বহুমূল্য ধন তুমি সে তেমন
ভুবন করিল সার ॥
বটে কি বা নয় বুক রসময়
বলিল গোচর পায়।
বৈণী কালজাদ বসিয়া বিরলে ১৫
রূপ নিরখিয়ে তায় ॥
বেশ পরিপাটি বেশের বন্ধান
বেলি অবসানকালে।

৫১৯

কাফি।

ভালের বড় ভু ভামিনীর প্রিয়
ভালে সে জানল তোরে।
ভরম সরম ভাসল সকল
ভাসালে দরিয়াপরে ॥
ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি ৫
ভরসা কেবল পায়।
ভরসা অন্তরে ভারি ভারি তাহে
ভস্ম হইল গায় ॥
ভরসা করিল ভরম সরম
ভালে সে জানিল মোরা। ১০
ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে
এমন তোমার ধারা ॥
ভৈগেল ভাবের ভরসা সকল
ভেল সে গরল পারা।
ভাঙ্গল সকল সুখের বৈভব ১৫
ভাবিতে গণিতে সারা ॥
ভিগল মরমে তোমার ভাবনা
ভালে সে পশিয়া গেল।

ভাবিতে গণিতে ভাসল সায়রে
ভণে চণ্ডীদাস ভাল ॥ ২০

৬০০

শ্রীসুহা।

মনের মরম মনেতে জানহ
মানস মরমে যতি।
মনসুখ যত মানসে জানিয়ে
মদন-তরঙ্গে মাতি ॥
মদন-মোহন রমণীর মন ৫
মোহিলে মনের সুখে।
মধুপুর দূর মথুরা-নাগরী
মনে সে পড়ল তাকে ॥
মনেতে লাগিল মনোহর রূপ
মগন হইয়া চিতে। ১০
মনে নাহি ভয় গোকুল নগরী
কি রূপ আছয়ে ইথে ॥
মনমত্ত হাতী মারিয়ে কেশরী
শৃগাল মারিতে চায়।
মাণিকের কাছে তুলনা থাকয়ে ১৫
কাঁচের ফলের প্রায় ॥
পর যে যজিয়া মন যে মজিয়া
রঙ্গে ভেল অতি ভোরা।
মোতিম ভেজিয়া (?) কোলিসে পাওব
চণ্ডীদাস ভেল ভোরা ॥ ২০

১৩। মনমত্ত—উনমত্ত। পূর্ব্বে একবার এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬০১

শ্রী।

যাহার কারণে জগজন ভরি
যত বড় ভেল লাজ।
জানহ সকল যদুনাথ তুমি
ভুবনমণ্ডল মাঝ ॥
যদি নাকি চাবে সে হেন শ্রীমুখ ৫
জর করে দেহা।
যাইয়া যমুনা জল ভরি ছলে
দেখিয়ে বাড়য়ে লেহা ॥
যদি যাহ নাথ যমুনা উপারে
যগন ধেনুর পাল। ১০
যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই
বিকের ছলায়ে ভাল ॥
যাহার বেদনা জানে কোন জনা
যাহার হৃদয়ে পশি।
জানে সেই জনা বিরহ-বেদনা ১৫
যেমন রসের রসি ॥
যাবে মধুপুর যবহুঁ শুনল
তবে কি পরাণ জীব।
যমুনার জলে যেয়ে কুতুহলে
তখনি পরাণ দিব ॥ ২০
যদি না হইবে স্ত্রীবধ পাতক
তবহুঁ তেজব গেহা।
যতনে যাইয়া যমুনা মরিতে
তেজব আপন দেহা ॥
জর জর ভেল জারিল অন্তর ২৫
চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে।
এত দিন ছিল যতেক আনন্দ
ঘুচল গোকুল পুরে ॥

৬০২

কাফি।

রসে রসাইয়া রমণী ভেজিয়া
রতন রসের কেলি।

রসিক হইয়া রস তেয়াগিয়া
  এবে সে জানিল ভালি ॥
রাতুল চরণ রঙ্গিয়া নাগরী ৫
  রসয়া রসান ছিল।
রসের ঘরেতে রস ভাঙ্গাইয়া
  বিহি নিকরুণ ভেল ॥
রাত্রি দিন ঝুরি বিরহে সুন্দরী
  রহই তুহারি ধ্যান। ১০
রব শুনি যব মুরতি কৈশর
  রাঙ্গিয়া মুরলী গান ॥
রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত
  মুঞ্জরে তরুর ডাল।
রহে সে যমুনা রহে নিরমল ১৫
  উজান হইয়া ভাল ॥
রাস অনুরাগ রহত অন্তর
  রমণী এতেক সয়।
রাস অনুরাগে যে জনা রহল
  তার কি পরাণ রয় ॥ ২০
রাগরসে মাতি রাগ উঠে যব
  রাগ সে বিষম বড়ি।
রাগে উনমত রাগ সে বেকত
  রাগে সে পরাণ ছাড়ি ॥
রাগে সে মগন রহই ধেয়ান ২৫
  রাগে সে মরণ গাঢ়া।
রাগিণী অন্তরে রাগ বড় পেলে
  পরাণ তেজব সারা ॥
রাতুল চরণ লয়েছি শরণ
  রহিব ও পদসেবা। ৩০
রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া
  চণ্ডীদাস পুছে কেবা ॥

৬০৩

শ্রী।

নহ নিদারুণ নবল নাগর
  ললিত ত্রিভঙ্গধারী।
নব নব বেশ নট মনোহর
  লহু লহু মৃদু বোলি ॥
লালসে লালসে নবীন নাগরী ৫
  নোটন খোটন বেশে।
নব অনুরাগ নব নব রসে
  নব রামা জিয়ে কিসে ॥
নলিনী নওয়া সেজ বিছাইয়ে
  লওল সুগন্ধি তাথে। ১০
লওল বিচিত্র চামর ঢালব
  নাইব সুখের যূথে ॥
লাগাইব অঙ্গে এ ছয় রসাল
  মিশান কুম্‌কুম্‌ তায়।
নবীন কিশোরী রসাল সে গোপী ১৫
  লেপব শ্যামের গায় ॥
লাবণ্য-লহরী লেহ না করব
  লে চলু অক্রূর রায়।
নব নব গোপী লাজ পরিহরি
  চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥ ২০

৬০৪

বড়ারি।

বল বল সখি বিরস হইলে
  বাঁচিব কেমন করি।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ
  এ কি এ তেজিতে পারি ॥
বিনোদ বেশের বিনোদ মাধুরী
  বিনোদ কেশের চূড়া।

বিনোদ কুসুম- হার বনাইয়া
বিনোদ দিয়াছে বেড়া ॥
বিনোদ ময়ূর- পাখা তাহে দিয়া
বিনোদ বিনোদ উড়ে। ১০
বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম
পরাণ রহে সে ছাড়ে ॥
বিনোদ বিপিনে রাস-জাগরণে
বিনোদ গোপের রামা।
আর না করিব বিনোদ চাতুরী ১৫
বিনোদ বিনোদ প্রেমা ॥
বিনোদ মুরলী বিনোদ বোলব
শুনিব শ্রবণ ভরি।
বিনোদ বেশের বেশ না করিব
বিনোদে যাইব চলি ॥ ২০
বিনোদ সৌরভ হার মনোহর
সুগন্ধি চন্দন করে।
বিনোদ আকৃতে বিনোদ নাগরী
লেপিত শ্রীঅঙ্গ পরে ॥
বিকায়ল পায়ে বিনি মূল পেয়ে ২৫
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
বিনোদ নাগরী কি কহিব গতি
হেন মন মোর ভায় ॥

৬০৫

কানড়া।

শুন হে নাগর শরণ যে লয়
তারে সে এমন কর।
সরল হৃদয় সরল স্বভাবে
সবারে করিয়া জর ॥
শ্যাম শ্যাম বলি শ্যামরী সকল ৫
শ্যামল হইয়া গেল।
সঘনে সঘনে সে গুণ ভাবিতে
কুলে তিলাঞ্জলি দিল ॥
সুজন পীরিতি সুখের আরতি
সে ভেল গরলময়। ১০
সুখ দূরে গেল দুখ অবশেষ
মরণ হইল ভয় ॥
সময় হইল দশমী দশার
এই সে সকল মোর।
শরণ যে লয় সে জন তেজহ ১৫
জনম অবধি রোয় ॥
সহজে অবলা শাশুড়ী তাপিনী
সকল জানহ তুমি।
সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে
বিষ খেয়ে মরি আমি ॥ ২০
সাহস ধাধসে সব গোপীগণ
কাষ্ঠের পুথলি প্রায়।
শ্যাম-পদে পড়ি করে নিবেদন
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

৬০৬

সুহই।

শ্যাম সুনাগর রায়।
সকল তেজিয়া শরণ লয়েছি
সহজে না ঠেল পায় ॥
শুনিল যখন শ্রবণ ভরিয়া
সকল কুলের নারী। ৫
সরল হৃদয়ে সম্মুখ হইয়া
শুন হে মুরলীধারী ॥
শূন্য করি যাবে সব গোপীগণে
সবাই মরিব শোকে।
সব গোপীগণ সঘনে স্বরূপে ১০
শেল দিয়া গেল বুকে ॥

শাশুড়ী ননদী সবাই সবাই
শাসিল সবার আগে।
সে দিন পাসর দেখি মনে কর
স্বরূপে লইব নগে॥ ১৫
সব পাসরিয়া. সমুদ্রে ডারিয়া
শেষেতে করিলে হেন।
সহজে অবলা হইয়া অখলা
তাহে নিদারুণ কেন॥
সুখের ঘরেতে দুখ সার হৈল ২০
শোচনা রহিল বড়ি।
চণ্ডীদাস বলে আশ পাশ গেল
এবে হল বড় ভেড়ি॥

৬০৭

শ্রীপটমঞ্জরী।

শ্যাম শ্যাম বলি সদা শ্যাম হেরি
সকল সঁপিল শ্যামে।
শ্যাম পরিবাদ সকল গোকুল
এ তনু সঁপিনু শ্যামে॥
সব তেয়াগিনু শ্যামের কারণে ৫
সবাই করিল সারা।
শ্যাম-কলঙ্কিনী শবদ উঠিল
তাহার এমন ধারা॥
সহিতে সহিতে সে সব কারণ
শুনিতে পরাণ ফাটে। ১০
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
ও দিক্ ও দিক্ কাটে॥
শরণ যে লয়ে শীতল চরণে
সে জন এমন দশা।
সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব ১৫
ঘুচিল সে সব আশা॥

সে সব আরতি সুখের আরতি
কে জন ভাঙ্গিয়া দিল।
চণ্ডীদাস বলে সে জন অক্রুর
শমন সমান ভেল॥ ২০

৬০৮

সুহই।

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি
হব সে হুতাশে সারা।
হরি কি হিয়ায়ে হানি বাণ সব
হরি বা কেমন পারা॥
হের দেখি হরি হরয পরশ ৫
তেজহ কিসের লাগি।
হিয়াতে হুতাশ হয় নহে হরি
বিদারি দেখহ আগি॥
হাস পরিহাস রভস হারাস
হরি নিদারুণ হও। ১০
হরষে গোপিনী যমুনাতে গিয়ে
মরিলে তবে সে যেও॥
হরিণী যেমন হাণে ব্যাধগণ
হিয়াতে বিন্ধয়ে শর।
হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে ১৫
বাণেতে হইয়া জর॥
হরিণী হুতাশে হরির বিরহ
তেমতি সমান বাণ।
হিয়াতে বাজল হরিণী সমান
চণ্ডীদাস গুণ গান॥ ২০

১৫। হোরে—দূরে।

৬০৯

নটনারায়ণ।

ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত
ক্ষত উঠে কত বেরি।
ক্ষেয়াতি রহল ক্ষিতি মহীতল
ক্ষমা কর যদু হরি॥
ক্ষণেক ক্ষমহ দোষ অপরাধ ৫
ক্ষমা সে করিতে চায়।
ক্ষেপল সকল গোপিনী যতেক
ক্ষমা চিতে নাহি লয়॥
ক্ষণেক ক্ষণেক বিরহ-আগুনি
ক্ষণে ক্ষীণ করি দিল। ১০
ক্ষুধায় আকুল পীরিতি বিহনে
ক্ষণেক ভাঙ্গিয়া নৈল॥
ক্ষিতিতলে লুটি রাধা সুধামুখী
ক্ষণেক বদন চাহি।
ক্ষণেক বোধত ক্ষীণ তনু হঁয়ে ১৫
চণ্ডীদাস গুণ গাহি॥

রাখাল-বিলাপ।

৬১০

হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া
কর জোড় করি কয়।
মধুপুর দেশ চল হৃষীকেশ
বিলম্ব নাহিক সয়॥
এ বোল শুনিয়া শ্রবণ পূরিয়া ৫
কৃষ্ণ বলরাম দুই।
ভাল ভাল বলি তুরিত গমন
মধুর মধুর কই॥
মোর সখাগণ তুষি তার মন
তবে সে চড়িব রথে। ১০
সবারে লইয়া আনন্দ-যতনে
কহিতে লাগল তাথে॥
অনেক খেলিল শ্রীদাম সুদাম
সুবল সবার সনে।
কিছু না ভাবিহ মরমে রাখিহ ১৫
না কর ভাবনা মনে॥
তোমাদের চিতে আছি অবিরতে
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মেলা।
এই সখাগণে লয়ে ধেনুগণে
জনম করিয়ে খেলা॥ ২০
এ যদুনন্দন করয়ে রোদন
ঢলে সে কমল আঁখি।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
বনে তেয়াগল লক্ষী (?)॥
ফুলি ফুলি মুখ সে বিধুমণ্ডল ২৫
কহিতে না ফুরে বাণী।
চণ্ডীদাস কহে আঁখি ভরি লোহে
কহিলে কি হয়ে জানি॥

৬১১

শ্রীসুহা।

গদ গদ বোলে শুন বাঁশীধর
কোথাকারে যাবে তুমি।
এ ব্রজ-বালক করিয়া বিকল
কিছু না জানিয়ে আমি॥
কেমন তোমার চরিত ব্যাপার ৫
এই সে করিলে পাছে।
তবে কেন এত প্রীত বাড়াইলে
থাকিব কাহার কাছে॥
স্বপন নয়নে ভোজন-গমনে
সদাই তোমারে দেখি। ১০

কেমনে তোমার লেহ পাসরিব
শুন হে কমল-আঁখি ॥
কাঁদে শিশুগণ হয়ে অচেতন
শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে।
কেহ কোথা পড়ে নাহিক সংবাদ ১৫
অতি সে বেদন পেয়ে ॥
কেহ বলে বাম (?) আর না শুনিব
মধুর মধুর বাণী।
আর না খেলিব ধেনু নিয়োজিয়া
না নিব বাঁশীর ধ্বনি ॥ ২০
ভাই ভাই বলি আর না শুনিব
বিহ্বল বৈকাল বেলে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়িয়া চরণতলে ॥

৬১২
বড়ারি।

কহেন বচন এ যদুনন্দন
শুন হে সুবল ভাই।
তোমাদের ঠাঁই আছিয়ে সদাই
ইথে আন কথা নাই ॥
আমি গিয়া আসি কংসরাজ তুষি ৫
পুনঃ সে খেলিব খেলা।
সরল হৃদয়ে বিদায় করহ
পুন সে হইব মেলা ॥
এ কথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া
কাঁদয়ে বালক যতে। ১০
ধূলায়ে ধূসর হয়ে কলেবর
করাঘাত হানে মাথে ॥
কি বোল কি শুনি কহে সবে বাণী
নিঠুর হইল কানু।
আমরা তোমার বিরহ-বেদনে ১৫
এখনি তেজিব তনু ॥
আর কি বাঁচিব ও তনু রাখিব
না দেখি ও চাঁদ-মুখ।
এবে সে জানিল বিহি নিকরুণ
দিয়ে অতি বড় দুখ ॥ ২০
তোমার বিহনে জীব বা কেমনে
ইহার উপায় বল।
তবে সে যাইবে মথুরা নগরী
শুনিতে কানাই চল ॥
হেটমাথে রহে বচন না স্ফুরে ২৫
নাগর চতুর রায়।
কাঁদে ব্রজবালা বিরহ-বেদনে
চণ্ডীদাস কাঁদে তায় ॥

২৪। এ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিহ্বল হইলেন।

৬১৩
কানড়া।

উঠ উঠ ভাই শ্রীদাম সুদাম
চাহত আমার পানে।
সরল হৃদয়ে কহত বচন
তবে সুখ হয় মনে ॥
এক বোল বল মথুরা গমন
যাইতে বলহ মোরে।
কহিতে কহিতে দু আঁখি ভরল
কহিতে না পায় লোরে ॥
শুন হে সুবল ভাই সখাগণ
তুমি সে আমার প্রাণ। ১
হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে না হয়ে আন॥

বহু সুখ-কথা তোমার সহিতে
সকল জানহ তুমি।
তোমার মায়াটি ছাড়িব কেমনে ১৫
পরবশ হই আমি ॥
শুনহ সুবল মরম-বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জর জর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে ॥ ২০
সুবল কহেন কানুর গোচর
তুমি সে নিঠুর এবে।
তবে কেন লেহ বাড়াইলে মোহ
মোর কোন গতি হবে ॥
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়ে সবারে ২৫
এ নহে উচিত পণা।
কে আছে এ মহী- মণ্ডল মাঝারে
এমন বেথিত জনা ॥
চণ্ডীদাস কহে কমল-নয়ন
ছল ছল দুটি আঁখি। ৩০
বচন না ফুরে বেথিত অন্তর
বয়ান বঙ্কিম রাখি ॥

২৫। ছাড়িয়ে সবারে...সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

৬১৪

বেলয়ার।

তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত
গোপের বালক সনে।
পরিণামে এত করিবে বেকত
ইহা বা কে জন জানে ॥
যদি বা জানিথু স্বপন ইঙ্গিতে ৫
নিদান হইবে তুমি।
বাদিয়ার ঘরে গিয়া কুতূহলে
গরল ভখিথু আমি ॥
এ সব কেমনে পাসরিব মনে
তোমার পীরিতি-লীলা। ১০
যবে পড়ে মনে সে রস-মাধুরী
গলিত মানয়ে শিলা ॥
দেখ মনে ভাবি বালক সংহতি
ক্রীড়াতে বঞ্চিলে নিশি।
ধেনু বনে বনে রাখিয়া সঘনে ১৫
ভাণ্ডীর-গভরে বসি ॥
নানা মত খেলা তুমি সে খেলিলা
বঞ্চিনু তোমার সনে।
যবে সেই লীলা মনে পড়ি গেলা
কেমনে জীব সে দিনে ॥ ২০
তো বিনু মরিব সকল বালক
তিলেক নাহিক জীব।
তোমার সম্মুখে মরিব সবাই
এখনি পরাণ দিব ॥
কি ছার বাঁচিতে সাধ নাহি চিতে ২৫
ছাড়িয়া আনন্দনিধি।
চণ্ডীদাস মোহে ছল ছল লোচে
কে কৈলে নিদয়া বিধি ॥

৬। নিদান...নিদয়।
১২। পাষাণও গলিয়া যায়।

সুবলের করুণা।

৬১৫

বেলয়ার।

যখন করিলে বনে অতিসুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
লয়া বালকের মেলা ॥

যে দিনে কালিন্দী দহের সম্মুখে ৫
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥
কূলে পড়ি সবে মরিল বালকে
তুমি সে গেছিলা কতি। ১০
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি॥
কেন বা জীয়ালে এ দুখ দেখিতে
তখনি মারিতে ছিল।
মথুরা গমন করিবে এখন ১৫
ইহাই দেখিতে হল॥
কেমনে বঞ্চিব তোমা না দেখিয়া
শুন হে কানাই ভেয়া।
নিঠুর নহিও বচন কহিও
কহত বদন চেয়া॥ ২০
এ যদুনন্দন না ফুরে বচন
হেটমাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব মুখে নাহি বাণী
পূরল বিরহে তনু॥
চণ্ডীদাস কহে শুন হে বচন ২৫
চলহ যমুনা-জলে।
ঝাঁপ দিয়া মরি করিয়া ধেয়ান
সুবল ইহাই বলে॥

৪। বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া।

৬১৬

নটনারায়ণ।

ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
সে হেন রসিক রায়।
সদয় হৃদয় কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চায়॥
না বল না কহ ও সব বচন ৫
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুড়য়ে অন্তর
অধিক জ্বলিয়া উঠে॥
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
অপর যতেক সখা। ১০
আর না হেরব ও মুখমণ্ডল
আর না হইব দেখা॥
মো সবা বিসরি যাবে মধুপুরী
শ্রবণে শুনিতে ইহা।
কিসের কারণে জীব সখাগণে ১৫
কি ছার রাখিতে দেহা॥
কহে বনমালী লোরে আঁখি ভরি
সবারে তুষিয়া কহি।
সরল হৃদয় করহ বিদায়
লাজে মুখ বাঁকে রহি॥ ২০
কহে সখাগণ কেমন বচন
এ বোল কেমনে বলি।
হয় নহে দেখ মনে বিচারিয়া
শুন কানু বনমালী॥
চণ্ডীদাসে বলে এ বোল কেমনে ২৫
কহিয়ে না লয়ে মন।
প্রাণের দোসর তুমি সে সবার
যেমন বাপের ধন॥

১১-১৬। সখাগণের উক্তি।

৬১৭

ঐ।

কি বা করে ধনে কি বা করে জনে
তোমারে অধিক কি।

এ ধন সঞ্চয় মনের সহিতে
জানয়ে গোপের ঝি ॥
প্রেমের স্বরূপ রসের চাতুরী ৫
জানয়ে কিশোরী রাই।
রস পরিপাটি জানে গুণি গুণি
সো পঁহু তু গুণ গাই ॥
রসের আগরি সে নব কিশোরী
কেহ সে জানয়ে নাই। ১০

* * * * * *

কি জানিয়ে তব গুণের মহিমা
সহস্র মুখেতে গান।
এই মত চারি যুগ ফিরি ফিরি
তস্থ সে নাহিক পান ॥ ১৫
এ ধন পাইয়া রাখিতে নারল
করম অভাগী বড়ি।
হিয়া সে দারুণ শেল পশি দিয়া
মধুপুর যাবে ছাড়ি ॥
কে আর ডাকিব ভাই ভাই বলি ২০
মধুর বচনরসে।
পড়িয়া চরণে কাঁদয়ে সঘনে
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

২। তোমা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কি আছে ?

৬১৮

শ্রী।

প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া
তবু না ছাড়িব তোমা।
তোমার বিরহে মরিলে এখনি
পরিণামে পাবে প্রেমা ॥
যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে ৫
সে জনে অবশ্য পায়।

ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায় ॥
পূরবে আছিল এক মুনিগণ
তপেতে মহাই তেজা। ১০
ফল মূল মূল পদ্মের মৃণাল
ভক্ষণ করিত সদা ॥
সেই বনে এক হরিণ হরিণী
সঙ্গেতে তাহার শিশু।
হেনক সময়ে এক ব্যাধ শরে ১৫
বিন্ধল থাকিয়ে পাছু ॥
দুই জনা মারি ব্যাধ চলি গেল
হরিণী ছাওল রহে।
যেখানে আছয়ে সেই মুনিবরে
দেখিতেন অতি মোহে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে এ বড় আকুতি
শুনহ নাগর কান।
ভাগবতে আছে কিছুই আখ্যান
এবে কহি তত্ত্বজ্ঞান ॥

৬১৯

কানড়া।

সেই মুনি সেই হরিণী ছাওয়াল
রাখল সে মুনিবরে।
প্রতিদিন দিন ভক্ষণ সেবন
করয়ে অবহি কোলে ॥
কত দিন বই সেই মৃগশিশু ৫
পাইয়া হরিণী-সঙ্গ।
আন বনে গেলা রতি রসসুখে
করিতে রসের সঙ্গ ॥
না দেখি সেই মৃগী বড়ই বিয়োগী
মুনির হইল শোক। ১০

হরিণ হরিণ ক্ষণে অনুক্ষণ
পাইয়া বিয়োগ রোগ ॥
যবে সেই মুনি কাল উপস্থিত
হরিণ ধেয়ানে মরে।
হরিণ হইল আনহি জনমে ১৫
দুখ হল মৃগবরে ॥
যারে যেবা ভাবে তারে তাহা লবে
মরিলে পাইব তোমা।
আনহি জনমে পাইব সঘনে
কানাই ভেয়ের প্রেমা ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে রসতত্ত্ব-কথা
শুনিতে নাগর কান।
হেট মাথে রহে বচন না কহে
উঠল বিরহ মান ॥

ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়—ভাগবতে ঠিক এরূপ নাই।

৬২০

ঐ।

তুমি সে নিদয়া নিঠুরাই পনা
এবে সে জানিল দঢ়।
পীরিতি করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
এবে সে জানিল দঢ় ॥
কেন প্রীত কৈলে বালক সংহতি ৫
নাচিলে খেলিলে রঙ্গে।
ভেয়া ভেয়া বলি প্রেমে ঢল ঢল
করিলে এ সব সঙ্গে ॥
আরতি পীরতি সুখের কি রীতি
ইহারি শরীর কিসে। ১০
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
নিদান করিলে শেষে ॥
মরিলে তরিব মরিয়া হইব
তোমার চরণে সখা।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম ১৫
আর না হইব দেখা ॥
কহে গুণমণি কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চেয়ে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়ে মুরছিত হয়ে ॥ ২০

৬২১

গড়া।

সুবলে কহেন কমল-লোচন
কহ কহ এক বোল।
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
তেজি মায়া মোহ কোর ॥
সুবলের কাঁধে কর আরোপিয়া ৫
আলিঙ্গন রস আশে।
বল বল ভাই মুখ পানে চাই
ঘুচাহ শোচনা ক্লেশে ॥
তোমার হিয়াতে সদয় হৃদয়ে
তিলেক নহিয়ে ছাড়া। ১০
হাসির সম্মুখে বিদায় করহ
তোহে মোহ প্রেম বাঢ়া ॥
আর এক কথা শুন হয়ে বেথা
শুনহ সুবল ভাই।
নবীন কিশোরী ও বর-কামিনী ১৫
বরজ-রমণী রাই ॥
ভাল মন্দ কিছু তেহো না জানিয়ে
কেবল আমাতে চিত।
গোপত বেকত কহিবারে নহে
তোমারে কহিয়ে রীত ॥ ২০

মরম-বেদন সব তুমি জান
কহিল গোপত কথা।
কি হব রাধার গতি দুর এই
সে মোর মরমে ব্যথা ॥
কখন না জানে বিরহ-বেদন ২৫
আনবি রহতি দূর।
এবে অগোচর গোচর না নয়ে
যাইব মথুরা পুর ॥
জানিবা কখন বিরহ-বেদন
মরমে পশিল যবে। ৩০
দশমী দশায়ে পাছে দরশায়ে
এ উঠে অন্তরে সবে ॥
কোন ছলা রসে সিঞ্চিবে সে শেষে
হাসিবে আনহি ছলে।
মরম-বেদন কহিল কারণ ৩৫
দীন চণ্ডীদাস বলে ॥

৩। যাইতে বলহ...যাইবে বলিতেছ।

৬২২

ধানশী।

এ কথা শুনিয়া গদ গদ হৈয়া
পড়ল ধরণী ধরি।
নিদান করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
যাবে সবে পরিহরি ॥
বোলহ বচন সচল সঘন ৫
নিশ্চয় মথুরা যাবে।
গোকুল আকুল করিয়া সকল
সবার পরাণ লবে ॥
কহ কহ ভাই সুবল সাঙ্গাতি
বিদায় করহ মোরে। ১০
পড়ল অবনী মুরছা খাইয়া
সব জন হিয়া ঝুরে ॥

কাঁদত করুণে সব সখাগণে
শ্রীমুখ বদন চেয়ে।
ধরণী পড়িল বালক সকল ১৫
বড়ই বেদনা পেয়ে ॥
ধরিয়া শ্যাম নীল বসনে
ধড়ার আঁচল ধরি।
কোথা যাবে ভাই কানাই বলাই
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥ ২০
উঠ উঠ ভাই সব সখাগণ
কাঁদিয়া নাগর রায়।
প্রবোধ বচন করিল তখন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

৬২৩

শ্রী।

সবার করেতে ধরিয়া ধরিয়া
রসিক নাগর কান।
উঠ উঠ বলি সঘনে কহে
তোমরা আমার প্রাণ ॥
এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন ৫
সকল বালক মেলি।
ভেয়ের করেতে কর পসারিয়া
সবে আলিঙ্গন করি ॥
কেহ লোটে ভূমে কেহ লোটে ক্রমে
কেহত ধাওই দূরে। ১০
কেহ প্রেমরসে ভাই রহাইবা (?)
ঐছন যাইয়া ধরে ॥
কেহ বলে ভাই কানাই বলাই
এবে সে নিঠুর ভেলা।
গোকুল নগরে এত দিনে মেনে ১৫
শোকের সায়র দিলা ॥

কান্দিয়া বিকল বালক সকল
শ্রীমুখ নিরখে সদা।
চণ্ডীদাস বলে পড়িয়া ভূতলে
সকল হইল বাধা ॥ ২০

গোপী-বিলাপ।

৬২৪

বড়ারি।

এত বলি যত বালকমণ্ডল
শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে।
কেহ কান্দে ভাই ভাই ভাই বলি
পড়ে মুরছিত হয়ে ॥
চল চল বারি চতুর মুরারি ৫
উঠব রথের পরে।
হেন বেলে সব গোপিনী ধাওল
পাইয়া নিশ্চয় সরে (?) ॥
কতি যাবে ছাড়ি অখল রমণী
মো সব সঙ্গেতে লহ। ১০
কিবা আর সাধ সব হল বাদ
এই সে কারণে গেহ ॥
লেহ বাড়াইয়া নিদান করিলে
স্ত্রীবধ পাতকী সারা।
মধুপুর দেশে যাইবে ছাড়িয়া ১৫
এই সে তোমার ধারা ॥
এত ছিল মনে লেহ কৈলে কেনে
অবলা রমণী সনে।
আর কি দেখহ মথুরা গমন
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

৬২৫

কামোদ।

রাধা বলে শুন রসিক নাগর
মোর সে কোন বা গতি।
তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কতি ॥
প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে ৫
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ ॥
মোরে লেহ সাথ শুন যদুনাথ
সাধ গড়ায়া যাব। ১০
এ দুখে এবে সে তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব ॥
শাশুড়ী তাপিনী ননদী পাপিনী
তাহা সে সকল জান।
তোমার চরণে এ দেহ সঁপেছি ১৫
তাহে নিদারুণ কেন ॥
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
মরিব তোমার গুণে।
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

১৮। তোমার গুণ স্মরণ করিয়া, ধ্যান করিয়া মরিব।

৬২৬

করুণা।

প্রাণনাথ বঁধুয়া আদরে।
কেবা ইহা কহিবারে পারে ॥
মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কাজ নাই এ তনু রাখিয়ে ॥

এত যদি ছিল তোর মনে। ৫
তবে প্রেম বাড়াইলা কেনে ॥
একে মরি গৃহ-পরিবাদে।
শাশুড়ী ননদী কৈল আধে ॥
তাহে ভেল তোমার বিরহে।
কতেক সহয়ে তার দেহে ॥ ১০
রাধা বলি কে আর ডাকিব।
শুনি ধ্বনি সে সুখ পাইব ॥
বিধি বড়ি নিকরুণ ভেলি।
মহাদুখ-সায়রে পসারি ॥
নিকরুণ নহ ত মাধাই। ১৫
শরণ পশিয়াছিল রাই ॥
দীন হীন চণ্ডীদাস গায়।
কান্দে পঁহু ধরণে না যায় ॥

১২। ধ্বনি ..'ধনী' করিলেও অর্থ হয়।

৬২৭

করুণা।

প্রাণনাথ, একবার চাহিয়া কহ কথা।
সে সুখ পাসর এবে তুঁহু মধুপুর যাবে
রমণী মরমে দিয়া ব্যথা ॥
এমন করিবে তুমি স্বপনে নাহিক জানি
তবে কি করিথু নব লেহা। ৫
তাপেতে তাপিনী যত তাহা না কহিব কত
কুবচনে ভাজা এই দেহা ॥
অনেক কহিলে বাণী শুন ওহে যদুমণি
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণীগণে ১০
কি সুখে মথুরা পুরী যাও ॥
বিরলে তু নিয়া ঘর দেখা শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা।
কুসুম-শয়ন শেযে বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
জাতি জাতি দিব দুটি পা ॥ ১৫
কর্পূর তাম্বূল দিব বাটা ভরি পান নিব
দিব তুলি শ্রীমুখমণ্ডলে।
শ্রম নিবারণ হব এ চুয়া চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতুহলে ॥
এ সুখ-সম্পদ ছাড়ি কোথারে যাইবে এড়ি ২০
রহ রহ প্রাণের কানাই।
চণ্ডীদাস বলে তায় শুন নাথ যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন ঠাঁই ॥

১৫। জাতি জাতি...টিপিয়া।
১৯। পাখালি ধুইয়া।

৬২৮

বড়ারি।

শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাঁই
না কর বিষাদপণা।
তোমার হৃদয় আছিয়ে সদা
তাহা সে আছিয়ে জানা ॥
তুমি রসময়ী তোরে কিছু কই ৫
শুনহ আমার বাণী।
পরবশ হয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি ॥
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী। ১০
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় রসিয়া
বসি এক হেন ঠারি ॥
হেনক সময় সারথি তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন ১৫
সবে আগুলিল পথ ॥

দু বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
যাহ যাহ দেখি রাধারে মারিয়া
সকল গোপিনী বলে॥ ২০
পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা।
বধ করি যাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা॥
চণ্ডীদাস দেখি রাধার হুতাশ ২৫
বিরহ-বেদন চিত।
গিয়া শ্যাম পাশে কর জোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত॥

৬২৯

বড়ারি।

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধূলায়ে ধূসর তনু।
গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথারে যাইবে কানু॥
কে আর করিব দয়া মোহ অতি ৫
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পূরিয়া
মধুর বাঁশীর তান॥
ইহাই বলিয়া বরজ-রমণী
পড়ল কতহি ঠামে। ১০
উচ্চ স্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া যাহার নামে॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে ১৫
লোরে না দেখয়ে আঁখি॥

ধরণী উপরে চিত্রের পুথলি
বরজ-রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাষ
কপালে দু কর হানি॥ ২০
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি।
কোথায়ে পড়ল আভরণ-ভার
তাহা সে না জানে রীতি॥
কেহ বা যমুনা- কিনারে পড়ল ২৫
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ॥
কেহ কার মুখে বারি ঢারি দেই
চেতনা নাহিক হয়ে। ৩০
ঊর্দ্ধবাহু করি ধূলায়ে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তঁহি রহে॥

৬৩০

শ্রী।

কেহ বলে ভাল মোরা যাব চল
মথুরা নগর পুনু।
কিবা কুলভয়ে হেন মনে লয়ে
ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ ৫
হল সে লোকের হাসি।
কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি
কাড়িয়া লইব বাঁশী॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া
মথুরা সাজল এবে। ১০
এত কিবা সহে অবলা পরাণে
কেমন তাহার ভাবে॥

কুল-শীল পণা ঘুচাইল এবে
শুন গো মরম-সখি।
বাঁচিতে সংশয় এবে সে হইল ১৫
বড় পরমাদ দেখি॥
কেহ বলে আর রাখিতে নারল
এ হেন পরাণ-পতি।
এখন কি কর এ দেহ রাখহ
শুনহ আমার রীতি॥ ২০
যমুনার জলে এখুনি মরিব
কি কাজে পরাণ রাখ।
হয় নয় আসি দেখগে রহসি
তিলেক দাঁড়ায়ে দেখ॥
চণ্ডীদাস বলে ভাবিতে গুণিতে ২৫
এখনি মরণ হবে।
সবার মরণ দেখ নবঘন
তবে সে মথুরা যাবে॥

৬৩১

কানড়া।

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণ ধরণী লোটাই॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যাম পানে নয়ন থাপায়॥
ক্ষেণে আঁখি মুদি রহে রাই। ৫
পুন রাই পথ পানে চাই॥
যেন চাঁদ মুখের বয়ান।
ভেল যেন অধিক মেলান॥
হুতাশ পাইয়া চন্দ্র-মুখী।
সদা শ্যামরূপখানি দেখি॥ ১০
সোনার পুথলি যেন লুটে।
অবনী উপরে যেন উঠে॥
বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ।
চরণে লোটায়ে চণ্ডীদাস॥

৪। থাপায়...স্থাপিত করে।
৮। মেলান...মলিন।

৬৩২

পটমঞ্জরী।

হেদে হে রমণ রমণীমোহন
বধিয়ে যাইবে তুমি।
তবে সে ছাড়িব অঙ্গের বসন
পড়িয়া রহিব আমি॥
কোন গোপী বলে শুনহ নাগর ৫
দেখহ বদন চাই।
অবনী গড়ায়ে রহেছে পড়িয়া
তোমার কিশোরী রাই॥
চাহ রাই পানে কমল-নয়ানে
বয়ানে তোষই বোল। ১০
একবার চাহ কর মেলে লেহ
তিলেক হইল ভোর॥
রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে ১৫
পড়িয়া রহল সারা॥
এক গোপীগণ দেখল তখন
চেতন করয়ে রাধা।
না হয়ে চেতন হয়ে অগেয়ান
তনু সে হয়াছে আধা॥ ২০
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই বেথিত
রাধার দশমী দশা।
বড় দেখি মেনে হেন নবঘনে
বিষম দেখিয়ে দিশা॥

৬৩৩

কানড়া।

রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পেয়া।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয়া॥
তুরিত করিয়া পুন সে আসিব ৫
ইহাতে নাহিক আন।
তুমি দেহ বাণী মথুরা যাইতে
অখল রমণী প্রাণ॥
এ বোল বলিতে বরজ-রমণী
মরমে বেন্ধল শর। ১০
হিয়া ছট্‌ফট্ পরাণ-পুথলি
তনু হল জর জর॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
বঙ্কিম-নয়ানে চায়।
রথ চালাইয়া তুরিত গমন ১৫
অক্রূর লইয়া যায়॥
দেখল সকল গোপিনীমণ্ডল
মথুরা চলিয়া গেল।
নয়ানে চাহিতে দেখল বেকত
যেনক বাজিল শেল॥ ২০
সম্বিত পাইয়া চলে সে ধাইয়া
ও বর-রমণী রাই।
কান্দি কহে কিছু থাকি গোপী পাছু
দীন চণ্ডীদাস গাই॥

৬৩৪

শুনিয়ে আভীরিণী চিতগত বোল।
মাধব কহে কেন এত উতরোল॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়ান।
দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান॥
অবহুঁ বিরহ-দুখ দূরে দেহ ডারি। ৫
কবহু না যাওব তুয়া গুণ ছোড়ি॥
কত পরবোধই রসময় কান।
যৈছে অবলাকুল প্রবোধই মান॥
সকল সমাধিয়ে চলল মুরারি।
চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি॥ ১০

৯। সমাধিয়ে—বুঝাইয়া।

৬৩৫

কানড়া।

ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদ-মুখখানি আগে নিরখিয়ে
তবে সে মথুরা যেও॥
আমার নয়ন চকোর সঘন
পিতে চাহে ঐ বিধু। ৫
লুবধ-ভ্রমর যেমন জীয়য়ে
পাইলে ফুলের মধু॥
একবার দেখি নট-বেশখানি
জুড়াক রাধার হিয়া।
তখন এ বেশে সিঞ্চল অন্তরে ১০
এবে কেন কর ইয়া॥
এ দেহ সঁপিল সকল মজিল
জাতি কুল দিনু তোরে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
গঞ্জনা এ ঘরে পরে॥ ১৫
সকল ছাড়িল তোমার কারণে
তাহে নিদারুণ তুমি।
কি বলিব পায়ে সকল গোচর
কি আর বলিব আমি॥
কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে ২০
মিনতি করিয়া কত।

কুলবতী জনে   কি হবে উপায়
পরাণে না সহে এত ॥

২। নিরখিয়ে...আমরা দেখি।
৬। জীয়য়ে...জীবিত থাকে।

৬৩৬

সুহই।

হেদে হে পরাণ-বন্ধু, ফিরিয়া না চাহ একবার।
পাসরি সে সব সুখ   উলটি না চাহ মুখ
বড় নহে মহিমা তোমার ॥
আগু পাছু না গণিয়া   সে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।   ৫
পরিণামে পায় দুখ   কখন নাহিক সুখ
আগম পাথারে পড়ে শেষে ॥
কহিবার কথা নয়   কহিলে কি জানি হয়
হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি।
পড়ে বা না পড়ে মনে   বসন লইল দিনে   ১০
কদম্ব-তরুর তলে বসি ॥
সে সব করিয়া সত্য   তাহার নাহিক নত্য (?)
বড় জনার এ বড় পীরিতি।
হাসি রসে চেয়ে কথা   মরমে মরমে ব্যথা
কত বার পাঠাইতে দূতী ॥   ১৫
এখন করমফলে   বিহি নহে অনুকূলে
পতিকুলে যে করিল ধাতা।
সে জন পরের বশ   সে কি জানে আন রস
কহিতে হিয়ায় হয় ব্যথা ॥
কারে সে করিব রোষ   সকল আমার দোষ   ২০
সেই দোষ ফলে এত দিনে।
না চাহ ফিরিয়া নাথ   সকল তোমার হাত
ছাড় নাথ মথুরা-গমনে ॥
এত বলি বিনোদিনী   ধূলায়ে ধূসর ধনী
আভরণ দূরেতে ফেলিয়া।   ২৫
বিকল বরজ-ধনী   মুখে না নিঃসরে বাণী
চণ্ডীদাস মুরছি লোটায় ॥

৭। আগম...অগম্য, অগাধ।
২৩। মথুরাগমনে নিবৃত্ত হও।

৬৩৭

যতি।

যত ক্ষণ নয়নে চাও   ও রথ দেখিতে পাও
দেখ ধ্বজ উড়নি সুন্দর।
তবে সে চৈতন্য আছে   সারি সারি গোপীমাঝে
যবে শুনি গমন উত্তর ॥
গগনে উঠয়ে ধূলি   যব রথ চলে ভালি   ৫
ঘোড়ার শবদ উতরোল।
যবে না দেখল ধ্বজ   পড়ল ধরণীমাঝ
আর দশা আসি ভেল ভোর ॥
পড়িয়া সকল জনে   ঠারে করে অনুমানে
প্রিয়া মাথুর দূরদেশে।   ১০
বধিয়া রমণীগণ   এমন জানয়ে কোন
পীরিতি ছাড়ল নব লেশে ॥
স্বপনে জানিথু যদি   সে হেন গুণের নিধি
লুকাইথু হৃদয়-মাঝারে।
আসিয়া অক্রুর রায়   আয়ল শমন প্রায়   ১৫
প্রবেশিলা গোকুল নগরে ॥
হরি লয়ে গেল দূর   তার মনোরথ পূর
মথুরা-নাগরী পুণ্যবান।
হেরিব নয়ান ভরি   পাইয়া গোলোক হরি
গোকুল হইল বন সম ॥   ২০

*   *   *   *   *   *
*   *   *

চণ্ডীদাস পড়ি কাঁদে   হিয়া স্থির নাহি বান্ধে
রাধা সে পড়িয়া আছে ভূমে ॥

৪। উত্তর...বৃন্দাবনের উত্তর মথুরায়।
১৯। হেরিব...হেরিবে।

৬৩৮

নটনারায়ণ।

কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে
মধুরা পানেতে মন।
কেহ অচেতন পড়িয়া আছেন
তেজি আভরণগণ॥
কেহ সে ধূলায়ে অঙ্গ লোটাইয়া ৫
আছয়ে মূর্চ্ছিত হয়া।
কেহ নব-রামা যেমন শুনল
বাঁশীর গানেতে ধেয়া॥
কোন নবরামা শ্যামরূপ হেরি
চলয়ে কদম্বতলে। ১০
কোন নবরামা নব অভিসার
করয়ে মনের ছলে॥
এ সব প্রলাপ দেখি ঘন ঘন
গেয়ান নাহিক হয়।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন ১৫
ক্ষেণেক ভ্রমিয়া কয়॥
কেহ বলে সখি পুন সে গোকুলে
গোবিন্দ আইল ফিরি।
এ কথা শ্রবণে পশিতে কাহার
উঠয় চেতন ধরি॥ ২০
স্বপন সমান নাহিক গেয়ান
ঐছন প্রলাপ হয়।
কান্দিতে কান্দিতে রাধা পাশে গিয়া
চণ্ডীদাস কিছু কয়॥

৭-৮। যেন বাঁশীর গান শুনিয়াছে মনে করিয়া দ্রুত চলিল।

৬৩৯

নটনারায়ণ।

সোনার পুথলি অবনী উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিশ্বাস হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি ৫
রাধা মেনে আছে জিয়া।
হেন মনে ছিল 'রাধা কি বাঁচিব
এহেন বিরহ পেয়া॥
উঠ উঠ ধনি রাধা বিনোদিনি
এত অগেয়ান কেনে। ১০
যে দেখি তোমার চরিত বেভার
পরাণ হারাবে মেনে॥
এত বলি এক মর্ম্মসখী ছিল
ধরিয়া তুলিল রাধা।
মুখে জল দিয়া ধরিল তুলিয়া ১৫
দেখল সকল বাধা॥
চৌদিকে নেহালি নয়নেতে জ্বালি
সকল আন্ধার হেন।
ঘরের প্রদীপ যেনক নিভায়ে
অন্ধকার হয়ে যেন॥ ২০
গোকুল উজর আছিল তখন
এখন কানন ভেল।
চণ্ডীদাস কহে অক্রূর আছিল
কানু হয়ে নিয়ে গেল॥

১১। বেভার...ব্যবহার।

৬৪০

জয়শ্রী।

গোকুল তেজল নাকি কান।
মাথুর করল পয়ান॥

এ সখি জানল নিদান।
সব জনে হরল পরাণ ॥
যব আসি পশিল অক্রূর।
তবহি পড়ল মতি দূর ॥
জাকর আশ প্রয়াসে।
সে জন হৈল নৈরাশে ॥ ৫
কো এত করল বিথিনি।
সে হউ ইহ পাতকিনী ॥
জর জর অন্তর জারি।
কো কহে মরম হামারি ॥ ১০
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভেল শূন্য।
গৃহ যেন হইল অরণ্য ॥
পুরবাসী নয়নে না দেখি।
বারি সঘন দো আঁখি ॥
ইহ বড় দখধন ভেল। ১৫
প্রাণ তাহা সঙ্গে চলি গেল ॥
চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত।
কেণেক ধৈরজ ধরি চিত ॥ ২০

৪। সব জনে ...সব জনের।
৭। যাহার আশা প্রত্যাশা করি।
৯। বিথিনি...বিঘ্ন।
১১। জারি...জীর্ণ করিল।
১৭। দখধন...দণ্ড, কষ্ট।

৬৪১

জয়শ্রী।

ধেনুগণ সব করি হাম্বা রব
মথুরা মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
সেহ দুধ নাহি খায় ॥
পুচ্ছ উচ্চ করি মায়ে পরিহরি ৫
মথুরা গমন দিগে।
যথা সে রসিক নাগরশেখর
সে দিক গমন ভাগে ॥
খগ মৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়। ১০
ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
রাতি দিন নাম লয় ॥
মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে ১৫
এ সব হইলা ভোর ॥
সেই পিকু রবে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ
সে ডাল চলল ছাড়ি ॥ ২০
ভ্রমর ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক চাতকী
তাহা না শবদ বলে ॥
হংস হংসিনী শুক শারী গণি ২৫
তাহা না শবদ একে।
নিশবদ হই নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে ॥
পুরবাসী যত অঝর নয়ন
যুবা বৃদ্ধ বাল যত। ৩০
শোকেতে আকুল বিয়োগ সকল
তাহা বা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
ধৈরজ করহ মন।
হেন বাসি চিতে দেখহ বেকতে ৩৫
মিলব সে রস-ধন ॥

৬৪২

শ্রী।

সব সখী আসি মিলি রাধা পাশে
কতেক বিরহ পেয়ে।
রামা নবরামা সম্বোধ পাইয়া
বৈঠল কিশোরী লয়ে॥
রাধারে তুষিয়া সম্বোধ করিয়া ৫
বৈঠল সখীর মেলা।
কেহ বলে শুন আমার বচন
ওহে বৃষভানু-বালা॥
হেন মনে বাসি হকু কুলে হাসি
চল মধুপুর গিয়া। ১০
সে চাঁদ-বদন দেখিয়ে নয়নে
তবে সে জুড়াবে হিয়া॥
এক তিল যারে যদি নাহি দেখি
শত যুগ হেন মানি।
আঁখির পলকে হারাই তিলেকে ১৫
হেনক যে জন জানি॥
তিলেক না জীয়ে বন্ধু না দেখিয়ে
আর কি পরাণ রয়।
রাধার বিরহ বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস কয়॥ ২০

৬৪৩

গড়া।

কেন বা লইয়া আইলা মোরে।
দেখি নবঘন যুবতী-মোহন
নয়ন চকোর সোস(?) মরে॥
নয়নে নয়নে ভরি রূপ পিতে মনে করি
হেন বেলে চালাইল রথ। ৫
দেখিতে না পায় রূপ উঠিল বিরহ কূপ
এই সে হইল অনুরথ॥
সে জন কঠিন বড় এবে সে জানল দড়
বড়ই কঠিন তার হিয়া।
মথুরা নগর মুখে লইয়া চলল সুখে ১০
রমণীর হিয়ায় দিয়া ব্যথা॥
ধন্য তার মাতা পিতা কি আর কহিব কথা
অক্রূর বলিয়া থুইল নাম।
প্রথম আঁখর সার দেখাইলে অন্তকাল
শেষের আঁখর সেক খাম॥ (?) ১৫
কে বলে অক্রূর সেহ বড়ই কঠিন দেহ
গৃহ ভাঙ্গাইয়া সেই জনা।
মথুরা নাগরীগণে সে সব হরষ মনে
দিল মোরে বিরহ-বেদনা॥
এ সব কারণ স্মরে বিষম নিশ্বাস ছাড়ে ২০
কাঁদে যত আহীর-রমণী।
চণ্ডীদাস কহে ভাল আমরা তুরিতে চল
দেখি গিয়া গোলোকের মণি॥

৬৪৪

নটনারায়ণ।

শ্যাম-মুখ হেরি আকাশের বিধু
মলিন হইয়াছিল।
এখন পূর্ণ কলা হয়ে উদয় হউক
এখন সে চাঁদ গেল॥
কানুর সে দুটি নয়ান হেরিয়া ৫
খঞ্জন আছিল কতি।
এখন আসিয়া ফিরুক নাচিয়া
মাথুর পরাণপতি॥
পিয়ার নাসার গঠন দেখিয়া
খগেন্দ্র গেছিল দূর। ১০
এখন আনন্দে পরম সানন্দে
দেখা দেও অনুকূল॥

কানুর অধর সুরঙ্গ দেখিয়া
বান্ধুলি মলিন ছিল।
আপনার রঙ্গ করুক সুন্দর ১৫
এবে শুভদশা ভেল॥
দশন হেরিয়া কুন্দ সে কুসুম
কলিকা নাহিক হয়ে।
লজ্জিত হইয়া বিকশিত দশা
দীন চণ্ডীদাস কয়ে॥ ২০

৪। সে চাঁদ...শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
৮। প্রাণপতি মথুরা গিয়াছেন।
১৩। সুরঙ্গ...সুন্দর বর্ণ।

৬৪৫

শ্রী।

শ্যামের জলদ রূপ হেরি হেরি
জলদ গগনে যত।
লাজে লুকাইয়া রহল সকল
রহল শত হি শত॥
এখন আনন্দে বিকশিত হউ ৫
আর কি তাহার ভয়ে।
বাহুর গঠন দেখিয়া তখন
করি গেল অতিশয়ে॥
এবে যত জনে করুক সঘনে
আপন আপন কেলি। ১০
হরি নিদারুণ হয়ে নিকরুণ
মোহে নিদারুণ ভেলি॥
আর না হেরিব আর না শুনিব
সে নব মধুর ধ্বনি।
না জানি স্বপনে তেজিব সে জনে ১৫
মোরা কি এমন জানি॥
আকুল করল গোকুল সকল
তেজল গোপিনীগণে।
আর না হেরিব সে চাঁদ-বদন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥ ২০

৬৪৬

কানড়া।

রোদন গুমান সব পরিহরি
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরহ-বেদনী যতেক গোপিনী
রাধারে কিছুই বলে॥
বিরহ-সমুদ্রে নাহিতে আমরা ৫
বিহি সে করল কাজ।
গুরু পরিজন করিবে তাড়ন
পাইব অনেক লাজ॥
তবে বিধি যদি অনুকূল হয়ে
মিলব রসের পিয়া। ১০
এখন চেতন ধরহ যতন
এ বুকে পাষাণ দিয়া॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরস-বরণী সে চাঁদ-বদনী ১৫
সখীরে কিছুই বলে॥
পাসরিতে নারি শ্যাম রূপখানি
সদাই হিয়ায়ে জাগে।
করয়ে যেমন হিয়া আনচান
কহিব কাহার আগে॥ ২০
চণ্ডীদাস কয় শুন রসময়ি
আমি সে মথুরা যাব।
সব বিবরণ শ্যাম অন্বেষণ
তোমারে আসিয়া কব॥

কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন।

৬৪৭

শ্রীসুহা।

রথ আরোহণ কৃষ্ণ বলরাম
চলয়ে অক্রূর সাথে।
শিঙ্গা বাঁশী রবে পাষাণ দ্রবয়ে
এই রঙ্গে পথে ॥
নানা সুবাসিত বিচিত্র মোদক ৫
মিষ্টান্ন শাকরি চিনি।
ছেনা চাঁপা কলা ছাঁচি সীতামিশ্রী
দুগ্ধ আবর্ত্তন ঘনি ॥
স্নান আচরিল ভাই দুই জনে
সেই সে যমুনা-নীরে। ১০
এ সব ভোজন করি দুই জন
উঠিল রথের পরে ॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে দেওল
বেশ বনাওল তায়।
বেশ করে অতি এই দুই মূরতি ১৫
করল অক্রূর রায় ॥
তাহাকে অধিক বেশ বনাওলি
ধরণী পুলক মানি।
গগন হইতে দেবগণ মোহে
পাতালের যত ফণী ॥ ২০
তিন লোক দেখি পুলক মানিল
মোহিত অক্রূর রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি পুলকিতে
ধরিয়া পড়ল পায় ॥
কহে দুই ভাই শুনহ এথাই ২৫
করহ সিনান সেবা।
স্নান আচরিয়া যাইব চলিয়া
পূজহ আপন দেবা ॥
শুনিয়া অক্রূর বচন মধুর
প্রভুর আরতি পেয়া। ৩০
যমুনার জলে নামি কুতুহলে
নামি হরষিত হয়া ॥
অক্রূর ডুবিলা জলের ভিতরে
রাম কৃষ্ণ দুই দেখি।
বড় অদভুত জলের ভিতর ৩৫
লখিল কেমন লখি ॥
বিস্মিত মানল আপন অন্তরে
উঠল মস্তক তুলি।
যমুনার কূলে রথের উপরে
দেখে রাম বনমালী ॥ ৪০
পুনরপি ডুবি জলের ভিতরে
তথা দেখি দুটি ভাই।
বিস্মিত হইয়া তুরিতে উঠিয়া
চরণে পড়ল যাই ॥
তুমি দেব হরি ইবে সে জানল ৪৫
মুই কি জানব তোমা।
চণ্ডীদাস বলে যব অবহেলে
বরিখে কতই প্রেমা ॥

৬৪৮

শ্রীসুহা।

পড়িয়ে চরণে অক্রূর সঘনে
করয়ে অনেক স্তুতি।
তুমি হিতকারী তুমি সে প্রলয়
তুমি সে সবার গতি ॥
তুমি চরাচর তুমি দিবাকর ৫
আকাশমণ্ডল ছায়া।
তুমি সনাতন পরম কারণ
তুমি পূর্ণ পূর্ণ কায়া ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর যে জন না পায়ে
তোমার গুণের রীতি। ১০
চণ্ডীদাস বলে আমি কি জানিব
অতি হই মূঢ়মতি॥

৬৪৯

শ্রী।

দুই করে ধরি অক্রূর গোহারি
করল নিজহি কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া
সুখের নাহিক ওর॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে প্রেমের অবশে ৫
উঠল অক্রূর রায়।
ভোজন অবশেষ যে কিছু আছিল
পাওল আনন্দে তায়॥
রথ চালাইল মথুরার মুখে
যমুনা হইল পার। ১০
মথুরা নগর প্রবেশিল গিয়ে
রসের আনন্দ সার॥
শিঙ্গা মুরলীর গানে উতরোল
মথুরা নগর ধ্বনি।
নগরের লোক বাহির হইয়া ১৫
দেখয়ে গোকুলমণি॥
মথুরা-নাগরী নয়ন পসারি
দেখে রাম হলধরে।
এত ক্ষণে কেহ নাহিক পালটে
নিমিখ নাহিক ধরে॥ ২০
আহা মরি মরি কি রূপমাধুরী
লখিতে নাহিক পারে।
হেন মনে করি সহস্র নয়ন
অঙ্গে অঙ্গে যদি ধরে॥
বিধি দিয়াছেন যুগল নয়ন ২৫
ইহাতে দেখিব কত।
তবে সে দেখিথু নয়ান ভরিয়া
এ লাখ নয়ান হত॥
আপনা আপনি মথুরা-নাগরী
অভিমান করে অতি। ৩০
চণ্ডীদাস কহে কলার অংশ
তাহার রূপের কতি॥

৬৫০

গুহা।

প্রেম যুবতী যত রয়া যূথে
শ্যামল বরণ রূপ হেরিছে রয়া এক ভিতে।
যতেক সখী তারা ভাবের রসে ভোরা
রূপ নিরখিয়ে প্রেম ঝলকে
রসের ভারা চিতে॥ ৫
শ্যামল বরণ তনু সে রতন
জনু যেন দুঁহু রূপে আলো করে
যেমন মদন ভানু।
দুঁহু রূপে আলা কিবা বরণ কালা
বরজ পথটি আলা করে ১০
কিবা রসের তনু॥
যত নাগরী জনে চেয়ে কানুর পানে
মনের সনে সুধা পিয়ে
পেয়ে রসের কানু।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়, ১৫
প্রেম নাগরী মনে করে
প্রেমের সিন্ধু॥

৬৫১

রাজবিজয়।

এমন রূপের ছটা।
ভুবনমোহন বেশ করেছে
যেমন মেঘের ঘটা॥
বন-ফুলে চূড়া বাঁধে
কিবা ছলে নাট। ৫
সোনার থোপে কসে বাঁধে
যেন মুকুতার হাট॥
মণি মাণিকে গাঁথা মালা
তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ুর-পাখা উড়ে বায়ে ১০
কিরণ-মাখা চূড়া॥
কোন যুবতী বাঁধে চূড়া
সেই সে আপন মনে।
হাসির ঠাটে জগৎ টুটে
মধু ঝরে ঘনে॥ ১৫
গলায় মালা ভুবন মালা
হাতে মোহন বাঁশী।
মদন দেখি রূপ রাখি
মাঝারে জলদ পশি॥
প্রেম নাগরীর কথা শুনে ২০
কহে চণ্ডীদাস।
ও রূপ দেখি কোন্ যুবতী
চলে যাবে বাস॥

৬৫২

রাজবিজয়।

এমন বেশে গোকুল দেশে
নিয়ে ভাসি ভলে (?)।
রূপের ঠাটে ডেঁই সে নাটে
সদাই কদমতলে॥
সব ছাড়িয়া ব্রজের নারী ৫
দিয়াছে জাতি কুল।
বিনোদ নাগর রসের সাগর
মজাল্‌ছে গোকুল॥
হেন আমরা মনে করি
পরিহরি লাজ। ১০
হেমের মালা করে পরি
রাখি হিয়ার মাঝ॥
আর যুবতী বলে শুন
কহিলে ভাল মেনে।
চক্ষে ভরা এই যে নাগর ১৫
রাখিব মনের সনে॥
আর রমণী কহে ভাল
কহিলি ও লো দিদি।
বিরল পেলে কহিব ভালে
কাল আসে গোকুল দি (?)॥ ২০
এমন করে থাকি যখন
ছাড়ি গৃহের কাজ।
হিয়ার ভিতর রাখি সদাই
এই সে নাগররাজ॥
চণ্ডীদাস কহিছে শুন ২৫
এই সে ভালই মানি।
প্রেমে তোমরা বান্ধ তারে
সুধা রসের খনি॥

৬৫৩

নটনারায়ণ।

মথুরা নাগরী রূপ হেরি হেরি
লাগল রসের লেহা।
কি জানি কি করে কোথা না আছয়ে
ছাড়িয়া আপন গেহা॥

নটবর বেশ সুখের লালস ৫
ঐছন দেখিয়া থাকি।
নহি স্বতন্তর পরবশ হয়া
থাকিয়ে এ বাঁধা পাখী ॥
গৃহপতি মোর বড় খরতর
কথায়ে যাতনা দেই। ১০
মনের মরম আপন বেদন
শুন গো মরম-সই ॥
যত সখীগণ অতি সে মগন
দেখিয়ে দোঁহার রূপ।
অতি সে রসের লহরী উঠল ১৫
উঠল রসের কূপ ॥
কৃষ্ণ বলরাম দেখিয়া দুজন
ধরিতে না পারে হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে ও রূপ দেখিতে
কুল শীল যাবে দিয়া ॥ ২০

৬৫৪

সুহই।

হেদে লো মরম-সই।
ও রূপ দেখিতে হেন লয় চিতে
নয়ান তাকিয়া রই ॥
এ বেশে সে দেশে তেঁই সে ভুলল
যতেক বরজ-নারী। ৫
সব তেয়াগিয়া গুরু গরবিত
দেখয়ে নয়ন ভরি ॥
কিবা সে বিনোদ চূড়ার টালনি
উড়িছে ময়ুর-পাখা।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম ১০
ইন্দ্রধনু দিছে দেখা ॥
নয়ন বঙ্কিমে চাহিলে যা পানে
সে কিয়ে ধৈরজ ধরে।
কোন কুলবতী সে কোন্ যুবতী
কুল লয়ে যায় ঘরে ॥ ১৫
হাসির মিশানে কত সুধা ঝরে
তাহাতে বাঁশীর গীত।
হাসিতে কি জীয়ে সঘর রমণী
চেতন ধরিব চিত ॥
এই অনুমান মথুরা নাগরী ২০
মোহিত হইল তায়।
চণ্ডীদাস বলে শুনহ তরুণি
ভজহ কমল-পায় ॥

৬৫৫

কানড়া।

রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তারা।
তাথে প্রেমরসে কুলের কামিনী
চৈতন্য নাহিক কারা ॥
কে হেন ও রূপ নিরমান কৈল ৫
কত সুধা দিয়া রাশি।
গড়ল হরষে এমনি পরশে
এমতি গতিকে বাসি ॥
ধন্য সে রসিয়া এমন কালিয়া
নিরমাণ কৈল দেহা। ১০
গঠন সুঠন করি একমন
নয়ন খঞ্জন রেহা ॥
চৌরস কপাল উঘ রাতাপল
দশন কুন্দের কলি।
দেখিয়া শুনিয়া ফুলের ভরমে ১৫
উড়িয়া বুলিছে অলি ॥
বাহু সে মৃণাল অতি সে বিশাল
হৃদয়ে কুঙ্কুর কুম্ভ।

করীর বদন করে যেই জন
নিতম্ব ক্ষীণ হি দম্ভ ॥ ২০
যেন বা হিঙ্গুল দলিয়া অঞ্জন
যাবক মিশায়ে তায়।
এমন না শুনি, চরণ দুখানি
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥

৬৫৬

শ্রীসুহা।

রূপ দেখি হিয়া কেমন করে।
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখি পরমাদ ভেল
কেন বা লইয়া আইল মোরে ॥
হৃদয়ে পশিল আসি এ হেন রূপের রাশি
অবলার পরাণ তরল। ৫
পাছে আছে এক দোষ জানি করে অনিরোষ
গুরু জন জানি করে বল ॥
শুনহ মরম-প্রিয়া এ হেন রসিক লয়া
করিথু রসের নব লেহা।
অমূল্য রতন ধন আর কিবা প্রয়োজন ১০
গুরু জন পরিজন গেহা ॥
কোন সখী বলে শুন এত অভিমান কেন
যে করু সে করু গুরুজনে।
* * * * * *
* * * ১৫
শ্যাম সে পরশমণি যতনে ভজিব ধনী
মোর মনে এই সে ভালই।
এই মত সে নাগরী হাসিয়া আনন্দ বড়ি
চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই ॥

৬৫৭

বড়ারি।

রথ চড়ি যান করয়ে গমন
কৃষ্ণ হলধর দুই।
প্রবেশে নগর বাজার চাত্তর
শিঙ্গা বেণু উতরোই ॥
হেনক সময় কুবুজা মালিনী ৫
রাজপথে চলি যায়।
শুন লো সুন্দরি চন্দন কটোরি
হরে মন হরে তায় ॥
সুগন্ধি কুসুম গাঁথিয়া সুষম
লইছ কাহার তরে। ১০
কুবুজা কহেন দোঁহার সদন
কাতর হইয়া বলে ॥
কংসের যোগানি আমি সে মালিনী
লই যাই কংস তরে।
এই গন্ধমালা দেহ মোর গলে ১৫
সরসে কানাই বলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী করল চাতুরী
নৃপতি যে কবে মোরে।
নিজক গন্ধক দিছেন সুন্দরী
দিছেন দোঁহার উরে ॥ ২০
জানিল এ নহে মানুষ আকার
এ দুই দেবের শক্তি।
পরশ হইয়া কুবুজা সুন্দরী
পাওল আনন্দ মূর্ত্তি ॥
বিলক্ষণ রামা যেন কাঁচা সোনা ২৫
উর্ব্বশী কিসে বা লিখি।
গোবিন্দ পরশে তাহে মন তোষে
চণ্ডীদাস তাহে সুখী ॥

৪। উতরোই...উচ্চস্বরে বাজিতেছে।
১৮। রাজা যে আমাকে তিরস্কার করিবেন।

৬৫৮

শ্রী।

কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী
দেখিল আপন অঙ্গ।
ত্রিভঙ্গ আছিল মোহিনী হইল
এ বড়ি রসের রঙ্গ ॥
মোহিত হইল নগর সকল ৫
এ কি অদভুত শুনি।
ত্রিভঙ্গ যে ছিল সুন্দরী হইল
এমন নাহিক জানি ॥
কুবুজা দেখিতে নগর হইতে
দেখিতে আইল তারা। ১০
নিশ্চয় শুনিল নয়নে দেখিল
এই সে কেমন ধারা ॥
কেহ বলে ভাই রথে দুই ভাই
মাখল চন্দন চান্দ।
মালা বিলক্ষণ দেখিল সঘন ১৫
দু ভাই হাসল মন্দ ॥
হেনক সময় ইহার পরশে
কুজ গেল কতি দূরে।
অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
এ কথা কহিব কারে ॥ ২০
এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
কেবল জগৎপতি।
ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
বুঝল কাজের গতি ॥
চণ্ডীদাস বলে যাহার নামেতে ২৫
এ তিন ভুবন ঘোষে।
এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
পাইল যাহার স্পর্শে ॥

৬৫৯

শ্রী।

কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া
তুমি সে পরাণ-পতি।
মুই কি জানিব তোমার শকতি
অবলা যুবতী মতি ॥
কহেন গোবিন্দ কুবুজা পরশি ৫
তুমি সে উত্তম রামা।
তোমার ভকতি স্বভাব শকতি
দেখিল কটাক্ষ প্রেমা ॥
পড়িয়া ভূতলে কান্দি কিছু বলে
মোর অপরাধ ক্ষেম। ১০
মুই মূঢ় জাতি করিল যুবতী
তিলে কত হই ভূম ॥
তুমি সনাতন পরম কারণ
দেবের দেবতা তুমি।
কেনে হই মুই অধম দুর্গতি ১৫
কিসে বা আমারে গণি ॥
চণ্ডীদাস বলে তোমার ভকতি
নিবিড় অন্তরে লেহা।
তথির কারণে পরশ পাইয়া
বিলক্ষণ হল দেহা ॥ ২০

রজকের বস্ত্র-হরণ।

৬৬০

ধানশী।

হেনক সময় এক সে রজক
লইয়া বসন করে।
সে যায়ে চলিয়া রাজপথ দিয়া
কংসের আরতি ধরে ॥

কৃষ্ণ বলরাম পুছিল কারণ ৫
কাহার বসন এ।
কহিছে রজক তাহার উত্তর
তুমি সে বটহ কে ?॥
তোমাকে কহিলে কিবা জানি হয়ে
কংসের যোগানী আমি। ১০
তাহার বসন কাচিয়া সঘন
কি আর পুছহ তুমি॥
কানাই কহেন উত্তম বসন
দেহ পরি দুই ভাই।
কোপে কহে ধোবা তুমি বট কেবা ১৫
রাজার বসন এই॥
পরমাদ হব এ কথা শুনিয়া
তাড়ন করিব রাজা।
চণ্ডীদাস বলে ও নব নাগর
তাহার রূপের ধ্বজা॥ ২০

৬৬১

যতি।

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম
লইল বসন কাড়ি।
পরিলা বসন ভাই দুই জন
তাহে মল্লবেশ ধরি॥
কাড়িয়া বসন মৃত্তিকা ভূষণ ৫
রাঙ্গা ধূলা মাখি গায়।
নিবিড় বসন বান্ধিল সঘন
পীত ধড়া দিল তায়॥
নবীন মুঞ্জরী পরি দুটি ভাই
সমান দোঁহার বেশ। ১০
দেখিয়া মুরতি অনুপম বেশ
ভুলল মথুরা দেশ॥
শুনে কংস রাজা কৃষ্ণ বলরাম
আসি ধরে মল্লবেশ।
রজক বধিয়া বসন কাড়িয়া ১৫
লইল সে হৃষীকেশ॥
ক্রোধে কংস রায় ধরণ না যায়
ডাকিল কুবল হাতী।
শুণ্ডে জড়াইয়া মার দুই জনে
এই সে বাড়িয়ে রীতি॥ ২০
চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
শুনিয়া কংসের কথা।
যে জন গোলোক সম্পদ ত্য সনে
কিবা হঠ কর হেথা॥

৬৬২

সুহই।

কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি
মারিতে এ দুই ভাই।
গরজি গরজি দশন ফিরজি
দু ভাই চিরিতে যায়॥
লটাপটি শুণ্ডে যেন বাহুদণ্ডে ৫
প্রচণ্ড প্রতাপভরে।
গিয়া সে কানুর ধরল দু বাহু
অতি সে নিবিড় সরে॥
ধরি করিশুণ্ড দু ভাই প্রচণ্ড
উথারি দশন দুই। ১০
কুবলয় পায় অতি অনুশয়
দশন এ দুই লই॥
দেখিল পড়ল কুবলয়-বল
কংসের হইল ভয়।
স্থির নাহি মানে ভাই দুই জনে ১৫
করেতে দশন লয়॥

হেনক সময়ে চাণূর মুষ্টিক
ডাকিয়া আনিল কংস।
তোমরা দুজনে বল পরিক্রমে
কৃষ্ণ বলরামে ধ্বংস ॥ ২০
চাণূর মুষ্টিক আসি দেখা দিল
কৃষ্ণ বলরাম পাশে।
বাজিল বচন বোলা চারি ঘন (?)
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

১১। অনুশয়···ব্যথা।
১২। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম তাহার দুইটি দাত ভাঙ্গিয়া ইলেন।

৬৬৩

সুহই।

চাণূর মুষ্টিক দুই জন আসি
মিলল দোঁহার পাশে।
হাতাহাতি তথি মুটকা মুঠকি
মহা ঘোর খেলা আসে ॥
মহা মল্লযুদ্ধ বাজিল দুজনে ৫
দেখিল যতেক পুর।
ধরিয়া চাণূর মুষ্টিক অসুর
তার মাথা কৈল চুর ॥
বধিয়া অসুর প্রচণ্ড প্রচুর
গেলা যথা কংস রায়। ১০
ঘোর অতিভর কৃষ্ণ হলধর
বাজিল দুজনে তায় ॥
কৃষ্ণ হাতে ডালি ধরি তার চুলি
কংসেরে বধিল হরি।
ছত্র দণ্ড দিয়া উগ্রসেন আনি ১৫
মথুরাতে রাজা করি ॥

বসুদেব পিতা দৈবকী সে মাতা
উদ্ধার করিলা হরি।
* * * * * *
গৃহমাঝে গিয়া মাতা পিতা লয়া ২০
অনেক করিলা স্তুতি।
চণ্ডীদাস বলে বসুদেব কোলে
লইলা গোলোকপতি ॥

দৈবকী বসুদেবের করুণা।

৬৬৪

সুহই।

এত দিন ছিলে কোথা।
ছাড়িয়া জননী বাছা যাদুমণি
হিয়ায়ে মারিয়ে ব্যথা ॥
ও মোর বাছনি চাঁদ-মুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি। ৫
দুস্ট কংস লাগি তোমা হেন পুত্রে
ভেজল গোকুল পুরী ॥
শোকেতে আকুল পরাণ বিকল
এই দেখ তনু সারা।
যেন আঁখে আসি তারা দুটি বসি ১০
দেখিল উজোর পারা ॥
পরাণ-প্রদীপ কেবল লোচন
এত দিন ছিলে কোথা।
কোলে যদুমণি এ ক্ষীর নবনী
বদনে দেওল তোমা ॥ ১৫
বসুদেব-সুত লীলা অদভুত
অপার মহিমা যার।
দ্বিজকুল যত কুলের আখ্যান
কহিতে আছয়ে তার ॥

এ চূড়া করণ বিবিধ বিধান ২০
আয়োজন করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে নন্দের বিদায়
আগে সে করহ ইতি॥

নন্দ-বিদায়।

৬৬৫
করুণা।

এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল
শ্রবণে পশিল আসি।
নন্দের নন্দন পাইল বেদন
শ্রীবুকে ঠেকিল বাঁশী॥
চাঁদ-মুখ মহী- তলে নিরখিয়া ৫
ভাবিতে লাগিল মনে।
কেমনে কহিব নন্দের বিদায়
চাহি হলধর পানে॥
অনেক করিল বিলাস বৈভব
ধন্য সে যশোদা মাই। ১০
যার এক কলা গৃহের কথন
খুজিয়া পাইতে নাই॥
কত কত আছে এ মহীমণ্ডলে
আছে অনেকের মাতা।
এমন না শুনি না দেখি না শুণি ১৫
তাহে নন্দ ঘোষ পিতা॥
এ হেন ঘোষেরে বিদায় করিতে
মোর মনে নাহি লয়।
বিদায় করিতে যবে মনে করি
পরাণ-নাহিক রয়॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
লোরে ছল ছল আঁখি।
নন্দের নন্দন পাইয়া বেদন
বড় পরমাদ দেখি॥

৬৬৬
শ্রীসুহা।

শুন হলধর ভাই।
কেমন করিয়া নন্দের বিদায়
কহিব কহ ত ভাই॥
এ কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
রোদন যশোদা-সুত। ৫
হলধর পাশে নিশ্বাস এড়ই
তরল করল চিত॥
নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি কি তার পীরিতি ১০
যশোমতী অতি সমা॥
যশোদার স্নেহ কি কহিব এহ
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায় কেমনে করব
না লয় আমার মুখে॥ ১৫
কহে হলধর শুন দামোদর
এই সে উপায় মানি।
পশ্চাতে গোকুল গমন করিব
আগেতে চলহ তুমি॥
এ কথা রচিল কৃষ্ণ হলধর ২০
আগেতে দু ভাই গিয়া।
দণ্ডাই দু জনে নন্দ মুখ পানে
গদ গদ হেয়া হিয়া॥
বিমুখ হইয়া রহে আনপানে
গোকুল-ঈশ্বর হরি। ২৫
চণ্ডীদাস বলে মোহিত হইয়া
আন সে কহিতে নারি॥

১৮—১৯। নন্দকে আমরা এই কথা বলিব,—
"তুমি আগে চল, আমরা পরে যাইব।"

৬৬৭

সুহই।

কহে বলরাম এক নিবেদন
শুন নন্দ ঘোষ রায়।
কত দিন মোরা রহিলা কহিলা
এ বসু দৈবকী মায়॥
এ কথা শুনিতে বলরাম-মুখে ৫
নন্দের বেদনা অতি।
যেন আচম্বিতে গাসি হিয়াচ্ছেদে
মরমে বাজিল তথি॥
নহে নিবারণ নিঠুর বচন
শ্রবণে শুনল যবে। ১০
ব্যথাটি পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া
ধরণী পড়ল তবে॥
এই সে তোমার মনেতে আছিল
রহিতে মথুরাপুরে।
রাখিয়া এখানে হিয়ার পুথলি ১৫
কেমনে যাইব ঘরে॥
কিবা লয়া আসু কিবা লয়া যাব
কিবা গে বলিব লোকে।
যশোদা রোহিণী গোপের রমণী
কি তারা বলিব মোকে॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দ রায়
কি আর দেখহ তুমি।
শকট আটন করহ সাজন
ভাল মতে জানি আমি॥

৬৬৮

কেদার।

নন্দের করুণ শুনি।
পাষাণ গলিত দেখই বেকত
ঝুরয়ে (?) কুলের ধনী॥
ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দ রায়
সম্বিত নাহিক চিতে। ৫
যেমন পাটল চৌদিকে আগল
দিক দিশা নাহি তাথে॥
শুন হলধর দেব দামোদর
তুমি গোলোকের পতি।
মানুষ গেয়ান করেছিল মন ১০
এবে সে জানল রীতি॥
পরোক্ষে শুনেছি যখন জন্মিলে
দেবকী-জঠর হতে।
চতুর্ভুজ হয়া ক্ষোভ দেখাইয়া
বুঝিতে জননী চিতে॥ ১৫
পুন মায়া ধরি দ্বিভুজ পসারি
রাখিল গোকুলপুরে।
যশোদার কোলে রাখি কুতুহলে
বসুদেব চলে পুরে॥
পুত্রস্নেহবশে সুখের হাতাশে ২০
লালন পালন করে।
চণ্ডীদাস বলে অপার মহিমা
কে ইহা বুঝিতে পারে॥

৬৬৯

বড়ারি।

যখন এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান করে
জানল জগৎপতি।
অন গুণ আনি গুণে পরাইতে
এ গুণ বিখ্যাত রীতি॥
এক দশ গুণ দশ গুণ পর ৫
যেখানে মহল স্থান।
সেখানে উঠিল আখ্যান শকতি
দম্ভের মদের স্থান॥

পুন মান রাগ এ তিন প্রকার
চারি চারি করে গুণি। ১০
যখন এ তত্ত্ব প্রকাশি কায়াতে
দূরে গেল তত্ত্বখানি ॥
সে যে ছিল জ্ঞান গেল কোন স্থান
আর দশা আসি ঘেরে।
বাছা বাছা বলি যে তত্ত্ব পাগলী ১৫
উনমত হৈয়া ফেরে ॥
তত্ত্ব দূরে গেল মায়া প্রবেশিল
জানল তনয় মোর।
চণ্ডীদাস বলে বুঝল শকতি
মানুষ ভিতরে তোর ॥ ২০

৬৭০

রামকেলি।

আরে মোর যাদুয়া দুলাল।
অনেক তপের ফলে এ ধন পেয়েছি কোলে
মধুপুরে হারাইল ভাল ॥
ভাল হল যা করিলে দরিয়াতে ভাসাইলে
এ নহে তোমার ঠাকুরালি। ৫
বাঢ়াইলে অতি প্রীত এবে কর অনুচিত
হিয়ায়ে আনল দিলে ডালি ॥
বিরহ কঠিন বড় এ কথা জানিহ দঢ়
পরবশ না গুণিহ মনে।
উগারিয়া মধুরাশি প্রেম কৈলে অহর্নিশি ১০
ইহা তুমি ঘুচাহ কেমনে ॥
গোকুলের গোপিনীগণ আন সখা আন জন
সে সকল পাসর কেমনে।
*   *   *   *
যশোদা রোহিণী কান্দে তারা বুক নাহি বান্ধে ১৫
যবে আসি প্রবেশিলা পুরে।
আছে তারা পথ চাই কবে আসিবে কানাই
কবে দেখি নয়ন গোচরে ॥
এ কথা শুনিব যবে তারা কি তিলেক জীবে
মরিব সে জলে প্রবেশিয়া। ২০
না কর নিঠুরপনা শুন বাপু দুই জনা
রহা নহে জননী তেজিয়া ॥
দর দর প্রেমবারি চতুর মুরলীধারী
পূরব পড়িয়া গেল মনে।
পীতবাস করে ধরি আঁখির পুছয়ে বারি ২৫
দেখে বলরাম অভিমানে ॥
কৃষ্ণের বদন পানে চাহি কান্দে বলরামে
দুঁহে মুছে নয়নের বারি।
চণ্ডীদাস কহে তায় কহিলে দৈবকী মায়
রহি হেথা চতুর মুরারি ॥ ৩০

৬৭১

শ্রী।

এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ
বাঢ়ল বিষম জ্বালা।
বহে প্রেমজল বসন ভিগল
যেমন কালিন্দী-ধারা ॥
ক্ষেণেক নিশ্বাস ক্ষেণেক হুতাশ ৫
ক্ষেণেক সম্বিত হয়।
এক দৃষ্টে চাহে অতি বড় মোহে
নয়ান মিলিয়া রয় ॥
ঘোষের নয়ানে দোঁহার বয়ানে
তৈছন দেখিয়ে হয়। ১০
* * * * * * *
এত কি সহয়ে নন্দের পরাণে
বিষম দারুণ আগি।

এ শোকে আর কি তিলেক বাঁচিব
হৃদয়ে রহল জাগি ॥ ১৫
কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি ॥
কেমনে বাঁচিব গোপী কিসে জীব ২০
যত সখাগণ তারা।
চণ্ডীদাস বলে গোকুল তেজিলে
বুঝল এমতি ধারা ॥

৬৭২

সুহই।

কৃষ্ণ হলধর বিমুখ অন্তর
লাজেতে না সরে বাণী।
আন ছলা করি কহেন বচন
কেহ সে নাহিক জানি ॥
উঠ উঠ বলি কহে বসুদেব ৫
শুনহ বচন মোর।
তোমার নিবিড় পীরিতি আরতি
আন কি জানয়ে ওর ॥
নন্দ যশোমতী স্নেহের পীরিতি
কহিতে কহিব কত। ১০
এ মহীমণ্ডলে নাহিক গণনা
আদর পীরিতি যত ॥
স্নেহ ভাবে ভাল পাওল সম্পদ
তুমি সে পবিত্র লেখি।
এ মহীমণ্ডল গণিতে বিস্তর ১৫
এমন নাহিক দেখি ॥
কৃষ্ণ বলরাম কেবল তোমার
নহেন আনের বশে।
না হলে এত কি আনের শকতি
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥ ২০

৬৭৩

সুহই।

বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়া
উঠে নন্দ ঘোষ রায়।
করুণ-নয়নে বিরস-বদনে
দুঁহু মুখপানে চায় ॥
বুঝল সকল কমল-লোচন ৫
রহিবা মথুরাপুরে।
হের এস দুঁহু বরণ হেরিব
দুখ যাউ অতি দূরে ॥
ঢল ঢল ঢল বহে প্রেমজল
দোঁহার বদন হেরি। ১০
বিন্ধল মরমে বাণ অতি শর
মরমে রহল ভোরি ॥
কোলে দুই ভাই আনল তথাই
বদন চুম্বন ভালে।
লাজে মুখ বাঁকি কমলিয়া আঁখি ১৫
কিছুই নাহিক বোলে ॥
বসুদেব সনে করি আলিঙ্গনে
দেবকীরে কহে বাণী।
গোকুল নগরে বিদায় মাগিয়ে
চণ্ডীদাস ইহা জানি ॥ ২০

নন্দঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ।

৬৭৪

সুহই।

সাজল শকট চলল নিকট
কান্দিতে কান্দিতে পথে।

শুধু দেহ যেন করল গমন
পরাণ রহিল ইথে ॥
লোরে পথে কিছু দেখিতে না পায়ে ৫
শোকেতে আকুল মানি।
সঘন নিশ্বাস বিষম হুতাশ
কহে গদ গদ বাণী ॥
এইরূপ পাই বিরহ-বেদনা
যমুনা হইল পার। ১০
শকটের ধ্বনি শুনল শ্রবণে
কহয়ে আনন্দে সার ॥
কোন সখাগণ তুরিতে গমন
শকট-শবদ শুনি।
গৃহকাজ ফেলি তুরিতে বাহির ১৫
হইলা নন্দের রাণী ॥
কেহ পুরজন হাতে নড়ি ধরি
বাহির হইলা কেহু।
বালা বৃদ্ধ যত চলিলা তুরিতে
আর সে কুলের বহু ॥ ২০
যত গোপীগণ শুনল শ্রবণে
রাম কৃষ্ণ আইলা ঘরে।
এ কথা শুনিতে মরা তরু যেন
মুঞ্জরে শাখার সরে ॥
চণ্ডীদাস ভেল অতি আনন্দিত ২৫
পূরল মনের কাম।
নয়ান ভরিয়া আজু সে হেরব
সেই নবঘন শ্যাম ॥

৬১৫

নটনারায়ণ।

হেন বেলে প্রবেশিল পুরে।
শুনি শকটের রোল করে সবে উতরোল
চলে সবে শ্যাম দেখিবারে ॥
যশোদা রোহিণী ধায় মৃত তরু যেন প্রায়
কোথা কৃষ্ণ হলধর মোর। ৫
দেখিয়ে নয়ন ভরি বদন চুম্বন করি
সুখের নাহিক কিছু ওর ॥
গোপ গোপী পুরবাসী চলে সবে প্রেমে ভাসি
কৃষ্ণ হলধর আইল পুরে।
গিয়ে যমুনার ধারে দেখিল শকটপরে ১০
তাথে নাই কৃষ্ণ হলধরে ॥
বিস্মিত হইয়া চিতে কহে যশোমতী চিতে
কোথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
এ কথা শুনিয়া নন্দ কান্দে বহু মন্দ মন্দ
মোরে তেজি রহে দুই ভাই ॥ ১৫
কি আর পুছহ তোরা কৃষ্ণ বলরাম হারা
রহি দুহুঁ মথুরা নগরী।
মোর মাথে পড়ে বাজ সাধিতে আপন কাজ
মোরে দিল ডারিয়া পাথারি ॥
শকট হইতে নন্দ পড়িয়ে বিনিয়ে কান্দে ২০
লোরে আঁখি দেখিতে না পায়।
ধরে নন্দ ঘোষে তুলি চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
সব জন ধরিয়া রহায় ॥

৬১৬

শ্রীহহা।

তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া ॥
যারে না দেখিলে আমি মরি।
কেমনে বাঁচিব গোপনারী ॥
কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে। ৫
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ হলধরে ॥
কান্দে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায়ে যত গোপ গোপীগণ ॥

রোদন বেদন উপজল।
শোকেতে হইয়া গেল ঢল ॥ ১০
চণ্ডীদাস শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
ইহা কিবা শুনি আচম্বিত ॥

৬১৭

সুহই।

কি লয়ে আইলে তুমি।
এ ঘর করণ দূরে তেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি ॥
অন্ধনার নড়ি বাছারে কানায়া
কোথা না রাখিয়ে এলে। ৫
কেমনে বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে ॥
কোথা হতে এল রাজা কংস-দূত
অক্রূর তাহার নাম।
শমন সমান প্রবেশি গোকুলে ১০
লইল সবার প্রাণ ॥
যেমন সোনার পুথলি ধূসর
অবনী উপরে দেখি।
নয়নের জলে তিতিয়া বসন
যমুনা-তরঙ্গ দেখি ॥ ১৫
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
মুদিয়া নয়ন দুটি।
যেমন চামরু তাহার চামর
অবনীমাঝারে লুটি ॥
যেমন ধাউল হইয়া বাউল ২০
খাইয়া ব্যাধের শর।
তেমত বিরহ- বাণে তনু জর
না চিনে আপন পর ॥
আন বাণ যদি অন্তরে পৈশয়ে
তখনি তেজয়ে তনু। ২৫
এ বড়ি বিষম নহে নিবারণ
হিয়ায় পৈশয়ে জনু ॥
চণ্ডীদাস বলে কি আর বাঁচিব
এ হেন বিরহ-শরে।
আনল জ্বালিয়া তাহে প্রবেশিয়া ৩০
কি ছার জীবন ধরে ॥

৬১৮

বড়ারি।

শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
জ্বালহ আনল ভালি।
তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ ত আনল জ্বালি ॥
কেহ বলে যদি কৃষ্ণ নাহি এলা ৫
বিসরি রহল গেহা।
কি ছার জীবন কিসের কারণ
এখনি তেজিব দেহা ॥
যাহার লাগিয়া এ ঘর করণ
সেই সে রহল দূরে। ১০
নয়নের তারা পরাণ দোসর
বাঁচিব কাহার তরে ॥
কান্দে নন্দ ঘোষ যশোদা রোহিণী
সঙ্গের বালক যত।
পুরবাসিগণ যত গোয়ালিনী ১৫
কান্দে লাখে কত শত ॥
হাতে নড়ি করি কত শত অন্ধ
কান্দয়ে করুণস্বরে।
আছিল সম্পদ বেড়ল আপদ
কি হৈল গোকুলপুরে ॥ ২০
চান্দ তেজি গেল হইল আন্ধার
যেমন কানন সম।

বিষম দারুণ কাল সে সঘন
যেন তিমিঙ্গিল ভ্রম ॥
জগত জীবন পরম-কারণ ২৫
গোকুলে সবার প্রাণ ।
উনমত হই মুরছি কান্দই
চণ্ডীদাস গুণগান ॥

৬৭৯

পহাড়ি ।

কোথা গেলে পাব রাম কৃষ্ণ দুই
জগত-জীবন ধন ।
আর কি হেরব সবার গোচরে
তথাই আছয়ে মন ॥
শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন ৫
চল যাব সেই ঠাম ।
দু বাহু পসারি কোলেতে লইয়া
দেখি [illegible] ঘনশ্যাম ॥
এ ক্ষীর নবনী ছেনা দুগ্ধ চিনি
দিব সে দোঁহার মুখে । ১০
তবে সে যাইব আদর আগুন
হইব অতি সে সুখে ॥
দোঁহার বদন মোহন মদন
চল আগে গিয়া দেখি ।
বদন চুম্বন করিব যতন ১৫
এই সে তাহার সাখি ॥
এই বলি কান্দে যশোদা রোহিণী
তিল স্থির নাহি বান্ধে ।
কানাই কানাই বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে বজর পড়িল
কি আর দেখহ তোরা ।
সবারে তেজিয়া রহল তথায়
সেই সে নয়ানতারা ॥

৬৮০

ধানশী ।

অনেক তপের ফলে বিহি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর নটরায় ।
কোন অপরাধ হল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার ভায় ॥
সে হেন নবীন তনু যেন পদ্ম কর ভানু ৫
হিঙ্গুলে গঞ্জিত বিষধরে ।
নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী
নয়ন কমল শশধরে ॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে । ১০
করিশুণ্ড হল জিনি বাহুর সে সুবলিনী
তা দেখি সদাই মন ঝুরে ॥
সে হেন যাদব ধনে রাখি আইলে কোনখানে
সদাই সে ঝুরয়ে অন্তরে ।
যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন ১৫
এ কথা সে কহিব কাহারে ॥
কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া যবে আসি ।
ভাবিতে গুণিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি ॥ ২০
যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষাণ মানি
মৃগ তরু কান্দয়ে ঝর্ঝরে ।
সঘন নিশ্বাস নাসা শুনিয়া করুণ ভাষা
চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে ॥

৬৮১

ঐ।

আর কি শুনব তার বাণী।

শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী ॥

এ ক্ষীর নবনী দিব কায়।

আর কে ডাকিবে বলি মায় ॥

মুই বড় অভাগিনী রামা। ৫

ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা ॥

যে পুত্র নবীন তনুখানি।

আতপে মিলায়ে হেন জানি ॥

যে জন চিরায়ে পিয়ে দুধ।

হেন বা করয়ে অনুরোধ ॥ ১০

সে শিশু রহল মধুপুর।

মথুরা রহল বহু দূর ॥

মরিব গরল বিষ খেয়ে।

কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে ॥

জানিল বিধাতা ভেল বাম। ১৫

যবহুঁ তেজল ঘনশ্যাম ॥

এমন বা জানিথু স্বপনে।

তবে কি ছাড়িথু নবঘনে ॥

চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায়।

নন্দেরে সে ধরিয়া রহায় ॥ ২০

৬৮২

কানড়া।

কাহারে কহিব মনের বেদনা

ছাড়িল গোলোকপতি।

সুখের আমোদ বৈভব বসতি

ভাঙ্গল এ দিন রাতি ॥

আর কিবা দেখ কানাই ছাড়িল ৫

ভাঙ্গিল রসের হাট।

আসিয়ে অক্রূর কৈল এত দূর

সেই সে পড়িল বাট ॥

তার সনে ছিল কিসের বিবাদ

সাধিল আপন কাজ। ১০

তার মনোরথ পূরল সুন্দর

মোর শিরে দিয়ে বাজ ॥

কিসে প্রবোধিব প্রবোধ না মানে

জলে প্রবেশিব গিয়া।

* * * * ১৫

করে কর ধরি যশোদা সুন্দরী

তুলল চেতন ধনী।

মুখে জল দিয়া গৃহে গেলা লয়া

কহেন ঐছন বাণী ॥

চণ্ডীদাস কান্দে স্থির নাহি বান্ধে ২০

অবনী গড়িয়া যায়।

লোরে পথ অতি না দেখি মুরতি

যেমন পাষাণ কায় ॥

শ্রীরাধিকার শোক।

৬৮৩

বিভাষ।

এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া

কৃষ্ণ না আইলা আর।

মধুপুরে রহে সব জন কহে

রহিলা যমুনা পার ॥

বরজ-রমণী কুলের কামিনী ৫

সবে গেলা রাধা পাশে।

নন্দ ঘোষ আসি পুরেতে প্রবেশি

গোবিন্দ মাথুর দেশে ॥

এ কথা শুনিয়া সবে এল ধেয়ে

এ কি পরমাদ শুনি। ১০

ছাড়িল গোকুল রহে বহু দূর
স্বপনে নাহিক জানি ॥
আছিল মনেতে আসিব গোকুলে
তা মেনে নৈরাশ ভেল।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী ১৫
সবার পরাণ গেল ॥
যাই একজন নন্দের ভুবন
বুঝহ কি রীতি তার।
তবে পরিণাম করি যত জন
শুধিব তাহার ধার ॥ ২০
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
বজর পড়িল মাথে।
মধুপুরে রহে কানু গুণমণি
বড় ভেল অসুরথে ॥

৬৮৪

সুহই।

কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।
করম বিফল সেই সে ফলব
সুখের নাহিক লেশ ॥
জনম গোয়ানু বিরহ-বেদনে ৫
তিলেক নাহিক সুখ।
পরিণামে সারা এই হল পারা
দিলা বিরহের দুখ ॥
কে জানে নিঠুর হইব সবারে
মথুরা রহল গিয়ে। ১০
কখন না জানি স্বপনে না শুনি
ছাড়িয়া যাইব প্রিয়ে ॥
আলাপ ইঙ্গিতে যদি বা জানিথু
পরবাস হবে কান।
নিজ কেশপাশে নিবিড় বন্ধনে ১৫
বাঁধিয়া রাখিথু শ্যাম ॥
পরিহরি দূর রহে মধুপুর
কি জানি করিব বল।
এই মনে গুণি হেন অনুমানি
সে দেশ যাইব চল ॥ ২০
যাহারে না দেখি তিলেক না জানি
কেমনে বঞ্চিব ঘরে।
চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
সেই সে মুরলীধরে ॥

৬৮৫

সুহই।

মরিব গরল ভখি।
তাহার বিহনে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি ॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড়। ৫
পরের পীরিতি সুখের আরতি
এবে সে অনল গাঢ় ॥
পরের পরাণ হরিতে কি দুখ
সুখের নাহিক লেহা।
ভাবিতে গণিতে মলিন হইল ১০
অলপ হইল দেহা ॥
অনেক যতনে সে পঁহু রতন
আছিল নিজহি কোড়।
বিহি নিকরুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর ॥ ১৫
পহিলা পীরিতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ।
কুল তেয়াগিয়া কলঙ্ক রাখিল
লাগাইয়া প্রেমফাঁদ ॥

চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ ২০
উঠিল দারুণ দুখ।
নিরমল বর রসের নাগর
হেরব তাকর মুখ॥

৬৮৬
ধানশী।

সখি রে, মথুরামণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ। ৫
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার তেজিয়ে বিহার ১০
রহিব কতেক কাল॥
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন।
যে থাকে কপালে করি একে কালে
মিটাইব আঁখর তিন॥ ১৫

৬৮৭
সুহই।

ও পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাউ পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দিব ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচো না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে। ৫
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনিতে দেউ ঝাঁপ আগুনি নিভায়।
পাষাণেতে দেউ কোল পাষাণ মিলায়॥ ১০
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মঞি সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্‌ফট্ করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥

৬৮৮
সুহই।

কানু অঙ্গপরশে শীতল হব কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হেরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে। ৫
দুখদশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোদুখ তবে সে ঘুচিবে॥

৬৮৯
সিন্ধুড়া।

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশি সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে। ৫
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে॥ ১০

৬১০

সুহই।

অগরু চন্দন চূয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু মোর হিয়া ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বুল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
কার অঙ্গপরশে শীতল হবে দেহা। ৫
কান্দিয়া পোহাব কত নাহি ছুটে লেহা॥
কোন দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি বিষ খেয়ে মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ আনল সই মরিব পুড়িয়া॥ ১০
সে গুণ সোঙরিতে মোর পাঁজর খসে যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা। ১৫
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥

৩। আমি—আদি ... ...পাঠান্তর।
৬। পোহাব—গোঙাব ... ... ,,
১০। জ্বালহ—আনহ ... ,,
১২। দহনে দহাই রে সই এ পাপ হিয়ায়... ,,

৬১১

ধানশী।

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি নারীর যৌবন ৫
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়ে গেল। ১০
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঁয়ানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি জানিহ আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ আমি যাই চলি ১৫
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

৬১২

সিন্ধুড়া।

সখি রে,
বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জয়ে ভ্রমরী যতা॥
আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ ৫
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল॥
কোন সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর। ১০
কোন গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি মথুরামণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে ১৫
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর পাশ।

সহচরী সনে ভণয়ে ভৎ'সয়ে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ২০

৮। কাচের স্থায় মূল্যহীন।

শ্রীরাধিকার দশা।

৬১৩

তুড়ি।

অখল বেয়াধি সেই কহনে না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায় ॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি। ৫
তুমি কি দেখেছ কালা কহ না রে সখি ॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া ॥

১। অকথ্য বেদনা সই কহনে না যায়...পাঠান্তর।

৬১৪

বিরহ-জ্বরের তাপে ছল ছল আঁখি।
রাইকে বেড়িয়া কান্দে কত শত সখী ॥
রাই মোর যেন কাঁচা সোনা।
ভূমে পড়ি গড়ি যাইছে যেন চাঁদের কণা ॥
চমকি শ্যামের নামে রাই উঠে কত বেরি। ৫
ধূলায় লোটায় যেন সুগন্ধি কবরী ॥
কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন।
রাই মুরছিত কাঁদে আর সখীগণ ॥
কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ বেদন।
এমন বিরহে কেমনে রহয়ে জীবন ॥ ১০

৬১৫

বেলাবলি।

দেখিয়া রাধার দশা উপজিল
উঠিল বিরহজ্বালা।
দশমী দশার এ সব লক্ষণ
দেখিয়ে বিষম বালা ॥
কোন নবরামা কহে রাধা পাশে ৫
রথ আরোহণে শ্যাম।
গোকুল প্রবেশি আওল ত্বরিতে
শুনি কিছু হয়ে জ্ঞান ॥
চমকি চমকি মিলিত নয়ন
চাহেন সদয় গৌরী। ১০
করে কর ধরি কোন নবরামা
মুখেতে ঢারয়ে বারি ॥
ক্ষেণেক চেতন পাইল কিশোরী
চকিত নয়নে চায়।
সোনার পুথলি যেন গড়ি যায় ১৫
ঐছন দেখিয়ে প্রায় ॥
ঐছন অবনী উপরে ফুটল
কনক-কমল প্রায়।
কানুর বিরহে সে গুণ সুন্দরী
ধূলাতে ধূসর কায় ॥ ২০
শীতল চামর ঢারি কোন রামা
মলয় চন্দন দিয়া।
শীতল পাখার বাতাস করয়ে
কোন নবরামা গিয়া ॥
তাহে বাড়ে জ্বালা বিরহবেদন ২৫
হুতাশ উঠয়ে দুনু।
অঙ্গের চন্দন যে ছিল লেপন
তাহা শুখাইল তনু ॥
বিরহ আগুন হিয়ার ভিতরে
কি করে মলয়রাজে। ৩০

চণ্ডীদাস বলে, কে এত জানব
যে জন এ রসে মজে ॥

৬১৬

কানড়া।

হায় রে দারুণ বিধি।
ছাড়াইলে গুণনিধি ॥
যে এত দিল তাপ।
তারে ধরু বহু পাপ ॥
এত কি সহিতে পারি। ৫
বিরহে এ তনু মরি ॥
তিলেক দিবার সাধ।
এ সুখে দিলে কি বাদ ॥
কবে পাপ তার মেলি।
পুন সে করব রস-কেলি ॥ ১০
আর কি হেরব মুখচন্দ্র।
ভাঙ্গব সকল দন্দ ॥
পুন হরি মিলব মোয়।
পিয়ারে করব নিজ কোড় ॥
পুন কি করব রাস-কেলি। ১৫
নব নব গোপী হব মেলি ॥
বাঁশী কি শুনব কাণে।
যাব বৃন্দাবন পানে ॥
ঘসিয়া চন্দন মালা।
কারে দিব আর গলা ॥ ২০
চণ্ডীদাস কয়।
তিলেক না কর ভয় ॥

৬১৭

সুহই-সিন্ধুড়া।

হেদে গো সজনি সই তোমারে কিছুই কই
এ দুখে জীয়ায় নহে রাধা।
* * * * * *
* * * *
যে জন পরম বন্ধু সে দিল শোকের সিন্ধু ৫
ভাবিতে গুণিতে সেই লেহা।
বুঝিল আপন চিতে মরণ আইল নিতে
আর কি রহিব পাপ দেহা ॥
শুন গো মরম-সখি বড় পরমাদ দেখি
এ তনু তেজিব আমি যবে। ১০
কৃষ্ণের মালতী তথা সোঁচি তাহে সর্ব্বথা
নিতি তাহা মার্জ্জন করিবে ॥
তেজিব পরাণ যবে তোমা বেই বিন্দুরত (?)
ভাজহ রবির তাপে।
রাখিহ যতন করি জীতে না ভেটল হরি ১৫
যেন পিয়া রাখি কোন রূপে ॥
যা সনে পীরিতি করি তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।
কেমন ধরণ তার সে হিয়া পাষাণ সার
কেমনে বান্ধব সেই হিয়া ॥ ২০
এই সব ধনী কহে কাতর বচন মোহে
লোহে আগরল দুই আঁখি।
দারুণ কঠিন প্রাণ এমন করয়ে কেন
চণ্ডীদাস তাহে আছে সাখী ॥

২২। আগরল ..বদ্ধ করিল, দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

৬১৮

কামোদ।

ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় ইহা বুঝ পরতীত
কি আর রহায়ে রাখ ॥
আনহ চন্দন কাষ্ঠ পরিমল
তাতে সে মেলাহ চিতা। ৫

মনের আনন্দে এ দেহ পোড়াই
কি কহ তাহার কথা ॥
এ কান্ত যখন শ্রবণে শুনিল
বেথিত কোন হি জনা।
রাই গলে ধরি অপার রোদন ১০
বেদন হানল রামা ॥
তোমার এ অঙ্গ লাখ বাণ সোনা
শ্রীমুখ-মণ্ডল বিধু।
যার হাসিরসে মণি কত হয়ে
ঝরয়ে কতেক মধু ॥ ১৫
এ অঙ্গ দাহন কিসের কারণ
শুনহ কিশোরী গোরি।
কোন শুভ দিনে প্রসন্ন হইলে
সো বর নাগর হরি ॥
এ তনু রহিলে তনু তনু মিলে ২০
কোন দশা ফলে কত।
চেতন সমাধে শুন প্রিয় রাধে
নিকটে মিলব প্রিয় ॥
সে হেন রসিয়া রহিলা বসিয়া
বিসরিয়ে সব লেহা। ২৫
রাধা বলি যদি কভু কোন সাধে
মনে পড়ে এই গেহা ॥
অনেক আরতি করিলা পীরিতি
এ নব নায়রী সনে।
নিকটে মিলব হেন মনে লয়ে ৩০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৪। কাষ্ঠ পরিমল...সুগন্ধি কাষ্ঠ।

১০-১১। রাধিকার গলে ধরিয়া অনেক রোদন করিল ও দুঃখ জানাইল।

১৮-২৩। যদি তুমি তোমার এই শরীর নষ্ট না কর, তবে কোন দিন সৌভাগ্যের ফলে শ্যাম-অঙ্গের সহিত তোমার অঙ্গের মিলন হইবে। অতএব চেতন হও, আমার কথা শুন, হরি তোমার নিকটে আসিবেন।

৬৯৯

ধানশী।

সখীর বচন শুনল সুন্দরী
রাজার নন্দিনী ধনী।
মিলল নয়ান মুছল বয়ান
কহে আধ আধ বাণী ॥
সবার বচন যেন লাগে আসি ৫
গরল সমান মানি।
সেই সুনাগর বিনে নাহি আর
কিছুই নাহিক জানি ॥
মুখে দিয়া জল রাই উঠায়ল
গৃহমাঝে নিল থুয়া। ১০
সুচারু পালঙ্কে রাই শুতায়ল
দুই চারি সখী লয়া ॥
বসনের বায়ে রাই অঙ্গ তুষে
কহেন মধুর বাণী।
তুরিতে মিলব সে নব নাগর ১৫
আমি সে ভালই জানি ॥
কেনে পরবাদ বিষম বিবাদ
সে শ্যাম কতেক দূর।
এক জন গিয়া আনিব ডাকিয়া
চণ্ডীদাস মন পূর ॥ ২০

৭০০

তুড়ি।

একে হাম হব বনবাসী।
রামেরে ছাড়িয়া সীতা বনবাসী ভেল গো
তেন হাম মনে করিয়াছি ॥
কাননে রহব একা না হয়ে কাহারে দেখা
থাকি যেন যোগীর ধেয়ানে। ৫
তুলিয়া মূল আর ফল নবীন কুসুমদল
এই গুরি রাখিব যতনে ॥

তুলিয়া সিন্দুরভার এ জটা ধরিব সার
অনুরাগে ভ্রমিব কাননে।
তবে সে ঘুচিব তাপ এ দেহের অনুরাগ ১০
ইহা মেনে করিব যতনে॥
এ দুখে জীবাব নই শুন গো মরম-সই
কি ছার গৃহের সাধ।
জানিল নিঠুর বড়ি সবারে রহিল ছাড়ি
দিল পঁহু বহু বিসম্বাদ॥ ১৫
শুনিয়া রাধার বাণী হেটমাথে গোয়ালিনী
কহেন বচন কিছু ভাষ।
কহ কহ ধনী রাই পূরব শুনিয়ে তাই
কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস॥

—

১০

সুহ-বেলাবলি।

পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ অবতারে
সূর্য্যবংশ রাম অবতার।
নব দূর্ব্বাদল তনু করে ধরি শর ধনু
দশরথ-সুত অনিবার॥
পালিতে বাপের সত্য এ চৌদ্দ বৎসর গত ৫
শিরে জটা পরিয়া বাকল।
করিয়া সীতারে সঙ্গ বন ভ্রমি নানা রঙ্গ
সীতাপতি শ্রীরাম সুন্দর॥
সেই সীতা দশাননে হরিয়া লইয়া বনে
লঙ্কাতে লইয়া গেল তারে। ১০
কেবল ঈশ্বর অংশ রাবণ করিয়া ধ্বংস
করি পঁহু সীতার উদ্ধারে॥
সীতার উদ্ধার করি অযোধ্যাতে অবতরি
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল রাজা।
কোন লোক অপরাধে পাইয়া সে রঘুনাথে ১৫
সীতা বনবাসে দিল ভেজা॥
তেজি রঘুনাথ সঙ্গ সুপথে হইল ভঙ্গ
পূরব-কাহিনী কহে রাধা।
রাধার যুকতি এই নিশ্চয় করিব সেই
চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা॥ ২০

——

১০২

সুহই।

অনুরাগে রাধা বেথিত অন্তরে
পাইয়া বিষম জ্বালা।
ক্ষেণে কত শত উঠে অনুরথ
দেখিয়া কদম্বতলা॥
সেই সে যমুনা জল-কেলিপথ ৫
ঘাটের মাঝারে গিয়া।
পূরব পীরিতি যেখানে করিল
দেখি পড়ে মুরছিয়া॥
যেখানে বসন হরণ করিল
রসিক নাগর কান। ১০
তা দেখি কিশোরী সকল বিসরি
উঠিল দারুণ মান॥
যেখানে সঙ্কেত দেখিল বেঙ্কত
ধরিয়া মাধবী-ডাল।
বিষম বিরহ তাহে উপজিল ১৫
নয়নে বহয়ে ধার॥
যেখানে সঙ্গত করল নাগর
গিয়া সে কিশোরী রাই।
তা দেখি লুটত মহীর উপরে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥ ২০

——

১০৩

সুহই-নট।

সই, কে যাবে মথুরাপুর।
এ হেন যাতনা তারে নিবেদিয়ে
তবে পরিহর দূর॥

কেনে বা অবলা করিয়া বিকলা
সেই সে আছয়ে ভাল। ৫
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
তাহার পরাণ গেল ॥
কে যাবে যাহ ত কানুর সম্মুখে
তারে দিব এই হার।
গজমতি ছড়া গাথুনি সুসারি ১০
গণনা নাহিক যার ॥
এহ হার তার গলায়ে পরাব
কে এত আছয়ে হিতু।
এক নবরামা কহে ধীরে ধীরে
তোরে নিবেদিয়ে কিছু ॥ ১৫
অল্প কটাক্ষে গুপথে যাইব
কেহ সে লখিতে নারে।
দেখাই হইলে যাহাই কহিব
যেবা সে অন্তরে আছে ॥
সেই নবরামা করিল পয়ান ২০
যেখানে রসিক রায়।
চণ্ডীদাসি বলে কানু অন্বেষণে
ত্বরিত গমনে যায় ॥

১০৪

আশাবড়ী।

সখি, কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে ॥
কার শিরে হাত দিয়ে।
কদম্ব-তলাতে কি কথা কহিলে ৫
যমুনার জল ছুঁয়ে ॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাখী।
আর এক হয় যদি মনে হয়
কপোত নামেতে পাখী ॥

এ কথা কহিও তারে। ১০
সে গুণ বুঝিয়া যে জন মরিবে
সে বধ-লাগিবে তারে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাশরে কেনে ॥ ১৫

১০৫

কানড়া।

সখি, কহিবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি ৫
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়। ১০
বিরহ আগুন হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥ ১৫

১১। হৃদয়ে দ্বিগুণ—দহয়ে দ্বিগুণ...পাঠান্তর।
১৪। আইসে সে জন—আইসে করিবে... ,,

সখীর উক্তি।

১০৬

ওহে বড়াই, তাহার বিষম নারা। (?)
কিছু নাহি খায় সে তেজয়ে কায়
পাঁজর হৈয়াছে সারা ॥

শুনি কি না শুনি যেন সরু বাণী
যেন রুধিরের ধারা। ৫
কনক বদন হৈয়াছে মলিন
চকিত লোচনতারা ॥
শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ
যেনক শায়ন ধারা।
নেতের বসনে মুছিবে কেমনে ১০
এত বল আছে কারা ॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের লালা।
চণ্ডীদাসে কহে * * * *
তুরিতে চলহ বালা ॥ ১৫

৯। শায়ন...শ্রাবণ।

দূতীর মথুরা-গমন।

১০৭

সুহিনী।

ওহে ও কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু ॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠাইল মোরে। ৫
দাসখত দেখাবার তরে ॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজ যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥

১০৮

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনোহি শিকলে বান্ধে ॥
তারে প্রেম-সুধানিধি দিয়ে। ৫
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আকুসি
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে ১০
কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে তব ব্রজবিজে
পেতে পারে কি না পারে ॥ ১৫

১০৯

ঐ।

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী। ৫
চল এই ক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিহ দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে কমলের শেযে
রাখিয়ে রাইএর দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম-নাম ১০
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥

কেহ কহে তোর বন্ধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥ ১৫
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই-দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব ২০
ঝাট্ চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই॥

৭১০
ঐ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ বন্ধু লাজ নাহি বাস ৫
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তিত। ১০
সুরস পায়স চিনি পরিহরি
চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার
সোনার প্রতিমা ধূলায় গড়াগড়ি ১৫
কুবুজা বসিল খাটে॥

ঐ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া ৫
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে। ১০
ব্রজ-গোপী হতে মথুরা নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে॥
কিংবা কুবুজা নামে কুবুজিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেন ত্রিভঙ্গ মুরারি ১৫
বিহি মিলাইছে জেনে॥
কিংবা কুবুজা গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পীরিতি সুখের কি জানে যজিতে
কিবা সে রেখেছে যশ॥ ২০
যতেক তোমারে পীরিতি করুক
তেমন পীরিতি হবে না।
রাধানাথ বিনে কুবুজার নাথ
কেহ ত তোমারে কবে না॥
কি আর কহিব মনের বেদনা ২৫
কহিতে যে দুখ পাই।
চণ্ডীদাস কহে কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায়॥

নটনারায়ণ।

বন্ধু কানাই, তোমার চরিত এত দূর।
সে হেন কিশোরী রাধা তো বিনু হইয়া আধা
তুমি কেনে এতেক নিঠুর ॥
চম্পকবরণী ধনী লাখ বাণ হেম গণি
সে রাধা মলিন মুখচাঁদে। ৫
গিয়া নিপ তরুমূলে লোটাইয়া ভূমিতলে
নিশি দিশি পিয়া বলি কান্দে ॥
খলিত নয়নজলে সে অঙ্গ ভাসিয়া চলে
তিতে অঙ্গ নীলের বসন।
খঞ্জন-নয়নী রাই কান্দিয়া আকুল তাই ১০
দেখি যেন অরুণ বরণ ॥
জীয়ে কি না জীয়ে রাই কহিল তোমার ঠাঁই
পরদশা আসি উপজিল।
বড়ই কঠিন দেখি শুনহ কমল আঁখি
তুরিত গমনে তুমি চল ॥ ১৫
আছে যদি রাইএ কাজ তুরিতে সেখানে সাজ
দেখ গিয়া ধনী বিরহিণী।
তুয়া দরশন আশে তেঁই সে পরাণ আছে
চণ্ডীদাস ভাল মতে জানি ॥

৭১৩

সুহা-বেলয়ার।

সখীর বচন শুনিতে নাগর
বিস্মিত হইলা বড়ি।
যেমন দারুণ শেল পশি হৃদে
তেমনি নিশ্বাস ছাড়ি ॥
ব্যাকুল বিরহ বচন স্বরূপ ৫
চকিতনয়নে চায়।
ব্যথাটি পাইয়া সে নব নাগর
করুণ-নয়নে চায় ॥
সখী মুখ পানে চাহি কহে বাণী
রসিয়া নাগর কান। ১০
পুন পুন কহ রাধার সংবাদ
শুনিতে শুনিয়ে আন ॥
সখী পুন কহে আঁখি ভরি লোহে
মোহেতে আকুল হয়ে।
সে নব কিশোরী তোমার বিরহে ১৫
আছেন মূর্চ্ছিত হয়ে ॥
তোমার সঙ্কেত মাধবী দেখিয়া
সেখানে নিদান রাই।
সম্বিত না হয়ে মুদিত নয়ানে
দেখিয়া আইনু তাই ॥ ২০
মুখে বারি ঢারি গাগরি গাগরি
নাহিক চেতন রাধা।
দেখিয়ে বিষম বুঝিয়ে মরম
যে কর মনেতে সাধা ॥
তুরিত গমন করহ এখন ২৫
যদি বা দেখিবা এস।
চণ্ডীদাস পুন আইলা তুরিতে
শ্যাম সুনাগর পাশ ॥

৭১৪

ঐ।

এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর
গদ গদ ভেল তনু।
কমল-নয়নে ধারা বরিখয়ে
মুগধ হইল কানু ॥
পীত বসন ধরিয়া সঘন ৫
মুছত নয়ন-লোর।
দশমী দশার শেষ রব শুনি
তাহাই হইল ভোর ॥

শুনহ সজনি । কহিতে কি হয়ে
.কেমন দেখিলে রাধা । ১০
নিশ্চয় কহিবে আছে কি বাঁচিয়া
আমার সে তনু আধা ॥
সে নব কিশোরী তারে কি পাসরি
হৃদয়ে আছয়ে জাগি ।
সে হেন পীরিতি করিতে না পেয়ে ১৫
সদাই উঠিছে আগি ॥
যারে না দেখিলে তিলেক না জীয়ে
হিয়া বিদরিয়া মরি ।
দেখিলে জুড়াই সে মুখমণ্ডল
কহিল মরম তোরি ॥ ২০
রাধার কারণ গোঠে মাঠে ঘাটে
চরাই ধেনুর পাল ।
পথের মাঝারে কদম্ব-তলায়ে
দান সিরজিল ভাল ॥
মধুর মুরলী করিয়া অঙ্গুলী ২৫
বদনে মিশায়ে তালি ।
আনের মিশালে ফঁকিয়ে রসালে
সদা রাধা রাধা বলি ॥
সে নব নাগরী কেমনে পাসরি
শুনহ বচন মোর । ৩০
চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
নহে বা হইবে ভোর ॥

৭১৫

সুহই

পুছে পুন পুন কহত সঘন
সে বর-নাগরী-গুণ ।
পুলক হৃদয় দুখ দূরে গেল
কহে রসময় পুন ॥

কেমন গোপের রমণী যতেক ৫
কেমন বালক সখা ।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহিক দেখা ॥
কেমন নগর চাতর বাজার
কেমন আছয়ে রীতি । ১০
সে হেন যমুনা- পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি ॥
কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী ।
কি তার কহিব সুধাইয়া দেখ ১৫
চণ্ডীদাস ভালে জানি ॥

সখীর উক্তি ।

৭১৬

কানড়া ।

তুমি হে নিদয়া বড়ি ।
সে নব-নাগরী প্রেমের লহরী
কেমনে রয়েছ ছাড়ি ॥
নিশি দিশি রাধা কান্দিয়া বিকল
নয়ানে নাহিক ঘুম । ৫
কারে কিছু ধনী না কহে উত্তর
তিলেক হয়েছে ভ্রম ॥
বদন-উপর কর আচ্ছাদিয়া
লোরেতে ভরিয়া আঁখি ।
অঙ্গের বসন তিতল সকল ১০
আবেশে যে চন্দ্রমুখী ॥
গিয়া তরুবরে কদম্ব কুহরে
বসিয়া নবীন রাই ।
তা দেখি বিষাদ বাড়িল অন্তর
বিফলে কান্দিয়ে তাই ॥ ১৫
অন্ন জল কিছু না চলয়ে তার
সদাই তুহারি ধ্যান ।

প্রিয়া প্রিয়া বলি কথা রস-কেলি
ক্ষেণে ক্ষেণে হয় জ্ঞান ॥
যদি বা তুরিত করহ গমন ২০
তবে সে মানিয়ে ভাল।
এ কথা শুনিতে রসময় কান
বিরহে হইল ঢল ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
ঐছন দেখিল রাধা। ২৫
তোমার বিরহে সে নব কিশোরী
সোনার বরণ আধা ॥

৭১৭

নটনারায়ণ।

শুন গো সজনি পরমাদ শুনি
রাধার ঐছন দশা।
বিরহে আকুল রসময় কান
সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥
করেতে আছিল মোহন মুরলী ৫
তাহা না পড়ল কতি।
কমল-নয়নে লোর বহি ঘনে
ভাসিয়া চলল তথি ॥
অঙ্গের সৌরভ এ চুয়া চন্দন
ভূষণ কৌস্তুভ-মণি। ১০
এ সব তিতিয়া চলল ভাসিয়া
বিরহে চতুরমণি ॥
সে মোর প্রেয়সী প্রেমময় রাধা
শুধুই সুধার রাশি।
দাঁড়ায়ে দেখই ও মুখমণ্ডল ১৫
হেনক মনেতে বাসি ॥
যাহার লাগিয়া বনে ধেনু রাখি
তাহার দরশ আশে।
মধুর মুরলী গাই নিশি দিশি
ধরি নটবর-বেশে ॥ ২০

ঐছন বিরহ। নাগর-শেখর
ক্ষণেক সম্বিত পায়।
তুরিত গমন চল বৃন্দাবন
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

৭১৮

বেলাবলী।

রাইএর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অব যতনে ধৈরজ ধরি। ৫
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠায়ল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥ ১০
অধিক উল্লাসে সখিনী যায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

৭১৯

সোহারি।

চল চল যাব রাই-দরশনে
শুন গো মরম-সখি।
সে গোরী নাগরী কেমনে বিসরি
শয়নে স্বপনে দেখি ॥
মধুপুর যদি থাকয়ে একলা ৫
সদাই ভাবিয়ে রাই।
নিশির স্বপনে দেখিয়ে সঘনে
সদাই সে গুণ গাই ॥
বসিতে রাধিকা গাইতে রাধিকা
গুণেতে রাধিকা দেখি। ১০

ভোজনে রাধিকা । গমনে রাধিকা
সদাই রাধিকা সাথী ॥
হাসি-পরিহাসে রাধার মহিমা
সদাই পড়য়ে মনে ।
কাহারে কহিব মনের বেদনা ১৫
আপন মরমে জানে ॥
আন কি জানব হৃদয় পোড়ান
সদা উচাটন চিত ।
মনে পড়ে যবে রাধার মুরতি
বাঁশীতে গাইয়ে গীত ॥ ২০
কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছিয়ে বাঁধা ।
করে করি কর জপিয়ে অন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা ॥
আগে যাহ সখি রাধার গোচর ২৫
কহিবে যতন করি ।
আমি গিয়া পুন দেখিব সে জন
চণ্ডীদাস কহে ভালি ॥

১২০

শ্রী ।

আই সেই সখী ভেটে চন্দ্রমুখী
শুন সুখময়ই রাধা ।
মুখ তুলি চাহ শুনহ সংবাদ
না কর তিলেক বাধা ॥
মুখ তুলি রাই সখী পানে চাই ৫
কহত শ্যামের কথা ।
শুনি কিবা রীতি তাহার পীরিতি
ঘুচুক হিয়ার ব্যথা ॥
কহ কহ শুনি জুড়াক পরাণী
কেমনে আছয়ে পিয়া । ১০
সুখের বারতা কহ দেখি হেথা
শুনিয়া জুড়াক হিয়া ॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখি
শ্যামেরে দেখিয়ে আনু ।
কহিতে কহিতে শ্যামের কাহিনী ১৫
মনের হুতাশে মনু ॥
তোমার কাহিনী শুনি গুণমণি
কান্দিয়া আকুল বড়ি ।
নয়নের লোরে বহি চলে কোড়ে
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি ॥ ২০
মথুরা নগরে বসি এক ভিতে
নিভৃত হইয়া কান ।
মোরে বেরি বেরি পুছয়ে সে হরি
তোহারি গুণের খ্যান ॥
কহ কহ আগে রাধার কাহিনী ২৫
সে অঙ্গ আছয়ে ভাল ।
শুনিতে শুনিতে দশার কথন
কানু সে হইল ঢল ॥
কত বা কহব আদর পীরিতি
তুয়া পরসঙ্গ বিনে । ৩০
আন নাহি জানে সে বর নাগর
দীন চণ্ডীদাস ভণে ॥

২৪। খ্যান...আখ্যান—বর্ণনা।

১২১

কানড়া।

রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত ।
সে নব নাগর কান তোমারে কেবল মন
দেখিল সদয় অতি চিত ॥
বিরহ-বেদন-শরে ভেল তনু জরে জরে
আন কহিতে নাহি আন । ৫

শুনিতে তোমার রীত পুলক মানয়ে চিত
লোরে আঁখি হরল গেয়ান ॥
শ্রবণ পরশি শুনে তোমার মাধুরী গুণে
মোহিত হইল কলেবর।
কেবল তোমার নাম নিরবধি জপে শ্যাম ১০
কাঁপে দুটি অধর সুন্দর ॥
শুনিয়া সখীর বাণী অতি ভেল বিরহিণী
কহ কহ শুনি পিয়া-গুণে।
সোনার পুথলি ঐছে অবনীতে লোটাইছে
ধারা বহে এ দুই নয়নে ॥ ১৫
কেমন মথুরা পুরী কেমন নাগরী নারী
কহ দেখি মরম-সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি কেমন কুবুজা নারী
কত রূপ সে জন মালিনী ॥
তা সনে পীরিতি করে মুগধ রসিকবরে ২০
শুনিয়াছি পর লোকমুখে।
এত কি সহিতে পারি মনে সে গুমরি মরি
জনম গোঙামু এই দুখে ॥
এই অতি ভেল মান উঠিল দারুণ মান
পিয়া কি * * * এত দূর। ২৫
চণ্ডীদাস কহে ধনি মিলব নাগরমণি
হব তুয়া মনোরথ পূর ॥

১২২

ধানশী।

শুনি ধনী মূরছিত ভেলি।
সোঙরি সে সুখ-রস-কেলি ॥
পিয়া-গুণ ঝুরিতে ঝুরিতে।
পুলকিত ভেল হিয়া চিতে ॥
পড়ল ধরণীতলে গোরী। ৫
মুছল লোর অতি ভোরি ॥
সো পঁহু বিদগধ রায়।
মধুপুর রহল ছাপায় ॥
এত কি সহিব কুলবালা।
এ অতি বিরহকি জ্বালা ॥ ১০
সো নব নাগর সুজান।
ছোড়ল মোহ অবিধান ॥
যব ভেল কুবুজাক সঙ্গ।
তব ভেল সব সুখ-ভঙ্গ ॥
এ সখি তোরে বলি ব্যথা। ১৫
সাজাহ দারুণ অতি চিতা ॥
এ দেহ করিব ছারখার।
কে এত সহিব জঞ্জাল ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বোল।
নাগর মিলব আসি কোড় ॥ ২০

৮। ছাপায়...লুকাইয়া।
১২। মোহ...স্নেহ—অন্যায়রূপে প্রণয় ছাড়িয়াছেন।

১২৩

সুহই-বেলোয়ার।

শুনিয়ে রাধার বাণী সখী কহে ভালে জানি
সকল কহিয়ে ভালমতে।
শ্রবণ ভরিয়া শুন বিষাদ ভাবিছ কেন
বুঝিয়ে করিবে যাহা চিতে ॥
মোরে সে ভেজল কান আইল তোমার স্থান ৫
রাধারে তুষিবে ভালমতে।
পেয়ে দশমীর দশা পাছে হবে কলভাষা
ত্বরিতে চলিয়ে যাহ পথে ॥
পাছে ধনী তেজে প্রাণ পাইয়া বিরহ-বাণ
তেঁই আমি আসিল ত্বরিত। ১০
কহিলা নাগররাজ যাইব গোকুল-মাঝ
দেখিব সে প্রেমমই রীত ॥

পশ্চাতে গমন সাধে　　শুন সুখময়ি রাধে
　　পুন পাবে তাহার মিলন।
বিষাদ করহ দূর　　হবে মনোরথ পূর ১৫
　　শুন শুন আমার বচন॥
সঙ্কত করিয়া বাণী　　আসিব সে গুণমণি
　　হেন দশা কবে হবে মোর।
পেয়ে সে নাগররাজ　　সাধিব আপন কাজ
　　কবে সে করব নিজ কোড়॥ ২০
সখীর বচন শুনি　　হরষ হইল ধনী
　　পরশ করিব আমি যবে।
তবে সে মনের সিদ্ধি　　যদি মিলায়বে বিধি
　　চণ্ডীদাস সুখী হব তবে॥

১৭। কথা অনুসারে কাজ করিয়া।

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

১২৪

ধানশী।

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে　　তুরিতে আওব
　　কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে　　বসন খসিছে
　　পুলক যৌবন-ভার। ৫
বাম অঙ্গ আঁখি　　সঘনে নাচিছে
　　দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে　　কাক কোলাকুলি
　　আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার　　নাম সুধাইতে ১০
　　উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল　　খসিয়া পড়িছে
　　দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস বলে　　সব সুলক্ষণ
　　বিহি ভেল অনুকূল॥ ১৫

১২৫

সুহই-বেলয়ার।

হেনক সময়ে　　এক সখী আসি
　　হাসি হাসি কহে কথা।
উঠ উঠ ধনি　　ও চাঁদ-বদনি
　　ঘুচাহ মনের ব্যথা॥
তব দুরদিন　　সব দূরে গেল ৫
　　উঠিয়া বৈসহ রাই।
তোমার মাধব　　নিকটে আওল
　　দেখহ নয়ন চাই॥
এ সব বারতা　　শুনি শুভকথা
　　আনন্দে পূরল হিয়া। ১০
চকিত-নয়নে　　চাহিতে সঘনে
　　সম্মুখে দেখল প্রিয়া॥
এস এস বলি　　দুটি বাহু তুলি
　　হাসিয়া কহয়ে কথা।
চিরদিনে বিধি　　মিলায়ল নিধি ১৫
　　ঘুচিল মনের ব্যথা॥
সব সখী মেলি　　জয় জুলাহুলি
　　দেওয় দোঁহার পাশ।
আনন্দ-সাগর　　দেখিয়ে বিভোর
　　গুণ গায় চণ্ডীদাস॥ ২০

ভাব-সম্মিলন।

১২৬

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলল আসিয়া হৃদয়ে জান॥

যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি। ৫
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইহা॥
কোলেতে করিয়া নয়ান-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥ ১০
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সখল সখা। ১৫
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা-তীরক বন॥ ২০
রাইয়ের নিকটে পাঠাইল দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥

১২৭

সুহই।

কেশপাশ দিয়া চরণ মুছায়ে
বিচিত্র পালঙ্কে লই।
অতি সুবাসিত বারি ঢালি রাধা
ধোয়ল চরণ দুই॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি ৫
অগোর তিমির তায়।
মনের মানসে সুনাগরী রাধা
লেপিছে শ্যামের গায়॥
নানা ফুলদাম অতি সুশোভন
গলে পরাইল রাধা। ১০
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘন
তিলেক নাহিক বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধর
যেমন পূর্ণিমার শশী।
রাই সে চকোর পাই নিরন্তর ১৫
পিবই অবশ রাশি॥
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে করি
শুনহ কিশোরী রাধে।
মনের মানসে পাশ আস দিয়া
ছুটি করে যেন বান্ধে॥ ২০

১৬। অবশ অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া প্রচুর পরিমাণে পান করিতেছেন।

১২৮

সুহই।

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুঁহু দোঁহা হেরি মুখছাঁদে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চাঁদে॥
আধ নয়ানে দুঁহু রূপ নিহারই ৫
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুহু অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী-পরশে সেহ
মিলায়ল যৈন কাঁচা ননী। ১০
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দভরে
শিরীশ-কুসুম কমলিনী॥
অতসী কুসুম সম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।

নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল ১৫
ঐছে বহল শ্যাম কোর ॥
বিগলিত কেশ কুন্তল শিখি চন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম হিলোল ॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে দুহুঁ রূপ নিরখিতে
বিছুরল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড়বর সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥

৪। ভুখিল...ক্ষুধার্ত্ত।

১২৯

সুহই।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥
মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ। ৫
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পীরিতি-ফাদ
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রসভরে দুঁহু তনু থর থর কাপই
ঝাপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর।
দুঁহুক মিলনে আজি নিভায়ল আনল ১০
পাওল বিরহক ওর ॥
রতন-পালঙ্ক-পর বৈঠল দুঁহু জন
দুঁহু মুখ হেরই দুঁহু আনন্দে।
হরষ সলিলভরে হেরই না পারই
অনিমেষে রহল ধন্দে ॥ ১৫
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদ গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস ॥

১৩০

সুহই।

ভাবোল্লাসে ধনী বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদ গদ কয়।
ব্রজ-পীরিতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয় ॥
কালিয়া কুটিল স্বভাব তোমার ৫
কপট পীরিতি যত।
ভুরু নাচাইয়ে মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলাইলে কত ॥
পীরিতি-রসের রসিক বোলাও
পীরিতি বুঝিতে নার। ১০
মথুরা নগরের যত নাগরীর
পীরিতের ধর ধার ॥
শুন গিরিধারী মথুরা-বিহারী
নারী-বধে নাহি ভয়।
পীরিতি করিয়ে তোমারে ভজিলে ১৫
শেষে কি এই দশা হয় ॥
পীরিতি করিলে কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন দয়াহীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে ॥ ২০
সোই রসিকতা পীরিতি মমতা
মমতা হইলে রাখে।
পীরিতি রতন রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে ॥
পীরিতির দায় প্রাণ ছাড়া যায় ২৫
পীরিতি ছাড়িতে নারে।

পীরিতি-রসের পসরা তা কি
রাখালে বহিতে পারে॥
যে জনা রসিক রসে ঢর ঢর
মরমী যে জন হয়। ৩০
হেরে রে রে করে ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয়॥
রসিকের রীতি সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে রাধার গঞ্জনা ৩৫
সুধা সম কানু মানে॥

৩৫। গঞ্জনা...ভৎর্সনা—পাঠান্তর।

১৩১

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু। ৫
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয়-সখীগণ দেখে প্রাণসম ১০
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুঁহু বাঢ়াইলি
অব টুটায়ব কে॥ ১৫
তোহারি গরবে গরবিনী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পীরিতি কিসের সুখ॥

২। তোমা উপেখিয়া যে সুখে গোঙাইনু—পাঠান্তর।

১৩২

ভূপালী।

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। ৫
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোড়ে॥ ১০
এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। ১৫
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

১৩৩

রামকেলী।

বঁধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম যেখানে রাখিব সেখানে
হেন মোর মনে করে॥
লোক হাসি হউ যায় জাতি যাউ
তবু না ছাড়িয়া দিব।

তুমি গেলে যদি শুন গুণনিধি
আর কোথা তুয়া পাব ॥
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে
থুইতে সোয়াস্তি নাই।
এখন মরণ দশা উপজল ১০
জুড়াব কোন বা ঠাঁই ॥
কাহারে কহিব কেবা পিত্যাইব
আমার যাতনা যত।
তোমার কারণে এতেক সহিয়ে
নহে পরমাদ হত ॥ ১৫
রাধার বচন শুনি সুনাগর
গদ গদ ভেলা দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ
মরমে বেঁধেছি লেহা ॥
চণ্ডীদাস কয় দুঁহু এক হয় ২০
ইহার না হয় ভিন্ন।
বিহি সে বসিয়া দুঁহু মিশাইয়া
গড়ল একই তনু ॥

১২। পিত্যাইব...বিশ্বাস করিবে।

১৩৪
কামোদ।

বন্ধু, কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ গুণের সাগর
রূপের নাহিক সীমা। ৫
গুণে গুণবতী বেন্ধেছ পীরিতি
অখল ব্রজের রামা ॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইয়াছি।
যে কর সে কর তোমার বড়াই ১০
এ দেহ সঁপিয়াছি ॥

আনের আনেক আছে কত জন
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটি চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইনু আমি ॥ ১৫
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
রাধারে না হও বাম।
লোকমুখে শুনি তোমার মহিমা
সরল পঙ্কর নাম ॥ (?)

১৩৫
সিন্ধুড়া।

তোমার পীরিতি কি জানি ভকতি
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পীরিতি করিনু
পরিণামে হল জ্বালা ॥
অবলা জনের দোষ না লইবে ৫
তিলে কত হয়ে দোষ।
তুমি দয়া করি কৃপা না ছাড়িহ
মোরে না করিহ রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ শকতি
সকল সহিতে হয়। ১০
কুলের কামিনী লেহ বাড়াইয়া
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
তিলেক না দেখি ও চাঁদবদনে
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া ১৫
চণ্ডীদাস আছে সাখী ॥

১৩৬
গড়া।

বঁধু, তুমি নিদারুণ নয়ে।
তোমার কারণে এত পরমাদ
নিশ্চয় কহিলাম কয়ে ॥

বেদন কহিব কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ। ৫
যেমন আমার ফাটিয়া পড়য়ে
এমতি ঝুরয়ে বুক॥
যদি কোনখানে কান্দি লোকস্থানে
শাশুড়ী ননদী তারা।
শ্যাম-নাম বলি কান্দে কলঙ্কিনী ১০
এমতি তাহার ধারা॥
হেন করে মন শুনি কুবচন
গরল ভখিয়া মরি।
তার নাহি দায় শুন শ্যামরায়
তোমারে ছাড়িতে নারি॥ ১৫
তোমা হেন ধন ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
আর কোথা গেলে পাব॥

১৪-১৫। মরিতে কোন কষ্ট নাই। তবে দুঃখ এই যে, মরিয়া যে তোমাকে ছাড়িতে হইবে।

১৩৭

ঐ।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণপতি হইও তুমি॥
বহু পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি। ৫
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঁই সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে ১০
অধিক করিয়া মানি॥
আনের আছয়ে আন জন কত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইয়াছি আমি॥ ১৫
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গৌরব বাসি।
তোমার কারণে এত না সহিয়ে
দুকুলে হইল হাসি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন সুনাগর ২০
রাধার আরতি রাখ।
পীরিতি-রসের চূড়ামণি হয়ে
রসেতে রসিয়া রাখ॥

৩। পতি…বন্ধু— … পাঠান্তর।
৪। বহু…অনেক … ”
৮। নিধি…ধনে … ”
১৬। গরবিত…গরবেতে … ”
১৭। গৌরব…গরল … ”
১৮। এত না সহিয়ে গোকুল নগরে … ”
২০-২৩। চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পীরিতি-রসের চূড়ামণি হয়ে
সদাই অন্তরে থাক॥—পাঠান্তর।

১৩৮

ধানশী।

রাই কহে শুন কে জানে পীরিতি
আরতি রসের লেহ।
আন কে বা জানে রসের মাধুরী
বুঝিতে পারয়ে কেহ॥
পীরিতি আঁখরে যে জন পূরিত ৫
কিছু কিছু জানে সেহ।

রসের রসিক রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে সেহ ॥
কোন কুলরামা পীরিতি না জানে
সে জন আছয়ে ভাল। ১০
মুঁই সে পীরিতি করিয়া পশিনু
এ দেহ হইল কাল ॥
কায় মন চিতে ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লয়েছে রাধা।
এ হেন সুখের ঘর বান্ধিয়াছি ১৫
তাহা কেন কর বাধা ॥
অনেক যতনে পীরিতি রতন
ভাঙ্গিতে তিলেক পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে এমন পীরিতি
শুনিতে জগৎ বশ।
দোঁহে সে জানয়ে দোঁহার তত্ত্ব
আন কে জানয়ে রস ॥

———

৭৩৯
সুহই।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি। ৫
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই ১০
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥ ১৫
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি ২০
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

৬-৭। জাতি কুল শীল সকল মজাঞা
হইনু তোমার দাসী ॥—পাঠান্তর।
১৬-২৩। অবলা অখলে না ঠেল চরণে
ত্রুটির নাহিক ওর।
অবলার ত্রুটি যদি হয় কোটি
ক্ষমিতে উচিত তোর ॥
গলায় বসন করি নিবেদন
শুন হে রসিক রায়।
চণ্ডীদাস কহে অনুগত জনে
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
—পাঠান্তর।

———

৭৪০
সুহই।

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ ॥

বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন ১০
না পেলাম নবীন শ্যাম ॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥ ১৫

৭৪১

সুহই।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি। ৫
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজ পুরে।
সখীর আদরে পরাণ বিদরে ১০
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥ ১৫
চণ্ডীদাসে বলে শুন হে সকলে
বিনয়-বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার ॥

৭৪২

সুহই।

বঁধু, কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা। ৫
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব ১০
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পীরিতি কেমন জ্বালা ॥ ১৫

৭৪৩

সুহই।

শুন সুনাগর করি জোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পারিতিখানি ॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি ৫
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণতলে ॥
তিন হি আঁখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি। ১০
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি ॥

তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে ১৫
বিমুখ না হও তুমি॥

১৪৪
ধানশী।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়ে মোর কলঙ্ক অপার॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হৈলাম তোমার লাগিয়া॥
নবরে নবরে নব নবঘন-শ্যাম। ৫
তোমার পীরিতিখানি অতি অনুপাম॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি আমার প্রাণ-বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥ ১০
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যামধন।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥

১৪৫
সুহই।

বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে
তুমি সে পরশ-মণি।
ও অঙ্গ-পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি॥
তুমি রস-শিরোমণি হে ৫
বঁধু, তুমি রস-শিরোমণি।
(মোরা) অবলা অখলা আহিরিণী বালা
তো সেবা নাহি জানি॥
তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে
সুবল-বেশ ধরি হে। ১০
(এক) তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥
অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন
(আমি) হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া ১৫
নয়ান মুদিয়া থাকি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুঁহু সে পীরিতি জান হে।
বঁধু সে তোমার এক কলেবর
দুঁহু সে এক প্রাণ হে॥ ২০

১৪৬
সুহই।

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন। ৫
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পীরিতি-রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি ১০
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥ ১৫
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

১৪৭

সুহই।

অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন ৫
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর অধিকার কার
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে ফল না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে। ১০
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম পায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবন মরণে ১৫
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥

১৪৮

সুহই।

বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার। ৫
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি শত হয় কোটি ১০
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
না ঠেলিহ বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর ॥ ১৫
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি ॥

১৪৯

সুহই।

শ্যাম-সুন্দর শরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর ৫
শ্যাম-শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম-দাসী হল রাধা ॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি। ১০
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

১৫০

কামোদ।

ঈষৎ হাসিয়া রাই পানে চেয়ে
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মহিমা চাতুরী * * *
ইহা কে জানয়ে আন॥
পরম দুর্লভ আনন্দ কৈশোর ৫
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল। ১০
গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি গান।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব ১৫
মনেতে নাহিক আন॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসেন কতি।
এ রস-চাতুরী কি বা বুঝিব
কার আছে এত গতি॥ ২০

১৫১

কানড়া।

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি। ৫
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥
বর্ণ বর্ণ ভেদ রস চারু বেদ
ভেদ আছে নয় রস।
চারু সে পল্লব ছয় ছয় গুণ ১০
ইহা কি আনের বশ॥
নবর্ত্তক(?) রতি আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয়।
তর তম করি রসিক বুঝিলে
সিদ্ধি সাধনে কয়॥ ১৫
বৃজ বৃজ পুর ব্রজের মহিমা
তুমি সে ইহাতে রতি।
আট আট গুণ তটস্থ হইলে
বুঝিতে পারয়ে রীতি॥
চণ্ডীদাস কহে এই সে মাধুরী ২০
ব্রজেশ্বরী প্রিয় রাধা।
অসীম চাতুরী দোঁহার পীরিতি
প্রেমসুধা-রসে বাঁধা॥

১৫২

করুণা-বড়ারি।

তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ সে নারিয়াছে।
ভব বিরিঞ্চির তার অগোচর
কেহ সে জানিয়াছে॥
কত শত শত ভাব অনুরত ৫
যে জন মজিয়া থাকে।
কোটিক গুটিক কোন একখানে
রসিক পাইয়া থাকে॥
রসে রস পূরি প্রেমের গাগরি
সায়রে খুজিলে পাবে। ১০

* * * * * * *

নয় গুণ যারে লবে ॥

এ তিন তটস্থ এ তিন বেকত

শত গুণ যাতে বসি।

তর তম করি বিচার করিলে ১৫

সেই এর অভিলাষী ॥

চণ্ডীদাস কহে গুণে গুণ মিশি

এ তিন বস্তু সাধে।

আছে এক রতি তাহে নাহি গতি

এ কথা বুঝিতে সাদে ॥ ২০

৭৫৩

সুহই।

রাই, তুমি সে আমার গতি।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আমার স্থিতি ॥

নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে

মুরলী লইয়া করে। ৫

যমুনা-সিনানে তোমার কারণে

বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে

কদম্ব-তলাতে থাকি।

শুনহ কিশোরি চারি দেখি হেরি ১০

যেমত চাতক পাখী ॥

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী

সদাই ভাবনা মোর।

করি অনুমান সদা করি গান

তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥ ১৫

চণ্ডীদাস কহে ঐছন পীরিতি

জগতে আর কি হয়।

এমন পীরিতি না দেখি কখন

কখন হবার নয় ॥

৪। নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে।...পাঠান্তর।

৭। বসিয়া থাকিয়ে ছলে। ... ... "

১২-১৫। তোমার মুরতি রাধা রূপখানি

হৃদয়ে বান্ধিয়াছি।

করে করে সদা তোমা নিজ মন্ত্র

উহাই জপিতেছি ॥ ... পাঠান্তর।

১৬-১৯। চণ্ডীদাস কহে হেন কি পীরিতি

জগতে আর কি হয়।

এমন আরতি নাহি দেখি কতি

ইহা না কহিলে নয় ॥ ... পাঠান্তর।

৭৫৪

সুহই।

আর এক বাণী শুন বিনোদিনি

দয়া না ছাড়িও মোরে।

ভজন সাধন কিছুই না জানি

সদাই ভাবি হে তোরে ॥

ভজন সাধন করে যেই জন ৫

তাহারে সদয় বিধি।

আমার ভজন তোমার চরণ

তুমি রসময় নিধি ॥

ধাওত পীরিতি মদন বেয়াধি

তনু মন হল ভোর। ১০

সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিয়া

এই দশা হইল মোর ॥

নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি

পরাণে মরিলাম আমি।

রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে ১৫

অমর করহ তুমি ॥

যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার ॥ ২০
বিপদ পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর ॥

১৫৫
সুহই।

জগতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইনু গোকুল পুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে। ৫
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাইয়া করিতে নারি শেষ ॥
গঞ্জন-বচন তোর শুনি সুখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়নে দেখি ১০
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত পীরিতি করিনু কত
সে পীরিতে না পূরল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু স্বতন্ত্র না হইল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥ ১৫

১৫৬
শ্রী।

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
সকলে রাধারে দেখি।
শয়নে ভোজনে গমনে রাধিকা
রাধিকা সদাই মতি ॥
প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা ৫
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়। ১০
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা
সর্ব্বত্র রাধিকা ময় ॥
শ্যামের বচন আরতি ভকতি
শুনি রসময়ী রাধা।
চণ্ডীদাস বলে এমন পীরিতি ১৫
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা ॥

১৫৭
সুহই।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ানতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা ৫
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হল আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে। ১০
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার পীরিতি ১৫
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥

১৫৮

সুহই।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী ৫
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে॥
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা। ১০
দেখো হে কিশোরি অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে ১৫
বিফল ভজন তার॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
ভিতল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে নবীন কিশোরী
বঁধুরে করিল কোলে॥ ২০

———

১৫৯

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়ান-তারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা॥
রাধে, ভিন না ভাবিহ তুমি। ৫
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি ১০
সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই॥ ১৫

———

১৬০

কাফি।

শুন সুনাগরী রাই।
তোমার মহিমা এ রস-চাতুরী
সদা মুরলীতে গাই॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিশি দিশি জপি। ৫
রাধা নাম দুটি প্রেমের অঙ্কুর
আপন হৃদয়ে রোপি॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
যেন সে চাঁদের চকোর লালসে ১০
সদাই বসিয়া থাকি॥
তেন মোর মন লুবধ চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাতী অঙ্কুশ না মানে
পিত চাহে রস রোষে॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর
আনে কি জানয়ে লেহা।
দুঁহু সে জানয়ে দোঁহার মহিমা
আনে কি জানয়ে ইহা॥

———

১৬১

কাফি।

তোমার বরণ অতি অনুপম
যে দিন না দেখি তোয়।
তুমি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি রোয়॥
তোমার বেণীর চাঁচর চিকুর ৫
যদি বা পড়য়ে মনে।
কাল জাদখানি এলাইয়ে দেখি
আপন মনের সনে॥
যবে পড়ে মনে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-শশী। ১০
তার পানে চেয়ে তারে নিরখিয়ে
তবে নিবারণ বাসি॥
তোমার নয়ন চঞ্চল সঘন
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে পূরে মন দেখি নিবারণ ১৫
খঞ্জন পাখীর সনে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে লয়ে
শুন রসময় কানু।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কাসনে (?) মনে॥ ২০

১৬২

কানড়া।

রাধা বিনে আর আন নাহি ভায়
দেখি সে রাধার রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া রসের কূপ॥
তবে সে জুড়ায় দেখিয়া বরণ ৫
মদন মোহিত মানি।
তবে সে জুড়ায়ে চপল পরাণ
সফল করিয়া জানি॥
তোমা হেন ধন থোব কোনখানে
শুনহ সুন্দরী রাই। ১০
নিশি দিশি তোমা ধিয়াই অন্তরে
আন কিছু মনে নাই॥
স্বপনে নিশিতে ঘুমাই যখন
তোমারে দেখিয়ে থাকি।
নিঁদে অচেতন দেখিতে দেখিতে ১৫
তখনি মিলয়ে আঁখি॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন
কখন ইহাই নয়।
তখনি উঠিয়া বিরলে যাইয়া
অধিক ঘোষণা হয়॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে ঐছন পীরিতি
জগতে পূরিত ভেল।
দোঁহার পীরিতি আরতি শুনিতে
সবে আনন্দিত ভেল॥

১৬৩

ঐ।

রাই বিনে মনে সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায়ে আঁখি।
তোরে রসমই যবে নাহি দেখি
মরমে মরিয়া থাকি॥
তোমার পীরিতি সুখের আরতি ৫
তো বিনে নাহিক আন।
তুয়া সাধে রাধে পীতের বসন
পরিয়ে করিয়ে গান॥
তোমার মহিমা ও সুখ গরিমা
রাধার আঁখর দুটি। ১০

হামারি মন্ত্রে করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি ॥
রাধা বিনে যত সে সব নৈরাশ
আশবাস তুয়া পাশ।
তুমি মন্ত্র তন্ত্র তুমি সুধাকর ১৫
তুমি উপাসনা বাস ॥
চণ্ডীদাস বলে বড় অদভুত
দোঁহার মহিমা রীত।
কেবা ইহা তত্ত্ব বুঝিব বেকত
যার আছে রসে চিত ॥ ২০

১৪। আশবাস—আশ্বাস।

দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিতে
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে ভাব রাত্রি দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে ॥ ২০
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক-ঝিয়ারি
রামিণী নাম যাহার ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ২৫
শুন হে দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত ॥

রাগাত্মিক পদ।

১৩৪

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া ৫
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে। ১০
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যুজিতে ১৫
সহজের এই রীতি ॥

১৩৫

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন-কথা ॥
সাতাশি উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়। ৫
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয় ॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিব মোরে ॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি ॥ ১০
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে ॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়। ১৫
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ॥

সামান্য রসকে কি রস যাজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥ ২০
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥

১৬৬

বাশুলী কহিছে শুন হে দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন-বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়। ৫
কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আঁখরে সাধিবে তিনে।
একত্র করিয়া আপন মনে॥ ১০
রতির আকৃতি আসক রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটি আঁখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আঁখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি। ১৫
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আঁখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত পার॥ ২০

১৬৭

এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে। ৫
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥ ১০
বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ। ১৫
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহিছে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা না হয়॥ ২০

১৬৮

স্বরূপে অরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে জিজ্ঞাস গে করজোড়ে
রামী কহে শৃঙ্গার সাধন॥
চণ্ডীদাস করজোড়ে বাশুলীর পায় ধরে ৫
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥
হাসিয়ে বাশুলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে। ১০
সে গ্রামে দেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥

সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকাস্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু ১৫
তার সনে দাস অভিমান ॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা কহিলে সাধন-কথা
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন-গুরু সেই রসের কল্পতরু
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল ॥ ২০

৭৬৯

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা। ৫
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী-রূপ কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম ১০
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

৭৭০

এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ ৫
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ। ১০
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগবাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পর্ব্বত ১৫
তুমি সে নয়ানের তারা ॥
তোমা বিনে মোর সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥ ২০
ও রূপমাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস ॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে ২৫
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী-চরণ সার ॥

৭৭১

পুন আর বার আসি তরাতর
বাশুলী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী ৫
এ কথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন-সার ॥
চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর। ১০

অবশ্য করিলে নিত্যধামে যাবে
আমার বচন ধর ॥
নেত্রে বেদ দিয়া সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া নরকে যাইবা ১৫
ভজন নাহিক হবে ॥
আর তিন দিয়া বেদে মিশাইয়া
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে ভাব রাত্রি দিনে
মম পদ সদা ভজ ॥ ২০
ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি দিনে
সহজ পাইবে তবে ॥
আর এক বাণী শুনহ রামিণী ২৫
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে ॥

১১২

কহিছে রজকিনী রামী শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥
আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমারে কই ৫
রমণকালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন তোমার রতি ধ্যান
তেঁই সে তোমায় গুরু করি মানি ॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয়-রস-ঘরে। ১০
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে ॥
সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা-মাধব সঙ্গে আনন্দে কৌতুক রঙ্গে ১৫
জনমে মরণে তুয়া পাব ॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু ভজন না হয় কভু
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥ ২০

১১৩

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কলপতরু ॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে ॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে। ৫
দয়া না ছাড়িহ কখন মোরে ॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি ॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব ॥ ১০
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি ॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
একদেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে ॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা। ১৫
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা ॥

১১৪

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য ॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে ॥

নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা ॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে ॥ ১০
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই ॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাস কহে রসের রতি ॥

৭৭৫

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে ॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঙ্ক মণি। ৫
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী ॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে ॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হৈলে হয় গরলের সিন্ধু ॥ ১০
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলের বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই ॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে ॥
নিশিযোগে শুক শারী সেই কথা কয়। ১৫
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায় ॥

৭৭৬

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব-রস-সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা। ৫
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোর কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন ॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥ ১০
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে ॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥

৭৭৭

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয় ॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে। ৫
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে ॥
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে ১০
তাহাতে ডুবিয়া থাকে ॥
সেই রস পান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায় ॥ ১৫
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।

রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

১১৮

রসিক নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মূরতি রসের বাণ।
রসে ডুবুঁ করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে। ৫
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস॥

১১৯

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥
স্থলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি ৫
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে সে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক জোটন বিন হি কখন
না হয় পুরুষ নারী। ১০
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে অধিক সুখহি ১৫
তা নাকি পুরুষে পায়ে॥
দুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয়॥ ২
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পীরিতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া ২৫
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস ভণি
রূপনারায়ণ সঙ্গে। ৩০
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

১৮০

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুর্য্য দেখিতে না পাই ৫
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরিচিয়া
তরাসে আছাড় খায়। ১০
আছাড় খাইয়া করে ছটফট্
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে ১৫
মরণ বাঁটিয়া লেই॥

বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি করে ছট্‌ফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥ ২০

১৮১

প্রেমের যাজন শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস ॥
তাহা হইলে মন বায়ু সে ৫
আপনি হইবে বশ।
তাহা হৈলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ ॥
বেদবিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে। ১০
ব্রজের নিত্যধন পায় সেই জন
তাহার উপর কে ॥
সদানন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগল কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার নয়ন-গোচর ১৫
জানয়ে রসের কূপ ॥
চণ্ডীদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দ ভোরা।
নয়নে নয়নে থাকে দুই জনে
যেন জীয়স্তে মরা ॥ ২০

১৮২

শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গভীর
উপরে শেহালা দল ॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে ৫
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে। ১০
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে ১৫
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগৎ তরায়
তাহাকে তরাবে কে ॥ ২০
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

১৮৩

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিব তায়।
পীরিতি রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে, পীরিতি বিষম বড়। ৫
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পীরিতি দড় ॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীত।

মধু পান করি উড়িয়ে পলায় ১০
এমতি তাহার রীত ॥
বিধুর সহিত কুমুদ পীরিতি
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে সুজনে পীরিতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে ॥ ১৫
সুজনে কুজনে পীরিতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে যে করে পীরিতি
তাহারে বাসিব পর ॥
মরমে মরমে জীবনে মরণে ২০
জীয়স্তে মরিল যারা।
নিতুই নূতন পীরিতি রতন
যতনে রাখিল তারা ॥
আপন পীরিতি সুজন বাঁধিতে
সুজনে পীরিতে আশ। ২৫
ও যেন মো বিনে মজল অমনি
এমতি দোহার ভাব ॥
সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে নিছনি লইয়া ৩০
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

২৮-৩১। সুজনে সুজনে অনন্ত পীরিতি
শুনিয়া যে করে আশ।
তাহার নিছনি দিয়ে ত পরাণী
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ... পাঠান্তর।

১৮৪

শুন গো সজনি আমার বাত।
পীরিতি করবি সুজন সাত ॥
সুজন পীরিতি পরাণ রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টোট ॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার। ৫
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি ॥

১৮৫

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পীরিতি বলিব তারে ॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত ॥
এখানে সেখানে এক হইলে। ৫
সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত ॥ ১০

১৮৬

পীরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।
সাধন অঙ্গ না পায় সে ॥
প্রেমের পীরিতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয় ॥
রাগ সাধনের এমনি রীত। ৫
সে পথী জনার তেমতি চিত ॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে ॥
আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মুট উঠাইল জানিল মান ॥ ১০

৮। সাধ যে...সাহস—পাঠান্তর।
৯-১০। আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান।
দাউ উঠাইল যেমন মান ॥ .... পাঠান্তর।

১৮৭

প্রেমের পীরিতি কিসে উপজিল
প্রেম সে বলিব কারে।
কেবা কোথা পাইল কেবা সে দেখিল
এ কথা বলিব কারে ॥
পাতের ফুলে ফুলের কিরণ ৫
তাহার মাঝারে যেই।
তাহাতে অনেক যতনে নিঙ্গাড়ে
যুবক রসিক সেই ॥
প্রেমের চাতুরি চতুর হইয়া
তিনের কাছেতে থাকে। ১০
চারিটি আখর হরিতে পুরিতে
তাহে যেবা বাকি থাকে ॥
তাহার বাকিতে প্রেমের আখর
পীরিতি আখর জড়।
সকল আখর জড় করি দেখ ১৫
প্রেমের আখর দড় ॥
ছয়টি আখর মূল করি দেখ
তাহার ঘুচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে এ কথা বুঝিবে
রসিক হইবে যেই ॥ ২০

২। প্রেমাধারে নিব কারে। ... পাঠান্তর।
৩। পাইল—হইল ... ... ,,
৪। কারে—তারে ... ... ,,
৫-৬। পাতের ফুলে ভ্রমরা বুলে
ফুলের কিরণ যেই। ... ... ,,
৭। তাহাতে—কথাটি ... ... ,,

১৮৮

পীরিতি উপরে পীরিতি বৈসয়ে
তাহার উপরে ভাব।
ভাবের উপরে ভাবের বসতি
তাহার উপরে লাভ ॥
প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান ৫
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে রসের স্থান
এ সুখ জানয়ে যারা ॥
ফলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ। ১০
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্দ ॥
ফুলের উপরে ফলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপর ঢেউর বসতি ১৫
এ কথা জানয়ে কেউ ॥
দুয়ের উপরে দুয়ের বসতি
কেহ কেহ কিছু জানে।
তাহার উপরে পীরিতি বৈসয়ে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০

৫। প্রেমের—ভাবের ... ... পাঠান্তর।
৭-৮। (ক) ধারার উপরে ধারার বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা।
(খ) ধারার উপরে রসের স্থান
এমন জানিয়ে যোরা ॥ ... পাঠান্তর।
৯। ফলের...ফুলের ... ... ,,
১৭-১৮। দুখের উপরে দুখের বসতি
কেহ কিছু ইহা জানে ॥ ... ,,
১৯। উপরে—মাঝারে ... ... ,,

১৮৯

ধরণী উপরে ধরিবে চারি।
তবে সে চিনিবে দুগধ বারি ॥
রাজ রূপা চিনিবে পার।
কুটিল চিনিবে কোন উপায় ॥

আগেতে কহে মধুর বাণী। ৫
পরের হৃদয় পাতিয়া আনি ॥
আপন আশা পরকে দেই।
চণ্ডীদাস কহে কুটিল সেই ॥

৭১০

ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়
তাহার উপরে ভাব।
ফুলের মধু চাঁপার পাখড়ি
গন্ধেতে দিল লাভ ॥
বড় বড় জন রসিক কহয়ে ৫
রসিক কেহ ত নয়।
তর তম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয় ॥
কোন রসে কোন রসের উদয়
কোন সুখে কোন সুখ। ১০
তাহার মাধুরী পশিয়া না পিয়ে
এ বড় মনের দুখ ॥
সবার উপরে কি বা সে ঝামরু
তাহার উপরে কে।
ও রূপ দেখিয়ে মরম করয়ে ১৫
রসিক কহায় সে ॥
মৃত্তিকা উপরে আর এক মেওয়া
তাহার উপরে সুধা।
সুধার উপরে যে মিষ্টতা আছে
বসি ধনী পিয়ে জুদা ॥ ২০

* * * *

৭১১

সতের সঙ্গে পীরিতি করিলে
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায় ॥
সোনার ভিতরে তামার বসতি ৫
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে বৈদিগ থাকিলে
রসিক নাহিক দেখি ॥
রসিকের প্রাণ যেমতি করয়ে
এমতি কহিব কারে। ১০
টলিয়া না টলে এমতি বুঝায়ে
মরম কহিব তারে ॥
এমতি করণ যাহার দেখিব
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয় জনমে জনমে ১৫
হয়ে রব তার দাসী ॥

৭১২

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিয়ে কায়।
কেমন বরণ কিসের গঠন
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দসুত কহিতে লাগিল ৫
শুন বৃকভানু-ঝি।
সহজ পীরিতি কোথা তার স্থিতি
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনলের আলস ক্ষীরোদ সায়র
প্রেমবিন্দু উপজিল। ১০
গন্ধ পদ্ম হয়ে কামের সহিতে
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরি জিনিয়া বরণ যাহার
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে করয়ে উদয় ১৫
সে অঙ্গ করয়ে তার ॥

এমতি আচার ভজন যে করে
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে ইহার উপরে
আর দেখ কিছু নাই॥ ২০

১১৩

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে ৫
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে। ১০
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন ১৫
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥ ২০
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ ২৫
শুন লো রজক-ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥
রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা। ৩০
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

১১৪

সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে। ৫
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে পাইবে মরম-ব্যথা॥ ১০

১১৫

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পীরিতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥
পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর ৫
জানিবে ভজন-সার।
রাগ-মার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার॥
মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ। ১০
তাহার উপরে পীরিতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥

রসের পীরিতি রসিক জানয়ে
রস উগারিল কে।
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া ১৫
গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পীরিতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥ ২০
পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর
পীরিতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান ২৫
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়। ৩০
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

১১৬

সাধন শরণ এ বড় কঠিন
বড়ই বিষম দায়।
নব সাধুসঙ্গ যদি হয় ভঙ্গ
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ নিবৃত্তি সভে দূর গতি ৫
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি হয় দিবা রাতি
হয় সে তাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত সবে দূরগত
সদ্গুরু আশ্রয়ে হবে। ১০
রতি আস্বাদন করহ যতন
সখীর সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতি ক্ষয় কূপত রতি হয়
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাস কয় বিনা দুঃখে নয় ১৫
কিশোরী চরণ দেখে॥

১১৭

কাতরা অধিকা দেখিয়া রাধিকা
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনী ব্যাকুল হইলে
ধরম সরম যায়॥
ধনি, কহব তোমার ঠাঁই। ৫
পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাই॥
যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পূরবমুখে।
গোপন পীরিতি গোপনে রাখিবি ১০
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পীরিতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥ ১৫
যে জন চতুর সুমেরু-শিখর
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥
পীরিতি যা সনে আদর সে ধনে ২০
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ বাঁটিয়া দেওবি
বাহিরে বাচিবি পর॥

বেদ বেদান্তর না করিবি বিচার
না লৈবি বেদে বিরস। ২৫
হইবি সতী না হবি অসতী
না হইবি কাহার বশ ॥
হইবি কুলটা কুল ত্যজিবি
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি ৩০
সপতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুইবি
সম দুখ সুখ ক্লেশ ॥ ৩৫
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ি ॥

৭৯৮

মরম কহিতে ধরম না রয়
নাহি বেদবিধি রস।
সতী যে হইবে আগুনি খাইবে
না হবে অন্যের বশ ॥
যে জন যুবতী কুলবতী সতী ৫
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয়-মাঝারে নায়ক লুকায়ে
ভবনদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে কুল না ছাড়িবে
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি। ১০
পাইয়া কাম রতি হবে অন্য পতি
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব জল না ছুইব
এলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব নীরে না ভিতিব ১৫
নাহি সুখ দুখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥ ২০
অন্যের পরশে সিনান করিব
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস এ বড় উল্লাস
থাকিব যুবতীমাঝে ॥

৭৯৯

হইলে সুজাতি পুরুষের রীতি
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় হইলে সিদ্ধ রতি মিলে
কখন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা হইলে রসিকা ৫
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায় স্বজাতি ধরায়
যেমন কাচ-পোকা করে ॥
সহজ করণ রতি নিরূপণ
যে জন পরীক্ষা জানে। ১০
সেই ত রসিক হয় ব্যবসিক
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৮০০

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি ॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস। ৫
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ ॥

কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাব-ভেদে এই হয় চব্বিশ রস-রীতি ॥
পূর্ণ চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥ ১০
এই সব নাম-ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাসে কহে রস-ভেদ এক পাত্রে ॥

৮০১

প্রবর্ত্ত দেহের সাধন করিলে কোন বরণ হব।
কোন কর্ম্ম যাজন করিলে কোন বৃন্দাবনে যাব ॥
নব বৃন্দাবন নব নাম হয় সকল আনন্দময়।
কোন বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে মিলিত হইয়া রয় ॥
কোন বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরু-লতা চারি পাশে। ৫
কোন বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
কোন বৃন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।
কোন বৃন্দাবনে বিকসিত পদ্ম ভ্রমরা পশিছে তায় ॥
গোপতের পথ না হয় বেকত রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে সেই সে মরম জানে ॥১০
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম ছি নীচ সহ ব্যবহার ॥

৮০২

নায়িকা-সাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ করিতে হয় ॥
সে কালে রমণ অতি নিত্য করণ ৫
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ রতির গঠন
তখন দেখিতে পাবে ॥
সে রতি-সাধন করেন যে জন
সেই সে রসিক সার। ১০
ভ্রমর হইয়া সন্ধান পূরিয়া
মরম বুঝয়ে তার ॥
তাহার উপর জলদ-বরণ
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি কাহার শকতি ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

৮০৩

সজনি, শুন গো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে সে সব বচনে
কহিতে বাসিবেক লাজ ॥
কমল উপরে জলের বসতি
তাহাতে বসিল তারা। ৫
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
পরাণে হানিছে হারা ॥
সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
ভ্রমর ধরি ফুল।
তাহাদের অাহাদের রসিক মানুষ ১০
হারায়েছে জাতি কুল ॥
হরিণ দেখিয়া বেয়াধ পলায়
কমল গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে আলসের বসতি
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র ॥ ১৫
সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল
এ কথা বুঝিবে কে।
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পারিবে সে ॥

৮০৪

সে কেমন যুবতী কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
ভবনদী হয় পার ॥
ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী ৫
নায়কে বাচিয়া লবে।
তার অবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ-ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সেবা কোন গুণে হয়। ১০
সাতের বাড়ীতে পাষাণ পড়িলে
পরশ-পাষাণ হয়।
সাতের বাড়ীতে ক্ষীরোদ নদী
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে স্থাপন করিলে ১৫
হয় রজনী মনত যোগ ॥
রমণ ও রমণী তারা দুই জন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তারে ॥ ২০
মনের আগুন উঠিছে দ্বিগুণ
তোলা পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে ধন্য সে নারী
ভলাটে নাহিক আর ॥

৮০৫

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষামৃতে একত্র রয় ॥
যেমন দীপিকা উজরে অধিকা ৫
ভিতরে অনল-শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে। ১০
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

৮০৬

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি ॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
সাক্ষাৎ নহিলে কিছুই নয়। ৫
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥

৮০৭

রাগের ভজন শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগমেতে লোভ বাড়ে চিতে
সে সব গ্রহণ করে ॥
ছাড়িতে বিষম তাহার করণ ৫
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব অলৌকিক সব
লৌকিকে কেমনে করে ॥

করিয়া গ্রহণ না করে যাজন
সে কেন সাধনা করে। ১০
বুঝিতে না পারে আনাগোনা করে
ফাঁফরে পড়িয়া মরে॥
তার এ কুল ও কুল দুকুল গেল
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয় সে দেব নয় ১৫
তাহারে তরাবে কে॥

৫-৮। যজিতে বিষম করণ তাহার
আচার বিষম বড়।
দেখিয়া শুনিয়া মায়াতে ভুলিয়া
করিতে না পারে দিঢ়॥...পাঠান্তর।

৮০৮

এমন মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটি দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ নগরে তাহার বাস॥
প্রেম-সরোবরে দুইটি ধারা। ৫
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক যুগল দেখে॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥ ১০
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এ রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকি॥

৮০৯

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে কার্য্যসিদ্ধি
কেমনে সাধকে কয়॥
কে বা অনুগত কাহার সহিত ৫
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত মঞ্জরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি আটটা আখর
তিনের জনম তায়। ১০
এগার আখরে মূল বস্তু জানিলে
একটি আখর হয়॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই॥ ১৫

৮১০

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন করিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণকুম্ভ যৈছে সবে পাতে ঢালি। ৫
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃতধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃতধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥ ১০
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

৮১১

বৃষ্টির কারণ রবির কিরণ
যেমন জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে শুষ্ক করয়ে তারে
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে॥

পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি ৫
যে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরই যুতে নায়িকার রীতে
যেমতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ-সিংহেতে পদ্মিনী নারীতে
যে সাধন উপজয়। ১০
স্বজাতি অনুগা সোনাতে সোহাগা
পাইলে গলিয়া যায়॥
যে জাতি যুবতী সাধিতে সে রতি
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমন পুষ্প হয় ক্ষত ১৫
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমতি নারী হীনজাতি
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে মরে ঘুরে ফিরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ২০

৮১২

আমার পরাণ- পুথলি লইয়া
নাগর করয়ে পূজা।
নাগর পরাণ- পুথলি আমার
হৃদয়মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ আনে করে চুরি ৫
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম দুর্গম সুগম
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী অনন্ত অবধি
এ সাত যে দেশে নাই। ১০
সে দেশে তাহার বসতি নগর
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সম্বরণ করে যেই জন
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন জীয়াইতে পারে ১৫
অমৃত-রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজিকর।
এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর॥ ২০
দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত ভুবনে বেকত
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার দেখিব যাহার ২৫
তাহার চরণ সার।
মন-সূতা দিয়া তাহার চরণ
গাঁথিয়া পড়িব হার॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
কাঁচা পাকা দুই ফল। ৩০
যে ফল লইবে সে ফল পাইবে
তেমতি তাহা বিরল॥

৮১৩

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চ ভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয় ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক্ চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহদ্ভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥ ১০
কিবা কারিকরের আজ্ঞা কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি॥

সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপূর পরমশিবের স্থল ॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষি। ১৫
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃৎপদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥ ২০
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটি ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহমধ্যেতে আছয়। ২৫
মতান্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥
সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য-বস্তুর আধার হয় ॥
ষট্‌চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥ ৩০
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যে স্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে ॥
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর। ৩৫
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাড়ীর ভিতরে সমান করে সমাধান ॥ ৪০
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক ॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ্‌নাভি-পদ্মের আশ্রয়। ৪৫
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয় ॥
রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে ॥

৮১৪

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয় ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে। ৫
বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে ॥
সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধি যোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয় ॥

৮১৫

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন ॥
দুইটি আখরে সদা পীরিতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি ॥
নিজ্জন কাননে আছয়ে ঘর। ৫
দুইটি আখর পাঁচের পর ॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে ॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপনকালে ॥ ১০
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীতভাত জন ভয়ে পলায় ॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি ॥
অষ্ট আখর একত্র যবে। ১৫
কনক আসন জানিবে তবে ॥

পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥

৮১৬

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয় ॥
সেই ইষ্টে যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই জন লোক-ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ ॥
কায়-মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন। ৫
সেই ত কারণে উপজয়ে প্রেম ধন ॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে ॥

৮১৭

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম করে আচরণ
এ বড় বিষম দায় ॥
না জানি ধরম না জানি মরম ৫
আচরিতে করে আশ।
ত্রিগবের গান শুনিয়া যেমন
কাকে করে অভিলাষ ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোত যেমন
সমতেজ হতে চায়। ১০
শত শত কোটি করয়ে উদয়
তবু তার যোগ্য নয় ॥
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ।
শিবনৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে ১৫
দেবের সমাজে হাস ॥
এমন যে জন নিত্য সহজ ঘটায়
আচরিতে করে আশ।
বাশুলী আদেশে ভণে চণ্ডীদাসে
নরকে হইবে বাস ॥ ২০

৮১৮

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
মানুষ সংস্কার দেহ ॥
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই ৫
সামান্য তাহার নাম।
মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ-সায়রে ধাম ॥
গোলোক উপরে অযোনি মানুষ
নিত্যস্থানে সদা রয়। ১০
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলা কায়া যেবা হয় ॥
তাহার উপরে নিত্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জানে।
আনন্দ ঘটান রহে দুই জনে ১৫
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

৮১৯

মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ-ধন ॥
ভুবনে ভুলয়ে এ সব লোক ৫
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেমা নাহি জীব কে
মানুষে সে প্রেমা জানে ॥

যে জন মানুষ সে জানে মানুষ
মানুষে মানুষ চিনে। ১০
এ লোক মানুষ এ দুয়ের বল
মানুষে মানুষ জানে ॥
মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই ত মানুষ সার।
মানুষ লক্ষণ মহাভাগ্যবান্ ১৫
মানুষ সবার পর ॥
মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাসে কহে সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি ॥ ২০

৮২০

কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা।
কেবা সে মানুষ কার করে সেবা ॥
প্রকৃতি বলিয়া বলয়ে জগতে।
প্রকৃতি কি বস্তু না জানে তত্বে ॥
রসের মাধুরী সবা হইতে ভারি ৫
বুঝিতে শকতি কার।
এ সব বিরল অদভুত সকল
ইহাতে মানুষ অধিকার ॥
চণ্ডীদাস কহে পাইতে বিরল
এইত মানুষ রস। ১০
যাহার আলাপে দুখ ভয় ভাঙ্গে
সবা হইতে প্রেম-রস ॥

৮২১

যেবা জন জানে কহিতে না পারে
গুমরে গুমরে সেহ।
সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কেহ ॥
শুনহ রসিক ভকত জন।
জগতে জানি রাখিবে মন ॥
রসিক নাগরী পাইবা যথা।
রসের কৌতুক বাড়াবা তথা ॥
রসিক যুবতী হইবে যে।
রসিক পাইলে না ছাড়ে সে ॥ ১০
প্রকৃতি হইয়া রস না জানে।
জনমিয়া সে মৈল না কেনে ॥
যে না জানে রসের রীত।
সদাই আনন্দ তাহার চিত ॥
কি নারী পুরুষ দোঁহাতে একা। ১৫
কহে চণ্ডীদাসে পীরিতি লেখা ॥

৮২২

তিনটি আখরে না জানি কি আছে
তিনেরে করিল বশ।
তিন ভয়ে তনু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপযশ ॥
সখি হে, তিনের মূল কি বটে। ৫
যে তিন লাগিয়া দুই বেয়াকুল
তিন গায় ঘাটে মাঠে ॥
তিন সোঙারিয়া তিন হি লাগিয়া
তিনে স্থির নাহি বাঁধে।
* * * * * ১০
যবে দুই মিলে আর দুই খেলে
দুয়ে দুয়ে হল চারি।
তিনে চার মিশাইল সাত অক্ষর হইল
তিনের বলিহারি ॥
ক্ষণমাত্র দুই চেরে দুই খেলে ১৫
তাহা দেখি লোক হাসে।
সে দুই কখন তিন সদাক্ষণ
তাহে চণ্ডীদাস ভাসে ॥

৮২৩

মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হল।
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল ॥
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন ৫
ভাগিনা হইল বুড়া।
অনিত্য কুলের এ কি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া ॥
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ। ১০
ঘরের ভিতরে বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ ॥
মাটীর জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন ১৫
তখন গণেছি মাস ॥
(এখন) এ কুল ও কুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ।
কহে চণ্ডীদাসে কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ ॥ ২০

বিবিধ।

৮২৪

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল।
চূড়াটি বান্ধিয়া কে বা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর-বেশ পাইল কথি ॥
বনমালে গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ ১০
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকনবরণী ॥
নীল উজলি নীলমণি।
* * * *
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। ১৫
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥ ২০
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

শ্রীবলরামের রূপ।

৮২৫

সুহিনী।

দেখ বলরাম ভুবনমাঝে।
রূপ দেখি কাম মরমে লাজে ॥
চাঁচর চিকুরে চামরী মজে।
নানা ফুল ভাল তাহাতে সাজে ॥
রজত-মুকুরে মাজিয়ে মুখ। ৫
তা দেখিয়া চাঁদের মরমে দুখ ॥
তিলক বলিত ললিত ভালে।
মুগ্ধ ভ্রমরা অলকজালে ॥
অরুণ দীঘল নয়ন দেখি।
বিকচ কমল কিসে বা লেখি ॥ ১০

পাত সহিত কদম্ব ফুলে।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলে॥
তিলফুল জিনি সুন্দর নাসা।
নাগরী জনার মনের বাসা॥
অরুণ বরণ দশন বাস। ১৫
বাঁধুলী ফুলের গরব নাশ॥
কুন্দ-কোরক জিনিয়া দ্বিজ।
কি ছার তাহাতে করক বীজ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে॥ ২০

৮৮৬

গান্ধার।

ফটিক অঙ্গের জনু রজত-সুন্দর তনু
রসে ঢল ঢল বলরাম।
বিগত-কলঙ্ক চাঁদ কোটি গুঞ্চা মুখছাঁদ
মৃগমদ-তিলক অনুপাম॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া বনফুল-মালা বেড়া ৫
টলমল শিখিদল তায়।
পরিমলে উনমত্ত শিখিদল শত শত
মধু পিবি মধুরিম গায়॥
পরিসর ভাল স্থল বিলোল অলকামাল
মুখচন্দ্র অতি অপরূপ। ১০
হেরিতে চকিত চিত চমকিত অতি ভীত
কত শত মনমথ ভূপ॥
উন্নত বঙ্কিম চারু কন্দর্প-কামান উরু
কমল পলাশ দুটি আঁখি।
বারুণী অলস-ঘোরে মেলিতে না পারে জোরে ১৫
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যেন দেখি॥
নাসাপুটে ঝলমল বিলসে মুকুতা-ফল
সুরঙ্গ অধরে সদা হাসি।
হেরিয়া দশনপাতি সিন্দুর মুকুতা জাতি
অমিয়া উগারে রাশি রাশি॥ ২০
বাম কর্ণে ঝলমল মণিময় কুণ্ডল
দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী।
কণ্ঠহার পরিপাটি দেখিতে সোনার কাঁটি
উরে গুঞ্জা অতি মনোহারী॥
রঙ্গন মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ ২৫
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।
কুন্দ মল্লিকা জাতি কনক-চম্পক যূথি
রমণক তুলসীর পাতে॥
মন্দার অশোক ধূপ শেফালিকা সাউলাফুল
আর যত বনফুল ভালে। ৩০
ভ্রমিছে ভ্রমরা তায় মধুর মধুর গায়
উরুপর দোলে বনমালে॥
করভ-শাবক-শুণ্ড সুবলিত ভুজদণ্ড
কনক-কেয়ূর তায় সাজে।
অঙ্গদ বলয়া মণি নীল পাটের থোপনি ৩৫
মণিবন্ধ বাহুতে বিরাজে॥
শ্রীদাম সুদাম সাথে চলিলা ভাণ্ডীর-পথে
চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে।
দেখ দেখ রাম রায় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
চরণেতে রেখহ আমাকে॥ ৪০

কাকমাল্য মান।

৮৮৭

ধানশী।

হলধর-ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে॥
হেন কালে আইল কাক খাদ্য দ্রব্য বলে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে॥
আহার নাহিক হল দিল ফেলাইয়া। ৫
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া॥

আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলীর ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে ॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যাম রায়।
দেখিতে না পায় পুন সাতলী খেলায় ॥ ১০
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল ॥
রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস ॥

পাশা-খেলা।

৮২৮

রসেতে আবেশ হয়ে শ্যামচাঁদের মুখ চেয়ে
কহিছেন রসবতী রাধা।
ধর মোর বেশ ধর আপন আঁচরে ভর
করের মুরলী রাখ বাঁধা ॥
হারিলে বেশর দিব জিনিলে মুরলী নিব ৫
আর নিব তোমার হাতের বাঁশী।
তোমারে জিনিয়া লব আপন হৃদয়ে থোব
নতুবা হইব তোমার দাসী ॥
শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ বিদরে যার গানে। ১০
কত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেশর তোর
সমান করহ কোন গুণে ॥
রাই কহে শুন শ্যাম বেশর যাহার নাম
দোলয়ে নাসিকা মুখমাঝে।
যার রূপে মুখ আলা আপনি ভুলেছ কালা ১৫
হেন ধন নিন্দ কোন লাজে ॥
তোমার বাঁশীর গানে বধিল অবলা প্রাণে
এবে সে ঠেকেছ রাধার হাতে।
চণ্ডীদাসেতে কয় বাঁশী গেলে প্রাণ রয়
খল বাঁশী না রাখিহ হাতে ॥ ২০

হোলি।

৮২৯

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম- অঙ্গ মুকুরপর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তঁহি এক রমণী শিরোমণি রসবতী
কোন ঐছে জগমাহ। ৫
তোহারি সমুখে শ্যাম সহ বিলসব
কৈছন রস নিরবাহ ॥
ঐছন সহচরী- বচন হৃদয়ে ধরি
ঈষৎ হাসি সনে মান তেয়াগল।
উলসিত দুঁহে দোঁহা হেরি ॥ ১০
পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগায়ত
সকল সখীগণ সাথে ॥

৮৩০

একা কাঁখে কুম্ভ করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায় ॥
যমুনাতে দিতে ঢেউ আর না দেখিল কেউ ৫
ঢেউ স্থির মাঝে পুন কানু।
কতেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে হাত বাড়াইনু।
হাত বাড়াইয়া নাহি পাই ডুবিয়ে ধরিতে চাই
কান্দিতে কান্দিতে ঘরে আইনু ॥ ১০
চণ্ডীদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
মিছে কেন ডুবেছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে ॥

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

(ক)

চণ্ডীদাস-বন্দনা।

(১)

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডিদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ॥
শ্রীগোবিন্দঃ কবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্য-ধন্যাস্তে বর্ণ্যন্তে সিদ্ধরূপিণঃ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

---

(২)

জয় জয়দেব কবি-নৃপতি-শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব উদয় হুহুঁ অন্তরে
তব গায়ই দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যাওত
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরচার।
সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

---

(৩)

জয় জয় চণ্ডিদাস গুণভূপ।
দ্বিজকুল-কমলবন্ধু কবি-মণ্ডল-মণ্ডিত
মহীমাধুরী অপরূপ॥
পরম সবলহিয় প্রবল প্রেমময়
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।
নিরুপম গোরী শ্যামরস পিবইতে
বাঢ়ল নিশিদিশি উলাস অশেষ॥
মরি মরি কি রীতি পীরিতি-রস শশধর
তারা সহ রস কো করু ওর।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন-নরনারী বিভোর॥
রসিক সকল সহ সংকীর্ত্তনরত
রাধামোহন-চিত উমতায়।
বিদিত চরিত চিত্র ভণ নরহরি
পামর মন কি রহব তছু পায়॥

---

(৪)

বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত যুগল-পীরিতিদাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া গড়িল ধাতা॥
সতত ভকতি-রসে ডগমগ চরিত বুঝিবে কে॥
যাহার চরিতে ঝুরে পশুপাখী পীরিতে মজিল যে॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-কেলিবিলাস যে বর্ণিল বিবিধ মতে
কবিবর চারু নিরুপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দ-নন্দন নবদ্বীপপতি শ্রীগৌর আনন্দ হইয়া।
যার গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ লৈয়া॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।
অনুখন কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান্॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গে সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনের প্রাণধন গুণ বর্ণিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস-পদে যার রতি সেই পীরিতি-মরম জানে।
পীরিতি-বিহীন জনে ধিক্ রহু দাস নরহরি ভণে॥

---

(৫)

জয়জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাক যশ রসায়ন গাওত জগতজনে॥
নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী
কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা ধুবনী দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে॥
ইহা শুনি নিশি প্রভাতে চলিল প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুবনী-দরশ-রসে ফুরে সব কি দিব তুলনা তায়॥
চণ্ডীদাস হিয়া ধুইল ধুবনী প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রাই কানু গুণে ঝুরে দিবানিশি ঘুচিল সকল ধাঁধা॥
ধুবনী মহিমা সীমা জানাইল ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে পাইল দুলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি॥

---

(৬)

কবিকুলে রবি চণ্ডীদাস কবি ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক প্রেমিকে প্রেমিক সাধকে সাধক গণি॥
উজ্জ্বল কবিত্ব ভাষার লালিত্য ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ-গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে সেই লাগে প্রাণে
শুনা মাত্র আত্মহারা।
রামতারা ধনী রাধাস্বরূপিণী ইষ্ট ধাতু যাঁর হয়।
যাঁহার দরশে চণ্ডী রসে ভাসে কবিতার স্রোত বয়॥

---

(৭)

চণ্ডীদাস-চরণ-রজ চিন্তামণিগণ শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক-মুকুটমণি প্রেম-ধনেহি ধনী
কৃপা-নিরীখণ যব পাব॥
হৃদয় শোধি মোহে ঐছে প্রবোধবি
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী বিলাস-রস কিঞ্চিত
মঝু চিতে কর পরচার॥
দুহুঁক চরিত বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ সাধ মঝু পূরহ কহ দীন গোবিন্দ দাস॥

---

(৮)

দ্বিজকুল-সুত রসময় চিত জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর শবদে গাইলা যুগল-রসের ভাষ॥
কিবা অপরূপ কবিতা-মাধুরী আখর পীরিতি-মাখা।
অমিয়া ছানিয়া দিলা বিতরিয়া অনুপ বচন ভাখা॥
বরজ যুগল পীরিতের খনি সে মুখ শরদ-শশী।
কবিতা পঠনে হেন লয় মনে চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলী আদেশে যুগল-পীরিতি গাইলা সে কবিচন্দ।
রস কবিকুল মত্ত মধুকর পীয়ে ঘন মকরন্দ॥
নিতাই আদেশে পরসাদ দাসে গাইবে ব্রজবিলাস।
চরণ-সরোজে শরণ লইনু সফল করহ আশ॥

পরিশিষ্ট।

(খ)

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

[রতন-লাইব্রেরী, পুথি নং ১০৬৬, সার্দ্ধ দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পুথি, প্রাপ্তিস্থান—রজক-বাটী, লম্বোদরপুর]

(১)

মেঘের বিদ্যুৎ চাঁদের উদিত
বাম করে যেবা ধরে।
তোমার আমার রসের চাতুরী
আভাষে বুঝিতে পারে॥

মানুষ মূরতি হিঙ্গোল আকৃতি
অরুণ বরণ আঁখি।
দাড়িম্ব কুসুম বরণ সুষম
যেন সৌদামিনী পাখী॥
জবাতর পাখী জবাপুষ্পে থাকি
ভিন্ন ভেদ নাহি হয়।
একটি করয়ে গমনাগমন
সন্ধান নাহিক পায়॥
রক্ত পদ্মপর রক্তবর্ণ মর
রক্তবর্ণের পঞ্চসখী।
এ সব লইয়া করে নিত্যলীলা
* * *॥
হিঙ্গোল রাগের মানুষ ভজন
হিঙ্গোল রাগের সেব.
কিবা নরনারী গন্ধর্ব্ব কিন্নরী
কিবা দেবী আর দেবা॥
কিবা মৃগপাখী কিবা বৃক্ষঝাকে
কিবা কীট জলচর।
হিঙ্গোল রাগেতে আরোপিত হলে
হিঙ্গোল বরণ তার॥
হিঙ্গোল রাগেতে কহে চণ্ডীদাসে
হিঙ্গোল পাখীর ঠাই।
হিঙ্গোল রাগেতে যে জনা ভজিবে
সে জনা মানুষ পাই॥

(২)

প্রেমের পীরিতি অতি বিপরীতি
দেহ রতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয়॥
অনলেতে ঘৃত যদি হয় স্থিত
তাহার তুলনা সেই।
ক্রোড়ে কোন জন আছয়ে এমন
যাজন করেছে যেই॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইঞা পুরুষ আচরে
করিবে সে নারীর সঙ্গ॥
উলটাঞা রতি অতি বিপরীতি
প্রেম রতি অতি নয়।
চণ্ডীদাসে কয় দেহ রতি নয়
বিন্দুপাত নাহি হয়॥

(৩

কামের স্বরূপ নাহিক ইহাতে
রাগের স্বরূপে রয়।
একান্ত করিঞা প্রকৃতি হইঞা
মানুষ অন্মাবেশ হয়॥
নিষ্কামী হইঞা রাধা রতি লঞা
একান্ত করিঞা রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতি শূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে॥
সখী গোত্র ধরি করি অঙ্গীকার
অন্য গোত্র নাহি রবে।
প্রকৃতি সেবিঞা পুন সঙ্গ হলে
এ ঘোর নরকে যাবে॥
রাগের সাধন প্রেম রতি গুণ
দেহ রতি নাহি রবে।
পুন ইহা হঞে অন্য অন্য মনে
তবে সে নাহিক পাবে॥
চৈত রূপার নিগূঢ় .রণ
এই সে কহিলাম সার।
চণ্ডীদাসে কয় কামানুগা নয়
যেন সে করাত ধার॥

(৪)

বসিঞা অবন্তিপুরে পঢ়ঞা পঢ়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে॥
সে যে চাহিল আমার পানে
তায় হানিল মদন-বাণে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন ধৈরয না মানে প্রাণে॥
সে যে রসের পুতলী বালা

তার মদন-মোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করএ বিবিধ খেলা ॥
পাপ ভয় করি মনে
তারে ছাড়িতে চাহি যেমনে।
বাঢ়িল মদন করিল রমণ যাপল রমণী সনে ॥
সে জগতজননী উমা
রাখিতে নারিল আমা।
দেখিঞা সে রূপ নবীন পীরিতি জাতিকুলে দিল সীমা ॥
যত মনে করি বারা
তবু রজক রমণী সারা।
চণ্ডীদাসে বলে নবীন পীরিতে জীয়ন্তে হইলাম মরা ॥

(৫)

তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি।
অই শুভ দিনে দেবীবার স্বর্ণ
আঙ্গিনায় পেখলু গোরী ॥
হায় মন চলি গেল কেন।
দেখিঞা সে রূপ নবীন পিরীতি স্মরণ
লইলা যেন ॥
শুন শুন দেবী তোমা আমি সে বিফল হইল মোর।
পুণ্য ধর্ম্ম গেল মোক্ষাদি সকল চরণ
না পেলাম তোর ॥
দেবী কহে পুন শুনহ বচন বিরোধ না বাস তুমি।
বহু ভাগ্যের উদএ শুভার যোগবলে জানি আমি ॥
জনম সফল জরামৃত্যু গেল ঘুচিল যতেক দায়।
হরিহর ব্রহ্মা পুষ্টা (?) দিক কথা
ধেয়ানে নাহিক পায় ॥
পিরীতি রতনে করিবে যতন আমার বচন মানি।
ভজ শুদ্ধরতি স্বরূপেতে স্থিতি প্রেম অনুসারি গণি ॥
ইহাকে নাহি সারাৎসার জানিবে জগত মাঝে।
আমি হেন কত দেবী দেবা গেলে
কি করে তোমার কাজে।
চণ্ডীদাসে কয় এই সত্য হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা।
বাশুলি বচনে সত্য জানি মনে
ধোবিনী সঙ্গতি লেহা ॥

(৬)

দুরতি দূর সে প্রেমরতি পুনে এক * * রস ভঙ্গ ॥
এমতি জানিঞা রসিক দেখিঞা করিবে সে নারী সঙ্গ
রসিক জানএ রসের চাতুরী সেই সে তাহার
সোণায় সোহাগা যেন।
রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি মিশাইঞা আছে তেন ॥
না দেখিলে মরি দেখিলে কি করি হিয়াএ হিয়াএ থুব।
আপনা বেচিঞা তাহারে কিনিব লোকাপেক্ষা
নাহি নিব ॥
লোক কুবচন গুরুর গঞ্জন মেল মানিলাম বিষে।
চণ্ডীদাসে বলে গোপত না হল্যে পরকীয়া হবে কিসে

(৭)

শ্যামের কিরণ শরনহি বন ছটার কিবা সে ছবি।
হেন মনে হয় যদি লোক ভয় নয় কোলে করি
চেঞা যেঞা ॥

(১৮)

নিসেদ (?) নীলজ বনমালি।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥
হেমঘট দেখিয়া পাথারে।
সে রাধার মন সাত পাঁচ করে ॥
মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥
সাপের মাথা ফণি জ্বলে।
বড়ু কহে বাশুলির বলে ॥

(৯)

অথ কলহান্তরিতা।

কেন বা কানুকে আমি উপেখি আইনু।
আপনি আপনি কেন গরল খাইনু।
হায় হায় কি মাটি খাইয়া মুই এমতি করিনু।
হাতের রতন পায়ে ফেলাইনু ॥
সুধা পিবইতে গেনু ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগি হইল জুড়াইব কিসে।
চন্দন তরুর কাছে গেলাম ভালে।
অমৃতের বিষফল হইল দেবলে।
কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল।
চণ্ডীদাস কয় সই উদয় হইল।

দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ও অর্থ।

অ

শব্দ　পদসংখ্যা　অর্থ।

অগেয়ান　৩৩　অজ্ঞান।

অবরু　৪৯　অজস্র।

অথাই　৩৩,৫৬৮　অগাধ

৩৩নং পদে আছে,—"আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই"। 'অথাই' শব্দের অর্থ লিখিয়াছিলাম—'অস্থির'। কিন্তু এখন দেখিতেছি, 'অস্থির' অর্থ হইতে পারে না। রাধা ত অস্থির হইয়া পড়েন নাই, তিনি সংজ্ঞা-হীনা হইয়াছিলেন, সেই সংজ্ঞা-হীনতা অতীব গভীর, সুতরাং 'অগাধ' অর্থ করিলে মন্দ হয় না।

অথির　৪৮৭　অস্থির।

অনিরোধ　৬৫৬　এ কথাটার অর্থ হয় না। 'অনিরোধ' না পড়িয়া 'অতিরোধ' ও 'করে' না পড়িয়া 'করে' পড়িলে তবে এক রকম অর্থ হয়।

অনুখন　অনুক্ষণ, সর্ব্বদা।

অনুপ　২৯　অনুপম।

অনুরথ　১০৬,১১৫,১৩৯, ১৪৪, ৪০০,　শব্দটি অভিধানে নাই, কিন্তু স্পষ্ট বোধ হয় যে, চণ্ডিদাস ইহা 'বিপদ,' 'কষ্ট' এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

অনুশয়　৬৬২　প্রকৃত অর্থ 'পশ্চাত্তাপ', কিন্তু এ স্থলে শুধু কষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অপভাষ　৬৫ নিন্দা, অপমান।

শব্দ　পদসংখ্যা　অর্থ

অবলা　৭৪০ কথা বলিতে অক্ষম।

অসকাল　৭ অবসান।

আ

আই　৪৬৮　আইসে।

আউদড়　৬৩৮　বোধ হয়, পাগলিনী, আলু-লায়িত।

আখ্যান　৩৩　আখ্যায়িকা ; ব্যাপার, ঘটনা।

আগম　৬৩৬　বোধ হয় 'অগম', অর্থ 'অগম্য'।

আগরল　৬৯৭　বদ্ধ, পূর্ণ।

আগরি　১৪১, ২০৬ গৃহ, আধার।

আগল　১০৬,১৮০　কাতর।

আগি　১　অগ্নি।

আগুলি　২০৬ সতীশ বাবু বলেন যে, 'আগলি' পাঠ হইবে, অর্থ 'পরিপূর্ণ, সুনিপুণ'। কিন্তু 'আগুলি' পাঠ রাখিয়া তাহার অর্থ 'আটকাইয়া' করিলেও বেশ চলিতে পারে। মদনকে আটকাইয়া অর্থাৎ সঙ্গে লইয়া অর্থাৎ মদনাকুল হইয়া।

আচির　২০৭ কোন অর্থ নাই, কেবল প্রাচীরের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যেমন 'জল টল'।

আজু　৪৫ আজি।

আটন　২৪ বেদী।

আদলি　৬২ (অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।)

আঁধুয়া　২৬৯ অন্ধকারময়, বৃক্ষ ও জলজ উদ্ভিদে আবৃত। এরূপ পুকুরকে এ দেশে 'এঁধো পুকুর' বলে।

আন　১৩২,২০৮ প্রথমটির অর্থ 'অন্ত', দ্বিতীয়টির অর্থ 'ব্যর্থ'।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
আনচান	৩৯৯	অস্থির।
আনলা	২৬৩	নল।
আরজি	১১১	আবেদন।
আরতি		এই শব্দটি বহু স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও অর্থ 'প্রেম', কোথাও 'শোভা', কোথাও আবার কোন অর্থ নাই।
আর্ত্তিক	৪৫১, ৪৭৬, ৪৯৫,	আধিক্য ভিন্ন অপর অর্থ সঙ্গত হয় না।
আরদ্র	৬২	হরিদ্রা।
আরম্ভন	৪০২	কর্ম্ম।
আলিস	২০৭	আলস্য।
আসক	৩৮৬	উপবেশন-স্থান, আসন।

ই

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ইছিয়া	২৭০	ইচ্ছা করিয়া।

উ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
উকি	৩৪৩	বিশেষ্য করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ক্রিয়া করিলে গুপ্তভাবে থাকিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশ হওয়া—peep।
উঁকি	১,১৩৩	প্রথমটির অর্থ উপস্থিত হওয়া, দ্বিতীয়টির অর্থ উঁকি—peep।
উথ	৬৫৫	(?)
উঘারিয়া	৮২	খুলিয়া, উদ্ঘাটন করিয়া।
উচর	১১৭, ১৪০,৫২৯	উচ্চ, অনেক।
উচল	৩১১	উচ্চ।✓
উচারু	৫৫৩	উচ্চারণ করা।
উছর	৫২৯	উচ্ছৃঙ্খল।
উজর	৮৭	উজ্জ্বল।
উজরোল	২০৭	উজ্জ্বল।
উজাগর	৫১৫	জাগরণ।
উজাটিয়া	৬১৮	উল্‌টাইয়া, ঘৃণা করিয়া, ত্যাগ করিয়া।
উতরই	৬৫৭	শব্দ করা।
উতরোল	৬১	উচ্চ শব্দ, এখানে উৎকণ্ঠা বা ব্যগ্রতা।
উভরায়	৫৫৯	উচ্চৈঃস্বরে।
উয়ল	৪১০,৪৮৯	উজ্জ্বল।

এ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
এড়ি	২৪,১১০, ৫২১,	যথাক্রমে অর্থ—রাখা, ধরা না দিয়া যাওয়া; ত্যাগ করা।

ও

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ওর	১৩৫, ১৭৬, ৫৪১	যথাক্রমে অর্থ—শেষ, সন্ধান।

ক

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
কচলিয়া	১৮৭	হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া, কাচিয়া।
কচালি	৩৯	হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া, কাচিয়া।
কটা	১২২	অনেকটা শাদা।
কতি	৪০৪	কোথায়।
কদর্থন	৩৪৩	কুপরামর্শ অর্থ করিলেও চলিতে পারে। কৃষ্ণপ্রাপ্তির দিকে বৃথা মনকে প্রলোভিত করে, সুতরাং যন্ত্রণা দেয়।
করবে	৬	কটিদেশ, ট্যাক। প্রকৃত অর্থ, কটিদেশে কাপড়ের যে অংশ জড়ান থাকে।
কবহুঁ	১৯৩	কখনই।
কাত্তা	৬৭১	কর্ত্তা।
কাহ্বায়	৬	(?)
কিনার	১৩৩	তীর।
কুটক	৪২০	নিরর্থক। কুটিল, কুটক—কৌটিল্য। সমস্ত চরণটার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,—যে সরল হয়, সে কুটিলতা ছাড়ে, তাহার ও সব দোষ থাকে না।
কুটি	১৬৬,৪৬৯	যথাক্রমে অর্থ—কুটিলতা, ও অংশ।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
কুন্দল	৫০২	কুঁদ দিয়া পরিষ্কার করিল।
*কুলগারি	৬৫	কুলের গৌরব।
কুহায়ে	৮৬	কুজ্ঝটিকায়।
কোঙর	৫১	কুমার।
কেরয়াল.	১৪৪	মাঝি।
কোঁপনি	৪৯১	(?)
খ		
খেদ	২১	সামান্য।
খেয়া	১৪৪	নৌকা বাহিত করা; নদীর এক পার হইতে অপর পারে নৌকা লইয়া যাওয়া।
গ		
গতিক	৪০০	মত, সমতুল্য।
গভরেত	২১	(অর্থবোধ হইল না)।
গসি	৫৬৫	(অর্থ নাই)।
গাগরি	১, ৩২৩, ৪২৫,	কলসী, পাত্র।
গাড়ে	৭২	প্রোথিত করে।
গাঢ়ি	৪২১	গাঢ়, গভীর।
গাত	৬৮	অঙ্গ, শরীর।
গায়ন	২১	গীত।
গারিমা	১৫০	গৌরব।
গাসি	৬৬৭	ভেদ করিয়া।
গুমান	১৭	গুপ্ত কথা।
গুরুবিত	৯৪	গুরু।
গেও	২৪৯	গেল।
গোপতে	৩৩০	গোপনে।
গোহরি	৩৮	মিনতি।
গোহারি	৬৪৯	(অর্থ বুঝিলাম না)।
ঘ		
ঘাতে	৩৬	সুযোগে।
ঘাটি	৩৩২	অপরাধ।
ঘোষণা	৫০৩	চিন্তা, 'বাসনা' নহে। ঘোষা—পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ঘোষণা	৫৪৯	প্রচারের জন্য সংবাদ।
চ		
চল	১	চঞ্চল।
চাকিনু	৩২২	আস্বাদ করিলাম।
চাতর	৩১, ২৯৫, ৬৫৭	চত্বর।
চাপটিলে	৪	চাপিয়া ধরিল।
চালে	৪০৫	আবরণ চর্ম্মে।
চেতনী	৩৪	চৈতন্য করাইতে পারে, এমন কোন স্ত্রীলোক।
চেটো	৬৫	অল্পবয়স্কা।
চৌরস	৬৬৫	অবন্ধুর।
ছ		
ছড়ি	৪৯৮	অসহায় হইয়া।
ছন্দন	৫২৬	ছলা।
ছাও	৪৪৭	ছায়া।
ছুটে	২৭৯	চলিয়া যায়, নষ্ট হয়।
জ		
জড়	৮২	শিকড়।
"	৫৩২	একত্র।
জনি	১১	যেন।
জনু	৯, ১৯, ৩১৬	যেন।
জাগাত	১১০, ১১৫	শুল্ক আদায়কারী।
জাগাতি	১১৬	শুল্ক আদায়কারী।
জাড়ে	৭২	জড়তায়।
জাতি জাতি	৬২৭	টিপিয়া দেওয়া।
জাতিয়া	১৭৮	টিপিয়া দেওয়া।
জাদ	৯৪, ৪৩৫	মাথায় দিবার কাপড়।
জি	১৩৬	জীবন ধারণ করি, বাঁচি।
জিসে	৩৯৪	যাহাতে।
জুদা	৭৩, ৪০৯	শীঘ্র, পৃথক্‌ও হইতে পারে।
জুয়ায়	২৫৫, ৪২২	উচিত হয়।

ঝ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ঝরকা	২৪	বাতায়ন।
ঝাট	৪৪৪, ৪৫১	শীঘ্র।
ঝামর	২২২	ঝামার ন্যায় কৃষ্ণ।
„	৩৬৮	রক্তায়।
ঝারি	৩৫	ভৃঙ্গার।
ঝাঁপে	৩২৭	চাপিয়া ধরে, আবরণ করে।
ঝাঁপয়ে	৪, ২৬৯	চাপিয়া ধরে, আবরণ করে।
ঝিকটি	১৯৯	ক্ষুদ্র কলসী-খণ্ড জলের উপর ছুড়িয়া খেলা।
ঝুরি	৪৮৮	ক্ষুদ্র খণ্ড।
ঝুরিয়া	১৩১	অশ্রু বর্ষণ করিয়া।

ট

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
টাগ	৬	লজ্জা অর্থ না করিলে উপায় নাই, তবে কেমন করিয়া হইল, বুঝা যায় না।
টান	৩৭	গতি।
টার	৫০১	হাতের অলঙ্কারবিশেষ।
টালনি	৫৭	হেলন।
টিকে	৩০৭	স্থির হইয়া থাকে।
টাট	৭৩, ২৭৬	চতুর।
টাটনি	৭৩	চাতুর্য্য, দুষ্টামি।
টাটপনা	৭৬, ১৮৭	ঐ।
টোনা	১৮	ইন্দ্রজাল-বিদ্যা।

ঠ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ঠানি	৫১৮	অনুমান করিয়া।
ঠাম	২৩৬	অন্যায় কাজ।
„	৫৪৫	গৃহ, নিকট।
ঠারি	৮৪	বক্র করা।

ড

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ডাকা	১১৭	ডাকাতি, চুরি।
ডারল	৪৩৭, ৫৭৭	ফেলিয়া দেওয়া।
ডুরি	৩১৩	রজ্জু, বন্ধন।
„	৪১৫	নির্দ্দয়তা।
ডোরি	৫৪৩	দৃঢ় করিয়া।
ডোর	৪১৫	রজ্জু।

ঢ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ঢঙ্গ	২৭৬	কথা কহিবার প্রণালী।
ঢল	৬১২	বিহ্বল।
ঢলকে	৪৩৬	ঢল ঢল করে

ত

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
তকমবি	৭৮	কৌশলময়।
তজবিজ	১০৮	বিচার।
তটস্থ	৩১	ভীত।
তথি	১৯, ২৩	তাহার, তথায়।
তাক	৮৩, ২৬৩	লক্ষ্য।
তাকর	২৬১	তাহার।
তাকিয়া	৬৫৪	দৃষ্টি করিয়া।
তাজনি	১৮৮	তর্জ্জন।
তাড়বালা	৪১	মণিবন্ধের বালা।
তিখিন	৯	তীক্ষ্ণ।
তেনা	৭০	ছিন্ন বস্ত্র।
তেরছ	২৬৯	তির্য্যক্, বক্র।
তেঁহো	৪৫০	স্নেহ।
তোড়া	২২২	তর্জ্জন, সক্রোধ উক্তি।
তোড়ি	৪৩৭	ছিড়িয়া ফেলিয়া।

থ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
থরি	৩৯৪	সারি, শ্রেণী।
থরে থরে	২৪	সারি সারি।
থানা	৬৪	আড্ডা।
থাপিয়া	১৭৭, ৪৮৯	স্থাপন করিয়া।
থেহ	৩৪৭	ধৈর্য্য ভিন্ন অপর কি অর্থ হয়, বুঝি না।
থেহা	৬২	ধৈর্য্য ভিন্ন অপর কি অর্থ হয়, বুঝি না।
থোপে	৬৫১	গুচ্ছে।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
খোর	৬	অন্ন।
	দ	
দগধন	৬৪০	কষ্ট।
দড়	১৪	দৃঢ়, নিশ্চয়।
দড়াই	১০৮	দৃঢ় ভাবে।
দরদ	২৭২	যন্ত্রণা।
দরশি	৪	দর্শন, আকার।
দরিয়া	১৪২	নদী।
দশা	৯১	কাতর অবস্থা।
দাপনা	৭০	অজ্ঞা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বোধ হয় না। অর্থবোধ হইল না।
দিঠে	৩৫৭	চক্ষুতে।
দিব	৬৯	দিব্য।
দীঘল	২৬	দীর্ঘ।
দুগুলি	১৩	জোড়া।
দুহু	৪৫৪	দ্বিগুণ।
দে	১৪, ৮৭	দেহ।
দেয়াশিনী	৭৯, ৮১	যে স্ত্রীলোক দেবতার পূজা করে।
দৈব	২৩৬	সাধ, অনর্থক।
দোহারিয়া	৪১	জোড়া জোড়া।
দোজি	২০১	দ্বিতীয়।
	ধ	
ধাধসে	১৮৭	ভ্রমেঃ।
ধান্ধা	২০২	চিন্তা, ভ্রম।
ধায়নি	৯	মিশ্রণ।
ধী	৩৪৭	ধীর।
ধেয়ানি	২১৫	ধ্যানমগ্না।
	ন	
নগে	৩৩	(অর্থবোধ হইল না)।
নতি	৮৮	প্রণাম।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
নাট	১১৬, ১৪০, ২৩৫,	নষ্টামি, দুষ্টামি।
	৬৫১	মোহন বেশ।
নাটিকা	৩৫	নাড়ী।
নাচী	৩৭	নাড়ী।
নারা	৭০৬	(অর্থ বুঝিলাম না)।
নাহ	২১২	নাথ।
নিকশে	৪০৯	প্রকাশ করিয়া।
নির্ঘাত	৪২	আঘাত, আক্রমণ।
নিছনি	৩৬৭	ত্যাগ।
নিছিয়া	২৭০	ত্যাগ।
"	৪৯১	বলিহারি।
নিছু	৪৪১	লেখা।
নিদান	৬১৪	নির্দ্দয়।
নিয়ড়ে	২৩৯	নিকটে।
নিশান	২৬২	শব্দ।
নিঃশান	২৬৬	শব্দ।
নিঁদ	৩	নিদ্রা।
নেহালে	১৭৩, ১৭৮	দেখে।
নোটন	৪১০	চূড়া।
	প	
পঞ্চর	৭৩৪	(অর্থ হয় না)।
পণা	৪৮৫	(বিশেষ কোন অর্থ নাই)।
পদউধ	৯০	পক্ষী বটে; কি পক্ষী, বলা যায় না; কুক্কুট কি হয়? ময়ূর হইতে পারে; সেও পদায়ুধ।
পদুমিনি	২৩৯	পদ্মিনী।
পনসরা	৪১৪	(অর্থ বুঝিলাম না)।
পরকার	২৯৬	প্রকার।
পরকিত	৫২২	প্রকৃত।
পরখি	৩০৩	পরীক্ষা করিয়া।
পরদশা	৭১২	সঙ্কট অবস্থা।
পরতেক	৪৯৭	প্রত্যক্ষ।
পরাভব	৪২৪	অপমান, যন্ত্রণা।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
পরিবাদ	৯০, ৩২০, ৩২৬, ৩৩১,	নিন্দা, অপবাদ।
পশারী	৮	দোকানদার।
পসারি	৬২৬	প্রসার করিল, ফেলিল।
পাউস	৩৫৫	বর্ষার নূতন ঢল।
পাখালি	৬২৭	ধৌত করিয়া।
পারা	১১	মত।
পিছ	৪৩২	ময়ূর-পাখা।
পিত্যাইব	১৩৩	প্রত্যয় করাইব।
পুনি	৩৯৩	পুনর্ব্বার, পূর্ণিমা অর্থ হয় না।
পুনবেরি	৩	পুনর্ব্বার।
পুরপ	৫৬০	(অর্থ বুঝিলাম না)।
পূরা	৭২	থলিয়া।
পূরি	৫৬৭	সায় দিয়া।
পেখি	২৫	দেখি।
প্রবন্ধ	৩৫, ৩৮	কৌশল।
পঁহু	৩৯	(বিশেষ কোন অর্থ নাই)।
পাঁজিয়া	১	পদচিহ্ন দেখিয়া।
পিঁধন	৪৯	পরিহিত।

ফ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ফার	২৯৩	দুই অংশে বিভাগ।
ফুটক	৫৩২	সামান্য।
ফেঁকে	৪৮৯	প্রক্ষেপ করে।
ফোঁপান	৬৫	জোরে নিশ্বাস।

ব

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
বঙ্কিল	১৭৮	বক্রগামী, দুষ্ট।
বনি	১০১	(অর্থ বোধ হইল না)।
বনে	৮২	মিল হয়।
বন্ধান	২৯, ৩০, ৪১,	বাঁধন।
বলনি	১৬	গঠন।
„	২২১	স্তরে স্তরে বিন্যাস।
বরিখন	২৩৩	বর্ষণ।
বরিহা	২২৪	ময়ূর-পক্ষ।
বয়ানে	৪৭	বদনে।
বড়াই	১১৮	গৌরব, বাহাদুরী।
বড়ুয়া	৫০, ৯০	বড় লোক।
বহু	৫০	বধূ।
বা	৩০৭	বাতাস।
বাই	৫৩৩	বাহিত করা।
বাউল	৩২৭	উন্মত্ত।
বাওরি	৫০,৩৯৩	পাগলিনী।
বাও	৪৭৮	বাজাও।
বাথার	১১০	প্রকৃত অর্থ ধানের মড়াই, এখানে জালা।
বাগাল	১২১	রাখাল।
বাচাইলা	৫৬৭	বিস্তার করিলা।
বাঢ়া	৭২৬	সংবর্দ্ধনা।
বারিল	৪০	বন্ধ হইল, ঝলসিল।
বাসি	৪২০	মনে করি।
বাহে	১৭২	বাহুতে।
বাহুটি	৫০১	বাহুর অলঙ্কারবিশেষ।
বাহুড়িয়া	১৫৫	অগ্রসর হইয়া।
বায়	২৩	বাজায়।
„	৩৪	বায়ু।
বাঁড়িয়া	২১৬	আঘাত করিয়া।
বিকি	১০২	বিক্রয়।
বিকে	১০৪	ঐ।
বিঘিনি	৬৪০	বিঘ্ন।
বিজুরি	১৪	বিদ্যুৎ।
বিছুরিলে	২৯৩	বিস্মৃত হইলে।
বিথার	২০৬	বিশৃঙ্খল।
বিদগধ	৪০৮, ৪১৭	প্রেমিক।
বিদগধি	৩২	প্রেমিকা।
বিনিয়া	৩২৫	কাটিয়া।
বিবল	৩১৮	বলহীন।
বিভাব	৫৩৫	নানা ভাব হইতে পারে
বিভোল	১৮৬	বিভোর।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
বিসথ বিছল	৫০৭	অর্থবোধ হইল না।
বিসর	৫৭১	বিস্মৃত হও।
বিহি	১৫	বিধি।
বুধি	৩২৪	বুদ্ধি।
বুলে	৬১, ১৫০	ভ্রমণ করে।
বেকত	৮	ব্যক্ত।
বেয়া	১০৩	বাহিত করিয়া।
বেয়াপিত	৪৫৩	ব্যাপ্ত, জ্ঞাত।
বেরাইতে	১৭৭	বাহির হইতে।
বোধে শোধে	২৮১	সামান্তে।
বোলহ	১২১	ভ্রমণ কর।
বোলাইয়া	৪৫৯	ডাকিয়া।
বৌহারি	২৬৭	বধূ।

ভ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ভরম	২৯৮	সম্ভ্রম।
"	২৭৮	ভ্রম।
ভাগে	৮	শোভা পায়।
ভাঙ	৫৮	ভ্রূ।
ভাণ্ডাইব	১২৪	কম দেওয়া।
ভাণ্ডাইয়া	১২৬	বুঝিয়া।
ভাণ্ডাবে	১২৮	বিচ্ছেদ ঘটাইবে।
ভায়	১৮৩, ৫৬২	বোধ হয়।
ভাবে	৫৪১	ঐ।
ভারি ভুরি	২১৯	চালাকি।
ভিত	১,৩১,	প্রান্ত।
"	৩৪১	তীর।
ভিয়ান	৩২২	পাক।
ভীতে	৮৮	ভয়।
ভূষণ শকতি	৪১৩	শক্তিমান্ সুন্দর।
ভেজাতে	১৪০	পাঠাইতে।
ভেল	৪	হইল।
ভোরে	৫৩	বিহ্বল।
ভ্রমা	৮৭	ভ্রূ।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
ভুঁকে	২১০	বিদ্ধ হয়।

ম

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
মঝু	১৬	আমার।
মলতোড়ল	১২	পায়ের এক রকম অলঙ্কার, এখন তোড়া বলে।
মহটা	৫৬৩	চাবি।
মহল	২৪	বাটীর অংশ।
মহাই	৬১৮	মহান্।
মানাইব	৪২৮,৪৩৫	বুঝাইয়া, সম্মত করিয়া।
মুটকে	২	মাথায়।
মুদল	৩২	মুদিত।
মুড়	৩২২	মাথা।
মেনে	৮	কোন অর্থ নাই।
মেলা	২৩,৪৬০	মিলন, সংহতি।
মেহা	১০৯	মেঘ।

য

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
যাকর	৪২১	যাহার।
যুকতি	৩১৮	বুঝিলাম না।
যুতে যুতে	৪১	বহু সংখ্যায়।
যোগানী	১০৮	যাহারা জিনিষ প্রত্যহ দেয়।
যৈছন	২১৪	যেরূপ।

র

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
রটে	৭৮	রটনা করে, কহে।
রসিয়া	১০৮, ১২৬	রসিক।
রা	২৭৩	কথা।
রাগি	১	রাগ, অনুরাগ।
রাজ	৮	মিস্ত্রী, কারিগর।
রাতাপল	৪২৭	রক্তোৎপল।
রেহা	৪৯৪, ৬৫৫	রেখা।
রোই	৯৯	রোদন করি।

ল

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
লখি	২৫৮ ৪৯১	লক্ষ্য করিয়া।

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
লখিতে	৪৬৯	দেখিতে।
লছমি	৩১১	লক্ষ্মী।
লতা	৩৬	সাপ।
লহনি	১৫০	(অর্থ বুঝিলাম না)।
লাখবান	১১৮, ৫৭৪	লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।
লাগে	৮	বোধ হয়।
লে	৫	প্রেম।
লেঠা	৮৪, ৩২৭, ৪১৫	বিপদ্।
লেহা	৩৯, ২৩৬	প্রেম।
লোর	১৩৭	অশ্রু।
লোহ	৬১৪, ৬৯৭	অশ্রু।

শ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
শামাইতে	৩১৮	সম্বরণ করিতে।
শিথান	৩৮৬	বালিশ।
শিরোপা	৮	পুরস্কার।
শোষ	৪০২, ৪৪৩	বেদনা।
শোয়াস	৬৯	শ্বাস।
শ্রবণ প্রতাপ	২৬	শুনিতে ভীষণ।

স

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
সঘর	৬৫৪	(অর্থ বুঝিলাম না।)
সন্ধান	৩	লক্ষ্য করিয়া প্রেরিত।
সন্দেহ	৪৩৯	সংবাদ, চিহ্ন।
সন্দেশ	২৫১	সন্দেহ।
সমাধান	৮২	অবধান।
সমাধি	৪, ১১, ৩১৮, ৩১৯	শেষ, নিদান।
সম্বোধ	৬৬২	বুঝাইয়া।
সর	২৩	অর্থ হয় না।
সরি	৪৮৯	সরাইয়া,
"	৫৩৪	প্রসার করে।
সরে	৫০৮, ৫১১	অর্থ বোধ হয় না।
সলিং	২৪১	ক্ষীণ।
সাকরি	৫৪৩	শর্করা।
সাখী	৪১৩	সাক্ষী।
সাত	২১	সঙ্গে।
সান	৫৩৩, ৫৫৩	শব্দ।
সান্ধাইল	২৬৬	প্রবেশ করিল।
সামাইল	৩১৭	প্রবেশ করিল।
সামাল	৫৪২	(অর্থ বুঝিলাম না)।
সায়র	২১৩	সরোবর।
সার	৪২৬	শেষ কর, ওজর কর।
সারত্র	৬২	পীতবর্ণ (?)।
সালঙ্ক	৩০০	অলঙ্কার।
সিধি	৪৯৪	(?)
সীট	৩২২	অসার পদার্থ।
সুগড়	৩৯	সুগঠিত।
সুগন্ধপণা	৩৬৮	নাগরালি।
সুগন্ধ	৪৪	(অর্থ বুঝিলাম না)।
সুঘর	১৩০	সুজন।
সুচারি	৪৫৮	সুচারু, সুন্দর।
সুধী	৩৩, ৬৯	জ্ঞান।
সুসর	৪৮৯	(?)
সুসাধি	৫৬১	সুসম্পন্ন করিয়া, বহিয়া !
সুসারিতে	৮৯	সম্পন্ন করিতে।
সেওলা	২৫৩	জলজ উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ।
সেঁওলি	২৫৪	জলজ উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ।
সেহনে	৩২৬	সে ক্ষণে।
সোঙরি	৩১৮	স্মরণ করিয়া।
সোদর	৩৬৬	আত্মীয়।
সোত	২৫৪	স্রোত।
সোয়াস্তি	২৫৫	শান্তি।
স্বতন্ত্রী	৩১৬	স্বাধীনা।
সাঁচা	৫৪১	ঠিক, খাঁটি।

হ

শব্দ	পদসংখ্যা	অর্থ
হানা	৪৮৫	ধ্বংস।
হাসিল	১১০	আদায়।
হিত	৬১৪	অর্থ হয় না।
হতাশ	৬৯৫	হতাশায় উদ্বেগ।
হেটে	৭৪	তলে।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃঃ	পদ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	২৮	৩	যুধিষ্ঠর	যুধিষ্ঠির
২০	৩০ (টীকা)	১২	কীৰ্ত্তিত	কীর্ত্তিতা
৪১	৭৩	২	দায়	দাও
৫৫	৯৮	২১	পরি	পত্তি
৬৫	১২১	১৬ পংক্তির পর এই চরণটি ছাপা হয় নাই :—		

এবে ঘাটে বসি হয়েছ অাগাতি
তরুণী আগুলি রাখ॥

পৃঃ	পদ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৬	১২৩	৮	করে	কবে
৭৪	১৪২	১৩	আলে	অলে
৮৫	১৬২	১	দেখ	দেহ
১৯৩	৪৪৭	২২	চুখের	সুখের
১৯৬	৪৫৩	১	মাধব	মাধবী
২০২	৪৬৫	১৩	বাগিণী	রাগিণী
২২০	৫০৫	১৯	কৃষ্ণ	কৃষ্ণঃ
২৩৫	৫৪১	২৩	পোপী	গোপী